আদি ও আসল

হজরত আলীর

ছহি বড়

খয়বরের জঙ্গনামা

দুল দুল ঘোড়া ও জুলফিক্কারের কেরামত

মৌলবী দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেব প্রণীত।

প্রকাশক—
কোরাণ শরীফ ও কিতাব প্রকাশক ও বিক্রেতা
চকবাজার-ঢাকা
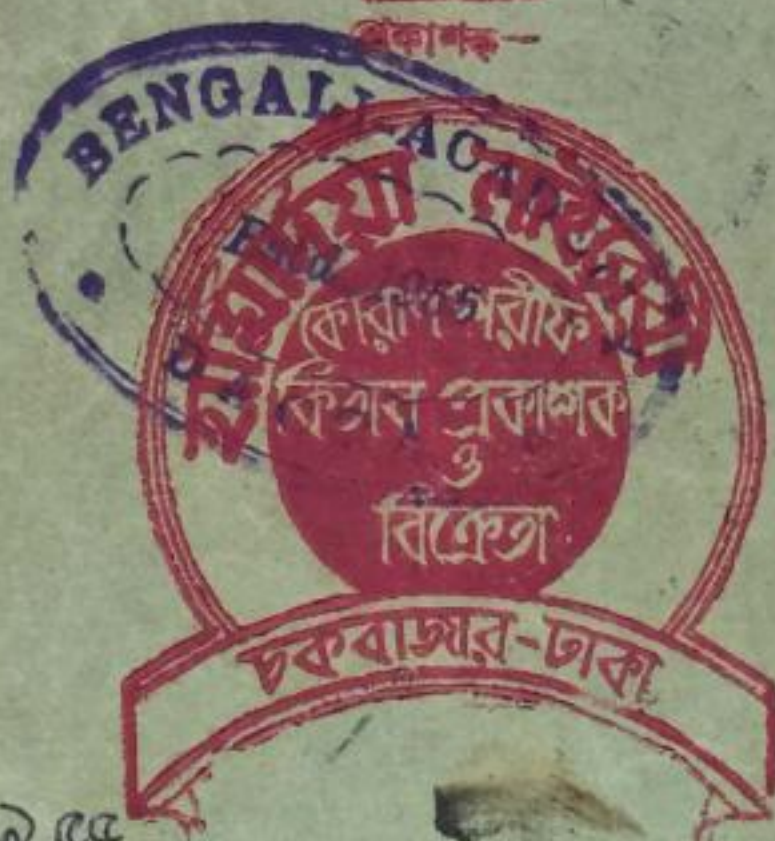
জুলাই ১৯৭৫ ইং। মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।

হামিদিয়া লাইব্রেরীর

আদি ও আসল

হজরত আলীর

ছহি বড়

খয়বরের জঙ্গনামা

দুল দুল ঘোড়া ও জুলফিক্কারের কেরামত।

১ম ২য় ও ৩য় জেলদ একত্রে

মৌলবী দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেব
প্রণীত

প্রকাশক

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!

মাওলানা কাজী আমিনুল হক সাহেব প্রণীত—

ছহি বড় জঙ্গে কারবালা

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ!

আপনারা এযাবৎ হজরত ইমাম হাছান ও হজরত ইমাম হোছাইন (রাঃ) এর হৃদয়বিদারক শাহাদত ও দাশ্‌তে কারবালার বিষাদময় করুণ কাহিনী নানা পুথি পুস্তকের মাধ্যমে পাঠ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐসকল পুথি পুস্তকে বর্ণিত ঘটনারাজি প্রকৃত সত্য ঘটনাবলীর সহিত কতটুকু সম্পর্ক রাখে, তাহা বলা কঠিন। কেননা, কারবালা প্রান্তরের ঘটনা লইয়া লিখিত অধিকাংশ পুথি পুস্তকেই প্রকৃত সত্য ঘটনা বর্ণনা করার চাইতে কেবলমাত্র শায়েরের শায়েরী ও মুনশীর মুনশীয়ানা প্রকাশ করতঃ রঙ্গীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করার প্রতিই অধিকতর ঝোক দেখা যায়।

অতএব, আমরা এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হজরত রাছুলে মাকবুল (দঃ) ও তাঁহার আওলাদ পাকের প্রতি সাচ্চা মোহব্বত পোষণকারী ধর্ম্মভীরু এবং সত্যানুসন্ধানকারী মুসলিম পাঠকগণ যাহাতে শাহাদতে আলে-নাবী সম্পর্কে প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া দো-জাহানের খায়ের ও বরকত হাছেল করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে বহু চেষ্টা ও যত্নে বিভিন্ন আরবী, ফারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি কিতাব যথা—মারাজাল বাহ্‌রাইন, তাজকিরাতুল মাজাহেব, তাজকিরাতুল-করাম, তারীখুল-খোলাফা, তারীখুল-উম্মত, আনাছেরুশ-শাহাদাতাইন, ফাতেমা-কা-লাল, এবনে জরীর ও শরহে নাহ্‌জুল বালাগাত প্রমুখ বহু প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে সার সঙ্কলন করিয়া প্রকৃত সত্য ঘটনা অবলম্বনে "জঙ্গে কারবালা" নামক কিতাবখানা মোহাক্কেক আলেম ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিত মাওলানা আমিনুল হক সাহেব কর্ত্তৃক রচনা করাইয়া প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা মুসলিম পাঠকবৃন্দের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেই আমাদের সকল আয়াস স্বার্থক হইবে। মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

পত্র লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা।

আদি ও আসল
হজরত আলীর
ছহি বড়

খয়বরের জঙ্গনামা

প্রথম জেলদ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদ রাছুল ॥ ইলাহীর ভেজা আর বান্দা সে মকবুল * খোদা রাছুলের নাম মনেতে করিয়া॥ বন্দনা করিনু শুরু কলম ধরিয়া * আল্লা২ বল সবে যত দীনদার রাছুলের শাফাআ'তে হয়ে যাবে পার * আউয়াল আখের হৈতে আম্বিয়া তামাম ॥ সকলের কাছে মোর দুরূদ সালাম * তার পরে বন্দি আমি যতেক আছহাব ॥ পাক পাঞ্জাতন বন্দি মাফিক কেতাব * নবীর আওলাদ আর যত আজওয়াজ ॥ বিবীয়ান পাক দেলে আর পাকবাজ * আর তাবেয়ীন মধ্যে যত বোজরগান ॥ তাবে-তাবেয়ীন বন্দি করিয়া বাখান * আর চারি মাজহাব যে চার ইমাম॥ সবার চরণ বন্দি না করিয়া নাম চারি মাজহাব আছে হক্কের উপর ॥ এনকার করিবে যেই হইবে কুফর * যতেক মাওলানা বন্দি আর আলেমান ॥ মোহাদ্দেছ মোফাছ্ছের যত ফাজেলান * শরীয়ত যাহাদের কোশেষে বাড়িল ॥ নায়েব রাছুল যাহা রাহা বাতাইল * আর যারা ফেকার এলেম নিকালিল ॥ আদল আহকাম যত জাহের করিল * তারপরে বন্দি আমি যতেক আওলিয়া ॥ গওছ কুতুব আর যতেক আম্বিয়া * আবদাল আওলাদ আর যতেক নাজিবা ॥ ছালেক মজ্জুব আর যতেক নাকিবা * আর যত গাজিয়ান আর শহীদান

আর যত হাজিরান আর আবেদান * মোজতাহেদ মুহাদ্দেছ আর ছায়েমীন ॥ তার পরে দীনদার যতেক মোমিন * তার পরে মোছান্নেফ যত সাহেবান ॥ প্রকাশ করিল যারা আরবী জবান * ফারসী জবান রচে কতক শায়ের ॥ সকলের নাম আছে আলমে জাহের * হিন্দি কিবা উর্দু আর নেক জবানেতে যতেক শায়ের লোক হৈল জাহানেতে * আর বাঙ্গালাতে রচে যত কবিকার ॥ আর যারা আধুনিক করে ঐ প্রকার * সকলের জনাবেতে আদাব ও সালাম ॥ লক্ষ লক্ষ কুরণিশ জানাই মোদাম * আমি অতি মূর্খ মতি বড়ই নাদান ॥ বে-এলেম বে-আমল বড় হত জ্ঞান * পরগণে পুস্তলেতে জেলা দিনাজপুর ॥ বসত পোরসা গ্রামে বসতি প্রচুর * মুনশী আবদুল্লা নাম আমার পিতার ॥ বড় গুণবন্ত তিনি স্বদেশ মাঝার * তাঁহার তনয় দোস্ত মোহাম্মদ নাম ॥ খোদায় আমার ভাল করেন আঞ্জাম * কবিতা করিতে সাধ্য নাহিক আমার ॥ কবিতা করিতে হরেক এলেম দরকার * তথাপি ইহার আগে নাদানি করিয়া ॥ তুহ্‌ফাতুন্নেছা পুথি রচি বিচারিয়া * রচনা তাহার যবে হইল আখের ॥ কোন গুণবানে দোষ করিল জাহের * ভাষা শব্দ লাগাইনু মছলার কেতাবে ॥ তেকারণে কেহ২ সেই দোষ ভাবে * জানিলাম নিজ মনে বিদ্যা শূন্য হই ॥ এ কর্মের উপযুক্ত কদাচিৎ নই * লজ্জিত হইয়া তাতে আপনার মনে ॥ অদ্যাবধি ক্ষান্ত আছিলাম তেকারণে * কবিতা বসন্তে আসে লজ্জার হেমন্ত ॥ সেই খেদে কোকিলের মত দিনু ক্ষান্ত এখনেতে মোর কোন, কোন সাগরেদান ॥ খাহেশ করিয়া কহে মোর বিদ্যমান * খয়বরের জঙ্গনামা বাঙ্গালা করিয়া ॥ আমাদের হছরত কিছু দেন মিটাইয়া * সবে বলে দূরে গেল সময় হেমন্ত তোমার বাগানে ফের আইল বসন্ত * তাহাদের কথায় আমি গেনু বাগানেতে ॥ ফুলের বাহার গিয়া লাগিনু দেখিতে *

কোকিলের মত ফের বন্ধ হওয়া সুর ॥ কুহু২ রব করে শুনিতে মধুর ✽ রঙ্গ২ ফুল সব বাগানে দেখিয়া ॥ কোকিল আপন মনে আকুল হইয়া ✽ গাইতে লাগিল গান নিজ কুহুস্বরে ॥ বাগানের সুসাজ করিয়া থরে থরে ✽ লাল লাল ফুল সব হিঙ্গুল বরণ ॥ শরতের খোপায় দিয়া করেন সাজন ✽ ছোম্বলের কেশ যদি দিল লটকাইয়া ॥ দেখিয়া কাকের বুক গেল বিদরিয়া ✽ ছোম্বলের কান্ধে দিল কাবা পিন্দাইয়া ॥ নারগেসে দেখিয়া তাহা রহিল চাহিয়া ✽ গোলাপের মুখে দিল মলিয়া উপটন ॥ লালার দেলেতে দাগ হৈল সে কারণ ✽ বাগানের সাজনেতে হাজার দাস্তান॥ গাইতে লাগিল সুখে নানা রঙ্গ গান ✽ রঙ্গ২ গান করে যতেক বুল২ ॥ তাহা শুনে কোকিল যে চিন্তায় ব্যাকুল ✽ নগরের ধারে সব নাচিতে লাগিল ॥ পক্ষীগণ দেখে তাহা গান আরম্ভিল ✽ গান বাদ্য করে যত পশু পক্ষীগণ ॥ শুনিয়া মোহিত হৈল কোকিলের মন ✽ একেবারে মোহিত হৈয়া হরিল চেতন হৃদয়ের কল্পনা হৈল বিস্মরণ ✽ ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ স্থির হৈয়া চায় ॥ উপরোক্ত রঙ্গ ঢঙ্গ দেখিতে যে পায় ✽ কোথা সে বাগান গেল কোথা সে বাহার ॥ কোথা গেল পুষ্প আর সুসাজ তাহার নিরীক্ষণ করে দেখে অন্ধকার ময় ॥ খয়বরের জঙ্গ দোস্ত মোহাম্মদ কয় ✽ কোথা সে বাগান মধ্যে কোথা নাচ রঙ্গ ॥ ভাবিয়া কেবল দেখে অপূর্ব্ব তরঙ্গ ✽

✽ মোছান্নেফের মোনাজাত ✽

ত্রিপদী ● শুন ভাই সর্ব্বজন, কহি কিছু বিবরণ, জঙ্গনামা হজরত আলীর ॥ যা হইল খয়বরেতে, যেরূপে করিল ফতে, হুকুমেতে হজরত নবীর ✽ ফারসী কেতাব ভারি, রঙ্গিন করিল সারি, মানা মতে কথা চমৎকার ॥ সেই শায়েরের নাম, মোহাম্মদ এবনে হেসাম, বড় জবরদস্ত নামদার ✽ কি কব কথার ছন্দ, বড় কায়েদার ফন্দ, তাতে বড় রঙ্গিন করিল ॥

যেমন দেমাগ যার, তেমনি বয়ান তার, যেমন শায়েরে দাদ দিল যেমন ফারসী আছে, বাঙ্গালা কি তার কাছে, কদাচ না হইবে তেমন ॥ কেতাবের মানে যাহা, বাঙ্গালা রচিনু তাহা, কোস্টা আর রেশম যেমন ❋ কিন্তু ফারসীর তরে, সকলে কিরূপ করে, বুঝিবেক তাহার মজমুন॥ বিদ্যাবান পড়ে তারে, অনেকেতে নাহি পারে, মনে সাধ বাড়ায় দ্বিগুণ ❋ সে কারণে মোর মনে, ইচ্ছা হইল এইক্ষণে, সে কেতাব বাঙ্গালা করিতে ॥ তা হৈলে সকলে তারে, পারিবেক পড়িবারে, সে কারণে লাগিনু রচিতে যত সাগরেদান আর, এই কথা বার বার, কহে মোরে করিয়া, খাহেশ ॥ লাচারে করিনু শুরু, ভয়ে কাঁপিতেছে উরু, খোদাতালা কি করিবেন শেষ ❋ ওহে আল্লা দয়াবান, আমা পরে মেহেরবান, তোমা বিনে নাহি দয়াময়॥ ভরসা কেবল সার, তোমারি নামের হার, সর্ব্বক্ষণ জপেছি হৃদয় ❋ অকুল পাথার মাঝে, কলম তরঙ্গ মাঝে, চালাইনু লাগাম ঝাড়িয়া॥ খোদাতালা মোর কাছে, মদদের ইলিয়াছে, মেহেরেতে দাও পাঠাইয়া ❋ অকুল সমুদ্র প্রায়, কলমেতে ভারি দায়, কিনারার তালাশ কারণ আপনি মেহের করে, দয়া করে খেজেরেরে, আজ্ঞা কর করিতে তারণ ❋ তোমার মদদ হৈলে, পলকে কিনারা মিলে, মদদগার তুমি সদান্তরে॥ আপনা দয়াতে ফের, রহমতে রাছুলের, ক্ষমতা দিবেন মোর তরে ❋ তোমার কুদরত যত, কে বুঝিতে পারে তত, ফেরেস্তা মনুষ্য পরীজাত॥ জঙ্গলে আবাদ করা, আবাদি জঙ্গল করা, করেন আপন পাক জাত ❋ পলকে দরিয়া তরে, পাহাড় পর্ব্বত করে, তুমি বিনে হুকুম কাহার॥ হাতীকে মশার হাতে, দিনের উপরে রাতে, জবরদস্ত হুকুম তোমার ❋ ছোটাকে বাড়ায়ে দাও, কার বা কাড়িয়া লও, তুমি জানো ভেদ সবাকার॥ বাদশাকে ফকির করে, ফকিরের হাত ধরে, তখত দেহ করিয়া পিয়ার ❋ কৃপা দৃষ্টি কর যারে, সংসারের লোক তারে,

সকলেতে করেন আদর ॥ আর কোপ কর যাকে, দেখিতে না পারে তাকে, কোন জন সংসার ভিতর * তুমি জগতের সার, তুমি আপে নৈরাকার, রক্ষা কর আপদ বিপদে ॥ তোমার ভরসা পরে, নিজ মন স্থির করে, কহে কবি দোস্ত মোহাম্মদে *

* কেচ্ছা শুরু *

পয়ার * শুরু করিলাম কেচ্ছা নামেতে আল্লার ॥ শুন খয়বরের জঙ্গের সমাচার ॥ কেতাব মাফিক কথা বাঙ্গালা ভাষায় শুনাইব যদি কেহ শুনিবারে চায় * পদ যদি সমান না পাও কোন ঠাঁই ॥ তাহাতে আমার দোষ নাহি দিবে ভাই * কেননা ফারসীর কথা বাঙ্গালা করিতে ॥ হরেক চিজের নাম হইবে লিখিতে * একারনে ঠিক ঠাক চৌদ্দ হরফেতে ॥ সর্ব্ব ঠাঁই না পাইবে এই পুস্তকেতে * দু এক হরফ কভু বেশী হবে ভাই ॥ আলফাজ ফারসীর জন্য মোর দোষ নাই * কিন্তু পড়িবার কালে ওজন সবার ॥ সমান হইবে বটে হানি নাহি তার * ফলাবর্গে দু হরফে একই জানিবে ॥ তবে আনন্দিতে মোর পুস্তক পড়িবে সবার জনাবে এই আরজ করিয়া ॥ পুস্তক করিনু শুরু কেতাব খুলিয়া * শুন ওহে দীনদার যতেক মোমিন ॥ একদিন মদীনাতে রাছুল আমীন * মসজিদে বসিয়া ছিল সময় ফজরে ॥ চান্দের সমান রূপ ঝলমল করে * চৌদিকে আছহাব লোক ঘিরিয়া তাঁহায় ॥ চান্দ হইতে তারাগণ যেন শোভা পায় * ইয়ারগণে নছিহত করেন রাছুল ॥ মোবারক জবানেতে খোদার মকবুল * ইয়াকুতের ডিবা হৈতে মুক্তা নিকালিয়া ॥ সবার আচলে দেন ফেলিয়া২ * বলে ওহে ইয়ারগণ শুন এক মনে ॥ বাঁচিতে না আইল কেহ এই ত্রিভূবনে * আমাদের আগে যারা গেছে গোজারিয়া ॥ কি হালে আছেন তারা কবরেতে গিয়া * আজাবে আছেন কিবা আছেন ছওয়াবে ॥ নেক হালে আছে কিবা আছেন খারাবে * জিন্দা লোকের ওয়াজেব যে তাহাদের তরে ॥

ফাতেহা দুরূদ ইয়াদ রাখে সদান্তরে * অতএব কহি চল সঙ্গেতে আমার ॥ গোরস্তানে জিয়ারত করি একবার * এত বলি রাছুলুল্লা আপনি উঠিল ॥ ইয়ারগণ কত শত সঙ্গেতে চলিল * রাছুলের চারি ইয়ার আর বোজরগান ॥ জিয়ারত জন্য গেল যথা গোরস্তান কেহ২ থাকিল সে মজলিসে বসিয়া ॥ গপ সপ করে সবে হাঁসিয়া খেলিয়া * নানা রঙ্গ কথাবার্ত্তা আপোষেতে কহে ॥ কথার বাহাছ করে খোশালিতে রহে * কেহ বলে বাহাদুর কাজে যায় জানা ॥ কেহ বলে দেখাইতে কেবা করে মানা * কেহ বলে এর মধ্যে নাহি কেহ মর্দ্দ ॥ কেহ বলে আলী শাহা বড় শের গর্দ্দ কেহ বলে আলী বাদে মদীনার বিচে ॥ আর যত পাহালওয়ান ওম্মরের নীচে * জঙ্গেতে ওম্মর মাদি বড় দেলাওর ॥ তার সম নাহি কেহ মদীনা ভিতর * সেই জন্য ওম্মরের অনেক ছেফত ॥ করিতে সাদের নাম হইল গয়রত * বড় পাহালওয়ান সাদ আক্কাস নামেতে ॥ গোস্বায় কহিতে লাগে তাহার আগেতে * এত মিছা গপ কেন ওম্মর মাদির ॥ তাহার মর্দ্দমী আছে আলমে জাহির * বাড়াইয়া কহ কেন এত ঝুট বাত ॥ কি ছার ওম্মর মাদি মালেক সাক্ষাৎ * থাকিত মালেক যদি সামনে আমার ॥ মোকাবেলা হৈলে দেই জওয়াব তাহার * যদি আমি কামানেতে চড়াইব গুণ ॥ ওম্মর মাদিরে দিলে হয়ে যাবে খুন * আলী হৈতে শিখিয়াছে যতেক হুনর ॥ কার সাধ্য খাড়া হয় আমা বরাবর * একথা কহিল যদি সাদ দেলাওর ॥ কোড়া হাতে লয়ে তবে আইল ওম্মর * সাদের উপরে কোড়া মারে জোর করে ॥ সকলে হইল খাড়া মজলিস ভিতরে * ওম্মর মারিয়া কোড়া লাগিল কহিতে ॥ তোমার সমান নাই ফজলি করিতে * তোমার কুদরত কিবা আমার সামনে ॥ মিছা মালসাট কর কিসের কারণে * হেনকালে একজন নবীন জওয়ান ॥ দেখিতে বাহার অতি বড় পাহালওয়ান * লাল রং কাল দাঁড়ি ভাল রং তার ॥

জোড়া ভুরু চাঁদ মুখ দেখিতে বাহার * মোটা২ বাজু তার ছিনা যেন ঢাল॥ অতি সরু মাজাখানি আক্কেল কামাল * আবুল মাজন নাম আছিল তাহার॥ বেটা বলিলেন তারে আলী নামদার যতেক হুনর ফান্দ চাহি লড়াইতে॥ তালিম পাইল শাহা মর্দ্দানা হইতে * কেননা হইবে আলী ওস্তাদ যাহার॥ তার সঙ্গে মোকাবেলা সাধ্য আছে কার * কহিতে লাগিল সেই নবীন জওয়ান॥ ওম্মর মাদির তরে শুন পাহালওয়ান * যদি মোর এক হাত পার সামালিতে॥ তবেত লায়েক হও ছেফত করিতে আর যদি নাহি পার কিসের ছেফত॥ যত কহ উপকথা সব অকারত * একথা কহিবা মাত্র কুদিয়া ওম্মর॥ মারিল দোছরা কোড়া তাহার উপর * গণ্ডগোল উপস্থিত হইলেক ভারি॥ চৌদিকে জমিল আসি লোক সারি২ * কেহ২ ওম্মর মাদির হাত ধরে॥ লয়ে গেল তাহাকে টানিয়া বার করে * মধ্যখানে খাড়া হৈল কোন মহাবীর॥ ঝগড়া ফছাদ সব করাইল স্থির * মজলিছ ভাঙ্গিল তবে ঘড়ি এক পরে॥ সকলে চলিয়া গেল নিজ২ ঘরে তার পরে দিন গিয়া রাত দেখা দিল॥ পর্ব্বতের বুরুজে সূরুজ লুকাইল * চান্দ আসি আপনার লস্কর লইয়া॥ ঐ বুরুজের তরে রহিলেন ঘিরিয়া * দু-প্রহর রাত যবে হইল গগণে॥ আবুল মাজন তবে উঠিল ভূবনে * ওজুদ উপরে জেরা লোহার পিন্দিল॥ আর থরে২ সব হাতিয়ার বান্ধিল * আপনার জঙ্গি ঘোড়া করিয়া সাজন॥ তার পরে মহাবীর কৈল আরোহণ * শহর পানার কাছে যায় ধীরে২॥ দরওয়াজা হইল পার বহুত ফিকিরে * ময়দানের রাহা লিয়া যায় কত দূরে॥ এক মর্দ্দ আইল তথা তাহার হুজুরে * বাদশার ঘোড়া পরে হইয়া সওয়ার দূর হৈতে পৌছিলেন সেই নামদার * জেরা হাতিয়ার বান্ধা ছিল তার গায়॥ আবুল মাজন দেখি চিনিল তাহায় *

সাদ নামদার বলি চিনিল তখন ॥ পুছিল কি কামে কোথা করিবে গমন * সাদ বলে তুমি কোথা যাবে ওহে ভাই ॥ আগে বল তার পরে তোমাকে শুনাই * কান্দিয়া২ কহে শুন জাহাঁগীর ॥ সরমেন্দা হইনু হাতে ওম্মর মাদির * সে কারণে যাই এবে বাহির হইয়া ॥ কি মুখ দেখাব এই শহরে থাকিয়া * মাগরেব জমিনে আমি যাইব চলিয়া ॥ নছিবে যা আছে তাহা যাবে গোজারিয়া লড়িয়া কাফের সাথে যদি মারা যাই ॥ সেই ভাল কাল মুখ কারে না দেখাই * সাদ বলে মোর দেলে যেই ভেদ ছিল ॥ তোমার জবানে তাহা জাহির হইল * তোমার যে হাল হৈল সে হাল আমার ॥ করিল ওম্মর মাদি সাক্ষাতে তোমার * চল ভাই দুই ইয়ার যাব এক সাথ ॥ দুঃখে সুখে সাথী হব থাকিতে হায়াত * এত বলে দু-জনাতে ঘোড়া কুদাইল ॥ মধ্যে রাত্র আরবের রাহা ছাড়াইল * মদীনা ছাড়িয়া যায় মাগরেব জমিনে ভরসা কেবল সেই রাব্বেল আলামিনে * রাত গোজারিয়া যবে হইল বিহান ॥ দু-জনে উতরে দেখি ভাল এক স্থান * ওজু করে নামাজ পড়েন দুইজন ॥ তার পরে তথা হৈতে করেন গমন * শিকার করিয়া সিক লাগাইয়া খায় ॥ সাত দিন রাত দোঁহে এই মত যায় * একদিন বিহানেতে পাহার উপরে ॥ পাথরের কেল্লা এক পড়িল নজরে * বাদশা এক ছিল সেই কেল্লার মাঝার ॥ মুসলমান ছিল আর বড় দীনদার * হেল্লাল তাহার নাম অকুমা নন্দন ॥ পাহাড়ে থাকিয়া দেখে আইসে দুইজন * উতারিয়া তাহাদের আগু বাড়াইল ॥ সাদ আবুল মাজন দোঁহে দেখিয়া চিনিল * গলায় ধরিয়া মিলে দুজনার সাথ ॥ ঘরেতে লইয়া যান পাকড়িয়া হাত * মেহমানদারীর সর্ত্ত করিল আদায় ॥ তারপরে পুছিতে লাগিল দোহাকায় * কহ সাহেবান কোথা যাবে দুইজনে একেলা জঙ্গল রাহে আইলে কি কারণে * দু-জনে কহিল শুন বাদশা নামদার ॥ মাগরেবের এরাদা হৈল দুজনার * মহিম দরপেস

কিছু আছে আমাদের ॥ ফিরিয়া আসার সময় করিব জাহের ✽ ইহা কহি যেতে চাহে দুই পাহালওয়ান ॥ ছাড়িয়া না দেয় বাদশা জানিয়া মেহমান ✽ তিন রোজ বাদে তারা বিদায় লইয়া ॥ যাইতে তৈয়ার হৈল কোমর বান্ধিয়া ✽ বাদশা কহে তোমার হুকুম যদি পাই ॥ ফউজ লইয়া তবে সঙ্গে২-যাই ✽ মদদ দরকার হৈলে তাইদ করির ॥ খাদেম হইয়া আমি সঙ্গেতে রহিব ✽ সাদ কহে থাক তুমি তখতেতে বসিয়া ॥ ইলাহী মদদগার আমার লাগিয়া ॥ এ কহিয়া যায় দোহে ঘোড়ায় চড়িয়া ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে কেতাব দেখিয়া ✽

✽ নওয়াদের বাদশার বিবরণ ও ছাদ আক্কাস
কয়েদ হয় তাহার বয়ান ✽

পয়ার ✽ বাদশার আগে দোন হইয়া বিদায় ॥ অতিশয় মহা রাগে নিকালিয়া যায় ✽ নয় রাত্রি দিন রাহে না করে বিশ্রাম ॥ ঘোড়ার পিঠেতে খাওয়া ঘোড়াতে আরাম ✽ দশম দিবসে যখন সূরুজ উঠিল ॥ হাসনেজ্জামাতে গিয়া দুজনে পৌছিল ✽ গড় এক ছিল সেই অতি অনুপম ॥ বিষম বোলন্দির জন্য হাসনেজ্জমা নাম ✽ এত বড় উচা ছিল পাহাড় উপর ॥ দেখিতে না পারে কেহ তুলিয়া নজর ✽ এক বৎসরের রাহা তাহার বিচেতে ॥ বাদশাই করিত সেথা সেই কাফেলাতে ✽ সেই বাদশার হয় নওয়াদের নাম ॥ হামেশা ডাকাতি আর রাহাজানি কাম ✽ তাবেদার ছিল তার চাবুক সওয়ার ॥ জেরাপোষ তীরান্দাজ ত্রয়োদশ হাজার ✽ সে গড়ের কোতওয়াল দিদবান ছিল ॥ ময়দানেতে দুই জনে দেখিতে পাইল ✽ তাকিয়া কহিল নওয়াদের বাদশায় ॥ দুই মর্দ্দ ময়দান উপরে দেখা যায় ✽ বড় জবরদস্ত দেখি দুজনা সীপাই ॥ কি কারণে আসিতেছে জানিতে না পাই ✽ নওয়াদের শুনে তবে এক আছওয়ারে ॥ হুকুম করিল আর দশ পিয়াদারে ✽ খাড়া২ যাহ তবে ময়দান মাঝারি ॥ দেখ কেবা আসে দোন

ঘোড়ার সওয়ার ✱ হুকুম পাইয়া তারা ময়দানেতে যায় ॥ ডাক দিয়া কহিতে লাগিল দোহাকায় ✱ ওহে মোছাফের তোমাদের কিবা নাম ॥ কি কাজে আইলে আর কোথায় মোকাম ✱ কোথা হৈতে আইলে আর কোথায় যাইবে ॥ দেলের মতলব যাহা খুলিয়া কহিবে ✱ সাদ কহে আমরা বিদেশী মোছাফের ॥ মাগরেব জমিতে যাই করিতে সায়ের ✱ তারা কহে আমাদের বাদশা এ দেশের ॥ তলব করিল চল সঙ্গে আমাদের ✱ কবুল করিয়া তারা যায় সাথে২ ॥ আগেতে পিয়াদা যায় সীপাই সঙ্গেতে ✱ যাইয়া পৌছিল যবে নিকটে বাদশার ॥ বড় উচা বালাখানা দেখে ওস্তওয়ার ✱ ঘোড়া হৈতে উতাড়িয়া নিকটেতে যায় ॥ আদব কায়দা করে সালাম জানায় ✱ বাদশা আদব করি দু-জনার তরে ॥ সামনে বসায় দুই কুরসির উপরে ✱ পুছিতে লাগিল নওয়াদের নামদার ॥ কি কামে আইলে হেথা কহ সমাচার দোয়া দিয়া কহে তাকে সাদ নামদার ॥ সর্ব্বক্ষণ থাক শাহা তখতের উপর ✱ আমাদের নাম যদি পুছ নামদার ॥ সায়বান মিসরি নাম জানিবে আমার ✱ এইরূপে থাকি আর ঘর মেসেরেতে বলিয়া হামান রুমি ডাকে সকলেতে ✱ ভাইয়ের সহিত কোন বিবাদ হইয়া ॥ ঘর বাড়ী ছাড়ি দোহে আসি নিকালিয়া ✱ আপনা ঘোড়ার পরে বান্ধিয়াছি জিন ॥ এখনে যাবার মন মাগরেব জমিন ✱ খায়েশ করিয়া বাদশা কহে আরবার ॥ শুনহে হামান ও সায়বান নামদার ✱ আমার নিকটে এবে রহ দুইজন ॥ রুতবা বাড়াব আর দিব মাল ধন ✱ লস্করের পরে দোহে সরদার করিব সর্ব্বক্ষণ দু-জনাকে সম্মুখে রাখিব ✱ কহা শুনা যত সব হইলে তামাম ॥ আনাইল কতেক খাবার সরঞ্জাম ✱ তাহাতে ফারেগ হৈয়া আনিল শারাব ॥ সোরাহি পেয়ালা আর থোড়েক কাবাব ✱ নওয়াদের লিয়া এক শরাবের জাম ॥ ছাদ আক্কাসেরে বলে পিও নেকনাম ✱ সাদ বলে কিরা কৈনু লাত মানাতের ॥

যাবং আপন ঘরে না যাইব ফের ✽ না খাব কাবাব আর না পিব শারাব ॥ না শুনিব নাচ বাজা সারেঙ্গী রবাব ✽ আবুল মাজনে এইরূপে দেয় খাইবার ॥ সেহ কহে শুন বাত বাদশা নামদার ✽ এক মাশুকের পরে আছে দেল বন্ধ ॥ ধরিয়া তাহার তরে করিনু সওগন্দ ✽ যাবৎ তোমাকে না করিব শাদী কাম॥ শারাব কাবাব সব আমাকে হারাম ✽ শুনে বাদশা আপনি করিল সুরা পান ॥ মস্ত হালে বাদশা আর যত পাহালওয়ান ✽ হেনকালে একজন আনিল খবর ॥ আইল এক সওদাগর ময়দান উপর ✽ কত শত মাল আর উট শতে শতে ॥ সিন্দুক ভরিয়া চিজ উটের পরেতে নওয়াদের কথা শুনে খোশাল হইল ॥ হাজার সওয়ার পরে হুকুম করিল ✽ মারিয়া লুটিয়া লেও সওদাগর গণে ॥ আবুল মাজন কহে বাদশার সামনে ✽ আমাকে হুকুম কর ময়দানেতে যাই ॥ জিনিষ লুটিয়া আনি করিয়া লড়াই ✽ বাদশা কহে আছ তুমি আমার মেহমান॥ মেহনত করিতে কেন যাবে মেহেরবান তবে যদি খুশী হয়ে যাও একবার ॥ সরদার করিব আমি উপরে সবার ✽ শুনিয়া আপন ঘোড়া বান্ধিয়া তখন॥ সওয়ার হইয়া যায় লুটিবারে ধন ✽ গড় হৈতে সীপাই বাহির হৈল যবে॥ সাধুগণেরর প্রাণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ✽ কান্দিতে লাগিল তারা যত সওদাগর ॥ কলরব করে কান্দে হইয়া কাতর ✽ আল্লার দরগায় সবে করে মোনাজাত ॥ ওহে আল্লা দয়াময় তুমি পাকজাত ✽ এই জালেমের হাতে বাঁচাইবে জান ॥ সীপাইর আগে আসে সেই পাহালওয়ান ✽ বাহুরমতে রাছুলের তার খান্দানের ॥ বাঁচাইয়া লেহ জান মাল আমাদের ✽ এমত ফরিয়াদ করে কান্দে জার২ ॥ আবুল মাজন শুনি আওয়াজ তাহার ✽ রহম হইল দেলে জানিয়া ইসলাম॥ ডাকু সীপাইর দিকে ফিরায় লাগাম ✽ হাতেতে খুলিয়া নিল তেগ আবদার॥ মারিতে লাগিল যত লস্কর বাদশার ✽ তামাম লস্কর ঘিরে নিল চারিদিকে

যাইতে না পারে কেহ তাহার নজদিকে * দুই এক হামলাতে করে দিল সাফ ॥ ভাগিল লস্কর তেগ করিল শেগাফ * তারপরে কাফেলার ভিতরেতে গিয়া ॥ সওদাগর লোকেরে কহেন ডাক দিয়া * সেতাবি এখান হইতে যাহ পালাইয়া ॥ লস্কর আসিবে সব মহিম লাগিয়া * কাফেলার সরদার কহে করিয়া মিনতি ॥ কি নাম তোমার আর কোথায় বসতি * হাজার তারীফ তেরা দস্তবাজু পর ॥ জান বাঁচাইলে আসি তোমার নফর * হইলে বহুত মান্দা মহিম করিয়া ॥ খাওয়া পেওয়া কর কিছু আছুদা হইয়া * কহিল দুশমন আসে লড়াই করিতে ॥ কেমনে উচিত হয় আরাম লইতে * এখান হইতে সবে ত্বরা করি যাও ॥ আপনার জান মাল লইয়া পালাও * তাহার কথায় সব সওদাগরগণ ॥ মাল মাত্তা লিয়া সবে করে পলায়ন * আবুল মাজন গেল এক নহরের থারে ॥ ওজু করি ফারাগতে নামাজ গোজারে * পানি কিছু পিয়ে আপে ঘোড়াকে পিলায় ॥ আরাম খাতিরে বসে গাছের তলায় * সাদের গমেতে কিন্তু হয় পেরেশান ॥ না জানি বা কি হালেতে আছে পেরেশান * ওদিকে ফেরার হৈয়া সীপাই সরদার ॥ বাদশার আগে গিয়া কহে সমাচার * হামানের তরে দিলে সরদার করিয়া ॥ সওদাগরে লুটিবারে গেনু নিকালিয়া * লুটিবার ওয়াক্ত যখন আসিয়া পৌছিল ॥ কি বুঝে হামান রুমি ঘুরিয়া বসিল * সাধুকে না মারে ঘিরে আমাদের পর ॥ হাজার জওয়ান নহে তার বরাবর আধা লোক মারা গেল দেখে পালাইনু ॥ আপনার নিকটে আমি খবর কহিনু * একথা শুনিয়া বাদশা আগ বরাবর ॥ সাদের উপরে দেখে গরম নজর * বলরে ফেরেববাজ মিছে কহ বাত ॥ কি কারণে আদাওতি কর মেরা সাথ * মেহমান হইয়া কেন করিলে দুশমনি ॥ ইহার উচিৎ সাজা পাইবে এখনি * বান্ধীতে হুকুম দিল সাদের খাতির ॥ হাত পাও বান্ধে দিয়া লোহার জিঞ্জির *

কয়েদ কর লিয়া তারে বন্দীখানায়॥ হামান রুমির সঙ্গে লড়িবারে যায় ✽ আপন লস্কর নিল সঙ্গেতে করিয়া ॥ বড়২ পাহালওয়ান বাছিয়া২ ✽ গড়ের বাহিরে গিয়া ডঙ্কা বাজাইল॥ ঘোড়ার দাপটে জমি কাঁপিতে লাগিল ✽ নওয়াদের দেলাওর যেন শের নর॥ সীপাইর আগে আগে বান্ধিয়া কোমর ✽ গোস্বায় ওজুদ কাঁপে দোন আঁখি লাল॥ হাতেতে তলওয়ার আর পীঠ পরে ঢাল ✽ বসিয়া হামান রুমি পানীর কিনারে॥ সীপাই বাহির হৈল পায় দেখিবারে ✽ জেরা হাতিয়ার বান্ধি হৈল হুসিয়ার॥ কুদিয়া ঘোড়ার পরে হইল সওয়ার ✽ বিজলী সমান তেগ হাতে খুলে লিয়া॥ নওয়াদের কাছে গেল ঘোড়া কুদাইয়া ✽ হাঁকিয়া কহিল শুন ডাকাতের জাত॥ কি হেম্মতে লড়িতে আইলে মেরা সাথ ✽ এই যে তলওয়ার দেখ হাতেতে আমার॥ কাটিব গরদান আর লস্কর তোমার ✽ বলে হেন বাঘ যেন পালে ছাগলের॥ দিল হানা সে মর্দ্দানা মাঝে লস্করের ✽ মারে তেগ বেদেরেগ গরদান উপর॥ এক চোটে কেটে ফেলে ক্ষিরা বরাবর ছাতি পরে মারে জোরে নেজা ঘুমাইয়া॥ একেবারে পীঠ পরে দেয় নিকালিয়া ✽ মারে তীর মহাবীর খেঁচিয়া কামান॥ মরে কত শত২ নামি পাহালওয়ান ✽ মারে কোড়া ছাড়ে ঘোড়া যাহার উপর॥ দাপটেতে যায় হটে যতেক লস্কর ✽ করে জোর বড় সোর উঠিল আসমানে॥ আবুল মাজন করে মহিম ময়দানে ✽ নওয়াদের যেন শের লস্কর লইয়া॥ একেবারে ঘিরে তারে চৌদিকে আসিয়া ✽ বাজিতে লাগিল কত জঙ্গের বাজন॥ সওয়ার লইয়া ঘোড়া করে যে নাচন ✽ রণ সিঙ্গা বাজা বাজে সানাই বাজে কত॥ দামামা নাকারা তান বাজে নানা মত ✽ আসমানেতে ধূলা উড়ে হইল আন্ধার॥ দিনেতে চমকে তেগ বিজলী আকার ✽ এমন লড়াই শুরু হইল যখন॥ মহাগোল ময়দানেতে উঠিল তখন ✽ গড়ের রিচেতে সাদ কয়েদ আছিল॥

ময়দানেতে সোরসার শুনিতে পাইল * বাহিরে লড়াই হয় করিল মালুম ॥ ওজুদে আইল জোস কুওতের যম * এয়ছা জোরে গাও মোড়া দিল পাহালওয়ান ॥ লোহার শিকল বেড়ি হৈল খান২ * কুদিয়া বাহির হয় বন্দখানা হৈতে ॥ আবুল মাজন পরে মদদ করিতে * গড়ের দরওয়াজা পরে পৌছিল যাইয়া ॥ দরওয়ানি যতেক তারা না দেয় ছাড়িয়া * দুই চারি জনে তবে ফেলিল মারিয়া ॥ দরওয়াজা পাইয়া খোলা গেল নেকালিয়া * মরা সীপাইর নিল ঘোড়া হাতীয়ার ॥ কোমর বান্ধিয়া তবে হইল তৈয়ার * বড় হাঁক হেকে মর্দ্দ ঘোড়া উঠাইল ॥ কামানেতে তীর দিয়া হাতেতে লইল * কপালের লেখা এক চুহার গাড়ায় সওয়ার সমেত ঘোড়া পড়িল তাহায় * ফের কাফেরান তারে লইল বান্ধিয়া ॥ গড় বিচে লয়ে রাখে বন্ধখানা দিয়া * আবুল মাজন তাহা না পায় খবর ॥ মস্ত হালে লড়ে মর্দ্দ ময়দান উপর দু প্রহর দিন যবে হইল আসমানে ॥ কাফের টিকিতে নারে মহিম ময়দানে * মারা গেল কুফরের অনেক সীপাই ॥ সে দিন মৌকুফ তারা করিল লড়াই * বাহুড়িয়া গেল সবে গড়ের ভিতরে ॥ আবুল মাজন গেল পানির নহরে * খাস্তা হৈয়া ছিল মর্দ্দ লড়াই করিয়া ॥ ওজু ও গোছল করে সেই পানি দিয়া * ময়দানে হরিণ এক করিয়া শিকার ॥ শিক লাগাইয়া খায় কাবাব তাহার * দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া ॥ ক্ষণেক আরাম করে সেখানে শুইয়া * প্রহর এক রাত যবে গোজারিয়া যায় ॥ ইয়ারের তালাশেতে চলিল ত্বরায় * হাতিয়ার পোষাক লিয়া কোমর বান্ধিয়া ॥ রেশমের ফান্দ এক হাতেতে করিয়া * সে গড়ের চারিদিকে যাইয়া ঘিরিল ॥ দেওয়াল দেখিয়া নীচে ফান্দ লাগাইল * সেই ফান্দ আপনার হাতেতে ধরিয়া ॥ বাহুবলে দেওয়ালেতে উঠিল কুদিয়া * ভিতরেতে উতারিয়া যাইয়া যেমন বাদশার মহলে যায় তালাশ কারণ * দরজাতে চৌকিদার

এক পাহালওয়ান ॥ শুইয়া আছিল নিন্দে সেইত নাদান * আবুলমাজন তার ছাতিতে বসিল ॥ ডর দেখাইয়া তারে কহিতে লাগিল * সোর সার কর যদি শুনরে নাদান ॥ এখনি আমার হাতে হারাইবে জান * আমারে নেশানী দেহ বাতাইয়া রাহা ॥ কোনখানে থাকে সে নওয়াদের শাহা * আপনা জানের ডরে সেই চৌকিদার ॥ বাতাইয়া দিল রাহা পরদা মাঝার * আবুল মাজন তারে মজবুত করিয়া ॥ হাত পাও মুখ বেন্ধে রাখিল ফেলিয়া * সেইরূপে ফান্দ জোরে মহল মাঝার ॥ সাদেরে তালাশ করে ফিরে নামদার * কোনখানে না দেখিল তাহার নেশানী ॥ না পাইয়া দ্বিগুণ বাড়িল পেরেশানী * ফের তালাশেতে যায় খাস মহলেতে ॥ নওয়াদের শাহা শুয়ে ছিল যেখানেতে * আরামেতে পালঙ্গে শুইয়া নিদ্রা যায় ॥ শরাব পিয়ালা ভরা তার শিরানায় * বাদশার বেগম আর দুহিতা তাহার ॥ দুইজনে করে তথা কথার তকরার * আবুল মাজন তথা খাড়া হয়ে শুনে ॥ এখানে বসিয়া দোস্ত মোহাম্মদ ভোনে *

* দেল আফরোজ ও তাহার মাতার সহিত কথোপকথন *

রাগ ত্রিপদী * নওয়াদের বাদশার, বেটী এক ছিল তার, অপরূপ রূপ মনোহর ॥ কি কব তাহার ছবি, উজ্জল যেমন রবি, কাল কেশ মস্তক উপর * মুখ যেন কুমুদিনী, চটকেতে সৌদামিনী, ললাটে অনল যেন জ্বলে ॥ নয়ন কটাক্ষ বাণে, আশকেরে বধে প্রাণে, মোহ যায় বদন কমলে * দন্ত মুকুতার তুল্য, কিন্তু নাহি তার মূল্য, গুপ্ত রাখে সদায় অধরে ॥ নাসিকা বাঁশরী যেন, শ্রবন গৃধিনী হেন, দেখিলে তপস্বী প্রাণ হরে * বাহু মৃণালের প্রায়, কিন্তু কাটা নাহি তায়, সিংহ যিনি গমন তাহার ॥ স্বরূপ সঙ্গিন উরু, যেন কদলীর তরু, নিতম্ব সে গিরির আকার * মৃদু যেন অধরিনী, বাক্য কোকিলের ধ্বনি,

সু-ললিত শুনিতে মধুর ॥ দেল আফরোজ নাম তার, পরে নানা অলঙ্কার, আর পায়ে সুবর্ণ নূপুর * অতি বলবান কন্যা, সবে বলে ধন্যা২, বয়সেতে যৌবন বাহার ॥ যত পাহালওয়ানী বন্ধ, জানে কত ছন্দফন্দ, বিয়া নাহি হইল তাহার * সে দেশে এমন রীত, শাদী বিয়া কদাচিত, বেগর কুস্তিতে নাহি দিত ॥ বর কন্যা এক সাথে, কুস্তি করে ময়দানেতে, নারীকে যে জিনিতে পারিত * কবুল করিত তাকে, নহে ঐ মতে থাকে, শাদী বিয়া কিছু নাহি করে ॥ সেই যে বিবীর সনে, কুস্তি করে যত জনে, কেহ না জিতিল তার তরে * যে দিন সাদের তরে, নওয়াদের বন্ধ করে, আনে তার কামান হাতিয়ার ॥ বাদশা কামান লিয়া, মনেতে তাজ্জব হৈয়া, জোর করে গুণ চড়াবার বহুত করিল জোর, চক্ষেতে লাগিল ঘোর, গুণ চড়াইতে না পারিল ॥ সেই কামানের তরে, বাদশা আপনার ঘরে, বেটীর নিকটে পাঠাইল * শাহাজাদী তার পরে, বহুত কোশেষ করে, না পারিল গুণ চড়াইতে ॥ শেষেতে হয়রান হৈয়া, চড়াইতে না পারিয়া, শাহাজাদী রহে তাজ্জবেতে * আপনা মাতার সাথ শাহাজাদী কহে বাত, শুন২ ওগো আম্মাজান ॥ এই কামানের পর, বন্ধ হৈল দেল মোর, কোন দেলওয়ারের কামান * পাহালওয়ান হবে বড়, মনেতে জানিনু দড়, কেমনে সে কয়েদ হইল ॥ যাব আমি তার কাছে, দেখিব কেমন আছে, বাদশা তারে কেমনে ধরিল * শুনিয়া তাহার মায়, মালামত করে তায়, ধিক ওলো কুলটা রমণী ॥ বেগানা পুরুষ কাছে, যেতে না শরম আছে, জলে ডুবে মরগো এখনি * বাদশার দুশমন সাথ কি কারণে মোলাকাত, কিবা তেরা কাম আছে তায় ॥ লজ্জা নাহি কর মায়, কিবা কর হায় হায়, এ চরিত্র কেমনে জোয়ায় * বেটী তারে বলে পুনঃ, ওগো মাতা শুন২, নিশ্চয় না কর মোরে মানা ॥ দেখে আসি একবার, কেমন সে নামদার, বন্ধ হৈয়া

আছে বন্ধখানা ✽ না দেখিয়া সেই জন, দেল মোর উচাটন, আছে সদা কি কহিব তাহা॥ মানা না করিবে আর, যাব সেথা একবার, হইবে কপালে আছে যাহা ✽ শুনিয়া মাতারি তার, জ্বলে হৈল ছারখার, আর তারে কিছু না কহিল॥ তার পরে শাহাজাদী, সাথে এক লৈয়া বান্দী, মশাল তাহার হাতে দিল কামান লইয়া হাতে, সেই অন্ধকার রাতে, চলে বিবী সাদের তালাশে॥ জেন্দানের ঘরে গিয়া, দেখে বিবী নিরক্ষিয়া, প্রহরী শুইয়া আছে পাশে ✽ ভিতরেতে গেল চলি, যথা সাদ মহাবলি, শিকল জিঞ্জিতে বন্ধ ছিল॥ কন্যা গেল কাছে তার, পুছে তারে সমাচার, দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল ✽

✽ সাদ খালাস হইয়া নওয়াদের শাহাকে মারে ✽

পয়ার ✽ মাতা বেটী দুইজনে যে কথা হইল॥ খাড়া হৈয়া আবুল মাজন সকল শুনিল ✽ চুপে২ যায় মর্দ্দ শাহাজাদী সাথ॥ দেল আফরোজ সাদকে পুছিল তবে বাত ✽ কহ পাহালওয়ান এই কামান কাহার॥ ঠিক বাত মোর সাথে কহ একবার ✽ সাদ বলে আরবেতে এক পাহালওয়ান॥ নামেতে আব্বাস সাদ তাহার কামান ✽ মাঙ্গিয়া আনিনু আমি মহিম খাতের॥ একথা শুনিয়া শাহাজাদী কহে ফের ✽ যদি সেই পাহালওয়ানে মুঝে একবার॥ মোলাকাত করি দেহ সঙ্গেতে আমার ✽ সোণা রূপা দিয়া তোরে করিব নেহাল॥ মানিব তোমার গুণ জীব যত কাল বলে সেই মুসলমান তুমিত কাফের॥ কেমনে মিলন হবে সঙ্গে তোমাদের ✽ কহে মুসলমান হব তাহার কারণ॥ সে জনার খেদমত করিব সর্ব্বক্ষণ ✽ এ বলিয়া পিছন দিকে নজর করিতে খাড়া আছে এক মর্দ্দ পাইল দেখিতে ✽ শিহরিয়া উঠে বিবী দেখিয়া তাহায়॥ বলে এই মর্দ্দ কেবা আইল হেথায় ✽ সাদ বলে এই মর্দ্দ ইয়ার আমার॥ ভয় না করিবে কিছু দেলের মাঝার ✽ করাব সাদের সঙ্গে তোমার মিলন॥ জেরা হাতিয়ার

মোরে দেহ এইক্ষণ * তাহা শুনে শাহাজাদী খোশাল হইল ॥ সেইক্ষণে সামান আনিয়া তারে দিল * সাদকে নিরালায় কহে আবুল মাজন ॥ এবে কি উপায় করি কহ পাহালওয়ান * নওয়াদের শুয়ে আছে আরাম করিয়া ॥ বল যদি মারি তাকে শমশের খেচিয়া * সাদ বলে মার তুমি সেতাব করিয়া ॥ দাও পেলে দুশমনে না দিবে ছাড়িয়া * একথা শুনিয়া তবে যায় পাহালওয়ান দেখে সব নিন্দে আছে যত নেঘাবান * সময় পাইয়া তেগ মারে উঠাইয়া ॥ দুইখান করে তার পাঞ্জরে মারিয়া * উছলিয়া উঠে লহু শূন্যে করি ভর ॥ বালিশ বিছানা তার হৈল সরোবর * মারা গেল নওয়াদের তখ্‌তের উপর ॥ ভাসিল ওজুদ তার লহুর ভিতর * তবে তিন জন সেথা হৈতে বাহির হয় ॥ সীপাইগণের সঙ্গে লড়িবারে যায় * বড় হাঁক হাঁকে পরে সীপাই মাঝার ॥ নিন্দের খোমার তাহে রাত অন্ধকার * হুসিয়ার ছিল যারা লড়িতে আইল ॥ কত লোক বেহুশিতে জান হারাইল * বাদশাজাদী সাদ আর আবুল মাজন ॥ মস্ত হালে ঘড়ি এক লড়ে দুইজন * মারা গেল গড় বিচে বহুত লস্কর ॥ আখেরেতে পালাইল দিকদিগান্তর * ফতে হৈল গড় নওয়াদের বাদশার ॥ জামানার খেলা এই দেখ দীনদার * কোথা রৈল তাজ তখ্‌ত কোথা এমারত ॥ মালমাত্তা ধন কড়ি সব অকারত * বাদশার বেগম তবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ মালামত করে কত বেটীর লাগিয়া * আখেরে ছবর করি থাকিল সকলে ॥ কেতাব দেখিয়া দোস্ত মোহাম্মদ বলে *

—০ঃ)*(ঃ০—

* কাত্তার শাহার লড়াই ও আক্কাসের কয়েদ হইবার বয়ান *

পয়ার * নওয়াদের শাহার আছিল এক ভাই ॥ বড় জবরদস্ত সেই কাফের বালাই * কাত্তার আদমখার নাম ছিল তার ॥ ফউজ আছিল তার বত্রিশ হাজার * হাসনে বয়াজেতে তার

কদিমী মোকাম ॥ গড়েতে আছিল তার যত সরঞ্জাম * সে দেশে তাহারে কেহ না পারিত জোরে ॥ আপনার তখ্‌তে বসি বাদশাহী করে * যেই রাতে বাদশা নওয়াদের মারা যায় ॥ সেখান হইতে কত সীপাই পালায় * কাত্তারের আগে গিয়া কান্দিয়া কহিল ॥ দেল আফরোজ যাহা করেছে বয়ান করিল * কোথা হৈতে দুই মর্দ্দ আইল সীপাই ॥ দেল আফরোজ তার সাথে করিল আশনাই * সেই দুই মর্দ্দ আর ভাতিজি তোমার রাত কালে এই হাল করিল বাদশার * শুনিয়া কাত্তার শাহা ভাইয়ের খবর ॥ তখ্‌ত হৈতে পড়ে শাহা জমিন উপর * ঘড়িএক বাদে যবে হুশ হৈল তার ॥ করিয়া ভাইয়ের দর্দ্দ কান্দে জারেজার করিয়া বহুত জারী উপরে তাহার ॥ কছম ইয়াদ করে মুখে আপনার * কছম আমার পরে লাত মানাতের ॥ যদি না ভাইয়ের হাল করি তাহাদের * দেল আফরোজ আর দুই দুশমনের তরে নেহাত চড়াব আমি শূলির উপরে * তার পরে লস্করের করিল সাজন ॥ সীপাইর তরে কত দিল মাল ধন * আপনার জঙ্গি বিশ হাজার সীপাই ॥ লইয়া চলিল বাদশা করিতে লড়াই * ঘোড়া কুদাইয়া চলে ডঙ্কা বাজাইয়া ॥ আছরের ওয়াক্তে সেথা পৌছিল যাইয়া * আসমানে উড়িল ধূল হইল আন্ধার ॥ শাহাজাদী তরে কহে শাহ নামদার * কোথা হৈতে এল এই লস্কর কাহার ॥ এখানে আইল কেন কহ সমাচার * দেল আফরোজ কহে তবে শুন মেহেরবান ॥ এইবার আমাদের ঘটিল নিদান * কাত্তার নামেতে বাদশা বড় জবরদস্ত ॥ জালেম আদমখোর পাহালওয়ান মস্ত * এ দেশের বড় বড় যত পাহালওয়ান ॥ জোরেতে না হবে কেহ তাহার সমান * আমাকে পাইলে বুঝি কাটিয়া ফেলিবে ॥ কিম্বা ধরে জিতা জানে চিবিয়া খাইবে লইতে ভাইয়ের দাদ পৌছিল আসিয়া ॥ খবর দিয়াছে কেহ তাহাকে যাইয়া * সাদ বলে দেল বদ না কর আমার ॥

আমাদের পরে আছে মদদ আল্লার * এই কথা কহা শুনা করে তিন জন ॥ দিন গিয়া রাত আসি দিল দরশন * সে রাতে রহিল সবে আরাম করিয়া ॥ দেখিতে শুনিতে রাত গেল গোজারিয়া বিহানে কাত্তার শাহা জঙ্গেতে সাজিল ॥ কত শত রণ ডঙ্কা বাজিতে লাগিল * নাকারার আওয়াজেতে যত পাহালওয়ান ॥ মস্তহাল হৈয়া চলে মহিম ময়দান * নানা রঙ্গে বাঁশী বাজে শুনিতে মধুর ॥ সিঙ্গার ধমকে কাঁপে কত বাহাদুর * দেলআফরোজ সাদ আর আবুল মাজন ॥ এদিকে যে খাড়া হৈল এই তিন জন * পহেলা ময়দানে আসে ঘোড়া কুদাইয়া ॥ হেমায়েল তলওয়ার কোমরে বান্দিয়া * দারাজ ছড়ের এক নেজা হাতে লিয়া ॥ আবুল মাজন ময়দানেতে আইল নিকালিয়া হাঁকিয়া কহিল শুন যতেক কাফের ॥ মরিবার সাধ থাকে হও না হাজের * মোকাবেলা হও আসি সামনে আমার ॥ নছিব ছাবেত যার ফতে হবে তার * কাত্তারের লস্করেতে ছিল একজন ॥ বড় পাহালওয়ান মর্দ্দ যেন ফীল তন * হেল্লাল বলিয়া নাম আছিল তাহার ॥ লড়িতে আইল মর্দ্দ ময়দান মাঝার * দুই আঁখি লাল করি নেজা হাতে লিয়া ॥ লড়িতে লাগিল ছন্দ বন্ধ দেখাইয়া * আজদাহার মত দোহে গর্জ্জিতে লাগিল ॥ ঘোড়ার পায়ের ধূলা আসমানে উঠিল * হেল্লাল কুদায় ঘোড়া ময়দান উপরে ॥ আসিয়া মারিল তেগ আবুল মাজন পরে * কারী না হইল নেজা গেল রদ হৈয়া ॥ আবুল মাজন আপনার নেজা ঘুমাইয়া * ভর দিয়া খাড়া হয় রেকাব উপর ॥ গোস্বায় মারিল নেজা ছাতি বরাবর * পার হৈয়া গেল নেজা মরিল হেল্লাল ॥ লহুতে ঘোড়ার পীঠ হৈয়া গেল লাল * আর এক পাহালওয়ান আইল লড়িতে ॥ হেল্লালের মত হাল হৈল সে ঘড়িতে * এইরূপে একে একে কত পাহালওয়ান ॥ মারা গেল সেই দিন মহিম ময়দান * কাত্তার দেখিয়া করে ছেফত তাহার ॥

সাবাস মা বাপ বেটা এমন যাহার * কাত্তার শাহা হুকুম করিল সীপাইরে ॥ এই মর্দ্দ পাহালওয়ানে মার সবে ঘিরে * একথা কহিবা মাত্র লস্কর তাহার ॥ ঘিরিল সকলে গিয়া করে সোরসার ওদিক হইতে শাহাজাদী আর সাদ ॥ ময়দানে পড়িল আসি জানিয়া বিষাদ * দামামা নাকারা কাঁসা বাজিতে লাগিল ॥ কাটা লাশ লহু মাঝে ভাসিয়া চলিল ॥ কাটা ধড় আর শির ময়দান ভিতর গড়াগড়ি যায় কত কে করে শুমার * এইরূপে মহা জঙ্গ ময়দানে হইল ॥ দিন গোজারিয়া রাত আসিয়া পৌছিল * শাম হৈল তবু মানা না হয় লড়াই ॥ মারা গেল কাত্তারের বহুত সীপাই দেলআফরোজ সেই সমে জখম হইল ॥ আওরতের সাধ্য কিবা আজেজ হইল * কাফের পাইয়া দাও লইল বান্ধিয়া ॥ ঘর হইতে সাদ তাহা দেখেন চাহিয়া * বিজলী সমান আইল ছাড়াইয়া লিতে ॥ ফাঁসিদার ফেলে ফাঁসি তাহার গলেতে * বহুত কোশেষ করে সাদ দেলাওয়ার ॥ ছিড়িতে না পারে ফাঁসি হইল কাতর * দুইজনে বান্ধে লিয়া কুফরের জাত ॥ হাজির করিল লিয়া কাত্তার সাক্ষাত * তখন বাহুড়ি ডঙ্কা লাগিল বাজিতে ॥ মহিম ছাড়িয়া গেল আরাম করিতে * খানা পিনা খেয়ে সবে আছুদা হইল ॥ সাদ শাহাজাদী দুয়ে সামনে আনিল একশত জওয়ান করিয়া মকরর ॥ দু-জনে পাঠায় তবে গড়ের ভিতর * কহিল কয়েদ রাখ এই দুইজন ॥ হামান রুমির তরে ধরিবে যখন * তার পরে তিন জনে করিব সাজাই ॥ পরেতে আমার দূর হইবে বালাই * লইব ভাইয়ের দাদ দুশমনে মারিয়া রুহ্ তার খোশ হবে এহাল দেখিয়া * বাদশার সীপাই যত পাইয়া ফরমান ॥ কয়েদ করিতে লিয়া দুইজনে যান * মুর্দ্দা মত তাবুতে ভরিয়া দুইজনে ॥ রওয়ানা হইয়া তারা যায় সেইক্ষণে ওখানেতে আবুল মাজন আরাম লাগিয়া ॥ পানির কিনারে মর্দ্দ উতারিল গিয়া * দেখে কত সীপাই তাবুত লিয়া যায় ॥

আগু বাড়াইয়া মর্দ্দ তাগিদে স্থধায় * তাবুতে কে আছে ভাই কোথা লিয়া যাও ॥ একবার ঠিক বাত আমায় শুনাও * তারা বলে দু-জন এগানা বাদশার॥ মারা গেল আজিকার জঙ্গের ভিতর ওছিয়ত মতন সীপাই লাশ পাই ॥ আপন২ দেশে পৌছাইতে যাই * ফিরিয়া আইল মর্দ্দ এতেক শুনিয়া ॥ আছিল জঙ্গের মান্দা রহিল শুইয়া * নিন্দ আসা মাত্র তাহে রাস্থল খোদার॥ খাবেতে কহিল তুমি উঠ নামদার * ঐ যে তাবুত তুমি আইলে দেখিয়া তোমার ইয়ারগণে তাহাতে ভরিয়া * লিয়া যায় কাফেরান কয়েদ করিতে॥ তোমার উচিৎ হয় কাড়িয়া লইতে * নিদ্রা হৈতে চমকিয়া উঠে নামদার ॥ সেতাবী ঘোড়ার পরে হইয়া সওয়ার বাজ যেন শিকারের পিছে২ ধায় ॥ তেমন সে পাহানওয়ান দাপটিয়া যায় * এক ক্রোশ বাকী ছিল গড়েতে যাইতে ॥ হেনকালে আবুল মাজন পৌছিল তুরিতে * তলওয়ার খুলিয়া হাতে মারে এক হাঁক ॥ পালাইল সকলেতে দেখিয়া বিপাক * তবু শতজনে মর্দ্দ ফেলিল মারিয়া ॥ তাবুতের কাছে মর্দ্দ আইল ফিরিয়া * তাবুত কাড়িয়া করে খালাস দুজনে ॥ সেথা হৈতে যায় মর্দ্দ আনন্দিত মনে * সেই নহরের ধারে যায় সেইক্ষণে ॥ শিকার করিয়া তবে খায় তিন জনে * দেখিতে দেখিতে রাত গোজারিয়া যায় ॥ দোস্ত মোহাম্মদ পুথি বিরচিয়া গায় *

* কাত্তার শাহার লড়াই ও সাদ কয়েদ হইয়া
পরে খালাস হয় তাহার বায়ন *

পয়ার * তাবুত কাড়িয়া যবে নিল পাহালওয়ান॥ সীপাই ফিরিয়া আইল হইয়া হয়রান * কাত্তারের নিকটেতে কহে সে খবর॥ শুনিয়া কাফের হয় আগ বরাবর * বিহান হইবা মাত্র হুকুম করিল ॥ জঙ্গের সীপাই যত সাজিতে লাগিল * কাত্তার ঘোড়ার পরে হইয়া সওয়ার ॥ তীর তলওয়ার বেন্ধে হইল তৈয়ার ॥ ময়দানে হইল খাড়া মহিম খাতির॥

মাথায় লোহার টুপী কোমরে জিঞ্জির * যতেক জঙ্গের বাজা বাজে ঘন২॥ হয় যেন আষাঢ়ের মেঘের গর্জ্জন * ঘোড়ার আওয়াজ আর সীপাইর সোর॥ ময়দানে লোকের কানে তালা লাগে ঘোর * রঙ্গ২ ঝাণ্ডা কত করে নমুদার॥ কেহ লাল কেহ সবজা দেখিতে বাহার * ওদিক হইতে সাজে সেই তিন জন॥ শাহাজাদী আর সাদ আবুল মাজন * প্রথমেতে ময়দানেতে ঘোড়া কুদাইয়া॥ দেল আফরোজ শাহাজাদী আইল নিকালিয়া কাত্তার দেখিয়া তাকে আগ বরাবর॥ হাতী যেন হাঁকে আসি ময়দান উপর * কালা মেঘ আসি যেন চান্দকে ঘিরিল॥ কিম্বা দেও মত আসি পরীকে ধরিল * তেমনি ধরিয়া লিয়া গেল তার তরে॥ ফের সে কাফের আইল ময়দান উপরে * ডাক দিয়া কহে আজি লড়াই আমার॥ আগে আইস লড়িবারে সাধ আছে যার * শুনে আবুল মাজন মর্দ্দ ঘোড়া কুদাইল॥ সাদ পাহালওয়ান তারে যাইতে না দিল * আপনি গেলেন তবে কাত্তারের আগে॥ দুই জনে ছন্দে বন্ধে লড়িবারে লাগে * তীরান্দাজী নেজাবাজী তামাম হইল॥ শমশের লইয়া দোন বহুত লড়িল * করিলেন দুই ওয়ার এক পরে আর॥ কিন্তু কোনরূপে ফতে না হইল কার * হাতীয়ায়ের রণ যবে তামাম হইল॥ কুস্তির কারণে দোন কোমর ধরিল * দুইজন কোমরের দেয়াল ধরিয়া॥ কসাকসি করে জমি পরে উতারিয়া * জোরেতে কাত্তার মর্দ্দ গালেব হইল॥ সাদ আক্কাছের তরে ধরিয়া বান্ধিল লস্করে সুপিয়া ফের ময়দানে আইল॥ বলিয়া হামাম রুমি হাঁকিতে লাগিল * আবুল মাজন শুনে হয় আগ বরাবর॥ কসিয়া মারিল কোড়া ঘোড়ার উপর * বিজলী সমান ঘোড়া ছুটীয়া আইল॥ ডাকিয়া তাহার তরে কহিতে লাগিল * শুনরে কাফের তুমি না জান লড়াই॥ খাড়া থাক আমি কিছু তোমাকে শিখাই

কাত্তার বুঝিল এই বড় পাহালওয়ান ॥ ধরিল আপন হাতে তীর ও কামান * দুই জঙ্গি তীরবাজী বহুত করিল ॥ কার শেষ না হইল কেহ ফতে না পাইল * তারপর নেজাবাজী করে দুইজন ॥ গোর্জ্জের লড়াই ফের হইল তখন * তাহা বাদে দুইজন তেগ হাতে লিয়া ॥ একের উপরে আর মারে গোস্বা হৈয়া * ধমকে ঘোড়ার মুখে ফেনা নিকালিল ॥ লাগামের টানে খুন চুইয়া পড়িল * তার পরে আবুল মাজন পাহালওয়ান ঘোড়াকে চক্কর দিয়া ফিরিল জওয়ান * আইল কাত্তার পরে যেন শের নর ॥ শমশের উঠায় মর্দ্দ মাথার উপর * কাফের উপরে মারে তেগ আবদার ॥ আপন মাথায় ঢাল ধরিল কাত্তার বিজলীর মত তেগ লাগিল আসিয়া ॥ ঢাল সহ জেরা তার ফেলিল কাটিয়া * মহড়া কাটিয়া তেগ বসিল হাতেতে ॥ খুনের ফোওয়ারা তার পড়ে ময়দানেতে * জখম হইয়া বাদশা যায় পালাইয়া ॥ লস্করের মাঝে গেল বেহুশ হইয়া * তাহা বাদে কাত্তারের যতেক লস্কর ॥ একেবারে হামলা করে আবুল মাজন পর * চৌদিক হইতে নেজা আর তীর তেগ ॥ সকলে তাহার পরে মারে বেদেরেগ * পাহালওয়ান করে তবে খোদাকে ইয়াদ ॥ জঙ্গের ময়দানে দেয় মর্দ্দমীর দাদ * মারা গেল তার হাতে কত পাহালওয়ান ॥ হাতের তলওয়ার তার হৈল খান২ হাত খালি হৈল যবে কোন কাম করে ॥ পাহালওয়ানের কোমরবন্দ জোর করে ধরে * উঠায়ে পটকান মারে জমিন উপর এইরূপে কত শত মারিল কুফর * ইহাতে হইল রাত সীপাই ফিরিল ॥ জঙ্গে ক্ষান্ত দিয়া সবে বাসায় চলিল * কাত্তার বসিল গিয়া তখতের উপরে ॥ সাদ, শাহাজাদী দোহে আনিল গোচরে বোলাইয়া নিল তার তামাম সরদার ॥ আমীর উজির আর যত নামদার * কাত্তার কহিল দুই দুশমনের তরে ॥ জোরেতে ধরিনু আমি ময়দান উপরে * কাটিয়া ফেলিতে চাই দু-জনার শির ॥

এবাতে কি কহ যত আমীর উজীর * তারা বলে বান্দা লোক মারিতে আছান ॥ কেমনে যাইবে ধরা হামাম জওয়ান * হামামের তরে আগে আন পাকড়িয়া ॥ তিন জনে এক সাথে ফেলাও মারিয়া * দেখিব হামাম রুমি কেয়ছা পাহালওয়ান ॥ দুইবার সীপাইকে করিল হয়রান * সেতাবিতে কোন কাম না হয় করিতে ॥ দুশমনে হুকুম কর কয়েদ রাখিতে * শুনিয়া কাত্তার কহে একথা না হয় ॥ দুশমনে রাখিতে জিন্দা মনে নাহি লয় * লাতের সাক্ষাতে লিয়া যাইব এখন ॥ যেমন হুকুম হয় করিব তেমন * এতেক বলিয়া শীঘ্র মন্দিরেতে যায় ॥ ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করি আরজ জানায় * বলে ওহে প্রভু তুমি বড় দয়াবান এ জগতে নাহি কেহ তোমার সমান * বহুত লড়িনু আমি লয়ে তলওয়ার ॥ তবে সে দুশমন আসে হাতেতে আমার * এখনি রাখিব কিম্বা মারিয়া ফেলিব ॥ যেমন হইবে আজ্ঞা তেমনি করিব * বোতের নিকটে যদি কহিল এমন ॥ ইবলিছ তাহাতে থাকি কহিল তখন * কয়েদ করিলে যদি দুশমনে আপন ॥ ত্বরা করি কাটিয়া ফেলাও এইক্ষণ * যদি জিন্দা রাখ সেই দুশমনের তরে ॥ আখেরে হইবে মন্দ তোমার উপরে * নাহক সায়েবান আর নাহক হামাম ॥ তাহাদের নাম শুন মোর বিদ্যমান * একজন কহে সাদ আক্কাস বলিয়া ॥ আবুল মাজন কহে দোছরা লাগিয়া * সাদ যদি হৈল বন্ধ তাহাকে মারিয়া ॥ তারপরে আবুল মাজন সঙ্গেতে লড়িয়া * ধরিয়া সাজাই দেহ দুশমনে আপন ॥ তোমার ভাইয়ের তরে করিল যেমন * তার পরে ত্বরা করি মদীনাতে যাও ॥ মসজিদ ভাঙ্গিয়া তুমি মন্দির বানাও * লড়িতে আলীর সাথে না করিবে ডর ॥ আলী শাহা মরিবে তোমার হাত পর * আমার হুকুমে যাও লড়াই করিতে মদদগার আছি আমি তোমার পিছেতে * দেল আফরোজ শুনে যদি ইবলিছের বাত ॥ সাদ আক্কাসের তরে মারিবে নেহাত

মনেং তওবা করে আনিল ঈমান ॥ একিদা দেলেতে বিবী হৈল মুসলমান * কাত্তার হুকুম করে জল্লাদের পর ॥ সাদ আক্কাসের পরে চালাও খঞ্জর * হুকুম পাইয়া তারা জল্লাদ দুর্জ্জন ॥ দুই চক্ষে কাপড় বান্ধিল সেইক্ষণ * তখন হজরত সাদ করে মোনাজাত ॥ ওহে আল্লা নেঘাবান তুমি পাকজাত * দুশমনের হাত হতে বাঁচাইয়া লও ॥ বাহুরমতে রাছুলের সালামতি দাও তারপরে কাত্তারে কহিল পাহালওয়ান ॥ শুনরে কাফের মুজী মরদুদ শয়তান * যদি আজ মোর তরে মারিয়া ফেলিবে ॥ হায়দরের তলওয়াতে এড়ান না পাবে * মদীনাতে আছে মোর যত খেশ ভাই ॥ বড় বড় নামদার দেলের সীপাই * না জান খোদার শের হজরত হায়দর ॥ আরব লস্কর লয়ে বান্ধিবে কোমর লইতে আমার দাদ এখানে আসিবে ॥ দুল দুলের ধমকেতে জমিন কাঁপিবে * তোমার মুল্লুক দিবে খারাব করিয়া ॥ জান বাচ্চা তেরা সব ডালিবে মারিয়া * উজীর আছিল এক কাত্তার বাদশার ॥ বহু হুসিয়ার নাম সুফিয়ান তার * কাত্তারের তরে কহে শুন জাহাঁগীর ॥ এই মর্দ্দে মারিবারে না কর ফিকির * যদি সেই পাহালওয়ানে ধরিতে পারিবে ॥ দুইজনে এক সঙ্গে মারিয়া ফেলিবে * কাত্তার শুনিয়া কথা পছন্দ করিল ॥ আগে কার মত এক তাবুত আনিল * সাদকে ভরিল সেই তাবুত মাঝার ॥ আবুল মাজন তরে দিল সমাচার * কহিল মরিল এক বাদশার এগানা ॥ তাহাকে লইয়া যাব ঘরেতে আপনা * রক্ষা না করিবে তুমি তাহাদের তরে ॥ জবরদস্তি করিবে রাহার উপরে শুনিয়া পয়গাম তার আবুল মাজন ॥ কহিল লইয়া যাও যেথা চায় মন * জাসুস শুনিয়া বাত ফিরিয়া আইল ॥ বাদশার নিকটে আসি খবর কহিল * কতেক লস্কর দিয়া সেই তাবুতেরে সেইক্ষণে উঠাইয়া দিল সে কুফরে * আবুল মাজন দেখিল তাবুত লয়ে যায় ॥ সেতাবি আসিয়া মর্দ্দ ঘিরিল তাহায় *

বলে কোথা লিয়া যাও ইয়ার আমার ॥ ভালাই চাহত দেহ. কুফর গাঁওয়ার * এ বলিয়া তলওয়ার যে মারিতে লাগিল ॥ আধা লোক মারা গেল বাকী পালাইল * সাদেরে বাহির করি তাবুত হইতে ॥ দুইজন যায় তবে দেল খোশালিতে * ওদিক হইতে সব লস্কর বাদশার ॥ ভাগিয়া কাত্তার আগে দিল সমাচার তাবুত কাড়িয়া নিল একেলা আসিয়া ॥ টিকিতে না পারি মোরা এনু পালাইয়া * শুনিয়া কাফের হৈল বড়ই নৈরাশ ॥ মন্দিরেতে যায় ফের ছাড়িয়া নিশ্বাস * কান্দিয়া প্রণাম করে মুরতি সাক্ষাৎ আরজ মারজ করে জুরে দোন হাত * বলে প্রভু দীননাথ তুমি দয়াময় ॥ তোমার সমান কেহ দয়াবান নয় * তোমার আশ্বাস পেয়ে দুস্মনের তরে ॥ গড়েতে পাঠাই এক সিন্ধুক ভিতরে * আবুল মাজন গিয়া লইল কাড়িয়া ॥ মারিরা আমার লোকে দিল হাঁকাইয়া * এমত আরজ বাদশা করে বার২ ॥ ইবলিছ না দেয় কিছু জবাব তাহার * অধিক মিনতি যবে করিতে লাগিল ॥ ইবলিছ মরদুদ ফের তাহাকে কহিল ॥ বে-হুকুমে মোরে কেন করিলে দুর্জ্জন * গজবের আগুনেতে করিব দাহন শিখাইনু যত তোরে তাহা না মানিয়া ॥ হাতের শিকার তুমি দিয়াছ ছাড়িয়া * সাদকে মারিতে আমি কহি বার২ ॥ না মারিয়া এই সাজা হইল তোমার * ফের আসি জারি কর আমার দরগায় এই গোণা এইবার বখ্‌শিব তোমায় * এইবার যাও তুমি ময়দান মাঝেতে ॥ সেই দুইজন ধরা যাবে তেরা হাতে *

* হজরত আলী আবুল মাজনের তালাশে বাহির হয় ও জঙ্গির লড়াই হয় তাহার বয়ান *

পয়ার * এখানে কেচ্ছার কথা মওকুফ রাখিয়া ॥ আগেকার কথা কিছু শুন মন দিয়া * কেতাবেতে লিখিয়াছে যেমন খবর ॥ দেখিয়া বয়ান তার কহি বরাবর * মদীনা হইতে সাদ আবুল মাজন ॥ রাত কালে পালাইয়া গেলেন যখন *

তিন রাত দিন নবী আলাইহে অসাল্লাম ॥ মসজিদেতে খালি দেখে তাদের মোকাম * তেছরা দিনেতে নবী পুছে সমাচার কোথা গেল আবুল মাজন সাদ নামদার * হুজুরে ছাহাবাগণ আরজ করিল ॥ ওম্মরের সাথে যে মামেলা হয়ে ছিল * শুনিয়া হজরত নবী হলেন দেলগীর ॥ সেই কথা কানে গেল হজরত আলীর * আবুল মাজন জন্য হজরত হায়দর ॥ ব্যস্ত হয়ে যারে তারে পুছেন খবর * সওদাগর আসে যদি কোন মুল্লুকের ॥ সকলেরে পুছে তবে ইলাহীর ফের * কেহ না কহিতে পারে নেশানি তাহার ॥ কত দিন সেই গমে থাকে নামদার * এক দিন বিহানেতে মদীনা বিচেতে ॥ আইল কাফেলা এক মগরেব হইতে * সেইরূপে আলী শাহা পুছে তাহাদেরে ॥ রাহা বিচে দেখিয়াছ দুই জওয়ানেরে * এমনি ছুরত আর এমনি আকার কোন খানে দেখিয়াছ কহ নামদার * সাধুর সরদার কহে শুন বিবরণ ॥ হাস্‌নেজ্জামানেতে মোরা পৌছিনু যখন * সেই গড় হৈতে আসে হাজার জওয়ান ॥ সবাকার আগে আগে এক পাহালওয়ান * বড় জবরদস্ত সেই জওয়ান আছিল ॥ আমাদের মালমাত্তা লুটিতে আইল * দেখি তাহাদের যত সওদাগরগণ কান্দিয়া হয়রান সবে হইল তখন * সেই মর্দ্দ আমাদের তরে থামাইয়া ॥ ডাকাত মারিল মর্দ্দ শমশের খেচিয়া * ডাকাত ভাগিল যবে পুছিনু তাহায় ॥ নাম গ্রাম তারা কিছু না কহে আমায় * একথা শুনিয়া আলী আনিল একিন ॥ আবুল মাজন সেই পাওয়া গেল চিন * ভেজিলে কাহার তরে ফিরে না আসিবে ॥ আমি বিনে এই কাম কেহ না পারিবে * তার পরে দু-প্রহর রাতের সময় ॥ কামারকে জাগাইয়া নিরালেতে কয় দুল দুলে করহ জিন সেতাবি করিয়া ॥ নবীর ঘোড়ার পরে তুমি চড় গিয়া * খবরদার এই ভেদ না কহিবে কারে ॥ কামার চলিল ঘোড়া সাজ করিবারে * এখানে হজরত আলী হইল তৈয়ার

জঙ্গের সাজন যত সাজে নামদার * হজরত হামজার জেরা ওজুদে পিন্দিল ॥ আদমের চুল গাহি বাজুতে বান্ধিল * জুলফিক্কার হেমায়েল বান্ধেন কোমরে ॥ তীর ও কামান গোর্জ্জে বান্ধে থরে২ * কাম্বার যোগায় ঘোড়া সামনে আনিয়া সওয়ার হলেন নেজা পরে ঠেক দিয়া * কাম্বারকে লইয়া সাথে যায় ধীরে২ ॥ শহর ছাড়িয়া যায় গড়ের বাহিরে * অন্ধকার রাত কালে শের ইলাহীর ॥ মদীনা ছাড়িয়া শাহা হইল বাহির * কতদূর রাহা যবে গেল নিকালিয়া ॥ রাহেতে বাগান এক দেখে তাকাইয়া * ছায়া পানি ফল ফুল আছিল বিস্তর ॥ উতারিল শাহা মর্দ্দ বাগান ভিতর * এক নহরের ধারে ওজু বানাইয়া ॥ নামাজ পড়িয়া শাহা আছিল বসিয়া * হেনকালে শুনে এক ঘোড়ার আওয়াজ ॥ কড়২ করে যেন সীপাইর সাজ * কালা রণ জঙ্গি এক ঘোড়ায় সওয়ার ॥ হাতীর সমান ছিল ওজুদ তাহার * হজরত আলীর আগে পৌছিল আসিয়া ॥ পুছিতে লাগিল তারে বড় হাঁক দিয়া * সেতাবি করিয়া কহ কিবা তেরা নাম ॥ নহেত এখনি তোরে করিব তামাম * আলী কহে আমরা বিদেশী মোসাফের ॥ এখানেতে উতারিনু আরাম খাতের * জঙ্গি বলে যদি জান বাঁচাইতে চাও ॥ আপনার ঘোড়া জেরা দিয়া চলে যাও * আলী কহে সে মতলব না হইবে হাত ॥ ঝুট মুট কেন তুমি কহ সেই বাত * জঙ্গি কহে আগে তোরে মারিয়া ফেলিব ॥ ঘোড়া হাতীয়ার পরে সকলি লইব * এ বলিয়া শির পরে উঠাইল তেগ ॥ চাহে কি আলীর পরে মারে বেদেরেগ * ঢাল ধরে গোস্বাভরে উঠিল হায়দর ॥ এক হাতে ধরিল যে জঙ্গির কোমর * ঘোড়া হৈতে তাহাকে জমিনে পাছাড়িল ॥ হাত আর পাও তার কসিয়া বান্ধিল * জঙ্গি কহে এই দেশে কোন পাহালওয়ান ॥ জোরওয়ার নাহি ছিল আমার সমান * হেলায় ধরিয়া বন্ধ করিলে আমায় ॥ আমার লস্কর

আসি মারিবে তোমায় * জঙ্গির সীপাই দুই হাজার সওয়ার ॥ এইক্ষণে আসিতেছে পিছেতে আমার * লড়াইতে গালেব হইলে মোর সাথে ॥ জান বাঁচা ভার হবে তাহাদের হাতে * এ কথা কহিতে সব জঙ্গির সওয়ার ॥ বাগানের বিচে আসে করিয়া আন্ধার * জঙ্গিকে গাছের সঙ্গে রাখিল বান্ধিয়া ॥ সওয়ার হইল শাহা জুলফিক্কার লিয়া * মারিতে লাগিল তেগ লস্কর উপর ॥ লহু নদী বহাইল বাগান ভিতর * টিকিতে নারিয়া সবে গেল পালাইয়া ॥ জঙ্গির নিকটে শাহা আইসে ফিরিয়া * কহেন সীপাই তেরা গেল পালাইয়া ॥ বড়াই করিতেছিলে যাহাদেরে লিয়া * কহে মুসলমান হও আর কহ নাম ॥ নহে এইবার তোরে করিব তামাম * জঙ্গি বলে নাম মোর জয়পাল সরদার ॥ হাস্‌নে জফরেতে ঘর কদিমি আমার * এ বলিয়া মুসলমান হইল সুজন ॥ খসাইয়া দিল শাহা তাহার বন্ধন * কহেন আমার ঘরে চল মেহেরবান ॥ দুই চারি দিন থাক হইয়া মেহমান * কবুল করিয়া শাহা সাথে গেল তার ॥ তখ্‌তেতে বসিল গিয়া জয়পাল সরদার * দোছরা তখতেতে আলী শাহারে বসায় ॥ তামাম লস্কর লোক হুজুরে আনায় * জয়পাল কহেন সবে মানহে ফরমান ॥ এইক্ষণে সকলে যে হও মুসলমান * সেই ঘড়ি তারা সবে মুসলমান হয় ॥ আলী শাহা সেইখানে তিন দিন রয় * চৌথা দিনে সেথা হৈতে হইয়া বিদায় ॥ কামার সহিত মৰ্দ্দ কত দূর যায় * দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে ত্রিপদী করিয়া *

—০)*(০—

* হজরত আলী কাত্তার দেশ পৌছে তাহার বয়ান *

ত্রিপদী * অন্ধকার রাত বিচে, এক পাহাড়ের নীচে, যাইয়া পৌছিল আলী শাহা ॥ সেই পাহাড়ের পরে, একজন জারি রে, মন খেদে করে আহা আহা * হায়দর শুনিয়া তাহা,

কামারে কহেন ইহা, সওদাগর মালামত পায়॥ যত সওদাগরগনে সাজাইয়া ঐ ক্ষণে, আলী শাহা করিল বিদায় * তার পরে গেল তথা, দুল২ কামার যথা, ছাড়িয়া আইল পাহালওয়ান॥ না দেখে গোলাম আর, না পাইল ঘোড়া তার, আলী শাহা বড় পেরেশান * দুল২ ময়দানে চরে, চড়িয়া তাহার পরে, গোলামের তালাশ করেন॥ ঘোড়ার পায়ের দাগে, ধরিয়া যাইতে লাগে, এইমত যায় কতক্ষণ * কিছু দূরে গেল যবে, বেচাইন হইল তবে, জমিনে উতারে পাহালওয়ান॥ দোন হাত জোড় করে, আলী মোনাজাত করে, ওহে আল্লা তুমি মেহেরবান * তোমার রহমতে আর, ওয়াস্তে মোস্তফার, মোহাম্মদ রাছুল তোমার॥ কি হৈল গোলাম আর, ঘোড়া কোথা গেল মোর, দেহ মোরে এই সমাচার * ইলাহী কবুল কৈল, হাতেফে আওয়াজ দিল, গোলামের সমাচার যত॥ শুন আলী নামদার, তোমার গোলাম আর, ঘোড়া তেরা আছে ছালামত * পাহাড়েতে গেল যবে, খয়বরি সীপাই সবে, লিয়া যায় গোলামের তরে॥ নবীজির সেরা ঘোড়া, আর তার জিন কোড়া, লিয়া গেল খয়বর শহরে * হাতেফে কহিল যাহা, শুনে পেরেশান শাহা, সওয়ার হইল গোস্বা ভরে॥ চলে যায় দিবা রাতি, কেহ নাহি সঙ্গি সাথি, বিয়াবান পাহাড় উপরে * বিয়াবান এড়াইয়া, হাস্নে বেয়াজেতে গিয়া, উপস্থিত হৈল নামদার॥ ময়দানে দেখিল তার, কত গাছ ছায়াদার, ফল ফুল দেখিতে বাহার * সেই সমে রাত হৈল, গাছতলে উতারিল, চরিতে ছাড়িয়া দিল ঘোড়া॥ পানির কিনারে গিয়া, তাহারত বানাইয়া, খুলিয়া ফেলিল জামা জোড়া * সে গড়ের শাহা যেই কাত্তার বলিয়া সেই, হাস্নে সামনে গিয়াছিল॥ সাদ আবুলমাজন সাথ, সেই কাফেরের জাত, রোজ রোজ লড়িতে আছিল *

সুফিয়ান উজীর তার, ছিল বড় হুসিয়ার, সেই মর্দ্দ গড় বিচে থাকে ॥ যে রাত্রে হজরত নবী, দীপ্ত আরবের রবি, স্বপনেতে প্রকাশে যাহাকে * শুনহ উজীর নামী, মোহাম্মদ নবী আমি, শীঘ্র তুমি আনহ ঈমান ॥ তোমার গড়ের কাছে, এক মর্দ্দ আসিয়াছে, তার নাম আলী পাহালওয়ান * যেমন সওয়ার আর, তেমনি সে ঘোড়া তার, তেমনি তলওয়ার জুলফিক্কার ॥ নেক ব্যক্তি চাহ যদি, দেলে না রাখহ বদি, যাও তুমি নিকটে তাহার * আছে এ পাহাড় নীচে, আবুল মাজন পিছে, আইল সে মুল্লুকে তোমার ॥ আপন ভালাই চাও, সেতাবী চলিয়া যাও, করহে খাতেরদারি তার * সুফিয়ান স্বপন দেখে, বড়২ লোক ডেকে, সেই কথা বয়ান করিল ॥ তার পরে সুফিয়ান, আলীর নিকটে যান, দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

—০ঃ)-(ঃ০—

* হজরত আলীর ও কাত্তার শাহার লড়াই হইবার বয়ান *

পয়ার * বিহান হইতে তবে সুফিয়ান উজীর ॥ হজরত আলীর কাছে হইল হাজির * হায়দরের নাম লিয়া করেন ছালাম ॥ তাজ্জব হয়েন শাহা শুনিয়া কালাম * ইহারা আমার নাম কেমনে জানিল ॥ সুফিয়ান তরে ফের পুছিতে লাগিল * কহ তুমি কেমনে জানিলে মেরা নাম ॥ সুফিয়ান খাবের কথা কহেন তামাম * একথা শুনিয়া শাহা আনন্দ হইল-॥ কহে আল্লা মোর দোয়া কবুল করিল * সুফিয়ানের তরে ফের করে মুসলমান ॥ শিখায় দীনের যত আহকাম আরকান * সকলে মিলিয়া যায় গড়ের বিচেতে ॥ আলী শাহা রহে সেথা খোশাল দেলেতে * ওদিকেতে সাদ আবুল মাজন দু-জনাতে ॥ রোজ২ জঙ্গ করে কাত্তারের সাথে * এক দিন দুইজনে ঘুরিতে ফিরিতে ॥ হাস্নে বেয়াজেতে যায়

তামাসা দেখিতে * হেনকালে রাত এসে হইল হাজের॥ গড়ের ভিতর শুনে শব্দ নামাজের * আবুল মাজন বলে শুন সাদ বেরাদর॥ অবশ্যই আসিয়াছে হজরত হায়দর * তুমি যাও গড় বিচে আমি হেথা থাকি॥ দেখে এস আলী শাহা আসিয়াছে নাকি * সাদকে দেখিয়া মর্দ্দ খাড়া হইয়া থাকে॥ কিছু দূর গেল যবে না দেখে তাহাকে * সেথা হইতে আবুল মাজন যায় পালাইয়া॥ ওখানে পৌছিল সাদ গড়েতে যাইয়া আলীকে দেখিয়া সাদ হৈয়া বেকারার॥ বেহুশ হইয়া পড়ে কদমে তাঁহার * মাথায় ধরিয়া তার আলী নামদার॥ বহুত বাতাস দিতে হুশ হৈল তার * গলায় ধরিয়া মিলে হায়দরের সাথ॥ তারপরে আলী শাহা পুছে এই বাত * কোথা আছে আবুল মাজন কহ সে খবর॥ সাদ বলে আছে মর্দ্দ দরওয়াজা উপর * গড়ের দরওয়াজা পরে খাড়া হইয়া আছে॥ তুমি থাক আমি গিয়া আনি তেরা কাছে * এই কথা কহিয়া সাদ বাহিরেতে যায়॥ বহুত তালাশ করে দেখিতে না পায় * তারপরে ময়দানেতে ঘোড়া কুদাইয়া॥ এদিকে ওদিকে মর্দ্দ ফিরে তালাশিয়া * বহুত দৌড়িয়া ঘোড়া আজেজ হইল॥ না পেয়ে আলীর আগে ফিরিয়া আইল * সাদ বলে আমার ক্ষমতা ছিল যত॥ অন্ধকার ময়দান বিচে তালাশিনু কত * কোন ঠাঁই না পাইনু তার দরশন॥ পরেন্দার মত কিবা হৈল অদর্শন * শুনিয়া হজরত আলী তাজ্জব হইল॥ দুইজনে এক সঙ্গে রাত গোজারিল * বিহান হইবা মাত্র আলী নামদার॥ নামাজ পড়িয়া হৈল ঘোড়াতে সওয়ার * সাদের সহিত মর্দ্দ বান্ধিয়া কোমর॥ কাত্তার সহিত যায় করিতে সমর * কাত্তারের আগে কেহ কহিল খবর॥ লড়িতে আইল সাদ ময়দান উপর * আর এক পাহালওয়ান আছে সাথে তার॥ কিন্তু আবুল মাজন নহে সে নামদার * জবরদস্ত সে মর্দ্দ যেন শের নর॥

আজদাহা সমান নহে তার বরাবর * কাত্তার শুনিয়া যে সাজাইল লস্কর॥ গড় হৈতে নিকালিল ময়দান উপর * আগে২ লাল ঝাণ্ডা ময়দানে আইল॥ যতেক সরদার সব কোমর বান্ধিল * হাতীর পিঠেতে বাজে জঙ্গের নাকারা॥ তাহা শুনে জঙ্গিগণ করিছে পায়তারা * নাকারার আওয়াজেতে কাঁপিল পাহাড়॥ মালসাটে পৃথিবী হইল তোল পাড় * সিঙ্গের আওয়াজে জমি কাঁপিতে লাগিল॥ মধ্যে২ নকিবান হাঁকিতে আছিল * কোন বাহাদুর আজ করে বাহাদুরি॥ কোন মর্দ্দ দেলাওয়ার করে দেলাওয়ারি * প্রথমে ময়দানে আইল হইয়া সওয়ার॥ সেফাদার পাহালওয়ান নামেতে কাত্তার * হীরা ধার হৈল তার দুই তলওয়ার॥ এক হেমায়েল ঢাল হাতে ছিল তার * মাথায় লোহার টোপ জেরা গায়ে দিয়া॥ হাতে নেজা পিঠে ঢাল কোমর বান্ধিয়া * সাদ বলি ঘন২ ডাকিতে লাগিল॥ গোস্বা ভরে বড় হাক হাঁকিতে লাগিল * কেবা এই পাহালওয়ান সঙ্গেতে তোমার॥ চাহিয়া না দেখে চায় উপরে তাহার * মোর হৈতে আবুল মাজন গেল পালাইয়া॥ তোমরা আইলে বুঝি মরিবার লাগিয়া * তোমাদের দুইজনে সাধ্য কিবা আর আপন মরণ আইসে দেখ একবার * শুনিয়া হজরত আলী জানিল নেহাত॥ লড়িতে নারিবে সাদ কাত্তারের সাথ * তবেত খোদার শের ময়দানে চলিল॥ দুলদুলের পাও ভরে জমিন কাঁপিল * যেমনি সে ঘোড়া তার তেমনি সওয়ার॥ তেমনি সে জুলফিক্কার দুই শের যার * দেখিয়া কাফের সব ধন্দ হয়ে রয়॥ কাত্তারের হাঁকিয়া তবে আলী শাহা কয় * শুনরে কাত্তার বেঈমান দাগাবাজ॥ এতেক বড়াই কেন নাহি তেরা লাজ * রাত্রেতে স্বপন বুঝি দেখিয়া দু-ভাই॥ মাগরুর হইয়া কর এতেক বড়াই * এই দেখ হাতে মোর তেগ আবদার তেরা মত কাটিয়াছি গরদান হাজার * আপন ভালাই চাহ

মানহ ফরমান ॥ কাফেরি ছাড়িয়া তুমি হও মুসলমান ✽ আল্লাকে ওয়াহেদ জান মোস্তফা বরহক ॥ না মানিলে মারা যাবে কহিনু বেশক ✽ কাত্তার শুনিয়া বাত গোস্বায় জ্বলিল ॥ ঘোড়া কুদাইয়া মর্দ্দ কহিতে লাগিল ✽ তলওয়ারের ধারে দেই জওয়াব তোমার ॥ সামাল২ এই ওয়ার আমার ✽ এত বলি মারে তেগ হজরত হায়দরে ॥ উড়াইয়া দিল শাহা হেকমত হুনরে ✽ কাত্তারে মারেন শাহা তেগ আবদার ॥ বড়ই হেকমতে রদ করে সে কাত্তার ✽ দু-জনার জঙ্গ এয়ছা গরম হইল ॥ হাঁকের আওয়াজে শের গণ্ডার ভাগিল ✽ শেষেতে হজরত শাহা মারে জুলফিক্কার ॥ মাথার উপরে ঢাল ধরে সে গাঁওয়ার ✽ ঢাল কেটে পাঁচ আঙ্গুল কাটিয়া হাতের ॥ সাজওয়াল কাটিয়া বসে উপরে কান্ধের ✽ ফোয়ারা সমান খুন ছুটিয়া পড়িল ॥ জখম হইয়া সেথা হইতে ভাগিল ✽ আপন ফউজ পানে যায় পালাইয়া ॥ সামনে আব্বাস সাদ ঘিরিল যাইয়া ✽ সে দিক হইতে ফের ঘোড়া ফিরাইল ॥ লাচারিতে হাস্‌নে বেয়াজের রাহা নিল ✽ আগে যায় বাদশা পিছে২ সাদ ॥ গড়ের বাহিরে গিয়া করে ফরিয়াদ ✽ হাঁকিয়া এবাত কহে গড়ের কোতওয়ালে ॥ বিপদ ঘটিল আসি আমার কপালে ✽ সেতাবী খুলিয়া দেহ গড়ের দুয়ার ॥ কোতওয়াল কহে শুন বাদশা নামদার ✽ মুসলমান হও যদি খুলিব দুয়ার ॥ শুনিয়া নৈরাশ হৈয়া ফিরে আরবার ✽ সেতাবী পৌছিল সাদ নিকটে তাহার ॥ ঘায়ের জ্বলনে বড় হইল লাচার ✽ ফাঁসি লাগাইয়া তারে বান্ধিয়া লইল ॥ ঘরের বিচেতে গিয়া সুফিয়ানে সুপিল ✽ ওখানেতে হায়দরের সামনে থাকিয়া ॥ বেদীন কাত্তার শাহা যায় পালাইয়া ✽ ঘোড়া কুদাইয়া শাহা দুলদুল২ সওয়ার ॥ হাঁকিয়া পড়েন গিয়া সীপাই মাঝার ✽ বেদেরেগ জুলফিক্কার মারিতে লাগিল ॥ ঘড়ি একে ময়দানেতে নদী বহাইল ✽

হাজার সীপাই শাহা কাটিল যখন ॥ আমান চাহিল সব কাফের তখন * গলায় কাপড় দিয়া মিনতি করিতে ॥ হজরত হায়দর কহে সবারে আসিতে * আমান যদ্যপি চাহ আপন জানের ॥ জবানে একরার তবে কর ঈমানের * মুসলমান হৈল সবে একথা শুনিয়া ॥ গড়ের বিচেতে যায় হায়দরে লইয়া * সকলে শিখায় শাহা দীনদারী কাম ॥ শহর সমেত তবে হইল ইসলাম * দেল আফরোজ আইল তবে আলীর সামনে ॥ ছেফত করিল শাহা তাহার কারণে * বলে তুমি করিয়াছ যত নেক কাম ॥ সাদের জবানে আমি শুনিনু তামাম ॥ এখন কি কহ তুমি শুন শাহাজাদী ॥ সাদ আব্বাসের সাথে দিতে চাহি সাদী * বলে আমি দেখিলাম জবান তোমার ॥ সাবাস মরদমী তেরা জাহান মাঝার * তোমার রেজার পরে রাজী আছি আমি ॥ কর যাহা ভাল হয় আর নেকনামী * শুনিয়া হজরত আলী জওয়াব তাহার ॥ বড়২ লোক সবে ডাকে নামদার * সাদেরে ডাকিয়া শাহা নেকা পড়াইল ॥ সবেতে দোহায় মোবারকবাদ দিল * দুই তিন দিন সেই গড়েতে থাকিয়া ॥ আলী শাহা দেল আফরোজে কহেন ডাকিয়া * আপনা বাপের তখতে করহ বাদশাই ॥ একবার হাস্‌নে বেয়াজেতে আমি যাই * দেখি সে কাত্তার যদি না আনে ঈমান ॥ নিশ্চয় তাহার আমি কাটিব গরদান * এত বলি সাদে লয়ে গমন করিল ॥ হাসনে বেয়াজেতে যেয়ে উপনীত হৈল * খানা পানি খিলাইয়া সুফিয়ান উজীর ॥ কাত্তার শাহের তরে করিল হাজির * বলেন হজরত আলী কাত্তারের তরে ॥ কাফেরী ছাড়িয়া আইস ইসলামী উপরে * খোদায় ওয়াহেদ তার রাছুল বরহক ॥ ইসলাম তাহার দীন না করিবে শক * ঈমান আনিয়া কর আপনা ভালাই ॥ বন্ধন হইতে দেই তোমাকে রেহাই * কাত্তার বদবক্ত বলে না কহ এমন ॥

আপনার রীতি না ছাড়িব কদাচন * গোস্বা হৈল সাদ শাহা তাখার উপর ॥ হাতেতে লইল এক ধারালো খঞ্জর * টানিয়া লইয়া গেল বাহির করিয়া ॥ খঞ্জর গলায় দিয়া ফেলিল কাটিয়া * মারা গেল ফীলতন কাত্তার সরদার ॥ কোথা রৈল এমারত গড়খাই তার * কোথা গেল তাজ তখত কোথা বা সীপাই ॥ দুনিয়া কেবল দেখ জানের বালাই * এক দিন জান তোর যাবে নিকালিয়া ॥ হাতী ঘোড়া ধন কড়ি রহিবে পড়িয়া * জাহানেতে মিছা কেন কর ছন্দ ফন্দ ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে করিয়া পছন্দ *

—০ঃ)-(ঃ০—

* আবুল মাজন রাদ আম্মারকে মারিয়া কেল্লা দখল করে তাহার বয়ান *

পয়ার * কেতাবেতে লিখিয়াছে এমনি বয়ান ॥ যে সময় আবুল মাজন পাহালওয়ান * হায়দরের মহিমেতে গেল পালাইয়া ॥ রাত মধ্যে কতদূর গেল নিকালিয়া * সামনে পাইল এক বেবাহা ময়দান ॥ উচা২ পাহাড় জঙ্গল বিয়াবান * তিন দিন তিন রাত এমনি চলে যায় ॥ তার বিচে কোনখানে রাহা নাহি পায় * ভুখ পিয়াসেতে তার বল না রহিল ॥ সওয়ারীর ঘোড়া তার আজেজ হইল * চৌথা দিনে পাহাড়েতে নজর করিতে ॥ বড় এক উচা গড় পাইল দেখিতে * বড়ই মাকুল গড় দেখিতে বাহার ॥ হাস্‌নে ফুলাদ নাম আছিল তাহার কেতাবেতে লিখিয়াছে এই সমাচার ॥ সেকান্দার শাহা ইহা করিল তৈয়ার * আছিল ডাকাত এক ইহার নীচেতে ॥ বড় পাহালওয়ান রাদ আম্মারা নামেতে * একেলা মারিল সেই হাজার সওয়ার ॥ আর তার সাথী ছিল সওয়ার হাজার তার ডরে সেই রাহে কোন সওদাগর ॥ মাল লিয়া না যাইত করিতে সফর * সেই পাহাড়ের নীচেতে কোশাদা ময়দান ॥

সেখানে পৌছিল আবুল মাজন পাহালওয়ান * পানির নহর আর তাহার কিনার ॥ রঙ্গ রঙ্গ ফল ফুল গাছ ছায়াদার * তিন দিন রাত খাস্তা আছিল জওয়ান ॥ উতারিল আরামের দেখিয়া মাকান * পানি কিছু পিয়ে আর ঘোড়াকে পিলায় ॥ শিকার করিয়া আর কাবাব বানায় * খাইয়া আছুদা হইয়া শুইয়া রহিল ॥ সে সমে আম্মারা তবে সেখানে আইল * পুছিতে লাগিল আবুল মাজন পাহালওয়ানে ॥ কোথা হইতে আইলে মর্দ্দ যাবে কোনখানে * বড়ই ছুরত দেখি ওজুদে তোমার ॥ সিনা আর বাজু তেরা বাঘের আকার * রহম করিনু তেরা ছুরত দেখিয়া ॥ ঘোড়া জোড়া দিয়া যাও জান বাঁচাইয়া * আবুল মাজন তারে কিছু না কহিল ॥ ঘোড়াতে বান্ধিয়া জিন সওয়ার হইল * তলওয়ার খুলিয়া হাতে কহিতে লাগিল ॥ এই লালচেতে তোর মরণ আইল * শুনিয়া গর্জ্জিল রাদ হাতীর সমান ॥ আবুল মাজন হাঁকে যেন গরজে আসমান দুই জঙ্গী তেগ লিয়া লাগিল লড়িতে ॥ তেগ ঢালে ঝন ঝন লাগিল বাজিতে * কুমারের চাক যেন লাগিল ঘুরিতে ॥ ঢালের উপর আগ লাগিল উঠিতে * দু-জনার উপরে গোস্বায় দুইজন ॥ মারিল চল্লিশ সওয়ার বিজলী যেমন * গরম হইল বড় জঙ্গের বাজার ॥ শেষে আবুল মাজন মারে এক তলওয়ার ঢাল টুপী কাটা গেল আধা আধা হইয়া ॥ মাথা হইতে জিন তক দিল উতারিয়া * ঘোড়ার পীঠেতে গিয়া বসিল তলওয়ার দুই ভাগ হইয়া পড়ে ঘোড়ার সওয়ার * রাদ মারা গেল যত সীপাই তাহার ॥ কোনখানে গিয়াছিল লুট করিবার * লড়িতে তাদের সাথে সওদাগরগণ ॥ না পারিয়া পালাইল ডাকাত কুজন * আসিতে রাহের মাঝে দেখিল তাহারা ॥ আপনা সরদারে দেখে পড়িয়াছে মারা * কান্দিতে লাগিল তারা রাহের উপর ॥ বেহদ্দ মাতম করে যতেক লস্কর *

আর আবুল মাজন পুছে তাহাদের তরে॥ কহ ভাই এ হাল কে করে তোমা পরে * খাস্তা হাল হৈয়া আইলে কোথায় থাকিয়া॥ তারা বলে শুন তবে কহি বিবরিয়া * এই মর্দ্দ আমাদের হইত সরদার॥ পাঠাইয়া ছিল সওদাগরে লুটিবার * সওদাগর আমা পরে গালেব হইল॥ আমাদের লোক কত জখম করিল * তেকারণে জান লিয়া আসি পালাইয়া॥ সরদারের এই হাল দেখিনু আসিয়া * জীতা যদি থাকিত সরদার আমাদের॥ সওদাগরে মেরে মাল লিত তাহাদের * বে-শির হইনু মোরা যাব কার ঠাঁই॥ এই বিবরণ আমি কহিলাম ভাই * আবুল মাজন বলে আমি সেখানে যাইব॥ খাড়া খাড়া আমি তোমাদের দাদ লিব * তারা বলে হয় তবে বড়ই এহছান॥ তখনি ডাকুর সঙ্গে চলে পাহালওয়ান * যেখানে সওদাগর ছিল উতারিয়া॥ বে-দেল হৈয়া গেল আবুল মাজনে লিয়া * ওদিকেতে সওদাগর মহিম জিনিয়া॥ বে-ডরে আছিল তারা শুইয়া বসিয়া * হেন সমে সীপাই হইল নমুদার খাড়া হৈল সওদাগর বান্ধিয়া কাতার * দুই দলে মহা জঙ্গ হইল আখের॥ আবুল মাজন হাতে সওদাগর হৈল জের * মারা গেল কত লোক বাকী পালাইল॥ মাল মাত্তা তাহাদের লুটিয়া লইল * আবুল মাজন তাহাদের সেই সব মাল॥ সীপাইগণেরে দিয়া করিল নেহাল * তারা বলে মরিল সরদার আমাদের॥ ক্ষতি নাই আপনি লায়েক সরদারের * তোমাকে সরদার করি তখতে বসাইব॥ তাবেদার হইয়া মোরা হুকুম মানিব * আবুল মাজন কহে যদি হও মুসলমান॥ কুফরী ছাড়িয়া সবে আনহ ঈমান * তবে আমি তোমাদের সরদার হইব॥ গড়ের বিচেতে গিয়া আরামে রহিব * তারা সবে একিনেতে আনিল ঈমান॥ গড়ের বিচেতে তবে গেল পাহালওয়ান *

গড়েতে ইসলাম করি রহিল সেখানে॥ সওদাগর কেহ যদি আসে সে স্থানে * সীপাই লইয়া গিয়া লুটে তার মাল॥ কাফেরের মাল তারা জানিত হালাল * ফের যবে খরচ যাইত ফুরাইয়া॥ কোন সওদাগর পাইলে আনিত লুটিয়া * এইরূপে আবুল মাজন সেখানেতে রহে॥ খয়বরের কথা দোস্ত মোহাম্মদ কহে *

—০ঃ)×(ঃ০—

* হজরত আলী কোব্বাদ খাওরানের খোরমাবাদ দেশে পৌছিবার বয়ান *

পয়ার * করিম রহিম আল্লা পাক বেনিয়াজ॥ আজিজির সময়েতে সেই কারসাজ * করিনু তাহার নামে শুরু কেতাবের॥ তার নামে চালাইনু কলম হাতের * অবশ্যই খোদাতালা আপনা মেহের॥ মোর হাতে এই পুথি হইবে আখের * আপনার করমে ক্ষমতা দেন মোরে॥ আর সে তাছির দেন জবান উপরে * সবাই কবিতা যেন পড়েন আমার মকবুল হউক এই সংসার মাঝার * সকলি করিতে পারে রাব্বেল আলামীন॥ এই মোনাজাত করি আমীন আমীন * মন দিয়া শুন এবে দীনদার ভাই॥ খয়বরের জঙ্গনামা সবাকে শুনাই * মোহাম্মদ এবনে হেসাম লেখেন ফারছী॥ আমি তাকে ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা করিতেছি * এখান হইতে শুরু হইল কেতাব॥ সেতাব তামাম কর ছরিহুল হিসাব * লিখিয়াছে কেতাবেতে এই সমাচার॥ মারা গেল যেই দিন বদবক্ত কাত্তার তার পরে শের আলী কোন কাম করে॥ সে গড়ের শাহী দিল সুফিয়ানির তরে * সেথা হৈতে গেল ফের হাস্‌নেজ্জামাদাতে॥ দেল আফরোজে কহে শাহা ডাকিয়া আগেতে * বাপের জাগায় তুমি করহ বাদশাই॥ সাদেরে লইয়া আমি খয়বরেতে যাই * সেখান হইতে ফিরে আসিব যখন॥

এক সঙ্গে মদীনাতে করিব গমন * দেলআফরোজ বলে আমি কভু না রহিব ॥ জনাবে হাজের থেকে খেদমত করিব * তাহা শুনে দোছরাকে করিয়া সরদার ॥ যাইবার তরে শাহা হইল তৈয়ার * সওদাগরী বেশে শাহা তৈয়ার হইল ॥ চারি শত উট পরে জিনিষ ভরিল ॥ আর কত শত চিজ কিম্মতি যতেক ॥ উট পরে সাজায়ে লইল একে এক * দেলআফরোজ আর সাদ সঙ্গেতে করিয়া ॥ আর কত চাকর নওকর সাথে লিয়া * মঞ্জেল২ যায় মাগরেব জমিনে ॥ কত দূর গেল শাহা তিন চারি দিনে * চৌথা দিনে দেখে এক বিরানা মাকান ॥ চৌদিকে দেওয়াল ঘেরা বড় উচা শান * আশে পাশে আবাদানী না আছে তাহার ॥ সাদকে কহেন তবে আলী নামদার * এই বিরানাতে দেখ সেতাব করিয়া ॥ কি আছে ইহার মাঝে দেখে এস গিয়া * ফরমান পাইয়া সাদ ভিতরেতে যায় ॥ কোঠা বালাখানা সব দেখিয়া বেড়ায় * কাটা শির দেওয়ালেতে আছে লটকাইয়া ॥ তাজা লহু পড়ে সব দেওয়াল চুইয়া * আস্তাবলে ঘোড়া বান্ধা দেখে দু-হাজার ॥ উট গাধা খচ্চর আছিল বেশুমার * এসব দেখিয়া সাদ তাজ্জব হইল ॥ হজরত আলীর আগে আসিয়া কহিল * হুকুম করিল শাহা গোলাম চাকরে ॥ বিরানের মাল যত লহ বোঝা করে * ঘোড়া উট গাধা সব আনিল হাঁকিয়া ॥ মাল মাত্তা নিল তার বোঝাই করিয়া * বড় হাশমতের এক হৈয়া সওদাগর ॥ সেখান হইতে তবে চলিল হায়দর * রাহা বিচে প্রহর এক রাত হৈয়া ছিল ॥ ময়দান হইতে এক সওয়ার আইল * বড় জবরদস্ত সেই ঘোড়ার সওয়ার ॥ যেমন রোস্তম কিবা হবে স্পিন্দিয়ার * হাঁকিয়া কহিল মর্দ্দ যেন শের নর ॥ কার মাল লিয়া যাও না জান খবর * আমীর আরীফ নাম না জান আমার কদিমী মোকাম সেই বিরান মাঝার * আমার নামের ড়রে

জঙ্গলের শের॥ আবাদীর মধ্যে পাও না ধরে দেলের * এখনই শমশেরে দিব শির উড়াইয়া॥ আপনার মাল যত লইব কাড়িয়া * আপনার নাম তুমি কহ এইক্ষণে॥ বেনামে মরিলে আমি জানিব কেমনে * জওয়াব না দিয়া তারে হজরত হায়দর॥ হাত বাড়াইয়া ধরে তাহার কোমর * ঘোড়া হৈতে পাছাড়িয়া বান্ধিয়া লইল॥ তুলিয়া উটের পরে কসিয়া বান্ধিল সেখান হৈতে কুচ করি পাহালওয়ান॥ কতদিনে এড়াইল ঐ বিয়াবান * খয়বর জমিনে গিয়া দাখেল হইল॥ পহেলা যাইয়া এক শহর পাইল * সেই শহরের নাম খোরমা আবাদ॥ বাদশা তাহার মাঝে নামেতে কোব্বাদ * বড় আলীশান বাদশা ছিল তেজদার॥ কায়ানের নছলেতে সাহেব সরদার * সীপাই আছিল আর জঙ্গী আছওয়ার॥ জেরাপোষ তেগ সহ তিন শত হাজার * পৌছিল হজরত আলী সেই শহরেতে॥ ডেরা তাম্বু খাড়া করে ময়দান মাঝেতে * বড়ই মাকুল সেই ময়দান বাহার॥ ঠাঁই২ পানি আর গাছ ছায়াদার * খাসা মেওয়া বেশুমার ময়দান ভরিয়া॥ আনন্দিত আলী শাহা মুল্লুক দেখিয়া * শহরের কিনারাতে ডেরা খাড়া করে॥ উট ঘোড়ার পাল রাখে ময়দান উপরে * কেহ গিয়া খাওরানে কহিল খবর॥ তোমার শহরে আইল এক সওদাগর * বে-হিসাব মাল আর কত জানওয়ার॥ ময়দান ভরিল তায় কে করে শুমার * শুনিয়া কোব্বাদ শাহা খোশাল হইয়া॥ কহে সেই সওদাগরে আনহ ডাকিয়া * বাদশার প্রহরী এক এমলাক নামেতে॥ সওদাগরে ডাকিবারে যায় সেখানেতে * পুছে তোমাদের মধ্যে কে হয় সরদার॥ ডাকিল তাহার তরে বাদশা নামদার * শুনিয়া চলিল শাহা সঙ্গেতে তাহার॥ দুলদুল ঘোড়ার পরে হইয়া সওয়ার * গড়ের ভিতরে দেখে শহর বাজার॥ বড়২ এমারত দেখিতে বাহার * খোরমা আবাদ সেই খুশীর আবাদ॥

শহর দেখিয়া আলী হয়ে দেলশাদ ✽ খাওরান কোব্বাদের দেওড়ীতে গিয়া ॥ পৌছিল হজরত আলী ঘোড়ায় চড়িয়া ✽ দেখে বড় মাকান শাহানা আমীরানা ॥ বহুত সামানা আর কত কারখানা ✽ ঘোড়াকে বান্ধিয়া রেখে যায় দরওয়াজায় ॥ সীপাইগণের তরে কহিয়া জানায় ✽ না আসিবে কেহ যেন ঘোড়ার সামনে ॥ বড়ই আড়েল নাহি মানে কোন জনে ✽ আমা বিনে চড়িতে নাড়িবে কোন জন ॥ এ বলিয়া দরবারেতে করিল গমন ✽ বার দিয়া দরবারে বসিয়া খাওরান ॥ ডাহিন বামেতে দুই উজীর প্রধান ✽ আর যত পাহালওয়ান আমীর উজীর ॥ বাদশার নিকটে সবে আছিল হাজির ✽ গোলাম সকল খাড়া ছিল সারি২ ॥ কোমরে কোমরবন্দ হাতেতে কাটারি ✽ এদিকে বসিয়াছে ইয়ার লোক যত ॥ আর দিকে গাহিতেছে দাফাওলি কত ✽ সোনার তখ্‌তের পরে বৈসে খাওরান ॥ শির পরে শাহী তাজ সূর্য্যের সমান ✽ আড়ানি চামর ছাতা আশে পাশে ঝুলে ॥ নকিবান শাদবাদ পুকারিয়া বলে ✽ পিয়ালা গহর শরাবেতে ছিল ভরা ॥ ইয়াকুতের রঙ্গ যেন সামনেতে ধরা ✽ এই ঠাটে বসিয়াছে শাহা নামদার ॥ দরবারে আইল ফের ভেবে পরওয়ার ✽ দরবার দেখিয়া মর্দ্দ তাজ্জব হইল ॥ রাছুলের জান পরে ছালাম করিল ✽ বাদশা বসায় তারে কুরসির উপর ॥ কার দিকে নাহি চাহে তুলিয়া নজর ✽ বাদশার আছিল এক হুশিয়ার উজীর ॥ হুনর হেকমতে সেহ বড় বে-নজির ✽ এমাতুল মুল্লুক নাম আছিল তাহার ॥ পুছিল আলীর তরে কহ নামদার ✽ কোথা হৈতে আইলে তুমি কি নাম তোমার ॥ তেজারতি কর কিবা অন্য কারবার ✽ কহিল মোকাম মোর বর্ব্বর শহরে ॥ তেজারতি করিবারে আইনু খয়বরে ✽ হর সালে হর ঠাঁই যাই বরাবর ॥ এবার দেখিতে আইনু তোমার শহর ✽

কাসম্‌সম নাম মেরা কহিনু নেহাত॥ আলবত্তা জওয়াব দিব পুছিবে যে বাত * বাদশা বলে শুন ওহে মর্দ্দ সওদাগর॥ করিয়াছ জাহানেতে বহুতি সফর * আরব কখনও নাহি দেখিয়াছ তুমি॥ শুনিয়াছি জাহানে মশহুর সেই ভূমি * সেইখানে এক মর্দ্দ সাহেব সরদার॥ জাহানে সরদার যত তার তাবেদার * পায়গাম্বরী দাবী করে আরব্ব মাঝার॥ দূর করে সকলের কুলের আচার * উঠাইয়া দিল পূজা লাত মানাতের বে-আবরু কৈল যত মুর্ত্তি সে দেশের * এক ভাই আছে তার বড় পাহালওয়ান॥ শুনেছি তাহার নাম আলী বলবান * সেই মর্দ্দে যদি দেখে থাক সওদাগর॥ মোর তরে কহ কিছু তাহার খবর * হায়দর শুনিয়া কহে আরব মাঝার॥ তেজারাত করিতে গিয়াছি কতবার * খুব দেখিয়াছি নবী রাছুলের তরে॥ আলী হায়দরের তরে দেখিনু নজরে * আর যত আরবেতে সাহেব সরদার॥ সকলের সঙ্গে আছে সাক্ষাৎ আমার * বাদশা কহে একদিন আমার লস্করে॥ ধরিয়া আনিল এক গোলামের তরে * পাগলের মত দেখি তাহার আকার॥ কহে এক করে আর যাহা মনেতে তাহার * কভু খাড়া হয় আর কভু পড়ে ঝুকে॥ কখনও বা হাত জোড়ে আপনার বুকে কখন জমির পরে দণ্ডবৎ করে॥ কভু বসে থাকে দুই হাত উচা করে * রাত দিন গালি দেয় লাতের উপরে॥ এমন বদবক্ত নাই সংসার ভিতরে * কত বুঝাইনু আমি তাহার কারণ॥ আপনার খাছলত না ছাড়ে কদাচন * আর কহে আলী শাহা মালেক আমার॥ কয়েদ রাখিনু আমি জিন্দান মাঝার * আলী বলে আন আমি দেখিব তাহারে॥ আমি বুঝাইব তারে নানান প্রকারে * কোব্বাদ শুনিয়া তারে মাঙ্গায় তথায়॥ কামার আলীর তরে নজরে তাকায় * খুশীতে ভরিয়া গেল এমন সে ওয়াক্তে॥ খামাখা আইল হাঁসি তাহার মুখেতে *

বাদশা পুছেন তারে শুনরে গোলাম ॥ এত দিনে ছিলে তুমি কান্দিতে মোদাম * আজ এত কর হাঁসি কিসের কারণ ॥ তাজ্জব হইনু আমি কহ বিবরণ * গোলাম কহে শুন বাদশা নামদার ॥ আজি হাঁসিলাম দাঁড়ি দেখিয়া তোমার * একথা শুনে বাদশা গোস্বায় ভরিল ॥ হাতে এক কোড়া লয়ে সেতাবি উঠিল * গোস্বায় বহুত কোড়া গোলামে মারিল ॥ শির হৈতে পাও তক খোঁড়া করে দিল * খামোশ আছিল আলী কিছু না কহিল ॥ কেননা সেখানে মছলেহাত না দেখিল * কোড়া মেরে জিন্দানীরে করিল ফরমান ॥ ইহাকে লইয়া যাও যেখানে জিন্দান * কয়েদ করিয়া রাখ হাস্‌নে মুল্লুকেতে ॥ খবরদার দানা পানি না দিবে খাইতে * জিন্দানী হুকুম পেয়ে করিল বাহির ॥ হাত পাও বান্ধে দিয়া লোহার জিঞ্জির * হাস্‌নে মুল্লুকেতে তারে কয়েদ করিল ॥ পয়ারেতে দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

—০ঃ)*(ঃ০—

* দুলদুল ঘোড়ার আহ্‌ওয়াল দেলআফরোজ ও মীর সায়াফের খাওরানের লস্করের সঙ্গে লড়াই হইবার বয়ান *

পয়ার * ওদিকে যখন শাহা দুলদুলে সওয়ার ॥ ঘোড়াকে ছাড়িয়া গেল বাদশার দরবার * সকলে হুসিয়ার করে বলে গিয়াছিল ॥ কেহ২ মনে২ কহিতে লাগিল * এই সওদাগর মর্দ্দ কিছু বুঝে নাই ॥ একটী ঘোড়ার করে এতেক বড়াই * বাদশার লস্করে মস্ত২ জোরওয়ার ॥ কি বুঝিয়া একথা কহিল সওদাগর * এই মতে একজন আর জনে কয় ॥ ধীরে২ এই কথা মহা গোল হয় * তবে এক মর্দ্দ যেন হয় স্পিন্দিয়ায় ॥ ঘোড়ার লাগাম তার চাহে ধরিবার * দুল দুল মারিল হাঁক মুখ পাসরিয়া ॥ সেই জওয়ানের ঘাড়ে ধরিল আসিয়া *

দাঁতেতে গরদান তার ছিড়িয়া ফেলিল॥ ফজলু নাদান মর্দ্দ তখন মরিল * তারপরে একজন রোস্তম যেমন॥ ঘোড়া ধরিবারে এসে মরিল তেমন * ঐমতে ত্রিশজন দুলদুলে মারিল॥ তবুও তাহাকে কেহ ধরিতে নারিল * কেহ গিয়া দরবারেতে খবর করিল॥ শুনিয়া তামাম লোক তাজ্জব হইল * বাদশা বলে শুন সওদাগর নামদার॥ এমন সারকশ ঘোড়া না দেখি কাহার যদি ঘোড়া বিক্রি কর আমি কিনে লিব॥ যতন করিয়া আমি তাহাকে পালিব * আলী বলে দিব ঘোড়া শুন নেকনাম॥ কিন্তু নাহি দিব তার জিন ও লাগাম * বাদশা বলে কিবা লিবে কিম্মত তাহার॥ আলী বলে লিব দাম দেরহাম হাজার আর এক গোলাম যাহাকে আমি চাই॥ বাদশা মঞ্জুর দাম করিল তাহাই * তার পরে খাবার সামানা মাঙ্গাইয়া॥ সকলেতে খাওয়া পেওয়া করিল বসিয়া * বাদশার আগেতে শাহা হইল বিদায়॥ দেরহাম গোলাম বাদশা দিলেন তাহায় * উঠিয়া হজরত আলী বাহিরে আইল॥ দুলদুলের কানে ধরি কহিতে লাগিল * তামাম জাহান যদি হয় খরিদ্দার॥ কারুনের মাল দেয় কিম্মতে তোমার * তথাপি তোমাকে না বেচিব কদাচন॥ কিন্তু এইক্ষণে কোন গরজ কারণ * বেচিনু তোমাকে আমি কোব্বাদের হাতে॥ সে কারণে মনে কিছু না কর আমাতে না হইবে কার বাতে ফরমাবরদার॥ কেহ নাহি চড়ে যেন পিঠেতে তোমার * এত বলি জিন পোষ গোলামের মাথে॥ বাহির হইয়া শাহা গেলেন ডেরাতে * দেখিয়া তাহারে সবে তাজ্জব হইল॥ হাঁসিয়া আলীর আগে পুছিতে লাগিল * ঘোড়া কি করিয়া আইলে পায়েতে হাটিয়া॥ বলে আমি দুলদুলেরে আইনু বেচিয়া * বাদশার হাতে তারে বেচিয়া আইনু॥ ইহার মাঝেতে এক হেকমত করিনু * সাদ বলে যাহা চাহ কর নামদার॥ খোদাতালা পুরা করে মতলব তোমার *

ঘোড়াকে বেচিয়া শাহা আইল যখন ॥ তাহাকে ধরিতে যায় পাহালওয়ানগণ * দেখিয়া গরজিল ঘোড়া বাঘের আকার ॥ ছুটিয়া আইল সেই লস্কর মাঝার * কান লট পট দিয়া হাঁকিয়া উঠিল ॥ ঘোড়ার হাঁকেতে লোক অস্থির হইল * যাইতে না পারে কেহ নিকটে তাহার ॥ চৌদিকে হুজ্জুম লোক হৈল বেশুমার * বাদশা বাহির হৈল তামাসা দেখিতে ॥ ফাঁসিদারে কহে বাদশা ফাঁসি ফেলাইতে * তবে যত ফাঁসিদার চৌদিক হইতে ॥ ফেলাইল দশ ফাঁদ তাহাকে ধরিতে * গরদানে লাগিল ফাঁদ দুল২ দেখিয়া ॥ বাঘের সমান ঘোড়া উঠে উছলিয়া দশ ফাঁদ ছিড়িয়া যে পড়িল ফান্দার ॥ হাত পাও ভাঙ্গিয়া হইল চুরমার * বাদশার আছিল এক প্রধান রাখাল ॥ জোরেতে ফাড়িত বাঘ ভালুকের খাল * ডাকাইয়া সেই মর্দ্দে বাদশা খাওরান ॥ দুলদুলকে ধরিবারে করিল ফরমান * যদি এ ঘোড়াকে তুমি পার ধরিবার ॥ তবেত ভালাই হবে নছিবে তোমার * আর যদি ধরিতে না পার দেও জাতে ॥ নিশ্চয় কহিনু মারা যাবে মেরা হাতে * শুনিয়া রাখাল মর্দ্দ কান্দিতে লাগিল ॥ এই ভয়ে জান হৈতে হাত উঠাইল * ফিকির করিয়া সেই কোন কাম করে ॥ যবের টুক্‌রি এক নিল হাত পরে * দূরে থাকি দুলদুলেরে দিল দেখাইয়া ॥ সেতাবী তাহার দিকে আইল ছুটিয়া * যবের টুক্‌রি তার সামনে রাখিতে ॥ একেবারে জোড়া লাথ মারে টুক্‌রিতে * চুর হৈয়া গেল মাথা দেখে খাওরান ॥ তামাম সরদার লোক হৈল পেরেশান * আইল হজরত আলী সামনে বাদশার ॥ কহিতে লাগিল বাদশা শুন নামদার * মারিল তোমার ঘোড়া সত্তর জওয়ানে ॥ ধরিতে না পারে তারে কোন পাহালওয়ানে * কাজ নাই এই ঘোড়া বখশিনু তোমারে ॥ আপন মালের দেহ ওসব সবারে *

শুনিয়া গেলেন শাহা ঘোড়া বরাবর॥ বেজিন লাগাম মর্দ্দ চড়ে তারপর * লয়ে যায় সেইক্ষণ আপন ডেরাতে॥ সকলে দেখিয়া তারা রহিল হয়বতে * যাইয়া সাদের তরে কহিতে লাগিল॥ কামারের তরে বাদশা কয়েদ রাখিল * আজিকার রাত্রে তুমি থাক হুসিয়ার ॥ মালমাত্তা নেঘাবানী কর আপনার * আমি কামারের তরে ছাড়াইতে যাই॥ না দেখিয়া দেলেতে কারার মোর নাই * এত বলি সেথা হৈতে ঘোড়া উঠাইল॥ হাস্‌নে মুল্লুকে শাহা যাইয়া পৌছিল * ঘোড়াকে চরিতে দিল এক বাগানেতে॥ রাতকালে গেল সেই কেল্লার বিচেতে * ঘরের কাঙ্গুরা পরে ফাঁদ লাগাইয়া॥ বাহু বলে দেওয়ালেতে উঠিল কুদিয়া * ঘরের ভিতরে গিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়॥ কোনখানে কামারের সন্ধান না পায় * রাত পোহাইয়া গেল খুঁজিতে২॥ তবু কিছু নেশানি না পাইল দেখিতে * ফজর হইতে এক নিরালা জায়গাতে॥ সারাদিন লুকাইয়া থাকেন তাহাতে * এইরূপে থাকে মর্দ্দ কেল্লার ভিতর॥ দুল২ কি করে সেথা শুন সে খবর * সেখানে হজরত আলী দুল২ ছাড়িয়া॥ রাতকালে কেল্লা বিচে গেলেন চলিয়া * সেইখানে জুলফিক্কার ভুলে রয়ে ছিল॥ দুল২ দেখিয়া তাহা গমগীন হইল * মুখ নামাইয়া দাঁতে ধরে তলওয়ার॥ রওয়ানা হইল যেথা সাদ নামদার * খালি ঘোড়া দেখে সাদ হৈল পেরেশান॥ হায়দরের নেশান পুছিল তার স্থান * কোন তরফেতে ঘোড়া ইশারা না করে॥ তলওয়ার রাখিয়া সেই ময়দানেতে চরে * তারপরে অন্য কথা শুন দিয়া মন॥ সওদাগরে বোলাইতে আইসে কোন জন পাঠাইল খাওরান এক আছওয়ার॥ কসমসম গেল কোথা পুছে সমাচার * সাদ কহে ময়দানে গিয়াছে নামদার॥ উট ঘোড়া খচ্চরের ঘাস আনিবার * গড়ে যায় সেই জন একথা শুনিয়া॥ বাদশার নিকটে গিয়া কহে বিবরিয়া *

জানওয়ারের ঘাস পানি তালাশ কারণ ॥ ময়দানেতে সওদাগর করিছে গমন * আর এক দেখে আইনু নূতন বাহার ॥ এক পরীজাত আছে কাফেলা মাঝার * কি কব রূপের কথা কহা নাহি যায় ॥ চান্দের সমান রূপ জ্বলিতেছে গায় * সূর্য্য দেখিয়া তারে লুকায় মেঘেতে ॥ সংসার উজ্জ্বল করে আপন রূপেতে তেমনি ছুরত আমি না দেখি কখন ॥ তোমার লায়েক হয় খেদমত কারণ * শুনিয়া বাদশার দেল ঘায়েল হইল ॥ সেই উকিলের তরে কহিতে লাগিল * ফিরে তুমি যাও সেই কাফেলা মাঝেতে ॥ একজন তাহাদের ডেকে আন সাথে * আর বার সাদেরে আনে বোলাইয়া ॥ বাদশা বসাইল তারে আদব করিয়া * কহিতে লাগিল তারে শুন সওদাগর ॥ লেউণ্ডি এক আছে তেরা কাফেলা ভিতর * সেই লেউণ্ডিকে যদি বেচ মেরা কাছে ॥ নিশ্চয় লইব আমি মনে সাধ আছে * সাদ বলে লেউণ্ডি নয় বিবী সে আমার ॥ আপন বিবীকে কেবা বেচে নামদার * বাদশা বলে ঝুট কথা কহ কি কারণ ॥ বেচিয়া আমার কাছে লেহ মূলধন * সাদ বলে ঝুট কেন কব ডরাইয়া ॥ আমি কিছু নাহি ডরি তোমার লাগিয়া * বাদশা বলে কেন তুমি না ডর আমারে ॥ আমার বাদশাই এই মুল্লুক মাঝারে * কত শত আছে মোর জঙ্গি আছওয়ার ॥ ঘড়ি একে তোমারে করিব ছারখার * সাদ বলে যদি বাদশা হও জাহানের ॥ তোমার সীপাই হয় লোক সংসারের * তবু তোমা হৈতে আমি নাহি করি ডর ॥ শুনিয়া হইল বাদশা আগ বরাবর * গোস্বায় মারিল হাঁক লস্কর উপরে ॥ এই মর্দ্দ সওদাগরে লেহ বন্ধ করে * বাদশার ফরমান পাইয়া যত পাহালওয়ান ॥ ঘিরিল সাদের তরে দুই শত জওয়ান * বিপাক দেখিয়া সাদ কুদিয়া উঠিল ॥ খালি হাতে কিল মুক্কি মারিতে লাগিল * বিশ মর্দ্দে সাদ যদি দিল গিরাইয়া ॥

আখেরে তাহারে সবে ফেলিল বান্ধিয়া * জিঞ্জির বেড়িতে বান্ধে হাত পাও তার ॥ কয়েদ রাখিল তারে জিন্দান মাঝার * তারপরে গোস্বা দেলে হুকুম করিল ॥ কোব্বাদ নামেতে এক সরদারে ডাকিল * কহিল সীপাই দশ হাজার যাইয়া ॥ সাধুর তামাম মাল লুটে আন গিয়া * কসমসম না আসিতে কর এই কাম ॥ তারাজ করিয়া আন যত সরঞ্জাম * আমার নিকটে আন সেই দেলারাম ॥ তবে সে আমার জানে পাইবে আরাম কোব্বাদ লস্কর লিয়া চলিল ময়দানে ॥ দেলআফরোজে দেখে ছিল যেইখানে * সীপাই দেখিয়া বিবী করে হায়২ ॥ কহে কিবা মছিবত করিল খোদায় * সাদ পাহালওয়ান কেন না আইল ফিরে ॥ না জানি কি হাল করে তাহার খাতিরে * এ বলিয়া জেরা ও কোমরবন্ধ বান্ধে ॥ হাতীয়ার পোষাক পিন্দে জার২ কান্দে * সাথে যত ছিল লোক গোলাম চাকর ॥ সকলে হইল খাড়া ময়দান উপর * বন্ধ আছিল মীর ছায়াফ শের মর্দ্দ ॥ দেখিয়া বিবীর হাল দেলে পায় দর্দ্দ * ছায়াফ কহিল বিবী শুন মেরা বাত ॥ কেমনে লড়িবে তুমি সীপাইর সাথ * একেত একেলা আর তাহাতে আওরত ॥ মহিমে আওরত লোকের কতেক হিম্মত * বন্ধন ছাড়িয়া মোর দেহ নামদার ॥ দেখিবে হিম্মত আর কুওত আমার * বিবী বলে আগে তুমি করিবে সওগন্দ ॥ তবে সে তোমার আমি খুলে দিব বন্ধ * সওগন্দ করিল মর্দ্দ যদি যায় জান ॥ তবুত কওল হৈতে না করিব আন সেই ঘড়ি বন্ধন খুলিয়া দিল তার ॥ ঘোড়া জোড়া দেলাইল আর হাতীয়ার ॥ ওদিকে কোব্বাদ মর্দ্দ ডঙ্কা বাজাইয়া ॥ ময়দানে আসিয়া খাড়া কাতার বান্ধিয়া * দুই দলে মোকাবেলা হইল যখন ॥ মারা গেল কত লোক কে করে গণন * দূর হৈতে দেলআফরোজ কোব্বাদে দেখিয়া ॥ বিজলী সমান সেথা পৌছিল যাইয়া * দুইজনে তেগ বাজী করিল বিস্তর ॥

আখেরেত শাহাজাদী কোব্বাদ উপর * মারিল তলওয়ার এক কাটা গেল শির ॥ মরিল কোব্বাদ মুজী নাপাক কাফির * সরদার মরিল যদি সীপাই পালায় ॥ বাদশার নিকটে গিয়া খবর জানায় * শুনিয়া গোস্বায় বাদশা খায় পেচতাব ॥ ইলাক সরদারে করে হুকুম সেতাব * জঙ্গি আছওয়ার বিশ হাজার লইয়া ॥ কোব্বাদের দাদ লেহ ময়দানেতে গিয়া * শুনিয়া ইলাক জঙ্গি বান্ধিয়া কোমর ॥ তুলিল লোহার টোপ মস্তক উপর * কোমরে দেওয়াল বান্ধে পীঠ পরে ঢাল ॥ মোচেতে ফিরায় হাত দোন আঁখি লাল * জঙ্গের নাকারা বাজে চলিল ইলাক ॥ ময়দানেতে যায় মর্দ্দ হাঁকে বড় হাঁক * শাহাজাদী ফের সেই লস্কর দেখিয়া ॥ মীর ছায়াফের তরে কহে বোলাইয়া দেখ মেহেরবান ফের আইল লস্কর ॥ ইলাহী মদদগার আমাদের পর * যদি আসে শের আলী তবে হয় ভাল ॥ নহেত এবারে বড় ঘটিল জঞ্জাল * এ বলিয়া দুইজনে খাড়া হয় জঙ্গে ॥ লড়িতে লাগিল দুইজনে এক সঙ্গে * ওদিকে ইলাক জঙ্গি লস্কর বাদশার ॥ একেবারে ঘিরে চারি দিকে দু-জনার * শাহাজাদী লড়ে আর ছায়াফ সরদার ॥ লহু নদী বহাইল লস্করে বাদশার * জীউ জান দিয়া লড়ে দোন নামদার ॥ থাকিল বিবীর ঘোড়া মহিম মাঝার * হাটু দিয়া পড়ে ঘোড়া জমিন উপরে ॥ শাহাজাদী উলটিয়া পড়ে জমি পরে * কাফের পাইয়া দাও বান্ধিয়া লইল ॥ তাহা দেখে ছায়াফের হিম্মত টুটিল * ফেলিল কয়েক ফান্দ গরদানে তাহার ॥ আজেজ হইল মর্দ্দ ছায়াফ সরদার * বান্ধা গেল শের নর হাতে কাফেরের ॥ লুটিল ইলাক যত মাল হায়দরের * দুল২ দেখিল মাল লুটিল আলীর ॥ আফসোস করিল বড় হইয়া দেলগীর * দাঁতেতে ধরিয়া নিল জুলফিক্কার খান ॥ হায়দরের তালাশেতে যায় বিয়াবান * তবে সে ইলাক জঙ্গি জঙ্গ ফতে করে ॥ শাহাজাদী আর মীর ছায়াফের তরে *

আর যত আসবাব নিল হায়দরের॥ হাজির করিল গিয়া আগে খাওরানের * ছায়াফে সাদের সঙ্গে জিন্দানে ভেজিল॥ কাফুর নামেতে এক গোলাম আছিল * কাফুরে কহিল বাদশা কর এই কাম॥ মহলেতে লিয়া যাও এই দেলারাম * তার পরে দিন গিয়া রাত দেখা দিল॥ সকলেতে খেয়ে পিয়ে আরাম করিল * কাফুরে ডাকিয়া বাদশা কহে আরবার॥ আন সেই মাহেরুকে নজদিকে আমার * গোলাম বিবীর তরে আনিবারে যায়॥ দেখে এক সাপ আছে ঘিরিয়া তাহায় * এক অজাগর যে বিবীকে আছে ঘিরে॥ কাঁপিতে কাঁপিতে সে গোলাম গেল ফিরে * কহিল বাদশার আগে তাহার খবর॥ খাওরান গেল তবে মহল ভিতর * বিবীকে দেখিয়া তার খাহেস বাড়িল॥ হাত বাড়াইয়া সাপ নিশ্বাস ছাড়িল * নিশ্বাসের সাথে আগ বাহির হইল॥ তামাম ঘরের যত আসবাব জ্বলিল * পালাইয়া গেল বাদশা হাতে লিয়া জান॥ ইলাহী বিবীর পরে হয় মেহেরবান * আল্লা নেঘাবান যার তার কিবা ভয়॥ ত্রিপদীর ছন্দে দোস্ত মোহাম্মদ কয় *

—০ঃ*ঃ০—

* সাবা শহরে মীর জেন্‌হার খারের বাগানে দুলদুলের চরিবার বিবরণ *

ত্রিপদী * শুন২ দীনদার, দুলদুলের সমাচার, কেতাবেতে যেমন কহিল॥ মাল লুটা গেল যবে, দুল২ দেখিয়া তবে, মনে বড় আফসোস করিল * জুলফিকার দাঁতে লিয়া, যায় ঘোড়া নিকালিয়া, হায়দরের তালাশ কারণ॥ ময়দানে জঙ্গলে যায়, কোনখানে নাহি পায়, তালাশিয়া ফিরে বনে বন * এইরূপে চলে যায়, ঘাস পানি নাহি খায়, এক বাগানেতে হৈল উপস্থিত॥ বড়ই মাকুল আর, ফল ফুলে ভরপুর, বাসে তার চৌদিক মোহিত * বেহেস্তের গন্ধ হেন, সমিরণ বহে যেন,

মলয়া মদনে আমোদিত॥ ডালে২ ফুল ফুটে, পক্ষিগণ ব্যাকুলতে, গান করে অতি সু-ললিত * শুনিয়া পক্ষীর রাগ, লালার দেলেতে দাগ, ইন্দ্রবর থাকে নিরক্ষিয়া ॥ তামাল পানির ধারে, মত্ত হয় নাচিবারে, খাড়া ছিল সে গান শুনিয়া * গোলাপের দেখে মুখ, অন্তরে পাইয়া সুখ, ঘন২ কুহরে কোকিল ॥ স্থানে২ হাওয়াখানা, ঠাট বাট আমিরানা, আর কত রঙ্গিন মহল * মাঝে২ গাছ তলে, পানির নহর চলে, কিনারে সবুজ রঙ্গ ঘাস॥ জমরূদ পাথরেতে, রূপার জঙ্গল তাতে, দেখে হয় পরাণ উদাস সেই নহরে নীর, ধবল যেমন ক্ষীর, মধু জিনি মিষ্ট ও সিরিন ॥ বাস যেন জানজাবীল, হয় কিবা ছলছাবীল, কওছরের হাউজ যেমন * সে বাগান দেখিবারে, ফেরেস্তায় উকি মারে, আকাশ থেকে দেখে তারাগন ॥ কোহকাফে থাকে পরী, আসিয়া সায়ের করি, যায় সেই বাগানে কখন * সেই বাগানেতে যবে, দুল২ পৌছিল তবে, বাগানেতে করিছে ভ্রমন ॥ সে বাগান ছিল যথা, শহর এক ছিল তথা, ঠিক যেন জান্নাত আদন * সাবা নাম শহরের, নমুনা সে বেহেস্তের, অতি বিলক্ষণ সে মোকাম ॥ বাদশা এক ছিল তাতে, কাম ইনসাফের সাথে, হামেশা করিত নেকনাম * নাম ছিল বাদশার, মীর জেনহার খার, নেকবক্ত আররাস্তবাজ ॥ খুশীতে বাদশাই করে, আদল ইনসাফ পরে, কায়েম আছিল তখ্‌ত তাজ * লস্কর সে বাদশার ছিল লাখ আছওয়ার, আর কত গোলাম চাকর॥ সরদার গোলাম তার, সেই দিন ফিরিবার, গিয়াছিল বাগান ভিতর * তলওয়ার ধরিয়া দাঁতে, ফিরে ঘোড়া বাগানেতে, ধন্দ হৈল. দেখিয়া তাহায় ॥ বাদশার নিকটে গিয়া, কহে সব বিবরিয়া, শুনে বাদশা বাগানেতে যায় * বাদশা বলে কেহ গিয়া, তেগ লেহ ছিনাইয়া, আন তেগ নিকটে আমার ॥ শুনে একজন ধায়, দুল২ দেখিতে পায়, লাথ মারে উপরে তাহার *

মারা গেল সেই মর্দ্দ, বাদশা পাইল দর্দ্দ, ফাঁসিদারে হুকুম করিল গলে ফাঁদ লাগাইয়া, লেও তেগ ছিনাইয়া, শুনে তারা ধরিতে চলিল * দেখিয়া তুল২ ঘোড়া, দিয়া এক গাও মোড়া, হাতী যেন হাঁকিয়া উঠিল ॥ মুখ পাসরিতে তার, ছুটে গেল তলওয়ার কেহ আসি উঠাইয়া নিল * বাদশাকে দিল গিয়া, বাদশা তাহা হাতে লিয়া, কছদ করে খুলিবার তরে ॥ বাম হাতে ধরে কাঠি, ডাহিন কব্জায় আটি, ধরে বাদশা বড় জোর করে * টানে অতি বেদেরেগ, কদাচ না খুলে তেগ, ছেড়ে দিল আজেজ হইয়া ॥ তার পরে বাদশার, ছিল যত নামদার, সকলেতে টানিল ধরিয়া * কেহ না খুলিতে পারে, ফের দিল বাদশারে, বাদশা তারে রাখিল নিকটে ॥ বাদশা তাজ্জবে রয়, আপন মনেতে কয়, সেইজন জওয়া মর্দ্দ বটে * সাবাস সে নামদার, যার এই তলওয়ার, অবশ্য সে বড় জোরওয়ার ॥ ধন্য সেই পাহালওয়ান, না হইবে বলবান, এ কালেতে তার বরাবর * ঘোড়ার তালাশ করে, খুঁজে২ এ শহরে, সেই মর্দ্দ আসিবে নিশ্চয় ॥ এই কথা মনে কয়, রাহা তাকাইয়া রয়, দোস্ত মোহাম্মদ কবি কয় *

—০:*:০—

* হজরত আলী কামারকে খালাস করিয়া খাওরান শাহার ফউজের সঙ্গে মহিম করেন তাহার বয়ান *

পয়ার * কলম চলিয়া যায় কেতাব লিখিয়া ॥ কবিকার কলমেরে কহে ডাক দিয়া * কোথায় চলিয়া যাও পাগলের মত এক পরে আর২ কথা আন কত * চারি ঠাঁই চারি কথা দিলে আওলাইয়া ॥ এখন উচিৎ হয় লিতে গুছাইয়া * হাস্‌নে ফুলাদেতে রহে আবুল মাজন ॥ আধুরা কেচ্ছার কথা কহ বিবরণ * রহিল খোদার শের হাস্‌নে মুল্লুকেতে ॥ গোলাম তালাশ করে গড়ের বিচেতে * শাহাজাদী খাওরানের মহল মাঝার ॥

আল্লাতালা নেঘাবান উপরে তাহার * বাদশার জিন্দানে সাদ সায়াফ সরদার ॥ কিবা হালে আছে তারা কহ সমাচার * দুল দুল রহিল সেথা সাবা শহরেতে ॥ জুলফিকার রহে সেই বাদশার ঘরেতে * এ সকল কথা আগে কহিবে তামাম ॥ তবেত সবার দেলে হইবে আরাম * শুনিয়া কদম ঘোড়া বাগ ফিরাইল ॥ আগেকার সব কথা কহিতে লাগিল * ওখানে হজরত আলী গড়ের ভিতর ॥ সারাদিন ছাপাইয়া থাকে নামওর * দোছরা রাতেতে শাহা তালাশ করিতে ॥ কান্দনের শব্দ এক পাইল শুনিতে * একজন জারী করে খোদার দরগাতে ॥ ওহে আল্লা মেহেরবান আয় পাকজাতে * আলীকে আমার কাছে দাও পৌছাইয়া ॥ বন্ধ হতে দাও মুঝে খালাস করিয়া * শুনিয়া হজরত আলী আওয়াজ ধরিয়া ॥ এক বিরানার মাঝে পৌছিল যাইয়া * কামারের তরে শাহা দেখিতে পাইল ॥ শিকল ভাঙ্গিয়া তারে খালাস করিল * গড়ের উপরে যেন বিজলী পড়িল ॥ জমিনের সাথে গড় কাঁপিতে লাগিল * দেলাসা ভরসা দেয় তাহার খাতের ॥ তারপরে মারে হাঁক ইলাহীর শের * হাজার জওয়ান ছিল গড়ের বিচেতে ॥ জান নিকালিয়া গেল সেই আওয়াজেতে * আওয়াজের ধমকেতে কামার তখন ॥ জমিনে পড়িয়া মর্দ্দ হৈল অচেতন * লইল যে আলী শাহা তাহাকে ধরিয়া ॥ ঘড়ি এক রাখে তারে ছাতি লাগাইয়া * বাদশার যতেক মাল সেই গড়ে ছিল ॥ দেখিতে হজরত আলী বাহির হইল * দোন ঘোড়া পরে দোন হইল সওয়ার ॥ হাতেতে লইয়া এক তেগ আবদার * যেখানে ছাড়িয়া গেল দুলদুলের তরে ॥ সেইখানে যায় দোন ময়দান উপরে * বহুত তালাশ করে দুলদুলে না পায় ॥ ঢুড়িতে২ দোহে কতদূর যায় *

এক মর্দ্দ আসে রাহে আলীর হুজুর ॥ মুখেতে সফেদ দাঁড়ি নূর পরে নূর ✽ আদমের কদে উচা ওজুদ তাহার ॥ সালাম করিয়া কহে শুন নামদার ✽ ঈসা নবী পায়গম্বর জাহানে আইল ॥ যার পরে তওরাত কেতাব উতরিল ✽ সেই ওয়াক্তে মোরে পয়দা করিল খোদায় ✽ কেতাব পড়িয়া নবী সবাকে শুনায় ✽ আমা পরে গোজারিয়া যাবে কত কাল ॥ হবে এক পায়গম্বর সাহেব কামাল ✽ আরবের মধ্যে তিনি হইবেন জাহের ॥ রদ হবে হুকুম অন্য কেতাবের ✽ আদল ইনসাফে খুব জাহান ভরিবে ॥ লাত মানাতের পূজা দূর করি দিবে ✽ ঈসা নবী কহে যবে এই সমাচার ॥ দেখিতে খাহেস বড় হইল আমার ✽ নবীজি করিল দোয়া উপরে আমার ॥ আজ তক জীতা আছি শুন নামদার ✽ এখন হইয়াছে নবী রাসুল খোদার ॥ সেই জনাবের চাই করিতে দীদার ✽ দুই হপ্তা হৈতে আমি আসি আর যাই ॥ পতঙ্গ সমান যে মশাল কাছে যাই ✽ নজরেতে চাঁদ মুখ দেখিব তাঁহার ॥ মোবারক পায় জান করিব নেছার ✽ পুছেন হজরত আলী খয়বর হইতে ॥ কত দূর রাহা হয় মদীনা যাইতে সেই মর্দ্দ কহে তবে শুন নামদার ॥ সাত শত ক্রোশ হবে রাহা মদীনার ✽ তাজ্জব হইল আলী শুনে সেই কথা ॥ তার পরে চলিল কাফেলা ছিল যেথা ✽ তামাম আসবাব লুটে লইল কাফের ॥ দেখিয়া হইল গোস্বা ইলাহীর শের ✽ গোস্বা ভরে শহরের দুয়ারে যাইয়া ॥ হাঁকিল হায়দরী হাঁক ইলাহী ভাবিয়া হাঁকের আওয়াজে তার কাঁপিল শহর ॥ ঝনঝনা পড়িল যেন পাহাড় উপর ✽ শহরের লোক কত বেহুশ হইল ॥ বাদশা শুনে চমকিয়া কহিতে লাগিল ✽ কিসের আওয়াজ এই কহনা আমারে ॥ সবে বলে কসমসম পৌছিল দুয়ারে ✽ বাদশার লস্করে এক আছিল সরদার ॥ ওফা জায়েদা নাম আছিল তাহার তাহাকে সুপিল দশ হাজার সীপাই ॥ কসমসমের সহিত যেয়ে

করহ লড়াই * জঙ্গের সামান লেহ তীর আর তেগ ॥ দুশমন উপরে গিয়া মার বেদেরেগ * জায়েদা শুনিয়া বাত বান্ধিল কোমর ॥ সাথে করে নিল দশ হাজার লস্কর * চলিল জায়েদা মর্দ্দ মহিম খাতের ॥ দরওয়াজা ছাড়িল তবে ইলাহীর শের * কাফের বাহির হৈয়া নাকারা বাজায় ॥ ঘোড়া কুদাইয়া আলী আইল সেথায় * হাঁকিয়া কহিল শুন কাফের গাঁওয়ার ॥ জোরেতে লুটিয়া লও কাফেলা আমার * তলওয়ারে সবার শির দিব উড়াইয়া ॥ শহর সমেত ঘর দিব জ্বালাইয়া * এ বলিয়া বেদেরেগ মারিতে লাগিল ॥ বাদশার লস্কর আসি চৌদিকে ঘিরিল * নীল বন হৈতে যেন নিকালিল শের ॥ তেমনি হজরত আলী মারিল শমশের * হায়দরের দাস্ত বাজু দেখিয়া কাফের ॥ বেদেল হইল যত বাদশার দেলের * হিম্মত না পায় কেহ লড়ে তার সাথ ॥ কত২ পাহালওয়ান ধরে তার হাত * কামার আলীর সাথে মারে তলওয়ার ॥ লহু নদী বহাইল ময়দান মাঝার * দিন দু প্রহর যবে গরম হইল ॥ হাঁকিয়া কুফরগণ ভাগিতে লাগিল * পালাইয়া গেল যদি কুফর কমজাত আলী শাহা তখন কামারে লিয়া সাথ * যেখানে কাফেলা ছিল সেথা উতরিল ॥ ওজু করে নামাজেতে মশগুল হইল * ওদিকে জায়েদা যবে গেল পালাইয়া ॥ কান্দিয়া বাদশার আগে কহে বিবরিয়া * শুন বাদশা নামদার আরজ আমার ॥ কসমসম হাকাইল সীপাই তোমার * সওদাগর এই মর্দ্দ নহে কদাচন ॥ সওদাগর নাহি কহ তাহার কারণ * আজিকার জঙ্গে তারে দেখিয়াছি আমি ॥ মর্দ্দমী তাহার খুব চিনিয়াছি আমি * যদি সে শমশের ধরে আপনার হাতে ॥ তামাম জাহান যদি লড়ে তার সাতে * তবু তার সাথে কেহ আটিতে নারিবে ॥ লড়িয়া তাহার সাথে তুমি না পারিবে * নাম তার কসমসম কদাচিৎ নহে ॥ আমাদের দিকটেতে ছাপাইয়া কহে *

একথা শুনিয়া বাদশা হইল ফাপর ॥ প্রধান উজীরে ডাকাইল তার পর ✽ এবাতুল মুল্লুক নাম উজীর তাহার ॥ বড়ই দানেশমন্দ সেই নামদার ✽ বাদশা কহে বাহিরেতে যাও একবার ॥ যেখানেতে আছে কসমসম নামদার ✽ কোনরূপে নাম আর মোকাম তাহার ॥ শুনিয়া আমার আগে কহ সমাচার ✽ আদবে কহিবে কথা তাহার সঙ্গেতে ॥ তারীফ করিবে তাঁর আপন মুখেতে ✽ শুনিয়া উজীর তবে করিল গমন ॥ হজরত আলীর তরে দিয়া দরশন ✽ সালাম করিয়া বলে সামনে তাহার ॥ ধীরে২ কহে কথা উজীর হুশিয়ার ✽ বলে ওহে কসমসম তোমাকে শুনাই ॥ কেতাবের মাঝে আমি দেখেছি এক ঠাঁই ✽ আরব হইতে এই খয়বর দেশেতে ॥ আসিবেক এক মর্দ্দ সাধুর বেশেতে ✽ আরবেতে নাম তার হায়দর পাহালওয়ান ॥ চুড়িতে আসিবে সেই গোলাম আপন ✽ তামাম খয়বর লিবে আমল করিয়া ॥ লাত মানাতের পূজা দিবে উঠাইয়া ✽ মাথা তার ছোট হবে মুখ লাল রঙ্গ ॥ সিনা হবে কোসাদা কোমর হবে তঙ্গ ✽ দুলদুল২ ঘোড়ার নাম হইবে তাহার ॥ জুলফিক্কার তেগ তার দুই শির যার ✽ সকল নিশানী আমি দেখিনু তোমায় ॥ কিন্তু সেই তলওয়ার দেখা নাহি যায় ✽ হায়দর শুনিয়া কহে আলী মেরা নাম ॥ খালাস করিয়া লিনু আপনা গোলাম ✽ ফিরিয়া আসিয়া দেখি কাফেলা তোমার ॥ লুটিয়া লইয়া গেছে করে ছারখার ✽ কার সাধ্য মোর মাল লুট করে লয় ॥ আপনার জানের দুশমন কেবা হয় ✽ কখন আমার নাম কানে না শুনিল ॥ কি সাহসে বাঘের পাঞ্জাতে পাঞ্জা দিল ✽ সেইত মহিম তরে বান্ধিনু কোমর যাইয়া কহনা তুমি বাদশা বরাবর ✽ রাত গোজারিয়া যবে হইবে বিহান ॥ আমি আর জুলফিক্কার আর খাওরান ✽ এই তিনে মোলাকাত হইবে মহিমে ॥ না মানিলে বাত মেরা যাবে জাহান্নামে ✽ উজীর শুনিয়া বাত কাঁপিতে লাগিল ॥

ফিরে গিয়া খাওরানে তাবত কহিল * এই মর্দ্দ শের আলী আরবেতে ঘর ॥ শতেক রোস্তম হয় তাহার চাকর * কহিল আমার সাথে কড়া২ বাত ॥ একিন জানিনু সে লড়িবে তেরা সাথ * আমি ডরিয়াছি শুন বাদশা নামদার ॥ এই তাজ তখ্ত বুঝি হয় ছারখার * শুনিয়া হইল গোস্বা বাদশা খাওরান ॥ সেতাবী করিয়া করে জঙ্গের সামান * শাহাজাদা ছিল যত খয়বর দেশেতে ॥ একে একে খত লেখে সবার নামেতে * মদদ চাহিল বাদশা কাছে সবাকার ॥ জঙ্গের সীপাই ঘোড়া আর হাতীয়ার * জঙ্গের সাজন বাদশা সাজাতে লাগিল ॥ জঙ্গনামা দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

—০ঃ*ঃ০—

* খাওরানের লস্করের সাথে আবুল মাজনের লড়াই ও মালেক ওস্তরের পৌছিবার বয়ান *

পয়ার * এক দিন খাওরান্ আছিল বসিয়া ॥ এক মর্দ্দ ফরিয়াদ করিল আসিয়া * আমি সওদাগর কত মালমাত্তা লিয়া ॥ তোমার মুল্লুকে আসি বেপার লাগিয়া * হাস্নে ফুলাদের রাহে হইল গুজার ॥ ডাকাত পড়িল আসি কাফেলা উপর * আমাদের মালমাত্তা লিয়া গেল ছাফ ॥ ফরিয়াদ করিনু শাহা করিবে ইনসাফ * বাদশা শুনিয়া হৈল আগ বরাবর ॥ সেতাবী হুকুম করে আম্মারা উপর * হাস্নে ফুলাদেতে এক ডাকাত বসিয়া ॥ রাহা ঘাটে সওদাগরে লইছে লুটিয়া * সাথে লেহ এক লাখ জঙ্গী আছওয়ার ॥ ডাকাত মারিয়া সব কর ছারখার * বাদশার ফরমান পেয়ে আম্মারা সরদার ॥ পীঠে ঢাল কোমরে বান্ধিল তলওয়ার ॥ কালিয়া মেঘের মত শিরে দিল টোপ ॥ হাড়িয়া চামর হেন আর দুটি গোপ * আকাশের তারা মত দুই চক্ষু জ্বলে ॥ ঝলমল করে যেন কালা মেঘ তলে * সাথে লিয়া বাদশার যত আছওয়ার ॥

হাস্‌নে ফুলাদে যায় আম্মারা সরদার * গড়ের নিকটে গিয়া কাতার বান্ধিল ॥ একেবারে ঘিরে লিয়া ডঙ্কা বাজাইল * জঙ্গের তবল বাজে ভেউর শানাই ॥ বাজাতে হইল মত্ত যতেক সীপাই * আর আবুল মাজন মর্দ্দ গড়ের ভিতর ॥ আছিল তাহার সাথে জওয়ান হাজার * মাজেরা মালুম করি বাহিরে আইল ॥ কাফেরের মোকাবেলা কাতার বান্ধিল * দুই দলে মোকাবেলা হৈল মহা জঙ্গ ॥ লহু পরে ময়দানে হৈল লাল রঙ্গ ঘোড়ার আওয়াজ আর সীপাইর সোর ॥ মগজ হইল খালি মাথার ভিতর * কসাকসি দুই দলে হইল বেহদ্দ ॥ দূর হৈতে ময়দানে উড়িল কত গর্দ্দ * দূর হৈতে শুনা যায় বহে যেন ঝড় ॥ ঘোড়ার টাপের শব্দ করে কড়২ * সর নাই কর নাই ঘণ্টার আওয়াজ ॥ ধীরে২ দেখা দিল লস্করের সাজ * আরব লস্কর আর আরব্ব সামান ॥ চান্দের সমান উড়ে উপরে নিশান * আবুল মাজন মর্দ্দ দেখে তাকাইয়া ॥ মালেকের ঝাণ্ডা তাহা চিনিল দেখিয়া * আরব জওয়ান দশ হাজার লইয়া ॥ হজরত আলীর কাছে পৌছিল আসিয়া * বাদশার তাজি পরে হইয়া সওয়ার ॥ গরদান উপরে লিয়া গোর্জ্জ আপনার * লস্কর দেখিল মর্দ্দ ভাবিল দেলেতে ॥ আলবত্তা আছেন আলী ইহার বিচেতে আপনার গোর্জ্জখানা হাতেতে লইয়া ॥ লস্করের পিছে দিকে পড়িল আসিয়া * মালেকের সাথে যত আরব সওয়ার ॥ বাদশার লস্কর পরে দিল মহামার * দুই দিকে মোমিনগণ কাফের বিচেতে টিকিতে নারিয়া যে লাগিল ভাগিতে * ফতে হইল ইসলামের ভাগিল কাফের ॥ গড়ের ভিতর যায় আবুল মাজন শের * সরবত বানায়ে মর্দ্দ গন্ধ গোলাপের ॥ সেতাবী ভেজিয়া দিল আগে মালেকের * ফাকা মান্দা আছিল মালেক নামাদার ॥ সরবতের পিয়ালা পিইল তিন চার * পুছিল গড়ের বিচে কে আছে সরদার ॥ সে মর্দ্দ জবান তার নারে বুঝিবার *

মালেকের আগে হইতে গেল পালাইয়া ॥ আপনার সরদার কাছে পৌছিল যাইয়া * দোছরা দিনেতে সে মালেক নামদার খয়বরে আলীর তরে যায় ঢুড়িবার * আবুল মাজন সেই গড় বিচে রয় ॥ মালেকের কথা দোস্ত মোহাম্মদ কয় *

—০ঃ)-(ঃ০—

• হজরত রাছুলুল্লা আলাইহেস্‌সাল্লাম মালেক ওস্তরকে সরদার করিয়া হজরত আলীর মদদে পাঠান তাহার বয়ান •

ত্রিপদী • শুন সবে নেকজাত, জঙ্গ খয়বরের বাত, লিখিয়াছে কেতাবে যেমন ॥ কেমনে মালেক আইল, কেবা তারে পাঠাইল, কহি শুন তার বিবরণ * যে রাত্রে হজরত আলী মদীনা করিয়া খালি, নিকালিয়া গেল নামদার ॥ তিন দিন রাত তায়, নামাজেতে নাহি পায়, মসজিদে রাসুল খোদার * ফাতেমার দ্বারে গিয়া, খাড়া হৈল হাঁক দিয়া, বান্দী দিল দুয়ার খুলিয়া ॥ দেখিল বেটীর তরে, মলিন চেহেরা পরে, পুছে নবী বেটীর লাগিয়া * কহ বেটী বিবরণ, কি কারণে বিরষ মন, শের আলী কেন নাই ঘরে ॥ কান্দিয়া ফাতেমা কয়, দুই চক্ষে আঁসু বয়, হজরত নবীর বরাবরে * কোথা গেল আলী শাহা, আমি নাহি জানি তাহা, তিন দিন রাত গোজারিল ॥ ফিরিয়া না আসে ঘরে, না জানি তাহার পরে, কোনখানে মুস্কিল ঘটিল * দেখিয়া বেটীর তরে, নবী মোনাজাত করে, খোদার দরগায় ঐক্ষণ ॥ সেতাবী জিব্রীল আইল, রাসুলেরে জানাইল, হজরত আলীর বিবরণ * জিবরীল আমীন কয়, শুন নবী দয়াময়, হায়দর আছেন সালামতে ॥ সাদ আবুল মাজন পিছে, খয়বর জমিনে গেছে, কামারকে লইয়া সঙ্গেতে * হায়দর খোদার শের, কাফেরে করিল জের, ফতে হবে খয়বর জমিন ॥ তুমি মালেকের তরে, পাঠাও মদদ পরে, আর কত সীপাই মোমিন * জিব্রীল খবর দিয়া, ফাতেমাকে আশ্বাসিয়া, নিজ স্থানে করিল গমন ॥

রাসুল তাহার পরে, ডেকে মালেকের তরে, শুনাইল সব বিবরণ নবী বলে মালেকেরে, যাও তুমি লড়িবারে, লেহ দশ হাজার সওয়ার ॥ আলী গেল একাশ্বরে, তাহার মদদ পরে, খয়বরেতে যাও নামদার * ফতে হবে সেই দেশ, কাফের হইবে শেষ, জের হবে হুকুমে খোদার ॥ মালেক শুনিয়া বলে, রাসুলের পাও তলে, শুন নবী আরজ আমার * হাম্‌জা খোদার শের, চাচা ছিল জনাবের, জওয়ান পাহালওয়ান জোরওয়ার ॥ তার সাথে কত বারে, খয়বরেতে লড়িবারে, গিয়াছিনু শুন সে খবর * বড়ই কঠিন দেশ, ফিরে আইনু অবশেষ, কোনমতে ফতে না হইল ॥ মোবারক জনাবেতে, কহ যেতে সেখানেতে, খোদাতালা ওহী পাঠাইল * একিন জানিনু দেলে, এবার সে দেশে গেলে, ফতে হবে বরকতে তোমার ॥ জনাবের হুকুমেতে, যাব আমি খয়বরেতে, আছে যেথা আলী নামদার * চলে যাব দিন রাত, লড়ে কাফেরের সাথ, উখাড়িব গড় খয়বরের ॥ মালেকের দেখে জোস, মোস্তফা হইল খোশ, সামান করিল লস্করের * সাজবাজ ঠিক করে, মালেকেরে বিদায় করে, নিকালিয়া যায় পাহালওয়ান কত দিন চলে যায়, হাস্‌নে ফুলাদ পায়, লেখা গেল যাহার বয়ান সেখানে আসিয়া ফের, রাহা নিল খয়বরের, যেখানে আছেন হায়দর ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কয়, হাস্‌নে ফুলাদে রয়, আবুল মাজন মামওয়ার *

—০ঃ)*(ঃ—

* মালেক ওস্তর খয়বরে পৌছে তাহার বয়ান *

পয়ার * খোরমা শহর বিচে বাদশা খাওরান ॥ তিন দিন করে শাহা জঙ্গের সামান * চৌথা দিনে খাওরান নাকারা বাজায় ॥ শহর ছাড়িয়া বাদশা ময়দায়নতে যায় * ঝাকে ঝাকে কাড়া বাজে আর বাজে ঢোল ॥ খয়বরের মুল্লুকে হৈল মহা গণ্ডগোল * জগঝম্প বাজে আর নাকারা লোহার ॥

হাতীর উপরে ডঙ্কা মারে চোপদার * রণ সিঙ্গা ভেড়র করতাল বাজে ॥ শুনিয়া বাজন যত পাহালওয়ান সাজে * বাঁশী ঘণ্টা ঘন২ বাজে শতে২ ॥ কানেতে লাগিল তালি বাঁশীর রবেতে * সীপাই কুদায় ঘোড়া ময়দান উপর ॥ চুর হয় পাথর সুরমা বরাবর * ঘোড়ার হিন২ আর দাপটে তাহার ॥ কাহারো দেলেতে কিছু না ছিল কারার * ঘন ঘন হাঁক হাঁকে জঙ্গী পাহালওয়ান ॥ জীউ ভড়কিয়া কেহ হারায় পরাণ * গর্দ্দ উড়াইয়া করে শহর আন্ধার ॥ আষাঢ়িয়া মেঘ যেন করে হু-হুঙ্কার * তীর তলওয়ার নেজা আর হাতীয়ার ॥ বিজলী চমকে যেন মেঘের মাঝার * ময়দানের মাঝে যত পাহালওয়ানগণ ॥ বাহাদুরী জারী করে আপনা আপন * কেহ পাথরেতে মারে গোর্জ্জ আপনার চুর করে দেয় তারে ধূলার আকার * কেহ তেগ ঢাল পরে মারে দোছরায় ॥ খিরার সমান কেটে পার করে দেয় * কেহ গোস্বা হইয়া নেজা জমিনেতে মারে ॥ তীরের নিশানা কেহ করিছে পাহাড়ে * এইরূপে মালসাট করে সর্ব্বজন ॥ তারপরে জঙ্গে কুচ হইল তখন * বাদশার লস্কর সবে কোমর বান্ধিয়া ॥ আগে গিয়া খাড়া হয় মহিম লাগিয়া * ডাহিন বামেতে কত হইল কাতার ॥ বিচখানে খাড়া হৈল বাদশা নামদার * আকাশে উড়ায় ঝাণ্ডা চান্দের সমান ॥ দূর হইতে দেখা যায় তাহার নিশান * ওদিকে হজরত আলী ইলাহীর শের ॥ কোমর বান্ধিয়া খাড়া ময়দানে দেলের * আলী এক ঘোড়া পরে হইয়া সওয়ার পীঠ পরে ঢাল তার হাতে তলওয়ার * কামার হইয়া খাড়া যেন শের নর ॥ দুই দলে মোকাবেলা হৈল বরাবর * সীপাই সকল কহে বাদশার সামনে ॥ জমাইলে এত জন কিসের কারণে * ময়দানেতে জায়গা নাই এতেক লস্কর ॥ কার সঙ্গে জঙ্গ হবে না জানি খবর * বাদশা কহে দেখ এই ময়দান উপর ॥

খাড়া আছে আলী মর্দ্দ যেন শের নর * এতেক ফউজ সঙ্গে লড়িবে একেলা ॥ এ বড় জাওয়া মর্দ্দ না করিবে হেলা * একথা শুনিয়া সবে তাজ্জব হইল ॥ সকলে আলীর তরে দেওয়ানা জানিল * তারপরে হায়দর ঘোড়া কুদাইয়া ॥ বাদশার সামনে এসে কহেন হাঁকিয়া * একে২ না পাঠাও সীপাই লড়িতে ॥ একবারে ভেজে দাও হায়দরে মারিতে * একথা শুনিয়া বাদশা করিল ফরমান ॥ পাঠাইয়া দিল দশ হাজার জওয়ান * হায়দরের চারিদিকে ঘিরিয়া লইল ॥ নেজা তলওয়ার তীর মারিতে লাগিল দেখিয়া খোদার শের আগুন যেমন ॥ কুফর উপরে হামলা করিল তেমন * তলওয়ার খেচিয়া মারে কুফর উপর ॥ গোস্বায় ওজুদ তাঁর কাঁপে থর২ * কখন ডাহিনে মারে কখন বামেতে কুমারের চাক যেন ঘুরে মহিমেতে * যে দিকে খোদার শের ঘোড়াকে হুলায় ॥ হাজার২ শির গড়াগড়ি যায় * মাঝে২ পড়ে তীর ওজুদে আসিয়া ॥ খোদার হুকুমে সব যায় রদ হৈয়া * মারিতে২ এক ঘড়ি গোজারিল ॥ হাতের তলওয়ার তাঁর তখনি টুটিল * যে হাতে লায়েক হয় তেগ জুলফিক্কার ॥ দোছরা তলওয়ার কেন হবে পায়দার * তেগ ভেঙ্গে গেল যদি ইলাহীর শের ॥ একজন ধরিয়া দেওয়াল কোমরের * দোছরা জওয়ান পরে মারে উঠাইয়া ॥ দুইজনে এক সাথে দেয় উড়াইয়া * এইরূপে ঘড়ি এক লড়িতে আছিল ॥ ময়দানে উড়িল গর্দ্দ দেখিতে পাইল * জাওয়া পাহালওয়ান যে মালেক নামদার ॥ আরবী সীপাই সঙ্গে হৈল নমুদার * ময়দানেতে জঙ্গ দেখে কাফেরের সাথে ॥ আসিয়া পৌছিল মর্দ্দ গোর্জ্জ লিয়া হাতে * এক হামলাতে মর্দ্দ মালেক সরদার ॥ সেকেস্ত করিয়া দিল লস্কর বাদশার * মালেকের দস্তবাজু দেখে খাওরান ॥ আপনার মনে বাদশা হৈল পেরেশান * ময়দান উপরে আলী যেন শের নর ॥ তাহাকে দেখিয়া বাদশা হইল ফাপর * সেতাবী ডাকিয়া এক

কাছেদের তরে ॥ পাঠাইয়া দিল হায়দরের বরাবরে * কহেন মওকুফ আজি করহ লড়াই॥ আরাম করিতে সবে ডেরা বিচে যাই * শুনিয়া হায়দর কহে খুশী তোমাদের ॥ এ বলিয়া ফিরে গেল ইলাহীর শের * মালেক আলীকে এসে করিল সালাম ॥ গলায় ধরিয়া মিলে দোন নেকনাম * শের আলী পুছে হাল মালেকের তরে ॥ কি হালে আইলে ভাই রাহার উপরে * মোস্তফা কি হালে আছে কহ বিবরণ ॥ মালেক বয়ান করি কহিল তখন * হামেশা তোমার নাম রাসুল আমীন ॥ তোমার ইয়াদ নবী করে রাত্র দিন * তোমার উপরে ভেজে দুরূদ ও সালাম ॥ আর২ ঘরওয়ালা ভাল আছেন তামাম * কহা শুনা শেষ করে ফারাগত হইল ॥ ময়দানেতে ডেরা তাম্বু খাড়া করাইল * খোশালে রহিল সেথা লইয়া লস্কর ॥ হেন কালে বাদশার উজীর নামওর * এমাদুল মুল্লুক উজীর সরদার মালেকের সঙ্গে আসে দেখা করিবার * গলে লাগাইয়া মিলে মালেকের সাথ ॥ তারপরে হায়দরের সাথে কহে বাত * শুনহ মরদানা আলী আরজ আমার ॥ বেহদ্দ সীপাই আছে খাওরান বাদশার * ভালাই ছুরতে কহি মান মেরা বাত ॥ লড়াই না কর তুমি খাওরানের সাথ * কি জানি বুরাই ঘটে তোমার উপর একারণে মানা করি শুন নামওর * শুনিয়া জওয়াব দিল হায়দর তাহার ॥ ইলাহী মদদগার উপরে আমার * হাজার হরিণ হয় আর এক শের ॥ তবু সেই শের জঙ্গী হইবে দেলের * তামাম জাহান হয় তাহার লস্কর ॥ তাহাতে আমার কিছু দেলে নাহি ডর * শুনিয়া তারীফ করে উজীর বাদশার ॥ বিদায় হইয়া গেল ঘরে আপনার * বাদশা দেখিয়া তারে লাগিল কহিতে ॥ রাত গোজারিয়া কাল বিহান হইতে * দুই বন্দীয়ান দিব শূলির উপর ॥ তবে সে টুটিয়া যাবে আলীর কোমর * এই পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিল ॥ দেখিতে শুনিতে সেই রাত গোজারিল *

দোস্ত মোহাম্মদ কহে কেতাব দেখিয়া ॥ দোছরা জঙ্গের কথা শুন মন দিয়া *

—০ঃ*ঃ০—

* সাদ আক্কাস ও মীর সায়াফ খালাস হয় তাহার বয়ান *

পয়ার * বিহান হইবামাত্র বাদশা খাওরান ॥ কাতার বান্ধিয়া খাড়া মহিম ময়দান * লস্করের মাঝে তবে দিল রণ সাড়া ॥ হইল ইলাক জঙ্গী ডাহিনেতে খাড়া * বাম দিকে হৈল খাড়া ফরখার খাওয়ারী ॥ মস্ত হাতী সাথে মর্দ্দ করে বড়াজুরী বিচ খানে লস্করের বাদশা খাওরান ॥ উপরে পতাকা উড়ে চান্দের সমান * আগে পাছে হৈল খাড়া যতেক সরদার ॥ কতেক পিয়াদা তার কে করে শুমার * ওদিকে সাজিল যত আরবী লস্কর ॥ ডাহিনেতে পাহালওয়ান মালেক ওস্তর * জঙ্গী ঘোড়া পরে মর্দ্দ যায় পাহালওয়ান ॥ গোর্জ্জ হাতে খাড়া যেন শামনূরিমান * বামেতে হইল খাড়া কামার সরদার ॥ পীঠ পরে ঢাল আর হাতে তলওয়ার * বিচেতে হজরত শাহা মরদানা হায়দর ॥ মোহাম্মদী ঝাণ্ডা খাড়া মাথার উপর * ওদিকে সীপাই যবে হইল তৈয়ার ॥ শূলি খাড়া করে মর্দ্দ লস্কর মাঝার * সাদ সায়াফের তরে হাজির করিয়া ॥ শূলির উপরে দোহে দিল চড়াইয়া * তারপরে সীপাইকে করিল ফরমান ॥ সকলে মারহ দোহে খেচিয়া কামান * হুকুম পাইয়া যত তীরেন্দাজগণ ॥ তীর ও কামান লিয়া আসে জনে জন * এহাল দেখিয়া শাহা মরদানা দেলের ॥ মারিল হায়দরী হাঁক ইলাহীর শের * আওয়াজে কাঁপিয়া গেল যত পাহালওয়ান ॥ হাত হৈতে গিরে গেল তীর ও কামান * মারা গেল কত শত জঙ্গী আছওয়ার ॥ কত লোক হুশ হারাইল আপনার * রওয়ায়েত করিল মালেক নামদার ॥ যখন মারিল হাঁক হায়দরে কার্‌রার * সওয়ার ডালিয়া ঘোড়া ভাগিতে লাগিল ॥ বেহুশ হইয়া কত পড়িয়া রহিল *

আছিল তুলতুল ঘোড়া সাবা শহরেতে॥ হাঁকের আওয়াজ গেল তাহার কানেতে ✽ হাওয়া মত গেল ঘোড়া বাদশার দুয়ারে॥ দুই চারি জনে তথা লাথে দাঁতে মারে ✽ দরওয়াজা পাইয়া খালি ভিতরেতে ধায়॥ সেইখানে কতজনে মারিয়া ফেলায় ✽ বাদশার দুয়ারে এক আছিল দারওয়ান॥ কুয়তওয়ার ছিল মর্দ্দ বড় পাহালওয়ান ✽ তলওয়ার খুলিয়া যায় নিকটে বাদশার॥ কহিল আনিয়া দেহ সেই তলওয়ার ✽ না দিলে আলীর তেগ হইবে কহর॥ ছুরত দেখিয়া তার বাদশা পায় ডর ✽ সেতাবী করিয়া বাদশা তেগ মাঙ্গাইল॥ দুলদুলের সামনেতে ফেলাইয়া দিল ✽ মুখ নামাইয়া ঘোড়া দাঁতেতে ধরিয়া॥ দরবার হইতে গেল বাহির হইয়া ✽ চলিল হাওয়ার মত রাহার উপর॥ খোরমা আবাদে যথা আছিল লস্কর ✽ ত্রিশ ক্রোশ পথ সাবা মুল্লুক হইতে তিন হাঁক মারে আলী সেই লড়াইতে ✽ দুল২ ইহার বিচে আসিয়া পৌছিল॥ দেখিয়া হজরত আলী আনন্দিত হইল ✽ কহিল ঘোড়াকে তুমি বড় ওফাদার॥ দোস্ত যে হইতে তুমি মোর ওফাদার ✽ গলায় ধরিয়া মিলে দুলদুলের তরে॥ কুদিয়া সওয়ার হইল তাহার উপরে ✽ তলওয়ার খুলিয়া নিল হাতে আপনার॥ হাঁকিয়া চলিল ঘোড়া ময়দান মাঝার ✽ বাদশার ছাওনি যেথা পৌছিল যাইয়া॥ মুরচার বিচে গেল কাতার ফাঁড়িয়া ✽ যেখানে আছিল দোন শূলির উপর॥ পৌছিল হায়দর শাহা তার বরাবর ✽ শূলির রশির পরে মারে তলওয়ার॥ খালাস করিয়া নিল আপনা ইয়ার ✽ আপন লস্কর বিচে পৌছিল যাইয়া॥ তাজ্জব হইল বাদশা হেম্মত দেখিয়া গোস্বা দেলে খাওরান করিল ফরমান॥ তামাম সীপাই যাও মহিম ময়দান ✽ একেবারে ঘিরে মার আরবী সীপাই॥ পালাইতে নারে যেন কেহ কোন ঠাঁই ✽ বাদশার ফরমান পেয়ে যতেক লস্কর॥ কুদিয়া পড়িল আসি আরবী উপর ✽

জঙ্গের বাজনা ডঙ্কা বাজে ঘোরতর॥ কেরামত হৈল যেন খয়বর ভিতর * মালেক দেখিয়া তাহা ইসারা করিল॥ কাফের উপরে তবে মারিতে লাগিল * গোর্জ্জ হাতে লিয়া মর্দ্দ মালেক সরদার॥ দেখাইল দস্ত বাজু মহিম মাঝার * গোস্বা ভরে গোর্জ্জ মারে যাহার মাথায়॥ ঘোড়ার সমেত তারে জমিনে গিরায় * দুল২ ঘোড়ার পরে আলী পাহালওয়ান॥ যাকে মারে জুলফিক্কার হয় খান খান * যে দিকেতে শাহা মর্দ্দ ফিরায় লাগাম॥ দাপটে হাটিয়া যায় সীপাই তামাম * গর্দ্দ উড়াইয়া কৈল দুনিয়া আন্ধার॥ আসমানের তারা মত চমকে তলওয়ার লহুতে নহর চলে ময়দান উপর॥ কাটা ধড় ভেসে যায় তাহার উপর * এইরূপে সারাদিন হইল লড়াই॥ আইল সিয়াহী রাত ফিরিল সীপাই * আইল খোদার শের ডেরে আপনার॥ নামাজ পড়িয়া শাহা পুছে সমাচার * কত লোক মারা গেল মোমিন লস্কর॥ শুমার করিয়া কহ আমার গোচর * কহে আজি মারা গেল সত্তর জওয়ান॥ শুনিয়া হায়দর বড় হৈল পেরেশান * দফন করিতে শাহা হুকুম করিল॥ তার পরে খেয়ে পিয়ে আছুদা হইল * ওখানেতে গেল বাদশা ফিরিয়া ডেরায়॥ পুছিল আমার কত লোক মারা যায় * খবর কহিল শুন বাদশা নামদার॥ সীপাই পড়িল মারা চল্লিশ হাজার * শুনিয়া মাথায় হাত মারে খাওরান॥ ডাকাইল উজীরে হইয়া পেরেশান বাদশা বলে শুন মোর হুশিয়ার উজীর॥ বলহে ইহার আমি কি করি তদবীর * এক দিনে মারা গেল এতেক লস্কর॥ এখন কান্দিতে হয় জিন্দান উপর * এমাদুল মুল্লুক কহে শুন জাহাঁগীর আমি বাতাইয়া দেই তাহার ফিকির * তিন দিন সীপাই লড়িতে কর মানা॥ তার পর দেশে২ লিখ পরওয়ানা * খয়বর জমিতে যত আছে পাহালওয়ান॥ দেলাওর বাহাদুর পাইয়া ফরমান * সকলে হাজের হয় তোমার হুজুর॥ মারিয়া আলীর

তরে করে দিবে চুর * আর যত বাদশাজাদা মদদে আসিবে ॥ তাহাদের সঙ্গে আলী কভু না আটিবে * শুনিয়া খাওরান শাহা খোশাল হইয়া ॥ দেশে২ পরওয়ানা দিল পাঠাইয়া * উজীরে কহিল যাহ আলীর সামনে ॥ আমার পয়গাম কহ তাহার কারণে তিন দিন জঙ্গ আমি মওকুফ করিব ॥ হইনু জঙ্গেতে খাস্তা আরাম করিব * উজীর যাইয়া করে আলীকে সালাম ॥ বাদশার কথা যাহা কহিল তামাম * আর কহে শুন২ আলী নামদার ॥ মদদ আনিতে বাদশা ভেজিছে আবার * বেহদ্দ সীপাই তার মদদে আসিবে ॥ লস্করেতে খয়বর জমিন ভরিবে ॥ দেলেতে ডরাই আমি শুন নামদার ॥ পৌছে তোমার পরে কি জানি আজার * বলে আল্লা নেঘাবান আমার উপর ॥ কি করিতে পারে কহ তামাম লস্কর * শুনিয়া উজীর গেল মাকানে চলিয়া ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে কেতাব দেখিয়া *

—০ঃ)×(ঃ০—

* মীর জেন্‌হারখার মুসলমান হয় তাহার বয়ান *

ত্রিপদী * দুল২ তলওয়ার লিয়া, গেল যবে নিকালিয়া, সাবা নামে মুল্লুক হইতে ॥ মীর জেন্‌হারখার, দেলে হৈল ভয় তার, মনে২ লাগিল ভাবিতে * বোত এক ছিল তার, সোনার গঠন যার, লাল মতি জড়াও তাহাতে ॥ শাহা তার পূজা করে, রাখিয়া মন্দির ঘরে, সাজ করে আপনার হাতে * যায় শাহা মহলেতে, মাথা দিয়া জমিনেতে, মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল ॥ জোড় হাত হয়ে বলে, আরজ কদম তলে, সেই তেগ কাহার আছিল আর সেই ঘোড়া কার, কেমন সওয়ার তার, দেহ মুঝে ইহার খবর ॥ এমত কহিল যবে, খোদার হুকুমে তবে, কথা কহে মূরতি পাথর * বড়ই নাদান হও, মূরতেরে খোদা কও, গড়াইয়া হাতে আপনার ॥ সোনা রূপা লাগাইয়া, হীরা মতি জড়াইয়া, দেহ তাকে মাবুদ কারার * পড়িতে উঠিতে নারে,

কহ দেখি কি প্রকারে, হেন জন হইবে মাবুদ ॥ আমাদের রব যেই, মাবুদ বরহক সেই, সর্ব্বক্ষণ আছেন মৌজুদ * নবী ওলী যত আর, সকলি সৃজন তাঁর, জমিন আসমান তারাগণ ॥ কভু দিন কভু রাত, পয়দা করে পাকজাত, সব দেখ তাহার সৃজন * রাসুলেরে পাঠাইল, রাহা বাতাইয়া দিল, নবী মোহাম্মদ নাম তাঁর ॥ নবীর চাচারা ভাই, যাহার সমান নাই, পাহালওয়ান ছুনিয়া মাঝার * শের আলী নাম তার, এই ঘোড়া তলওয়ার, হয় তার কহিনু নেহাত ॥ আসিয়াছে এদেশেতে, আছে খোরমা আবাদেতে, লড়িতেছে খাওরানের সাথ * আপন ভালাই চাও, সেতাবী চলিয়া যাও, তার কাছে হও মুসলমান মূর্ত্তি পূজা কিবা কর, নবীর তরীক ধর, পরকালে হবে পরিত্রাণ এ বলিয়া সেই ঘড়ি, মূরতি জমিনে পড়ি, ভাঙ্গিয়া হইল খান২ ॥ দেখিয়া শুনিয়া শাহা, মুখেতে মারিল আহা, ঐক্ষণে হৈল মুসলমান * তামাম সীপাই তার, হৈল সবে দীনদার, সেই দিন লস্কর সাজিল ॥ হায়দরের তালাশেতে, চলে খোরমা আবাদেতে, দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

* সাদ আক্কাসের সাথে ইলাকের লড়াই হয় তাহার বয়ান *

পয়ার * ওখানে খাওরান শাহা দেশ২ হৈতে ॥ জমাইল কত লোক লড়াই করিতে * কত শত বাহাদুর জঙ্গী পাহালওয়ান ॥ কত শত বাদশা আসে পাইয়া ফরমান * কতদিন গেল তার ফউজ সাজিতে ॥ একদিন রণ ডঙ্কা লাগিল বাজিতে * রঙ্গ২ ঝাণ্ডা করে ময়দানেতে খাড়া ॥ ফউজের মাঝে শাহা দিল রণ সাড়া * সাজ২ বাজা বাজে নকিব পুকারে ॥ কত শত পাহালওয়ান মালসাট মারে * প্রথমে সাজিল যত আরবী লস্কর ॥ নেজা তেগ লিয়া সবে বান্ধিল কোমর * মাঝখানে খাড়া হৈল আলী পাহালওয়ান ॥ মোহাম্মদী ঝাণ্ডা উড়ে চান্দের সমান * ছুলং উপরে শাহা হইয়া সওয়ার ॥

হাতে লিয়া আপনার তেগ জুলফিক্কার * ডাহিনেতে খাড়া হইল মালেক ওস্তর ॥ ডালিয়া আপনা গোর্জ্জ জিনের উপর * আবদুল্লা আনসারী নামে আছহাব সরদার ॥ বাম দিকে খাড়া হৈল সেই নামদার * আফজল ওলমা নামে থাকিল পিছেতে ॥ দুশমন না আসে যেন লস্কর বিচেতে * কামার ফিরিতেছিল ময়দান উপর ॥ যাহাতে হুশিয়ার থাকে আরবী লস্কর * ওদিকে ময়দানে খাড়া বাদশা খাওরান ॥ আর যত শাহাজাদা আর পাহালওয়ান বিচখানে খাড়া হয় বাদশা নামদার ॥ সাথে২ বাদশাগণ বান্ধিয়া কাতার * ফরখার খাওয়ারী মর্দ্দ সাজে ডাহিনেতে ॥ সরদার ইলাক জঙ্গী সাজিল বামেতে * নানা রঙ্গ রণ বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥ হয়বতে খয়বর জমি কাঁপিয়া উঠিল * ঘোড়ার দাপটে আর সীপাইর সোরে ॥ ভূমিকম্প হয় যেন ময়দান উপরে * গোর্জ্জের ধমকে আর ডরে তলওয়ারের ॥ দুম দাবাইয়া ভাগে জঙ্গলের শের * তেগ নেজা খাড়া করে যতেক লস্কর ॥ বাহ্‌রাম কাঁপিয়া গেল আসমান উপর * প্রথম ইলাক জঙ্গী আইল ময়দান ॥ ওজনে তাহার দেহ হাতীর সমান * গায়েতে লোহার জেরা হাতে নেজা লিয়া ॥ হেমায়েল তলওয়ার কোমরে বান্ধিয়া * পীঠ পরে ঢাল আর কোমরে খঞ্জর ॥ আছিল লোহার টোপ মাথার উপর * দুই কাতারের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ হাত পরে হাত মলে সবাকে দেখায় * কহিল ইলাক জঙ্গী হয় মোর নাম ॥ হামেশা হাতীয়ার ঘোড়া এই মেরা কাম যাহার মহিমে সাধ থাকে ময়দানেতে ॥ আসিয়া হাজের হও আমার আগেতে * শুনিয়া তাহার কথা সাদ দেলাওয়ার ॥ ঘোড়া কুদাইয়া গেল ময়দান উপর * সাদ বলে এত গল্প কর কি কারন ॥ শরম না হয় তোরে কহিতে এমন * জঙ্গল পাইয়া খালি তাই কর জোস ॥ করিলেন শেরে পাঞ্জা বুঝি ফারামোশ

শুনিয়া ইলাক জঙ্গী জওয়াব না দিল ॥ নেজা ঘুমাইয়া তার বুকেতে মারিল * ঢালের উপরে সাদ নিল উড়াইয়া ॥ আপনার নেজা ফের মারে ঘুমাইয়া * এইমতে নেজা বাজী করে দুইজন মস্ত হালে দুই জনে করে মহারণ * আখেরে মারিল নেজা সাদ দেলাওয়ার ॥ ইলাক ধরিল ঢাল ছাতির উপর * কাগজের মত ঢাল ফাঁড়িয়া তাহার ॥ ছাতিতে লাগিয়া পীঠ হৈয়া গেল পার * বাহু বলে জিন হৈতে নিল উঠাইয়া ॥ কাফেরের দিকে গেল ঘোড়া কুদাইয়া * কাফেরের আগে তারে দিল ফেলাইয়া মারিতে লাগিল ফের তলওয়ার খেচিয়া * ছায়াফ দেখিয়া তাহা ঘোড়া কুদাইয়া ॥ সাদের মদদে মর্দ্দ পৌছিল যাইয়া * আবদুল্লা আনসারী আর কামার সওয়ার ॥ আফজল লইয়া তার যতেক সরদার * একেবারে কাফেরানে দিল মহা মার ॥ গর্দ্দ উড়াইয়া কৈল ময়দান আন্ধার * দেখিয়া উঠায় ঘোড়া মালেক ওস্তর ॥ সাথে লিয়া আপনার আরবী লস্কর * তারপরে শাহা মর্দ্দ দুল২ সওয়ার ॥ হাঁকিয়া হায়দরী হাঁক বলে মার মার * তলওয়ার খেচিয়া মারে কাফের উপর ॥ টিকিতে না পারে কেহ তার বরাবর * মহা জঙ্গ ময়দানেতে হইল যখন ॥ লহু নদী জমি পরে বহিল তখন * লড়িয়া তামাম দিন দু-দলে সীপাই ॥ রাত হৈয়া গেল মানা হইল লড়াই * আপন২ ডেরে করিল আরাম ॥ বাদশার নিকটে গেল বক্সি তামাম * কান্দিয়া কহিল শুন বাদশা নামদার ॥ মারা গেল আমাদের লক্ষ আছওয়ার * জার২ কান্দে বাদশা শুনিয়া খবর ॥ মাতম করিল তাজ তখ্‌তের উপর * এক মুঠা দাঁড়ি বাদশা ছিড়িল আপন ॥ নছিবেতে আছে যাহা কে করে খণ্ডন * ভাবিয়া উপায় কিছু না পায় তখন ॥ রাতহানা করিবারে স্থির কৈল মন * রাতকালে লস্কর সাজিল আপনার ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে হও হুশিয়ার *

—০ঃ*ঃ০—

* খাওরান হজরত আলীকে রাতহানা দিবার বয়ান *

পয়ার * আধা রাত গেল যবে শাহা জাহাঁগীর ॥ রাতহানা করিবারে করিল ফিকির * সাথে লিয়া এক লক্ষ জঙ্গী পাহালওয়ান ॥ দেলাওয়ার বাহাদুর চুনেন্দা জওয়ান * ভীষণ আন্ধার রাতে বাদশা নিকালিয়া ॥ আরবী লস্কর কাছে পৌছিল আসিয়া * সে রাতে প্রহরী ছিল মালেক ওস্তর ॥ হাজার জওয়ান সাথে বান্ধিয়া কোমর * লস্করের সাড়া পেয়ে চাহিতে লাগিল * আন্ধারে সীপাই আসে দেখিতে পাইল * একিন জানিল দাও করে খাওরান ॥ চালাকিতে কোন কাম করে পাহালওয়ান * হাজার জওয়ান তার সাথে করে লিয়া ॥ পাহারা ছাড়িয়া গেল কিনারা হইয়া * খাওরান সীপাইকে গাফেল পাইল ॥ খুশীতে ভরিয়া বলে নছিব ফলিল * আরবী উপরে শাহা হাত চালাইল ॥ মালেক হাঁকিয়া তার পিছেতে পড়িল * মার মার শব্দ করে হাজার জওয়ান ॥ মালেকের সাথে আসি পড়িল নিদান * ওদিকে হজরত আলী আরবী লস্কর ॥ খুনে নদী বহাইল ময়দান উপর * আগেতে হায়দর পিছে মালেক ওস্তর ॥ বিচেতে পড়িয়া শাহা হইল ফাপর * পালাইতে রাহা নাই মুস্কিল ঘটিল ॥ নিদান জানিয়া শাহা মনেতে কহিল * আজি যদি জান সালামত লিয়া যাই ॥ তবেত বিশেষ মোর আছে পরমাই * মারা গেল আধা লোক বিহান হইতে ॥ বাকী লোক জান লিয়া লাগিল ভাগিতে * বাদশাই ঘোড়া পরে শাহা নামদার ॥ নিকালিয়া গেল শাহা হইয়া সওয়ার * আপনার ডেরা তাম্বু ছাড়িয়া ময়দানে ॥ সীপাই সমেত তারা গেল গড় পানে * দরওয়াজা করিল বন্ধ ভিতরে যাইয়া ॥ পানিতে খন্দক তার দিল ভরাইয়া * মালমাত্তা ছেড়ে শাহা গেল পালাইয়া ॥ আরবী লস্কর তাহা লইল লুটিয়া * রঙ্গ২ ডেরা কত দেওয়াল হরিরের ॥ কাল লাল ঝাণ্ডা কত

চটক চান্দের * সোনালি বিছানা তার তখ্ত আর তাজ ॥ তাহার কিম্মত এক দেশের খেরাজ * জড়াও কোমরবন্দ পোষাক লেবাস ॥ আর কত বদখশানী জওয়াহের খাস * বে-শুমার তলওয়ার নেজা গোর্জ্জ তীর ॥ সোনা রূপা আর কত লেবাস জরীর * সীপাই নেহাল হইল লুটের মালেতে ॥ উঠাইয়া নিল যাহা ছিল ময়দানেতে * তার পরে শাহা মর্দ্দ হজরত হায়দর ॥ ঘিরিল বাদশার গড়ে লইয়া লস্কর * নীচ হৈতে মারে তীর খেচিয়া কামান ॥ মাথা খাড়া করিতে নারে যত কাফেরান * গড়ের উপরে থেকে পাথর চালায় ॥ আরবী লস্কর কত তাতে মারা যায় * দেখিয়া মর্দ্দানা আলী বান্ধিয়া কোমর ॥ বাম হাতে ধরে ঢাল মাথার উপর * ডান হাতে জুলফিক্কার লইল খুলিয়া গড়ের দরওয়াজা পরে পৌছিল যাইয়া ॥ ধরিয়া জিঞ্জির সেই বন্ধ কেওয়াড়ের ॥ হাঁকিয়া করিল জোর ইলাহীর শের * উখারিয়া ফেলাইল চৌকাঠ লোহার ॥ দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া পড়ে হৈয়া চুরমার * রাহা পেয়ে শহরেতে গেল সান্ধাইয়া ॥ মারিতে লাগিল সবে তলওয়ার খেচিয়া * শহরে উঠিল গোল জমিন কাঁপিল ॥ শহরী লোকের পরে কেয়ামত হৈল * খবর শুনিয়া বাদশা হইল লাচার ॥ সাথে লিয়া আপনার হাজার সওয়ার * দোছরা দরওয়াজা দিয়া গেল নিকালিয়া ॥ বাওরা হইয়া গেল মাকান ছাড়িয়া * কোথা রৈল তাজ তখ্ত কোথা ঘর বাড়ী ॥ দিন কত বাদে সব হবে ছাড়াছাড়ি * পেরেশান হালে বাদশা যায় রাত দিন ॥ জিন্দেগী তাহার বাবে হইল কঠিন এখানে কেল্লার মাঝে আলী পাহালওয়ান ॥ ঘড়ি একে বহাইল লহুর তুফান * বাদশার লস্কর যত আজেজ হইল ॥ গলায় কাপড় দিয়া আমান মাঙ্গিল * আলী কহে মুসলমান হও সকলেতে ॥ তবেত আমান পাবে আমার হাতেতে * মুসলমান হৈল সবে একিন করিয়া ॥ পানা দিল আলী শাহা মেহেরবান হৈয়া *

আলীর নিকটে আসে বেগম বাবশার * মাহ্‌তাব ছুরত দুই বেটা সাথে তার * ফারামার্জ্জ নামে এক দোছরা প্রসঙ্গ॥ মুসলমান হৈল আইসে দোন এক সঙ্গ * তাদের মাতারি বিবী হৈল মুসলমান॥ সাবাস২ কহে আলী পাহালওয়ান * আরজ করিল বিবী বেগম বাদশার॥ আগেতে আমরা হইয়াছি দীনদার দেলআফরোজ আমাদেরে তরীক শিখায়॥ নবীর আইন দীন সবাকে বুঝায় * পুছিল হায়দর ফারামার্জ্জের খাতির॥ নবীজির সেরা ঘোড়া কর না হাজির * ফারামার্জ্জ কহে বাত শুন পাহালওয়ান॥ সে ঘোড়া হাঁকিয়া দিল বাদশা খাওরান * বড় ভাই হয় সেই জামসেদ জাহাঁদার॥ জামসেদের নছলেতে শুন নামদার * তার আগে সেইখানে দিল পাঠাইয়া॥ খাওরান সেইখানে গেছে পালাইয়া * বড় জবরদস্ত সেই বাদশা জাহাঁগীর॥ কত২ বাদশা তার হুজুরে হাজির * হুকুমের নীচে তার চীন হিন্দুস্থান॥ খেরাজ জোগায় তার ফাগফুর খাকান * বেহদ্দ সীপাই তার কে করে শুমার॥ হাসমতে ফওর হেন্দি নফর তাহার * আলী কহে থাক তুমি বাপের জায়গায়॥ উচিৎ ইনসাফ কর যেমন জোওয়ায় * প্রসঙ্গের তরে ফের করিল ফরমান॥ সেতাবী তৈয়ার কর যাবার সামান * তোমার সীপাই দশ হাজার জওয়ান॥ যাহারা আমার কাছে হৈল মুসলমান * সাথে করি লিয়া তুমি বান্ধহ কোমর॥ এখন যাইয়া আমি খয়বর শহর * দেখিব কেমন সে জামসেদ নামদার॥ পালাইল খাওরান নিকটে তাহার * এ বলিয়া পাহালওয়ান সাজিতে লাগিল॥ দেল আফরোজে আনিয়া সাদের কাছে দিল এই কামে আছিল হায়দর নামদার॥ দেখে এক গর্দ্দ আসে ময়দান মাঝার * জেরাপোষ পাহালওয়ান হাজারে হাজার॥ উট গাধা ঘোড়া তার কে করে শুমার * কামারে ডাকিয়া শাহা করিল ফরমান॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে কেতাব বয়ান *

● মীর জেন্‌হার খার পৌছিবার বয়ান ✽

পয়ার ● আলী বলে যাও তুমি ময়দান উপর ॥ কাহার লস্কর এই আনহ খবর ✽ কি কামে আইল হেথা যাবে কোন ঠাঁই ॥ বুঝিনু আমার সাথে করিবে লড়াই ✽ কামার বাহিরে গেল হুকুম পাইয়া ॥ এক সীপাইর তরে পুছে ডাক দিয়া ✽ কোথা হৈতে আইলে ভাই যাইবে কোথায় ॥ সরদারের নাম কিবা কহিবে আমায় ✽ কহিল সরদার মীর জেন্‌হার খার ॥ আইল আলীর সাথে করিতে দীদার ✽ শুনিয়া কামার মর্দ্দ খোশাল হইয়া ॥ আলীর নিকটে গিয়া কহে বিবরিয়া ✽ পাছে২ আসে মীর জেন্‌হার খার ॥ আসিয়া আলীর সাথে করেন দীদার ✽ করিয়া কদমবুসী লাগিল হাঁসিতে ॥ মিঠা২ বাত ফের লাগিল কহিতে ✽ যখন দুল২ ঘোড়া জুলফিক্কার লিয়া ॥ আমার বাগান বিচে পৌছিল যাইয়া ✽ তলওয়ার আমার কাছে আনিল যখন ॥ ঘুমাইতে ইহারে না পারে কোন জন ✽ দেলেতে খাহেস মোর হইল বিস্তর ॥ যাহার তলওয়ার সে কেমন জোরওয়ার ✽ বোতের মুখেতে শুনি বয়ান তোমার ॥ ঈমান আনিয়া আমি হৈনু দীনদার ✽ হাজার শোকর করি দরগাতে খোদার ॥ দেখাইল সালামতে দীদার তোমার ✽ খোশাল হজরত আলী একথা শুনিয়া ॥ মেহমানী করান তারে খাতের করিয়া ✽ তার পরে কহে বাত শুন নামওর ॥ যাইতে তৈয়ার আমি খয়বর শহর ✽ আপনার ঘরে তুমি যাও নামদার খুশী খোশালেতে ঘরে রহ আপনার ✽ আল্লা যদি সালামতে আনে মোর তরে ॥ মেহমানী করিব গিয়া তোমার শহরে ✽ কিছু দিন একসঙ্গে থাকিব দুজন ॥ তারপরে মদীনাতে করিব গমন আর যদি কিছু থাকে নছিবে আমার ॥ তাজ তখত মোবারক থাকিবে তোমার ✽ কহিল কখন আমি তোমাকে ছাড়িয়া ॥ আপনার শহরেতে না যাব ফিরিয়া ✽ থাকিব তোমার সাথে

হইয়া গোলাম ॥ তোমার কদমবুসী করিব মোদাম * হায়দর তাহার খুব তারীফ করিল ॥ ত্রিপদীতে দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

* মালেক সীপাই সাথে লইয়া খয়বরে শহরে যান এবং
হজরত আলী আবুল মাজনকে হাস্‌নে ফুলাদ
হইতে আনেন তাহার বয়ান *

ত্রিপদী * দিন গোজারিয়া যায়, সিয়াহী জাহানে ছায়, সকলেতে করিল আরাম ॥ দিন যায় আরামেতে, দেখে আলী স্বপনেতে, নূর নবী আলাইহেস্‌সাল্লাম * রাসুলুল্লা গলা ধরে, মিলিল আলীর তরে, ফরমালেন মোবারক জবানে ॥ ওহে আলী শুন কথা, হাস্‌নে ফুলাদ যেথা, সেতাবী যাহ না সেইখানে * আবুল মাজন সেথা আছে, যাইয়া তাহার কাছে, আন তারে আপন লস্করে ॥ যাবে তুমি খয়বরেতে, জঙ্গ হবে সেখানেতে, লিয়া যাও তারে সাথে করে * মোস্তফা এছাই বলে, খাবেতে গেলেন চলে, আলী শাহা পাইল চেতন ॥ ইয়াদ করিয়া তারে, কান্দে আলী জারে২, মনে বলে করিব কেমন * রাত গেল গোজারিয়া, আপন সীপাই লিয়া, মালেকেরে সুপিল তামাম ॥ কহিল তাহার তরে, যাও তুমি রাহা পরে, বুঝিয়া করিবে যত কাম * আমি হাস্‌নে ফুলাদেতে, যাব এই দিন রাতে, আবুল মাজন সেইখানে আছে ॥ তাহাকে আনিতে যাই, তার পরে সেই ঠাঁই, সেতাবী আসিব তোমা কাছে * মালেক শুনিয়া বাত, লস্কর লইয়া সাথ, খয়বরেতে রওয়ানা হইল ॥ এদিকে হজরত শাহা, হাস্‌নে ফুলাদের রাহা, লিয়া মর্দ্দ ঘোড়া কুদাইল * কিছু দূরে গেল যবে, রাত হৈয়া এল তবে, যায় শাহা ময়দান উপর ॥ দেখিল সওয়ার এক, আন্ধারেতে একা এক, আইল তাহার বরাবর * আরবেতে সেই কাল, এইমত ছিল চাল, দেখা হৈলে রাতের সমেতে ॥ কদাচিত কার সাথ, কেহ নাহি কহে বাত, তলওয়ার চালায়

দু-জনাতে * কেহ যদি মারা যায়, কিম্বা পালাইয়া যায়, তবে হয় দুয়ের এড়ান ॥ সওয়ার দেখিয়া আলী, ধ্যায়ান করিয়া খালি, জুলফিক্কার লিয়া পাহালওয়ান * ঘোড়া কুদাইয়া যায়, হামলা করিল তায়, সে সওয়ার নাহিক পালায় ॥ দোহে দোহাকার পরে, মারে তেগ বাও ভরে, তেগবাজী গরম হইল এক দিকে গজ নফর, আর দিকে শের নর, দোন ঘোড়া বিজলী সমান ॥ আধারাত গোজারিল, কেহ না আজেজ হৈল, না হারিল কোন পাহালওয়ান * কামার বয়ান করে, আলী সে সওয়ার পরে, মারে তেগ সাতাত্তর বার ॥ কিছু না হইল কারি, রাত আরো হৈল ভারি, পালাইয়া গেল সে সওয়ার * হায়দর তাজ্জব হৈয়া, ঘোড়া হৈতে উতারিয়া, আরাম করিল নামদার ॥ স্বপনেতে নবী কয়, ঐ আবুল মাজন হয়, এসে ছিল করিতে শিকার * লড়িল তোমার সাথে, বাঁচিল তোমার হাতে, কাল এসে হইবে হাজির ॥ হায়দর চেতন পায়, খোদার শোকর গায়, বাঁচাইল ফরজন্দ খাতির * সওয়ার হইয়া ফের, চলে ইলাহীর শের, বিহানেতে কেল্লায় পৌছিল ॥ ওখানেতে আবুল মাজন, করে যবে পলায়ন, গড়ে গিয়া রাত গোজারিল * বিহান হইল যবে, বাহির হইল সবে, মিলে আইসে হায়দরের সাথ ॥ কান্দে হৈয়া জারে জার, চুমিল কদম তার, তারপরে কহে সব বাত * যত হাল গোজারিল, সকলি বয়ান কৈল, রহে সেথা একদিন রাত ॥ দোছরা দিনেতে ফের, সাজ করে লস্করের, আলী আবুল মাজন নেকজাত * হাতীয়ার পোযাক সব, ডেরা তাম্বু আসবাব, গড়ে ছিল যত সরঞ্জাম ॥ ঘোড়া উট লিয়া সবে, আলী শাহা চলে তবে, আবুল মাজন সীপাই তামাম * খয়বরের রাহা লিয়া, যায় শাহা নিকালিয়া, বিয়াবানে মঞ্জেল করিয়া ॥ মালেকের পাছে ধায়, দিন রাত চলে যায়, কবিকার কহে বিরচিয়া *

• হজরত আলী ও মালেক তেলেছমাতে পড়েন •

পয়ার * ওদিকে মালেক মর্দ্দ সাহেব সরদার ॥ কত দিন রাহা পরে যায় নামদার * একদিন দেখে এক পাহাড় বোলন্দ ॥ ভীষম পাহাড় সেই যেন দামাওন্দ * তবে ফের দিন যবে সাঁপাই চালায় ॥ সন্ধ্যা সম চলিল পাহাড় কিনারায় * তেলেছমাত দেখে এক পাথরের শের ॥ খুদিয়া রেখেছে তারে নীচে পর্ব্বতের * গোস্বা হইয়া শের মুখ পাশরিয়া থাকে ॥ তেমন ছুরত করে রাখিয়াছে তাকে * সে বাঘের মুখ দিয়া মিঠা পানি বয় ॥ পর্ব্বতের কিনারে নহর জারি হয় * সেইখানে রাত আসি হৈল নমুদার ॥ ডেরা তাম্বু খাড়া করে ময়দান মাঝার * আরাম কারণে সবে সেথা উতরিল ॥ পাঁচ জনে সেই নহরের পানি পিল * রাত গোজারিয়া গেল বিহান হইতে ॥ সে পাঁচের শির নাই পাইল দেখিতে * লস্করে হইল গোল মালেক শুনিয়া পুছিতে লাগিল বাত সেখানে আসিয়া * জানাইল শির নাই পাঁচ জাওয়ানের ॥ দেও বুঝি লিয়া গেল শির তাহাদের * এক ফোটা লহু নাই ওজুদে কাহার ॥ কিম্বা জমিনেতে নাহি পড়ে একবার * শুনিয়া মালেক মর্দ্দ তাজ্জব হইয়া ॥ ঘোড়ায় চড়িল মর্দ্দ গোর্জ্জ হাতে লিয়া * চুড়িতে লাগিল সেই পাহাড় উপরে ॥ আজেজ হইল ঘোড়া পাও নাহি ধরে * সেই পাহাড় পরে এক গাড়া ছিল ॥ ভীষম গাহরা তাহা মালেক দেখিল * এক ফোটা লহু দেখে গাড়ার কিনারে ॥ ঘোড়ার সহিত মর্দ্দ যাইতে না পারে * গাড়ার কিনারে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া ॥ জেরার দামন মর্দ্দ কোমরে আঁটিয়া * পিয়াদা হইয়া মর্দ্দ গাড়া বিচে যায় ॥ চক্ষেতে মলিয়া হাত চৌদিকে তাকায় * দেখে এক তেলেছমাত রাহার উপর ॥ কালা এক দেও দেখে হাতী বরাবর * দোছরা হাতীর পরে আছিল সওয়ার ॥

বড় ভয়ঙ্কর সেই দেও দুরাচার * মালেকে দেখিয়া দেও হাঁকিয়া উঠিল ॥ গর্জ্জিয়া তাহার পরে ঝাপট মারিল * গোর্জ্জ মারে পাহালওয়ান দেওয়ের উপর ॥ খান২ হইয়া দেও হইল পাথর সেথা হৈতে আগে বেড়ে যায় নামদার ॥ এক পীর মর্দ্দ আইসে সম্মুখে তাহার * হাতেতে তছবী আর লম্বা দাঁড়ি তার ॥ মুখেতে জেকের শিরে ছফেদ দাস্তার * ঘাসের লেবাস তার ছিল পরিধান ॥ দেখিয়া সালাম তারে করে পাহালওয়ান * জাহেদ কহিল আগে যাও নামদার ॥ ইয়ারগণের দাদ লেহ আপনার * বড়ই মুস্কিল আগে আছে পাহালওয়ান ॥ ইলাহী মেহের করে করিবে আছান * শুনিয়া মালেক যায় আগু বাড়াইয়া ॥ আচম্বিতে শব্দ এক পৌছিল আসিয়া * আন্ধার হইল কিছু দেখিতে না পায় ॥ ঘড়ি এক বাদে যেই অন্ধকার যায় রৌশন হইল ফের দেখে তাকাইয়া ॥ গাড়া আছে তেলেছমাত গেল ছাপাইয়া * কোশাদা ময়দান বিচে ভীষম দরিয়া ॥ উথলে তাহার পানি মউজ ফুটিয়া * আর এক তেলেছমাত কিনারে দরিয়ার ॥ দেওয়ের উপরে দেও চল্লিশ সওয়ার * রাহা ঘিরে ছিল সেই দেও তেলেছমাত ॥ আজিম আজদাহা এক ছিল তার হাত * মালেক পৌছিল যদি নজদিকে তাহার ॥ সেই দেও তেলেছমাতে করে সোরসার * দরিদয়াতে মউজ উঠে তার আওয়াজেতে ॥ তুফান হইল বড় দরিয়া বিছেতে * দরিয়া হইতে উঠে দেও বেশুমার ॥ পতঙ্গের পাল যেন হাজারে হাজার মালেক দেখিয়া বড় দেলে ডরাইল ॥ কিন্তু সেথা ভাগিবার রাহা নাহি ছিল * আপন জান তন খোদাকে শুপিয়া ॥ মারিতে লাগিল দেও গোর্জ্জ হাতে লিয়া * বড় পাহালওয়ান সে মালেক বাহাদুর ॥ হাজার২ দেও মেরে করে চুর * মারা গেল কত দেও কে করে শুমার ॥ লহুতে হইল লাল পানি দরিয়ার এখানে সীপাই যত ছিল উতারিয়া ॥ আসিয়া পৌছিল লহু

নহরে মিশিয়া * দেখিয়া সকলে ফের করে হাহাকার ॥ জানিল জঙ্গেতে নাহি আছেন সরদার * একেলা লড়িছে মর্দ্দ সাথে কেহ নাই ॥ সাদ বলে আমি তার মদদেতে যাই * এ বলিয়া ঘোড়া পরে হইয়া সওয়ার ॥ ঢুড়িতে২ যায় কিনারে গাড়ার * যেখানেতে মালেকের ঘোড়া বাঁধা ছিল ॥ আপনার ঘোড়া সেথা বান্ধিয়া রাখিল * তলওয়ার খুলিয়া নিল হাতের উপর ॥ গাড়ার ভিতরে যায় যেন শের নর * ভাঙ্গা তেলেছমাত দেখে রাহেতে পড়িয়া ॥ আগু বাড়াইয়া গেল তাহাকে ছাড়িয়া * পীর মর্দ্দ কাছে গিয়া করিল সালাম ॥ পীর মর্দ্দ বলে শুন সাদ নেকনাম সেতাবী চলিয়া যাও মালেকের কাছে ॥ দেওয়ের জঙ্গেতে মর্দ্দ আজেজ হয়েছে * সেতাবী গেলেন ছাদ দরিয়া কিনারে ॥ তলওয়ার খেচিয়া দুই চারি দেও মারে * হেন কালে এক দেও ভীষম ডাগর ॥ দরিয়া হইতে আইসে সাদ বরাবর * তাহার দাপটে যেন তুফান বহিল ॥ সেই দরিয়ার পানি হেলিতে লাগিল * ছাদের কোমরবন্দ ধরিল আসিয়া ॥ লিয়া গেল তার তরে গায়েব করিয়া * না জানে মালেক কিছু তার সমাচার ॥ মস্ত হালে দেও সাথে লড়ে নামদার * এখানে লস্কর যত ছিল পেরেশান ॥ না জানি কি হালে আছে দোন পাহালওয়ান * পানির নহর সেই লহুতে ভরিল ॥ এক দিন রাত সবে পিয়াসা রহিল * সকলে বসিয়া তবে পরামর্শ করে ॥ কেমনে থাকিব এই ময়দান উপরে * পানির নহর গেল লহুতে ভরিয়া ॥ পিয়াসে জানওয়ারগণ যাইবে মরিয়া * কিছু দূর আগু বেড়ে যাইয়া রহিব ॥ নাহক এখানে কেন জান হারাইব * যাবৎ মোরতজা আলী না আসে লস্করে ॥ সেখানে থাকিব সবে ময়দান উপরে এ বলিয়া কুচ করে কত দূর যায় ॥ ভাল এক ঠাঁই দেখে থাকিল তথায় * রাত গোজারিয়া গেল হইল বিহান ॥ ময়দানেতে গর্দ্দ উড়ে ঝাণ্ডা ও নিশান * দেখিতে২ আসে আলী পাহালওয়ান ॥

আবুল মাজন আর তামাম সামান * আরব্বী লস্করে দেখে খোশাল হইল॥ সায়াফ জেন্হার খার আগে বাড়াইল * সালাম করিয়া সবে বয়ান করিল ॥ একে২ আহওয়াল সব শুনাইল * তেলেছমাত দেখে সবে পাথরের শের॥ যেরূপে না থাকে শির পাঁচ জানওয়ারের * যেরূপে মালেক গেল গাড়ার ভিতর ॥ যে ছুরাতে হৈল পানি লহু বরাবর * যেরূপ সাদ যায় তালাশে তাহার ॥ যে ছুরাতে পিয়াসেতে হইল লাচার * যেরূপে সেখান হৈতে আইসে পালাইয়া ॥ একে২ কহে সব বয়ান করিয়া * আলী শাহা দেলাসা করিয়া তাহাদিগে ॥ সেথা হৈতে গেল সবে পাহাড় নজদিকে * লস্কর রাখিয়া শাহা ইলাহীর শের॥ গাড়ার ভিতরে মর্দ্দ চলিল দেলের ভাঙ্গা তেলেছমাত হবে গেল গোজারিয়া ॥ সালাম করিল পীর সম্মুখে আসিয়া * পীর মর্দ্দ বলে বাবা আলী পাহালওয়ান ॥ মহিমে হইল খাস্তা মালেক জওয়ান * দুই দিন হইতে মর্দ্দ লড়াই করিয়া ॥ পাহালওয়ানী বাজু তার গিয়াছে কমিয়া * সেতাবী তাহারে তুমি করগে মদদ॥ নহেত তাহার পরে ঘটিবে বিপদ * হায়দর শুনিয়া গেল দরিয়া কিনার ॥ সামনে আইল এক দেও দুরাচার * উঠাইয়া মারে আলী তেগ জুলফিক্কার ॥ এক চোটে গেল দেও যমের দুয়ার * গোস্বায় কাঁপিতে লাগে আলী পাহালওয়ান ॥ এক হাঁক মারে যেন গিরিল আসমান * খয়বর কোসায় বাজু খোলে আপনার ॥ লহুতে রঙ্গিন হইল তেগ জুলফিক্কার * মালেক শুনিল যদি আওয়াজ তাহার॥ হাঁকিয়া কহিল শুন দেও দুরাচার * আইল খোদার শের আলী পাহালওয়ান ॥ তার হাতে তোমাদের না বাঁচিবে জান * তখন হিম্মত তার চৌগুণ বাড়িল ॥ দেওয়ের মাথায় গোর্জ্জ মারিতে লাগিল * তার পরে বড় দেও হাতীর সওয়ার ॥ আজদাহা যাহার হাতে সেই দুরাচার * আলীকে দেখিয়া মুজী ঝাপটে আসিয়া ॥

আসিয়া॥ আজদাহার মুখখানি দিল পাশরিয়া * আগুনের জীভ তাতে হইল বাহির॥ আসমান ছাড়িয়া পড়ে ওজুদে আলীর * আলী শাহা বলে থাক দেও দুরাচার॥ কিছু নাহি ডরি আমি হয়বতে তোমার * এ বলিয়া আল্লার নাম মুখেতে লইয়া॥ জমিনে থাকিয়া শাহা উঠিল কুদিয়া * ভূমি হৈতে দশ গজ কুদে পাহালওয়ান॥ মারিল দেওর শিরে জুলফিক্কার খান হাতীর পেটের তলে গেল সান্ধাইয়া॥ পড়িল অধম দেও দুইখান হইয়া * উঠিল লহুর জোস্ হাওয়া বরাবর॥ তুফান হইল খুব দরিয়া উপর * হাতেফে আওয়াজ দিল উপর থাকিয়া ওহে আলী পাহালওয়ান শুন মন দিয়া * আপনার দেলে তুমি না রাখিবে ডর॥ রাখহ কদম এই দরিয়া উপর * নাহিক দরিয়া এই হয় তেলেছমাত॥ যাদুতে পানির রঙ্গ করে দেওজাত * শুনিয়া চলিল মর্দ্দ দরিয়া উপরে॥ পানি নহে সাদা মাটি দেখিল নজরে * মালেক তাহার সাথে দোন পাহালওয়ান॥ হাজার২ দেও হারাইল জান * হেন কালে শুন এক খোদার কুদরত॥ ভয়ঙ্কর দেও এক আজব ছুরত * ওজুদ আজদাহা যেন কাল রঙ্গ তার॥ এক ধড়ে সাত মাথা গম্বুজ আকার * সাত মুখে আগুন বাহির হয় তার॥ ঠিক যেন দোজখের সাতটি দুয়ার * মালেক দেখিয়া তায় ডরে ডরাইল॥ সেই জাহেদের কাছে যাইয়া পৌছিল * পীর মর্দ্দ পুছে তারে কহ বাবাজান॥ কি দেখিয়া পালাইলে হয়ে পেরেশান * কহিল যাবৎ আমি করেছি লড়াই॥ এমন জানওয়ার আমি কভু দেখি নাই * পীর মর্দ্দ কহে তারে না করিবে ডর॥ ইলাহী মদদগার তোমার উপর * হিম্মত করিয়া ফের মালেক সরদার॥ মারিতে লাগিল দেও গিয়া আরবার * ফের দেও দুরাচার যাদুর আজদাহা॥ ঝাপটিয়া গেল যথা ছিল আলী শাহা * সাত মুখে আগুন ছাড়িল তারপর॥ দেখিয়া তাহারে আলী না করিল ডর *

গরদানে মারিল তার তেগ জুলফিক্কার ॥ এক মাথা কাটা গেল সেই আজদাহার * জখম হইয়া পাপী লাগিল গর্জ্জিতে ॥ গোস্বায় আলীর তরে লাগিল কহিতে * মুখের সামনে শাহা হইল যখন ॥ পাঞ্জরাতে জুলফিক্কার মারিল তখন * এক চোটে আজদাহা হইল দুইখান ॥ ময়দানে বহিল ঝড় লহুর তুফান * ফের কত জন তার পৌছিল আসিয়া ॥ হায়দরের চারিদিক লইল ঘিরিয়া * আজব ছুরত ছিল সেই জানওয়ার ॥ তার মাথা হাতীর মাথার বরাবর * বাঘের ওজুদ কারো মানুষের শির কারো বা বাঘের মাথা ধর মানুষের * শূওরের মুখ কারো শরীর সাঁপের ॥ কাহার বা গাধার দেহ গরদান উটের * ঘোড়া মুখ উট দেহ হাজারে হাজার ॥ কাল রং লম্বা চুল ওজুদে সবার দুই হাতে আলী শাহা মারে তলওয়ার ॥ টিকিতে নারিয়া দেও হইল লাচার * গোর্জ্জ মারে মস্ত হালে মালেক ওস্তর ॥ বিপাক দেখিয়া সবে হইল ফাপর * পালাইল দেওজাত জঙ্গে ভঙ্গ দিয়া ॥ মালেকে লইয়া শাহা আইল ফিরিয়া * পীর মর্দ্দ কাছে গিয়া পুছিল তাহায়॥ সাদকে ধরিয়া দেও রাখিল কোথায় * পীর বলে যাও এই পাহার উপর ॥ ভাঙ্গা এক গাড়া দেখ করিয়া নজর * নাম সেই গড়ের জিন্দান সোলায়মান সাদকে কয়েদ সেথা রাখিল শয়তান * সোলায়মান নবী যবে আসে এ শহরে ॥ ঈমান আনিতে কহে কাফের লোকেরে * ঈমান না আনে আর না মানে ফরমান ॥ সে কারণে পানি বন্ধ করে সোলায়মান * আগে এক কূঙা ছিল গড়ের ভিতর ॥ মোদাম তাহাতে পানির আছিল নহর * পাথরের শিক তাতে দিল বসাইয়া ॥ কূঙা বন্ধ নহর রহিল শুখাইয়া * যখন যাইবে তুমি গড়ের মাঝার ॥ বড় এক কূঙা আছে ভীষম আন্ধার * তাহাতে নামিতে হবে শুন নামদার ॥ খালাস হইবে সাদ হুকুমে আল্লার * শুনিয়া হজরত আলী বাহিরে আইল ॥

মালেকে লইয়া সাথে লস্করে পৌছিল * দেলআফরোজ দেখে যদি না আউল সাদ॥ কান্দিয়া আল্লার কাছে করে ফরিয়াদ * কহিল হজরত আলী বিবীর লাগিয়া॥ দেওজাত লিয়া গেল সাদকে ধরিয়া * আন্দেশা না কর তুমি দেলে আপনার॥ খালাস হইবে সাদ হুকুমে আল্লার * তারপরে রাত আসি আন্ধার হইল॥ খানা পিনা খেয়ে সবে আরাম করিল * কুদরত ইলাহী রাত গেল গোজারিয়া॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে কেতাব দেখিয়া *

* হজরত আলী সাদকে খালাস করেন তাহার বয়ান *

পয়ার * বিহানে উঠিয়া আলী ইলাহীর শের॥ কোমর বান্ধিয়া যান সাদের খাতের * আবুল মাজন আর মালেক সরদার॥ আমীর সায়াফ আর জেন্‌হার খার * সকলে চলিল সেই পাহাড় উপর॥ দাখেল হইল গিয়া গড়ের ভিতর * বিরান হইয়া গড় রয়েছে পড়িয়া॥ জঙ্গল হইয়া গেছে খারাপ হইয়া * বাঘ ভালুক সেইখানে করেছে মোকাম॥ কোনখানে নাই তার আবাদের নাম * যেখানে শাহানা ঠাট আছিল শহরে॥ দেওজাত সেখানে রয়েছে জায়গা করে * আমীর ওমরাওগণ যেখানে বসিত॥ শাদীয়ানা নাচ রঙ্গ যেখানে হইত * দেও দুষ্ট সেইখানে ঘর করিয়াছে॥ সাপ অজগর সে মাকানে ভরিয়াছে * যে মহলে বাদশাগণ তখতে দিত বার॥ ফুল ফুলওয়ারী যথা আছিল বাহার * যেখানে পেটার বন হয় ঘন২ ফুলের কেওয়ারী হয়ে গেছে কাটা বন * দেখিয়া আফসোস করে আলী পাহালওয়ান॥ ঢুড়িতে২ শেষে যায় এক স্থান * আজীম পাথর এক কুঙার উপর॥ চাপাইয়া রাখিরাছে দেও দুরাচার * পাথরে মারিল হাত আলী জোরওয়ার॥ উঠাইয়া ফেলাইল ময়দান মাঝার * এমন জোরেতে ফেলাইল পাহালওয়ান॥ কাঁপিতে লাগিল তার ধমকে আসমান *

ইলাহীর কাছে মৰ্দ্দ করে মোনাজাত ॥ রেশমের ফাঁসি পরে দিল সবে হাত * বাজুতে বান্ধিল ফাঁসি ইলাহীর শের ॥ গহেরা কুওার বিচে নামিল দেলের * যখন ঠেকিল পাও জমিন উপর ॥ আন্ধারেতে কিছু তার না আসে নজর * থোড়া ঘড়ি বাদে ফের রৌশন হইল ॥ বড় এক এমারত দেখিতে পাইল বোলন্দ দেওড়ী তার বড় উচা শান ॥ চারি দিকে ছিল তার শাহানা দালান * জমরূদের তখত এক শাহানা উপর ॥ জড়াও চমক মারে চান্দ বরাবর * এক বুড়া তার পরে আছিল বসিয়া কাল এক সাপ ছিল হাতেতে করিয়া * গোর্জ্জ এক সামনেতে আছিল তাহার ॥ আলীকে দেখিয়া কুদে উঠে দুরাচার ॥ হাঁকিয়া কহিল ওরে আদমের জাত ॥ আপনার জান হৈতে ধুয়ে বুঝি হাত * দেওয়ের মাকানে কেন আইলে দেলের ॥ এক গোর্জ্জে নিকালিব মগজ শিরের * আলী কহে নাম মোর না শুনিলে কানে ॥ তোমার মউতের জন্য আসিনু এখানে না জান আমার নাম আলী পাহালওয়ান ॥ এক চোটে তোমাকে করিব খান২ * শুনে দেও গোস্বা ভরে গোর্জ্জ উঠাইল ॥ গোর্জ্জের মাথায় আলী তলওয়ার মারিল * জুলফিক্কার গোর্জ্জ পরে লাগিল যখন ॥ বিজলী সমান আগ উঠিল তখন * তামাম মহল ঘর আগুনে ভরিল ॥ সেই কূওা হৈতে আগ উপরে উঠিল * সায়াফ জেনহার খার আবুল মাজন মালেক সরদার আর ছিল যত জন * আগুন দেখিয়া সবে কান্দিতে লাগিল ॥ ধূলায় পড়িয়া সবে মাতম করিল * ভয় না করিল শের ভেবে পরওয়ার ॥ আয়াত পড়িয়া ফুকে গায়ে আপনার * কুদিয়া ধরিয়া নিল দেওয়ের গরদান ॥ পাছারিল জমি পরে মারিয়া পটকান * পটকান খাইয়া বুড়া জমিনে গিরিয়া ॥ চীৎকার শব্দ করি ডাকে চিল্লাইয়া * তাহার চিল্লানে দেও হাজারে হাজার ॥ আসিয়া ভরিয়া গেল মাকান মাঝার *

আলীকে চিনিয়া সবে পালাইয়া যায় ॥ জমিনে পড়িয়া বুড়া করে হায়২ * আরবার আপনার গোর্জ্জ হাতে লিয়া ॥ হাঁকিয়া আলীকে চাহে মারে উঠাইয়া * কোমর ধরিল তার আলী জোরওয়ার ॥ পাছাড়িয়া ছাতির উপরে বসে তার * খঞ্জর খুলিয়া নিল হাতে আপনার ॥ কান্দিয়া কহিল দেও শুন নামদার আমাকে ছাড়িয়া দাও করিয়া মেহের ॥ রাহা বাতাইয়া দিব নিকটে সাদের * শুনিয়া ছাড়িয়া দিল আলী হায়দর ॥ লিয়া গেল দেও এক ঘরের ভিতর * বলে সাদ আছে এই সিন্দুক ভিতরে ॥ জুলফিক্কার মারে শাহা সিন্দুক উপরে * আছিল আজদাহা এক সিন্দুক ভিতর ॥ দুই চক্ষু আসমানের তারা বরাবর আগুন বাহির হয় মুখ দিয়া তার ॥ ধূলাতে তামাম ঘর হৈল অন্ধকার * মারিল তাহার পরে ফের জুলফিক্কার ॥ দুইখান হয়ে গেল মুজী দুরাচার * আন্ধারেতে বুড়া দেও গেল পালাইয়া বাঘের ছুরত ফের আইল হাঁকিয়া * এক মুষ্কি মারে আলী মাথায় তাহার ॥ জমিনে পড়িয়া বাঘ হইল লাচার * গায়েব হইয়া মুজী গেল পালাইয়া ॥ সাদের তালাশে শাহা চলিল ফিরিয়া * অনেক তালাশ করে না পাইল তায় ॥ আখেরে লাচার হৈয়া ফিরে যেতে চায় * এয়ছা ওয়াক্তে শব্দ এক শুনিবারে পায় ॥ কেহ যেয়ছা কান্দিয়া করিছে হায়২ * কেন্দে২ কহে আল্লা তুমি নেঘাবান ॥ বিপাকে দেওয়ের হাতে হারাইনু জান * রাসুলের তোফায়লেতে হও মেহেরবান ॥ এখানে পৌছায়ে দেহ আলী পাহালওয়ান * কান্দনা শুনিয়া শাহা আগে বেড়ে যায় ॥ দ্বার বন্ধ ঘর এক দেখিবারে পায় * লোহার জিঞ্জির তালা কোলুফ তাহাতে ॥ ধরিল জিঞ্জির হালকা আপনার হাতে * চৌকাঠ সমেত তার দিল উখাড়িয়া ॥ সাদকে খালাস করে শিকল ভাঙ্গিয়া * তথা হৈতে দুইজনা কূঙা পানে যায় ॥

আপনা ইয়ারগণ আছিল যেথায় * ডাকিয়া কহিল শাহা ফাঁদ ফেলাইতে * উপরে থাকিয়া তারা পাইল শুনিতে * ফাঁদ লটকাইল সবে আওয়াজ শুনিয়া ॥ সাদের কোমরে ফাঁসি দিল লাগাইয়া * ইশারাতে ইয়ারগণ নিল উঠাইয়া ॥ সকলে শোকর করে সাদকে দেখিয়া * পানি বন্ধ ছিল সেই কূঙার ভিতর ॥ পীর মর্দ্দ কয়ে ছিল তাহার খবর * তখন হজরত আলী কোন কাম করে ॥ সেই ফাঁসি বান্ধে শাহা বাজুর উপরে * পাথরের শিলকে ধরেন সামটিয়া ॥ বাজু আর সিনা তাতে দিল লাগাইয়া খোদাকে ইয়াদ করে, করে বড় জোর ॥ হেলাইয়া নিকালিল সেইত পাথর * জারী হৈল মিঠা পানি দেখিতে সুন্দর * ইয়ারগণ খেতে তারে উঠায় উপর * উথলিয়া উঠে পানি সেই কূঙা হৈতে ॥ শুকনা নহরে পানি লাগিল বহিতে * গম বিচে খুশী হৈল সবাকার দেলে ॥ খুশীতে ভূষিত সবে মিলে গলে গলে * জোলমাত করিয়া ফতে আলী নামদার ॥ যাইতে এরাদা করে দেশের মাঝার * খুশী খোশালিত সব লস্করেতে যায় ॥ খয়বর জঙ্গ দোস্ত মোহাম্মদ গায় *

—০ঃ)*(ঃ০—

* হজরত আলীর পঞ্চ রাহায় পৌছিবার বয়ান *

পয়ার * সে রাত হজরত আলী রহিল শুইয়া ॥ খুশী খোশালিতে রাত গেল গোজারিয়া * বিহানে সেখান হৈতে রওয়ানা হইল ॥ মঞ্জেল২ রাহা যাইতে লাগিল * পাহাড় জঙ্গল রাহে যায় নিকালিয়া ॥ ছয় রোজ এই মতে পথেতে চলিয়া * সপ্তম দিনেতে এক পাহাড় ময়দান ॥ বড়ই গরম হাওয়া হাবিয়া সমান * ঘাস আর পানি নাই সেই ময়দানেতে ॥ পরেন্দা চরেন্দা কিছু নাই সেখানেতে * দেখিয়া হজরত আলী তাজ্জব হইল ॥ সেথা হৈতে আগে বেড়ে যাইতে লাগিল *

কতগুলা মুরদা আছে দেখে এক স্থান ॥ কমি বেশী হবে তাহা হাজার জাওয়ান * প্রসঙ্গে ডাকিয়া শাহা পুছে সমাচার॥ শুনিয়া প্রসঙ্গ দিল জওয়াব তাহার * বাপ মেরা যে সময় গেল পালাইয়া ॥ দেলআফরোজ লিয়া যাবে সঙ্গেতে করিয়া * লাচারিতে এইখানে হারাইল জান॥ না জানি কি হালেতে আছেন খাওরান * ইহাদের মাঝে বাদশা দেখা নাহি যায়॥ ভূক পিয়াসেতে লোকজন মারা যায় * সেথা হৈতে আগে যায় দুই তিন দিন॥ পার হইয়া গেল সেই ময়দান কঠিন * সামনেতে পাঁচ রাহা হৈল নমুদার॥ পাঁচ রাহা পাঁচ দিকে গিয়াছে তাহার * সে পঞ্চ রাহার পরে একটি পাথর॥ ইবরানী জবানে লেখা তাহার উপর * লেখা আছে পাথরেতে এই সমাচার॥ এইখানে যে লোক আসিবে রাহাদার * এই পাঁচ রাহা মধ্যে এক রাহা ভাল॥ আফত বালাই কিছু না আছে জঞ্জাল * আর চারি রাহে আছে আফত বালাই॥ তাহা বাদে ঘাস পানি সেই রাহে নাই * পড়িয়া হজরত আলী ভাবিত হইল। কোন মতে রাহের ঠিকানা না পাইল * ডেরা তাঁর সেইখানে খাড়া করাইল॥ দিন গোজারিয়া রাত আসিয়া পৌছিল * সেই ভাবনার আলী দেলগীর হইয়া॥ খানা পানি খেয়ে সবে রহিল শুইয়া * খাবেতে জাহের হৈল রাসুল আমীন॥ আলীকে কহিল তুমি না হও মলিন * পাঁচ ভাগ কর তুমি আপনা লস্করে॥ চারি চোপদার কর লস্কর উপরে * যে রাহেতে যাও এক দেখিবে পাথর॥ সেই রাহে যাও তুমি লইয়া লস্কর * চেতন পাইয়া শাহা সেই কাম করে॥ পহেলা সরদার করে মালেকের তরে * পঞ্চাশ হাজার মোট আছিল সওয়ার॥ এক ভাগ দিয়া তায় করে রাহাদার * সুপিল দোছরা ভাগ আবুল মাজন তরে॥ দোছরা রাহেতে চালাইল তার পরে * তেছরা সরদার সাদ জেনহার খার॥

তেছরা রাহের পরে হৈল রাহাদার * চৌথা সরদার করি সায়াফের তরে ॥ চৌথা রাহের পরে পাঠাইল তারে * আর যেই রাহে নবী নেশানী বাতায় ॥ আপনি হজরত আলী সেই রাহে যায় * আরবী সীপাই সাথে নিল আপনার ॥ পাঁচ রাহে পাঁচ জন হৈল রাহাদার * সকলের জুদাইতে কান্দে সর্ব্বজন ॥ সবে বলে এই ছিল কপালে লিখন * কার কিবা হাল হবে রাহার উপর ॥ কাহার হালের কেহ না পাবে খবর * এত বলি সকলেতে বিদায় হইয়া ॥ মঞ্জেল২ রাহা যায় নিকানিয়া * দোস্ত মোহাম্মদ কহে করি পদ বন্দ ॥ নিরক্ষিয়া দেখ এই জামানার ফন্দ *

—০ঃ)*(ঃ০—

খয়বরের জঙ্গনামা

দোছরা জেল্‌দ

—০ঃ✽ঃ০—

পয়ার ✽ আল্লা রাসুলের নাম ভরসা করিয়া ॥ দোছরা জেল্‌দ পুথি কহি বিবরিয়া ✽ খয়বরের জঙ্গনামা কেতাবে যেমন বাঙ্গালা জবানে মজা না হবে তেমন ✽ কিন্তু সকলের বড় খাহেস দেখিয়া ॥ ফারসীকে বাঙ্গালাতে দেই যে করিয়া ✽ কবিতা জোটান কাজ সেহ বড় ভারি ॥ পদ সব মিল আমি করিতে না পারি ✽ তবু একরূপ রচি করিয়া পয়ার ॥ কোন মতে লোক যেন পারে বুঝিবার ✽ প্রথম জেল্‌দ পুথি হইল রচন দোছরা জেল্‌দ শুরু করি যে এখন ✽ কমল সমুদ্র মাঝে সাঁতারিয়া যায় ॥ করিম রহিম আল্লা কিনারে লাগায় ✽ বিশেষ ভরসা করি মনে আপনার ॥ সমাপ্ত হইবে পুথি মেহেরে তাহার ✽ তার পরে শুন সবে কেতাব বয়ান ॥ পঞ্চ রাহা পরে যবে আলী পাহালওয়ান ✽ জুদা করে দিল পাঁচ সরদারের তরে ॥ পাঁচ জন যায় তারা পাঁচ রাহা পরে ✽ কোন হালে গেল কেবা রাহার উপর ॥ কেমনে পৌছিল তারা খয়বর শহর ✽ একে২ সব কথা করিব বয়ান ॥ মন লাগাইয়া শুন করিয়া ধ্যায়ান ✽ দোস্ত মোহাম্মদ কবি কহে বিরচিয়া ॥ মালেকের হাল আগে কহি বিবরিয়া ✽

* পঞ্চ রাহের পহেলা রাহে মালেক ওস্তর যায় ও গণ্ডারের হাতে জখম হইয়া কষ্ট পায় তাহার বয়ান *

পয়ার * পঞ্চ রাহে হইতে মর্দ্দ মালেক সরদার ॥ জুদা হৈয়া লস্কর লইয়া আপনার * দিন রাত রাহা পরে যায় পাহালওয়ান তিন দিন বাদে এক: দেখিল বাগান * রঙ্গ২ মেওয়াজাত পাকা বেশুমার ॥ পানির কিনারে কত গাছ ছায়াদার * বড়ই মাকুল ঠাঁই বেহেস্ত সমান ॥ সোলায়মান নবী বানাইল সে বাগান * সে বাগানে শাহানা দালান এক ছিল ॥ তাক এক বে-জোড়া তাহাতে বানাইল * ছেহনের পরে এক দরক্ত সোনার ॥ জমরূদী পাতা তায় দেখিতে বাহার * জমরূদী তখত সেই দরক্তের নীচে চমকে চান্দের মত মাকানের বিচে * সোলায়মান নবী সেই তখতের উপর ॥ আপনার ছুরত বসায় বরাবর * সে সমে যেরূপে নবী তখতে দিত বার ॥ সেইরূপে বানাইল আপন আকার * বসিয়াছে সোলায়মান তাজ শিরে দিয়া ॥ উজীর সামনে তার আছেন বসিয়া * সামনেতে দেও পরী কাতারে কাতার ॥ হায়ওয়ান পরেন্দা তার কে করে শুমার * কত রঙ্গ তেলেছমাত আছিল বাগানে ॥ কত ঠাট-বাট তায় ছিল স্থানে২ * সোনালি হরফে লেখা তাকের মাঝার ॥ কোথা গেল সোলায়মান হাশমত তাহার * কোথা সে আঙ্গুটি আর কোথা পায়গম্বরী ॥ কোথা গেল তাজ তখত কোথা দেওপরী * হাওয়ার উপরে সদা বেড়াত উড়িয়া ॥ আখেরেতে গেল সব হাওয়ায় উড়িয়া * দেখিয়া মালেক মর্দ্দ আফসোস করিয়া ॥ বাগান হইতে গেল বাহির হইয়া দুই রোজ গেল ফের রাহার উপর ॥ আজেজ হইল তবে তামাম লস্কর * দূর হৈতে দেখে মর্দ্দ উড়িতে লাগিল ॥ বড় সোরসার তবে শুনিতে পাইল * দেখিতে দেখিতে আগে হৈল নমুদার ॥ বড় বড় মস্ত হাতী হাজারে হাজার * হাতীর সমান উচা কালা রঙ্গ পায় ॥ তেজদার খড়্গা আছে সবার মাথায় *

ময়দান ভরিয়া খাড়া হৈল রাহা পরে ॥ মারিতে লাগিল খড়্গা লস্কর উপরে * সীপাই গণ্ডার সাথে লাগিল লড়িতে ॥ তীর তলওয়ার নেজা লাগিল মারিতে * না হয় হাতীয়ার কারী গণ্ডার উপর ॥ ওজুদ উপরে কিছু না করে আছর * আজেজ হইল তবে সীপাই তামাম ॥ তীর তলওয়ার নেজা নাহি করে কাম * কুদিয়া গণ্ডার সব ঘোড়ার পীঠেতে ॥ খড়্গা মেরে ঘোড়াকে গিরায় জমিনেতে * সওয়ায় গিরিয়া যায় ঘোড়ায় থাকিয়া ॥ পেট আর সিনা তক ফেলায় ফাঁড়িয়া * এইরূপে মারা যায় তামাম সওয়ার ॥ মালেক দেখিয়া তাহা করে হাহাকার * গোর্জ্জ হাতে লিয়া মর্দ্দ মালেক সরদার ॥ মারিল কতেক গণ্ডার কে করে শুমার * আখেরে হইল খাড়া ঘোড়া গেল মারা ॥ পিয়াদা হইল মর্দ্দ লড়ে সেই ধারা * জখম হইল তার তামাম গায়েতে ॥ একেবারে নৈরাশ হৈল জান হইতে * লড়িল তামাম দিন জখম লইয়া ॥ সন্ধা সমে গণ্ডার সব গেল পালাইয়া * আপন ওজুদে দেখে তিন শত ঘাও ॥ চুইয়া পড়িছে লহু সুস্থ হইল গাও * কান্দিয়া২ সেথা হৈতে চলে যায় ॥ পাহাড়ের গাড়া এক দেখিবারে পায় * ধীরে২ সেই গাড়ে সান্ধাইল গিয়া ॥ ঘায়ের দরদে মর্দ্দ সহিতে নারিয়া * গোর্জ্জের উপরে দিয়া আপন পাঞ্জর ॥ বসিয়া রহিল সেই গাড়ার ভিতর * ঘায়ের জ্বলন আর পিয়াসের জোর কাতর হইয়া মর্দ্দ কান্দেন বিস্তর * কহিল যাবৎ আমি কোমর বান্ধিনু ॥ এমন আফতে আমি কভুনা পড়িনু * হাজার আফসোস মোর জোর বাজু পর ॥ এখন মরিব এই গড়ের ভিতর * ভাই বেরাদর কেহ না পায় খবর ॥ না জানিল হাল মেরা হজরত হায়দর মরিলে আমার কেবা করিবে দাফন ॥ জাহানে আমাকে না দেখিবে কোন জন * এই মত আহাজারি করিতে লাগিল ॥ আধা রাত সমে নিন্দ তাহাকে ধরিল * মোস্তফা দেখায় খাবে আপন জামাল ॥ শিরানাতে আছে নবী সাহেব কামাল *

দস্ত মোবারক নবী খুলিয়া আপন ॥ সর্ব্বাঙ্গের ঘাও পরে ফিরায় তখন * হাতের বরকতে ঘাও যত ছিল তার ॥ ঐক্ষণে ভাল হৈল হুকুমে পরওয়ার * আদেশ করিল নবী মালেকের তরে ॥ গাড়া হৈতে নিকালিয়া যাও রাহা পরে * বাম দিকে যেই রাহা গিয়াছে চলিয়া ॥ সেই রাহা দিয়া তুমি যাও নিকালিয়া * চেতন পাইল মর্দ্দ পাইয়া আরাম ॥ গায়েব হইল নবী আলাইহেস্‌সাল্লাম ওজুদেতে ঘাও নাহি দেখে আপনার ॥ খোদার শোকর করে হাজারে হাজার * পদবন্দে কবিকার বিরচিয়া গায় ॥ মালেক ওস্তর এবে খয়বরেতে যায় *

● মালেক শাহাজাদীর উপর আশক হয় তাহার বয়ান ●

পয়ার ● তার পরে গাড়া হৈতে বাহির হইল ॥ বাম দিকের রাহা লিয়া চলিতে লাগিল * আছরের ওয়াক্তে এক বস্তির কিনারে ॥ উতরিয়া গিয়া এক নহরের ধারে * ওজু ও গোছল মর্দ্দ করে নহরেতে ॥ কাজা আর ওয়াক্তিয়া পড়িল সেখানেতে তার পরে গেল সেই বস্তির ভিতর ॥ আপনার গোর্জ্জ নিল কান্ধের উপর * সকলে দেখিয়া তারে তাজ্জব হইল ॥ শির সিনা বাজু তার দেখে ডরাইল * তাজিম করিয়া সবে তারে বসাইল ॥ রঙ্গ২ খানা মাঙ্গাইয়া খিলাইল * আছুদা হইয়া মর্দ্দ পুছে তারপর ॥ কত দূর হেথা হৈতে খয়বর শহর * আর এই বস্তির কহিবে কিবা নাম ॥ শুনিয়া কহিল তারা শুন নেকনাম * সাবা নামে বস্তি এই কহিনু খবর ॥ তিন ক্রোশ হেথা হৈতে খয়বর শহর * তারা বলে তুমি কোথায় যাবে পাহালওয়ান ॥ একেলা আইলে কেন কহ সে বয়ান * কহিল বিদেশী আমি হই সওদাগর ॥ গণ্ডার মারিল যত লোক জন মোর * একেলা বাঁচিনু এবে খয়বরেতে যাই ॥ রাহাদার একজন সঙ্গে দেহ ভাই বস্তিওয়ালা একজন সঙ্গে দিল তার ॥ আর এক ঘোড়া দিল হইতে সওয়ার * সওয়ার হইয়া মর্দ্দ রাহাদারে লিয়া ॥

খয়বরেয় শহরেতে পৌছিল যাইয়া * শহর কিনার ধারে গিয়া উতরিল॥ ঘোড়া আর রাহাদারে বিদায় করিল * হেনকালে দেখে মর্দ্দ শহরে থাকিয়া॥ শাহানা সওয়ারী কত আসে নিকালিয়া * ঘোড়ার সওয়ার কত উটের আম্বারী॥ হাতী পরে হাওদা কত দেখে সারি২ * শত২ ঝাণ্ডা আর নাকারা বাজায়॥ কত লোক জন সাথে হেঁসে খেলে যায় * উটের আম্বারী পরে যত পরীজাত আইন রবাতে যায় শাহাজাদী সাথ * খয়বরের বাদশা সে জামশেদ জাহাঁদার॥ ঘরে মাত্র এক বেটী আছিল তাহার * গোল চেহেরা নাম যার পরী ঝক মারে॥ আইন রবারে বিবী যায় দেখিবারে * কুব্বা এক বানাইয়া ছিল সোলায়মান॥ নামেতে আইন রবা দেওয়ের জেন্দান * আফরিত নামেতে দেও বড় দুরাচার॥ নবীকে তক্‌লীফ সেই দিত বারেবার * তেকারণে নবী তাকে কয়েদ করিল॥ লোহার কুব্বার মাঝে তাকে রাখিছিল সেই কুব্বা হইতে ঐ দেও দাগাবাজ॥ কাফেরের মন মত দেয় সে আওয়াজ * চারি শত মূর্ত্তি পাথরের গড়াইয়া॥ সোনা রূপার জেওরাত সবে পরাইয়া * খয়বরি কাফের যত পূজে তার তরে॥ খোদা জানিয়া তারে এবাদত যে করে * সে কুব্বার চারি পাশে রাখে সারি২॥ আর কত তাহাতে করিল চিত্রকারী * সেই যে চিত্রের তরে করিতে দরশন॥ সাথে লিয়া আপনার পুত্তলিকাগন * চিত্রের পুতলি মত চারি মাহাফায়॥ চিত্র দরশনে সেই মন্দিরেতে যায় * দোস্ত মোহাম্মদ কহে ত্রিপদী রচিয়া॥ সেরূপ বর্ণনা কিছু শুন মন দিয়া *

• শাহাজাদীর রূপ বর্ণনা •

ত্রিপদী • জামশেদ জাহাঁদার, গোল চেহেরা বেটী তাঁর, হেন রূপ দিয়াছে খোদায়॥ বৃক্ষ সম কদ তাঁর, চটকেতে চমৎকার, কাল কেশ তাহার মাথায় * মুখ যেন পদ্ম ফুল,

তাহে বসে অলিকুল, তিল সম তেমনি দেখায় ॥ আবরূ কামান যেন, পাপনিতে তীর হেন, প্রাণ লয় যার দিকে চায় * তাইতে কাজল পিন্দে, চকোর খঞ্জন নিন্দে, সর্ব্বজন চঞ্চল দেখায় ॥ কপালে তিলক ফোটা, চান্দের উপর খোটা, সেই স্থলে কালো দেখা যায় * মধ্যখানে দিয়া থাক, তিল ফুল সম নাক, যাহাতে বেসর শোভা পায় ॥ দুই কানে ঝুলে মতি, যেমন তারার জ্যোতি মিলে যেন চাঁদ সে তাহায় * ইয়াকুতের বরাবর, লাল দুই ওষ্ঠধর, দন্ত পাটি মুকুতার প্রায় ॥ মুচকিয়া যদি হাঁসে, বন্ধ করে কাম ফাঁসে, যে দেখে পরাণ সে হারায় * গজ মুকুতার মালা, চক্ষেতে লাগায় ঝালা, পরে সদা আপন গলায় ॥ কুন্দবাহু দেখে তার, হাতী দাঁতে লজ্জা ভার, হৃদয়ে কাঁচলি শোভা পায় * সিংহের মত মাজাখানি, গুপ্ত ঠাঁই নাহি জানি, সে কথা কহিতে না জোয়ায় ॥ উরু যেন কারিকর, রাঙ্গা অঙ্গে পয়ধর,, তুল্য দিতে নাহি পারা যায় * হেন রূপ কাম কুপ, দেখে তারে কামরূপ, সেইরূপে মোহ হৈয়া যায় ॥ আনন্দে হেরিয়া তারে, পরিণয় করিবারে, রতিতে ফিরিয়া নাহি চায় * তারে যদি দেখে রতি, কামে হৈয়া ছিন্ন মতি, অনঙ্গেরে ছাড়িয়া পালায় ॥ সেহেলী সকল সঙ্গে, বিবী যায় রাগ রঙ্গে, তারা যেন চান্দের সভায় * মালেক দেখিয়া তারে, ধৈর্য্য ধরিতে নারে, প্রেম জালে বন্ধ হৈয়া যায় বিবী যায় মাহফাতে, পাহালওয়ান চলে সাথে, মনে২ করে হায়২ আপনার মনে কয়, তোমার উচিৎ নয়, কেন হৈলে পাগলের প্রায় ॥ বেহুদা খেয়াল কর, জায়গা বুঝে পাও ধর, এ বিবী না মিলিবে তোমায় * যে গুণ টানিতে পার, সে কামান হাতে কর, এতে কিছু না কর উপায় ॥ এই মত কত বাত, কহে আপে দেল সাথ, কত মত মনকে বুঝায় * দোস্ত মোহাম্মদ কয়, যে জন আশক হয়, জ্ঞান কিছু নাহি থাকে তায় ॥ নাহি থাকে লোক লাজ লাজের মাথায় বাজ, যোগী তার এ সাধনা চায় *

* শাহাজাদীর কথা মতে বাদশা মালেক ওস্তরকে লস্করের সরদার করে তাহার বয়ান *

পয়ার * শাহাজাদী মন্দিরেতে পৌছিল যাইয়া ॥ পিছে২ যায় মর্দ্দ কান্দিয়া২ * সাথে ছিল যত জন গোলাম চাকর ॥ তারা সবে গালি দেয় মালেক উপর * একজন মারে এক লাঠি উঠাইয়া ॥ কহিল এখানে তুমি কিসের লাগিয়া * পাহালওয়ান মারে কিল গরদান উপর ॥ মারা গেল সেই ঘড়ি বেচারা চাকর দেখিয়া তাহাকে বিবী তাজ্জব হইল ॥ মূরতি দর্শন করি বাহিরে আইল * মন্দিরের দ্বারে মর্দ্দ আছিল বসিয়া ॥ শাহাজাদী ঘরে যায় সওয়ার হইয়া * সেই মতে পাহালওয়ান পিছে২ ধায় ॥ শাহাজাদী আপনার মহলেতে যায় * হইল মেহের দেল মালেক উপর ॥ মহব্বত পয়দা হৈল মনের ভিতর * মহলের মধ্যে তবে যায় পাহালওয়ান ॥ সম্মুখেতে জওহরীর দেখিল দোকান * তাহার দোকানে মর্দ্দ রহিল বসিয়া ॥ ওখানেতে শাহাজাদী মহলেতে গিয়া * কহিল বাদশার আগে এসব বচন আজ আইল শহরে বিদেশী একজন * সেই জাওয়া মর্দ্দ হবে বড় জোরওয়ার ॥ খয়বরে না হবে কেহ তার বরাবর * আর এক গোর্জ্জ মর্দ্দ আছে হাতে লিয়া ॥ শাম নূরিমান বুঝি আইল জেন্দা হৈয়া * দস্ত বাজু শির সিনা তাহার যেমন ॥ এখানে কাহারে আমি না দেখি তেমন * তোমার লায়েক বাদশা সেই জোরওয়ার সরদার করিয়া রাখ লস্কর উপর * বাদশা শুনিয়া তার খাহেস হইল ॥ সেই ঘড়ি দশ জনে তালাশে ভেজিল * তারা সবে গেল যদি দোকান উপর ॥ দেখে এক মর্দ্দ বৈসে যেন শের নর দোকানে বসিয়া যেন রোস্তম জাওয়ান ॥ সাবাসি কহিয়া কহে শুন পাহালওয়ান * তোমাকে তলব করে বাদশা জাহাঁদার ॥ দরবারেতে গিয়া কর বাদশার দীদার * এতেক শুনিয়া তবে মালেক সরদার ॥ গোর্জ্জ হাতে লিয়া যায় হুজুরে বাদশার *

আজীম দরবার দেখে আসমান সমান॥ বড় বড় এমারত বাদশাহীর শান * তখত পরে বসিয়া জামশেদ জাহাঁদার॥ মাথায় জড়াও তাজ সূর্য্যের আকার * জরীর চান্দওয়া দিছে উপরে টানিয়া॥ সূর্য্য পরে লাল মেঘ ছায়া যে করিয়া * ছত্র দণ্ড আড়ানি চামর ঝুলে গায়॥ নকিবান পুকারিয়া সালাম জানায় * দস্তুর এমনি আর দস্তুর ইহার॥ ডাহিন বামেতে দোন বসিয়া বাদশার * কত কত তাজদার খয়বর দেশের॥ শির নোওয়াইয়া সবে হুজুরে হাজের * বড় বড় পাহালওয়ান আমীর ওমরা॥ সীপাই সরদার সব দরবারেতে ভরা * মালেক দেখিয়া তাহা তাজ্জব হইল॥ রাসুলের দীন পরে সালাম করিল * পাহালওয়ান গেল যবে দরবার ভিতর॥ বসাইল তার তরে করিয়া আদর * সোনার কুরসির পরে নিকটে বসায়॥ খানা পানি মাঙ্গাইয়া সকলেতে খায় * ছিল এক মাতব্বর উজীর বাদশার॥ বড়ই আক্কেলমন্দ নামে কামগার পুছিতে লাগিল বাত মালেকের তরে॥ কহ ওহে পাহালওয়ান আমার গোচরে * কেমনে আইলে হেথা কোনখানে ঘর॥ মনেতে জানায় বুঝি হবে সওদাগর * আপনার নাম দেহ করিয়া জাহির॥ মালেক কহিল তবে শুনহে উজীর * হেসাম আমার নাম রুম দেশে ঘর॥ সওদাগরী করি আমি শহরে শহর দেশে২ আছে মোর মালের গুদাম॥ রকম২ মাল আর কত সরঞ্জাম * এবার এদেশে আসি মালমাত্তা লিয়া॥ রাহেতে গণ্ডার হাতে পড়িনু আসিয়া * উট ঘোড়া লোক জনে ডালিল মারিয়া॥ মাল সেই মাকানেতে রহিল পড়িয়া * একেলা বাঁচিয়া আমি আসি এ শহর॥ বয়ান করিনু এই তামাম খবর * বাদশা ফের কহে তারে শুনহে জাওয়ান॥ মালুম করিনু তুমি বড় পাহালওয়ান * যদি মোর কাছে তুমি থাক নামদার॥ লস্কর উপরে তবে করিব সরদার * পাহালওয়ান কহে তবে জাহাঁদার॥

তোমার খেদমতে আমি করিনু কারার * খোশাল হইল বাদশা এ কথা শুনিয়া ॥ পেন্দাইল শাহানা লেবাস মাঙ্গাইয়া * পাহালওয়ানী চিজ যাহা দিল জাহাঁদার ॥ জায়গা এক মকরর করিল তাহার * তামাম সীপাই তার হৈল তাবেদার ॥ বহুত পিয়ার করে বাদশা নামদার ॥ মনে২ কহে তবে মালেক জাওয়ান ॥ যাবৎ না আসে হেথা আলী পাহালওয়ান * তব তক থাকি আমি এমনি হালেতে ॥ চাকর হইয়া থাকি বাদশার আগেতে * এইমত থাকে মর্দ্দ হুজুরে বাদশার ॥ কিন্তু সেই খেয়াল ছিল দেল বিচে তার * বিবীর উপরে তার ছিল দেলমন্দ ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে করি পদবন্দ *

—০ঃ)×(ঃ০—

**• মালেক ওস্তরের সাথে সাপুরের কুস্তি ও শাহাজাদীর শাদী হয় তাহার বয়ান *

পয়ার * জামশেদের বেটী গোল চেহেরা শাহাজাদী ॥ জাওয়ান হইল বিবী না হইল শাদী * খয়বর জমিনে ছিল যত শাহাজাদা ॥ বাদশার বেটীর সবে করিয়া এরাদা * সেই সমে সকলেতে জমা হয়ে ছিল ॥ জামশেদের হুজুরেতে হাজের হইল * শাহাজাদা সকলেরে দেখিয়া আপনি ॥ স্বয়ম্বর লিবে বিবী করিয়া বাছনি * একদিন ফজরে জামশেদ জাহাঁদার কুস্তির কারণে জায়গা করিল তৈয়ার * সীপাই ময়দানে খাড়া হৈল সারি২ ॥ তামাসা দেখিতে যায় শহরি বাজারি * বিছাইল দুই তখত শাহানা ময়দানে ॥ আমীর উজীর সবে গেল সেইখানে এক তখতে বসিল জামশেদ নামদার ॥ দোছরা তখতের পরে বেটী বসে তার * তখত পরে বসে বিবী চাহে বরাবর ॥ সেহেলী সকল ঘিরে বসে চারি ওর * সাজ বাজ করে যায় শাহাজাদাগণ ॥ বসাইল মারাতেব যাহার যেমন * মালেক পাইল যবে এসব খবর ॥ ময়দানে চলিল তবে বান্ধিয়া কোমর *

সাপুর নামেতে এক ছিল পাহালওয়ান ॥ শহর জামাতে ছিল তাহার মাকান * বাদশার নছলে সেই আছিল জাওয়ান ॥ ছৌল গড়ে ছিল তার সীপাই নিশান * বাদশাজাদী পরে তার দেল বান্ধা ছিল ॥ সকলের আগে সেই ময়দানে আইল * কুস্তির হুকুম বাদশা করিল যখন ॥ সাপুর হইল খাড়া ময়দানে তখন * আর একজন ছিল ফরহাদ নামেতে ॥ সাপুরের সাথে খাড়া হৈল ময়দানেতে * নেজা হাতে লিয়া দোন জঙ্গী পাহালওয়ান ॥ নেজার হুনর আগে সবাকে দেখান * সাপুর জাওয়ান তবে নেজা হাতে লিয়া ॥ ফরহাদের কোমরেতে মারে ঘুমাইয়া * জেরা কোমরবন্দ তার ফাঁড়িল নেজায় ॥ ঘোড়ায় থাকিয়া তারে জমিনে গিরায় * সরমেন্দা হইয়া তবে ফিরিল ফরহাদ ॥ সাপুর ময়দানে দেয় মরদমীর দাদ * বারমা নামেতে মর্দ্দ আইল একজন ॥ সরমেন্দা হইল সেহ ফরহাদ যেমন * সাপুর কুদায় ঘোড়া ময়দান উপর ॥ হেঁকে কহে আইস কেহ আমা বরাবর * মালেক শুনিয়া তবে পিয়াদা চলিল ॥ সাপুরের কোমরেতে যাইয়া ধরিল * ঘোড়া হৈতে উঠাইল শিরের উপরে ॥ ঘড়ি এক সেই মত রাখে শূন্য ভরে * ফের তারে জিন পরে দিল বসাইয়া ॥ সাবাস২ বলে সকলে দেখিয়া * বাদশাজাদী দেখে যদি মালেকের তরে ॥ নেছার করিতে বলে উহার উপরে * সোনা রূপা মাথা পরে লাগিল ছাড়িতে ॥ সাপুর মালেক আগে লাগিল কহিতে * তোমার নছিব ভাই গেল বিকসিয়া ॥ তুমি আমি একবার কুস্তি করি গিয়া কবুল করিল তাহা মালেক শুনিয়া ॥ জেরার দামানে বান্ধে কোমর আটিয়া * ময়দান হইতে যত কাঙ্কর পাথর ॥ বাদশার হুকুমেতে সব করে দিগান্তর * তারপরে কুস্তি করে দোন পাহালওয়ান ॥ পাও দেবে খাড়া হৈল মালেক জাওয়ান * সাপুর কোমরবন্দ ধরিয়া তাহার ॥ বহুত কোশেষ করে নারে উঠাইবার *

সরমেন্দা হৈয়া দিল কোমর ছাড়িয়া ॥ মালেক উঠায় তারে কোমর ধরিয়া * বাদশার সামনে তাহে দিল ফেলাইয়া ॥ সাবাস২ সবে বলে পুকারিয়া * ফের সোনা রূপা তায় নেছার করিল ॥ ময়দান হইতে সবে শহরে চলিল * শাদীর সামানা করে বাদশা জাহাঁদার ॥ ঘরে২ সাজাইল শহর বাজার * নাচ বাজা ধুমধাম মোবারকবাদী ॥ মালেকের সঙ্গে দিল গোল চেহেরার শাদী * বাদশাজাদী মালেকেরে হাওয়ালা করিল ॥ রাত কালে দুইজনে এক ঘরে রহিল * কিন্তু সে মালেক না করিল কোন কাজ ॥ কভু তারে কবুল না করে শাহাবাজ * মনে বলে আলী শাহা আসিবে যখন ॥ ইসলামী তরীকে শাদী করিব তখন * এই আন্দেশায় মর্দ্দ সবুরী করিল ॥ পয়ারেতে দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

• সাপুর মালেকের সঙ্গে দাগাদারী করিয়া মারা যায়, বাদশা বেটী দামাদকে শহর জামের বাদশাহী দিয়া পাঠায় ও গোল চেহেরা মালেককে কয়েদ করে তাহার বয়ান *

পয়ার * সাপুর সরমেন্দা হৈল মালেকের হাতে ॥ মালেকের শাদী হয় শাহাজাদী সাথে * ফুল গাছ হইতে ফল মালেক পাইল ॥ সাপুরের আশা গাছে কাটা ফল হৈল * তবে সেই সমে হৈতে সাপুর কমজাত ॥ আদাওতী শুরু করে মালেকের সাথ একদিন দু-হাজার সীপাই লইয়া ॥ শিকার করিতে যায় জঙ্গলে চলিয়া * গুপ্ত এক জায়গায় সে ঠিকানা করিয়া ॥ জঙ্গলে সীপাইগণে রাখে লুকাইয়া * সেথা হৈতে গেল ফের মালেকের কাছে ॥ বলে এ জঙ্গলে এক শের আসিয়াছে * তুমি আমি যাই চল করি যে শিকার ॥ তামাসা দেখিয়া ফিরে আসি একবার শুনিয়া মালেক সঙ্গে চলিল তাহার ॥ সাথে নিল আপনার দশ আছওয়ার * শিকার করিতে তবে গেল পাহালওয়ান ॥

নিকালিল সাপুরের যতেক জাওয়ান * মালেকের চারি দিকে ঘিরিল আসিয়া ॥ চমকিয়া উঠে মর্দ্দ সীপাই দেখিয়া * সাপুরের দাগাবাজী মালুম করিয়া ॥ গোস্বা ভরে তার তরে কহিল হাঁকিয়া * বলে ওরে দাগাবাজ কমবক্ত নাদান ॥ আপনার ফেরেবেতে হারাইবে জান * গোর্জ্জ উঠাইয়া মারে তাহার মাথায় ॥ সেইক্ষণে সাপুর পড়িয়া মারা যায় * তারপরে আপনার গোর্জ্জ হাতে লিয়া ॥ সেই লস্করের মাঝে মারে উঠাইয়া * আধা লোক মারা গেল বাকী পালাইল ॥ জঙ্গল হইতে মর্দ্দ ফিরিয়া আইল * জামা জোড়া লাল রঙ্গ লহুতে যেমন ॥ অমনি বাদশার আগে গেল সেইক্ষণ * বাদশা বলে কেন বাবা এহাল তোমার ॥ শুনিয়া মালেক করে বয়ান তাহার শহর জামেতে ঘর সাপুরের ছিল ॥ সেইত বাদশাই মালেকেরে সুপে দিল * বেটী ও দামাদে বাদশা করিয়া বিদায় ॥ কত সরঞ্জাম দিয়া সেখানে পাঠায় * শাহাজাদী সঙ্গে লয়ে মালেক সরদার ॥ শহর জামেতে যায় হুকুমে বাদশার * সেই মুল্লুকেতে যত আছিল আমীর ॥ আগে বাড়াইয়া নিল মালেক খাতির * নেছার করিল সবে দু-জন উপরে ॥ মালেক বসিল সাপুরের তখত পরে * সাপুরের মাল গঞ্জ যতেক আছিল ॥ সীপাইর তরে মর্দ্দ বখশিশ করিল * মুল্লুকের মালেক হইল মহারাজ ॥ রায়তের তিন সন বখশিল খেরাজ * এইমত কিছু দিন গেল গোজারিয়া ॥ জামানার দাগাবাজী দেখ নিরক্ষিয়া * বাদশার দামাদ সে মালেক নেকনাম ॥ গোল চেহেরা পরীজাদী সেই দেলারাম * বিবী গিয়া শোয় যবে পালঙ্গ উপর ॥ না শোয় তাহার কাছে মালেক ওস্তর * রাত ভর এবাদত করে নামদার ॥ ফজরে যাইয়া মর্দ্দ তখতে দেয় বার * এক রাতে দেখে বিবী পাইয়া চেতন ॥ উঠা বসা করে মর্দ্দ কিসের কারণ * নারাজ হইল বিবী মালেক উপর ॥ ধীরে২ আদাওতে বান্ধিল কোমর *

বেহুশির দারু তাকে দিল শুঙ্গাইয়া ॥ বেহুশ হইল মর্দ্দ জমিনে পড়িয়া * লোহার জিঞ্জিরে বান্ধে হাত পাও তার ॥ বেওফাই করে সে আওরত দুরাচার * সাপুরের এগানা আছিল একজন দেলেং মালেকেরে জানিত দুশমন * সেই জাওয়ানের তরে নিল বোলাইয়া ॥ কহিল তাহার তরে তুমি যাও লিয়া * হাস্‌নে বাগের বিচে কূঙার জেন্দানে ॥ কয়েদ করিয়া রাখ এই পাহালওয়ানে * আর এই ভেদ তুমি কারে না কহিবে ॥ তুমি আমি বিনা আর অন্যে না জানিবে * সেই মর্দ্দ দাগাবাজ লিয়া গেল তারে ॥ বিবীর হুকুম মত কূঙার ভিতরে * বুকেতে পাথর দিয়া করে তারে বন্ধ ॥ এই দেখ ওফাদার আওরতের ফন্দ * মালেক রহিল বন্ধ কূঙার ভিতর ॥ শহরের কেহ তার না জানে খবর * বাদশা তলব করে মালেকের তরে ॥ জওয়াব পাঠায় বিবী ফেরফার করে * কখন জওয়াব লিখে আছেন বেমার ॥ কভু লেখে গিয়াছেন করিতে শিকার * এইরূপে জেন্দানে রহিল পাহালওয়ান ॥ শুন এবে শাহা মর্দ্দ আলীর বয়ান * দোস্ত মোহাম্মদ পুথি কহে বিরচিয়া ॥ হজরত আলীকে আনে আগু বাড়াইয়া *

* হজরত আলী ও ফিলগোশের জঙ্গের বয়ান *

পয়ার * পঞ্চ রাহা হইতে মর্দ্দ আলী নামদার ॥ জুদা রাহা পরে শাহা হয় রাহাদার * পাঁচ রোজ রাহা পরে জঙ্গলেতে ধায় সম্মুখে পাহাড় এক দেখিবারে পায় * উট গাধা ঘোড়া আসবাব সরঞ্জাম ॥ আগেং যায় পিছে সীপাই তামাম * সেই পাহাড়ের রাহে পৌছিল যখন ॥ আচম্বিতে পড়ে আসি দেওজাতগণ * ফিলগোশ দেওজাত হাতীর সমান ॥ হাতীর সমান তার বড়ং কান * হায়দরের উট গাধা জানওয়ার তামাম ॥ লিয়া গেল দেওজাত যত সরঞ্জাম * আর কত লোক জনে ধরে লিয়া যায়

দৌড়িয়া অনেকে গিয়া আলীকে জানায় * শুনিয়া হজরত আলী ঘোড়া কুদাইয়া ॥ সেই পাহাড়ের পরে চড়িল যাইয়া * পাহাড় উপরে দেখে বেবাহা ময়দান ॥ রাখিয়াছে ময়দানেতে তখ্ত এক খান * তাহাতে বসিয়া ফিলগোশের সরদার ॥ বড় মস্ত হাতী যেন ওজুদ তাহার * রাখিয়াছে উট এক সামনে মারিয়া দেওজাত খায় তারে তখতেতে বসিয়া * আর যত দেওজাত হাজার২ ॥ ময়দান ভরিয়া আছে চৌদিকে তাহার * হায়দরের যত উট ঘোড়া গেছে লিয়া ॥ ছিড়িয়া ফাঁড়িয়া খায় সকলে মিলিয়া * দেখিয়া হজরত আলী গোস্বায় জ্বলিল ॥ জুলফিক্কার খুলিয়া আপন হাতে নিল * সরদার দেওয়ের কাছে পৌছিল হাঁকিয়া ॥ গরদানেতে জুলফিক্কার মারিল খেচিয়া * দূরে গিয়া পড়ে শির হাতীবরাবর ॥ তাহার লহুতে যেন বহিল নহর * সরদার মরিল যদি দেখে দেওজাতে ॥ লড়িতে আইল তারা হায়দরের সাথে * মারিতে লাগিল তবে তাহাকে পাথর ॥ জুলফিক্কার মারে শাহা দেওজাত পর * চৌদিক হইতে দেও হাজারে হাজার ॥ মেঘ যেন ঘিরে আসে হয়ে অন্ধকার * বিজলী সমান তেগ মারে হায়দর ॥ ময়দানেতে বহাইল লহুর নহর * কামার আনিল গিয়া দুলদুলের তরে ॥ সওয়ার হইল শাহা ঘোড়ার উপরে * সওয়ার হইল দেখে যত ফিলগোশ ॥ হয়বতে পড়িয়া গেল হারাইল হোশ * সারাদিন শাহা মর্দ্দ লড়ে দেও সাথ ॥ গোজারিয়া গেল দিন দেখা দিল রাত * এইরূপে সারা রাত গেল গোজারিয়া ॥ চল্লিশ হাজার দেও ফেলিল মারিয়া * পাহাড়ের নীচে ছিল আরব লস্কর ॥ বহিয়া চলিল লহু লস্কর ভিতর * ভাগিতে লাগিল সবে এহাল দেখিয়া ॥ আপোষেতে কহা শুনা করেন বসিয়া * দেওজাত হাতে যদি আলী মারা যায় ॥ তবে আর জেন্দা কেহ না রবে হেথায় * আলী বিনে দেওজাত কে আটিতে পারে ॥

দেওগণ খাইয়া ফেলিবে সবাকারে * সেখানে হজরত আলী লড়ে দেও সাথ ॥ গোজারিল একদিন আর দুই রাত * অবশেষে দেওজাত যায় পালাইয়া ॥ পাহাড় হইতে শাহা আইল নামিয়া দেখে এক পানির নহর কিনারায় ॥ এক ফিলগোশ সেথা বৈসে পানি খায় * পিছে হৈতে গিয়া শাহা ধরে কান তার ॥ মোচরাইয়া বলে শুন দেও দুরাচার * রাখিয়াছ কোথায় তামাম জানওয়ার ॥ বাতাইয়া দেহ মুঝে খবর তাহার ॥ দেও বলে যদি মোরে না মার আপনি ॥ বাতাইয়া দিব তবে তোমারে এখনি * আলী শাহা কান ধরে সাথে যায় তার ॥ লিয়া গেল দেও এক জঙ্গল মাঝার * জানওয়ারের পাল সেই বিয়াবানে ছিল ॥ হজরত আলীরে তবে দেখাইয়া দিল * আলী আর কামার মিলিয়া দুই জনে ॥ সে সব জানওয়ার লিয়া চলিল তখনে ॥ আসবাব তাহার পরে বোঝাই করিল ॥ খয়বরের জঙ্গ দোস্ত মোহাম্মদ কৈল *

—০:*:০—

* হজরত আলী খয়বরে পৌছিয়া জামশেদের সেপাদার হয় ও মালেক ওস্তরের খবর পায় তাহার বয়ান *

পয়ার * পাঁচ দিন এইরূপে যায় রাহা পর ॥ সীপাই পৌছিল তবে খয়বর শহর * এক ক্রোশ ফাছেলা হইতে নামদার ॥ ডেরা তাম্বু খাড়া করে ময়দান উপর * জাসুস খবর দিল বাদশাকে যাইয়া ॥ খয়বরী লস্কর এক পৌছিল আসিয়া সীপাই আন্দাজ দশ হাজার জাওয়ান ॥ জেরাপোষ ছেলাদার নাকারা নিশান * বারমা নামেতে এক ছিল পাহালওান ॥ তাহাকে ডাকিয়া বাদশা করেন ফরমান * বাদশা বলে যাও তুমি ময়দান মাঝার ॥ মালুম করিয়া আইস লস্কর কাহার * কি কামে আইল হেথা যাইবে কোথায় ॥ সরদারের নাম আসি কহিবে আমায় * বারমা লইয়া সাথে হাজার জাওয়ান ॥

সওয়ার হইয়া মর্দ্দ নিকালে ময়দান॥ লস্করে পৌছিল যদি বারমা সরদার॥ যাইয়া পুছিল এই লস্কর কাহার * সকলে তাহার তরে দিল বাতাইয়া॥ হজরত আলীর খীমা দিল দেখাইয়া * ঘোড়া হৈতে উতরিল বারমা যখন॥ সালাম করিল গিয়া আলীকে তখন * বসিয়াছে আলী শাহা খীমার ভিতর॥ শির সিনা বাজু তার যেন শের নর * দেখিয়া বারমা মর্দ্দ হয়বত খাইল॥ তারীফ করিয়া ফের পুছিতে লাগিল * বল শের মর্দ্দ ঘর কোথায় তোমার॥ কি কাজে আইলে হেথা লস্কর কাহার * খয়বরের বাদশা জামশেদ জাহাঁদার॥ খবর জানিতে মুঝে ভেজে নামদার * আলী বলে ঘর মোর আরব্ব শহর॥ আপন লস্কর লিয়া আইনু খয়বর * আপনা ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করিয়া॥ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আইনু নিকালিয়া * এ মুল্লুকের বাদশাজাদা মেহের করিয়া॥ শির ছায়া আপনার রাখে নেওয়াজিয়া * থাকিব তাহার কাছে শুন নামদার॥ এই কথা কহ গিয়া নিকটে বাদশার * বারমা ফিরিয়া গেল একথা শুনিয়া॥ জামশেদের হুজুরেতে কহে বিবরিয়া * বাদশা বলে এইক্ষণে যাও আরবার॥ বোলাইয়া আন তাকে সামনে আমার * ঘোড়া এক লিয়া যাও আনিতে তাহায়॥ বারমা শুনিয়া ফের সেইক্ষণে যায় * আলীকে কহিল গিয়া বাদশার খবর॥ কবুল করিয়া তবে উঠিল হায়দর * বাদশার ঘোড়ার পরে না হয় সওয়ার॥ দুলদুলের পরে মর্দ্দ হৈল রাহাদার * শহরের বিচে মর্দ্দ পৌছিল যাইয়া॥ বাদশার দেউড়ী পরে উতারিল গিয়া * পিয়াদা পায়েতে যায় বারমার সাথে॥ কামার তাহার পিছে তেগ লিয়া হাতে * দরবারের বিচে তবে গেল শের নর॥ জামশেদ বসিয়া আছে তখতের উপর * মাথায় জড়াও তাজ পটকা কোমরে॥ আছিল জরীর কাবা ওজুদ উপরে সারি২ চোপদার তুর্কী গোলাম॥ ঘন২ নকিবান পুকারে সালাম

এমন হাসমতে বাদশা আছেন বসিয়া ॥ কায় কাউছ আসে যেন জাহানে ফিরিয়া * দরবারের বিচে মর্দ্দ বসিল যাইয়া ॥ না করে সালাম কারে না দেখে তাকিয়া * সকলে দেখিয়া তারে তাজ্জব হইল ॥ উজীরের তরে বাদশা কহিতে লাগিল * দেখ হে উজীর এই জাওয়ানের কাম ॥ না করে আমাকে কেন আদাব সালাম * উজীর পুছিল তবে কহ নামদার ॥ কোনখানে যাবে তুমি কি নাম তোমার * খয়বর জমিনে আইলে লস্কর লইয়া ॥ আপন দেলেতে কিবা এরাদা করিয়া * জওয়াব দিলেন শাহা করিয়া ফিকির ॥ কমসম নাম মেরা শুনহ উজীর * ভাইয়ের জুলুমে আমি আজেজ হইয়া ॥ আসিয়াছি খয়বরেতে সীপাই লইয়া * বাদশা বলে শুনিলাম যে কিছু কহিলে ॥ কি কারণে আমাকে তাজীম না করিলে * আলী শাহা কহে শুন বাদশা নামদার ॥ সুলতানী ঠাট-বাট দেখিয়া তোমার * দবদবা হাশমত আমি দেখিয়া তামাম ॥ ডরেতে ভুলিয়া গেনু আদাব সালাম * বাদশা ফের কহে তারে পিয়ার করিয়া ॥ থাক যদি মোর আগে কোমর বান্ধিয়া * তামাম সীপাই পরে সরদার করিব ॥ আসমানে তোমার তাজ পৌছাইয়া দিব * আলী কহে এ বয়স হইল আমার ॥ নওকরী না করি কভু নিকটে কাহার * বাদশা বলে গ্রাম দিব মেহের করিয়া ॥ মোছাহেব হইয়া মোর থাকিবে বসিয়া * থোড়া দিন আগে এক আসে পাহালওয়ান ॥ গোর্জ্জ এক সাথে তার নামেতে হামান * বেটী বিয়া দিয়া তারে দামাদ করিয়া ॥ শহর জামেতে তায় দিনু পাঠাইয়া * মনে মনে আলী শাহা করিল সন্ধান ॥ অবশ্য মালেক হবে সেই পাহালওয়ান * কহিল কবুল তেরা করিনু যে বাত ॥ বাদশা শুনিয়া হৈল খোশাল নেহাত * শাহানা খেলয়াত বাদশা দিল মাঙ্গাইয়া ॥ রঙ্গ রঙ্গ খানা পানি দিল খিলাইয়া *

হেনকালে এক মর্দ্দ দরবারে আইল ✽ কান্দিয়া বাদশার আগে কহিতে লাগিল ✽ পাহাড়ের রাহে এক লস্কর আসিয়া ॥ তোমার ছৌলের গড় লইল কাড়িয়া ✽ মুল্লুকে আইল বাদশা দুশমন তোমার ॥ মারা গেল গড় বিচে ছিল যে সরদার ✽ জামশেদ শুনিয়া গোস্বা আগ বরাবর ॥ সাজন করিল ত্রিশ হাজার লস্কর মনে মনে শের আলী ভাবিতে লাগিল ॥ পয়ারেতে দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল ✽

—০ঃ)✽(ঃ০—

✽ মীর সায়াফ খয়বরে পৌছিয়া ছৌলের কেল্লা দখল করে ও হজরত আলী লড়িতে যায় তাহার বয়ান ✽

পয়ার ✽ পঞ্চ রাহা হৈতে মর্দ্দ সায়াফ সরদার ॥ জুদা হয়ে সীপাই লইল আপনার ✽ সীধা রাহা বেখবর তাহাকে মিলিল থোড়া দিনে সেই ছৌল গড়েতে পৌছিল ✽ গাফেল আছিল সেই গড়ের সরদার ॥ কোতওয়াল দীদবান নাম ছিল তার ✽ তাহাতে পাইল দাও ইসলাম লস্কর ॥ একেবারে সান্ধাইল গড়ের ভিতর ✽ মারা গেল কত লোক কেহ পালাইল ॥ সেই গড় ইসলামের দখল হইল ✽ গড়েতে থাকিয়া মর্দ্দ সায়াফ সরদার ॥ জনৈক খবর দিল নিকটে বাদশার ✽ ত্বরায় করিয়া ত্রিশ হাজার জাওয়ান ॥ দুশমন হাঁকাও গিয়া করিল ফরমান ✽ আলী শাহা মনে২ ভাবে আপনার ॥ মোমিন লোকের যেন না পৌছে আজার ✽ এত ভাবি বাদশার হুজুরে কহিল ॥ কেন এ দুশমনে আল্লা মুল্লুকে আনিল ✽ আমাকে হুকুম আপে কর জাহাঁদার ॥ মারিয়া হাঁকাই এই দুশমন তোমার ✽ বাদশা বলে তুমি মান্দা হইলে রাহেতে ॥ কেমনে যাইতে আমি কহি মহিমেতে ✽ তুমি থাক আর আর অন্যকে পাঠাই ॥ আলী কহে আমাকে পহেলা যাওয়া চাই ✽ হুকুম করিল তবে বাদশা নামদার ॥ সীপাই লইয়া মর্দ্দ হৈল রাহাদার ✽

বাদশার লস্কর ত্রিশ হাজার জাওয়ান ॥ লইয়া পৌছিল ছৌল গড়ের ময়দান ✽ ময়দানেতে ডেরা খাড়া করিয়া তামাম ॥ ফিকির করিয়া শাহা করে কোন কাম ✽ লিখিল লিখন এক আপনা জবানে ॥ কামারের হাতে দিয়া ভেজিল সেখানে ✽ কহিল লইয়া যাও পয়গাম আমার ॥ খাড়া২ আন তুমি জওয়াব ইহার ✽ জমিন চুমিয়া মর্দ্দ গেল সেইক্ষণ ॥ সাথে লিয়া খয়বর জাওয়ান দশ জন ✽ গড়ের দরওয়াজা পরে পৌছিলেন গিয়া ॥ দ্বারবান খবর দিল সায়াফে যাইয়া ✽ বোলাইয়া নিল তবে কামারের তরে ॥ শের যেন আসে মর্দ্দ গড়ের ভিতরে ✽ সায়াফ দেখিয়া তারে উঠে দাঁড়াইল ॥ তাজীমে তাহারে ডাহিনেতে বসাইল ✽ কামার আপন ঠোঁট দাবে দিয়া দাঁত ॥ কেননা জাহের না করিবে এই বাত ✽ তার পরে জবনে করিল তেজ ধার ॥ শক্ত বাত কহে যেই মারে তলওয়ার ✽ বলে ওহে দাগাবাজ তুমি কোনজন ॥ কিঞ্চিৎ নাহিক ডর বাদশার কারণ ✽ কি হিম্মতে আজদাহার মুখে পাও দিলে ॥ বাঘের জঙ্গলে পাও কেমনে ধরিলে ✽ যদি আছে বাজু তেরা বড় জোরওয়ার ॥ কেমনে মারিবে পাঞ্জা উপরে পাহাড় ✽ আসমানের মুখে ধূল উড়াও নাদান ॥ না জানো আপন চক্ষু হইবে নোকসান ✽ বাদশার সরদার মর্দ্দ কসমসম নাম ॥ এখনি তোমার কাছে ভেজিল পয়গাম ✽ বামন হইয়া কিবা যোগ্যতা তোমার ॥ ফাঁদ পাত আসমানের চাঁদ ধরিবার ✽ আপনা ভালাই চাও নিকাল বাহির তোমাকে বাদশার আগে করিব হাজির ✽ বাদশার সামনে আমি সাক্ষাত করিয়া ॥ তোমার তকছির সব লইব বখশিয়া ✽ আর যদি নাহি মান আমার ফরমান ॥ পলকে উড়াই দিব তোমার গরদান ✽ এত বলি দিল পত্র হাতেতে তাহার ॥ সায়াফ খুলিয়া পত্র লাগে পড়িবার ✽ লেখা ছিল এই ভেদ লিখন ভিতর ॥ কে আছে গড়ের বিচে শুন নামওর ✽

থাকিবে গড়ের বিচে খুব খবরদার ॥ জাহের না কর এই ভেদ জেনহার * লিখন পড়িয়া মর্দ্দ মালুম করিল ॥ কামারের দিকে দেখি কহিতে লাগিল * আমার জওয়াব এই তুমি শুনে যাও তোমাকে ভেজিল যেই তাহাকে শুনাও * কহ গিয়া কসমসমে কি করে বড়াই ॥ সে বুঝি শেরের পাঞ্জা কভু দেখে নাই * কোমর বান্ধিয়া ছিল মহিমে বাদশার ॥ কে পুছে তোমাকে আর সীপাই তোমার * কাল ময়দানেতে খাড়া হইবে যখন ॥ কসমসমের সে বাজু দেখিব তখন * জান লিয়া কসমসম যাবে পালাইয়া ॥ এই কথা কহ তুমি তাহাকে যাইয়া * শুনিয়া কামার তবে বিদায় হইল ॥ হায়দরের আগে আসি বয়ান করিল আলী শাহা বলে তুমি যাও আর বার ॥ নিরালায় সায়াফে কহ পয়গাম আমার * দিন গোজারিয়া যবে রাত দেখা দিবে ॥ সিয়াহীতে তামাম জাহান ছাপাইবে * সাথে লিয়া আপনার জঙ্গী আছওয়ার ॥ রাতহানা দিবে আসি লস্করে আমার * চারি দিক হৈতে ঘিরে পড়িবে আসিয়া ॥ বাদশার লস্করে মার তলওয়ার খেচিয়া ॥ সায়াফের আগে ফের কামার যাইয়া ॥ আলীর পয়গাম মর্দ্দ আইল কহিয়া ॥ দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া ॥ সায়াফ তৈয়ার হৈল লস্কর লইয়া ॥ তীর তলওয়ার নেজা বান্ধিয়া সকলে ॥ গড় হৈতে নিকালিয়া ময়দানেতে চলে * বাদশার লস্কর যেথা লস্করে আছিল ॥ চারি দিকে ঘিরে লিয়া ডঙ্কা বাজাইল * চৌদিকে নাকারা ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ॥ ঘোড়ার পায়ের নীচে জমিন কাঁপিল * কাফেরান পরে যেন লাগিল চলিতে ॥ তলওয়ার বিজলীর মত লাগে চমকিতে * অন্ধকার রাত তাতে নিন্দের সময় ॥ কাফেরান চমকিয়া হোশ হারা হয় * তাজ বলে মোজা কেহ মাথায় চড়ায় ॥ ঘোড়ার দুমেতে কেহ লাগাম লাগায় * বেদেলে আছিল যারা হৈল হুশিয়ার ॥

গাফেল সকলে জানো ছিল আপনার * মরদানা হজরত আলী সেথায় আছিল ॥ কুদিয়া দুল২ পরে সওয়ার হইল * হাঁকিল হায়দরী হাঁক ইলাহীর শের ॥ হুশ হারাইল তাতে যতেক কাফের হাঁকের আওয়াজ আর সীপারই শোর ॥ কেয়ামত হৈল যেন ময়দান উপর * বেদেরেগ আলী শাহা মারে জুলফিক্কার ॥ মারা গেল বেশুমার সীপাই বাদশার * রাত গোজারিয়া গেল ফজর হইতে ॥ বাদশার লস্কর যত লাগিল ভাগিতে * পালাইল কসমসম বাদশার সরদার ॥ লুটা গেল মাল আর আসবাব তাহার ভাগিয়া বাদশার আগে পৌছিল যাইয়া ॥ কহিল রাতের কথা বয়ান করিয়া * লস্কর লইয়া আমি গেনু সেখানেতে ॥ খবর ভেজিয়া দিনু তাহার আগেতে * কাল বিহানেতে শুরু হইবে লড়াই ॥ কে জানে রাতের মধ্যে ঘটিবে বালাই * রাতকালে দাগা দিয়া পড়িল আসিয়া ॥ আমার সীপাই কত ফেলিল কাটিয়া নিন্দেতে গাফেল ছিনু হইনু ফাপর ॥ জান লিয়া পালাইনু হইতে ফজর * মারা গেল জঙ্গী বিশ হাজার জাওয়ান ॥ আপনা আরজ এই করিনু বয়ান * বাদশা শুনিয়া বড় গমগীন হইল ॥ জঙ্গনামা দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

* দোছরা বার বাদশা হুমানকে পাঠায়, হজরত আলী বাদশার লস্করে রাতহানা দেয় এবং আলীর গলে ফাঁদ ফেলে তাহার বয়ান *

পয়ার * আলীকে যখন শাহা করিল বিদায় ॥ সঙ্গেতে সীপাই দিয়া জঙ্গেতে পাঠায় * আছিল বাদশার এক উজীর হুশিয়ার ॥ আসমানী ভেদেতে খুব ছিল খবরদার * নজ্জুমী এলেমে বড় আছিল কামেল ॥ হেন্দসার জোরে ভেদ করিত হাসেল * বড় হুনুরমন্দ নাম আয়ান তাহার ॥ ডাকিয়া কহিল তারে বাদশা নামদার * শুনহে আয়ান তুমি বড় হুশিয়ার ॥

বুঝিয়া রাম্মাল তব দেখ একবার ✵ ফতে কার হবে দুই লস্করের মাঝ ॥ রাম্মাল দেখিয়া কহ আমার সমাজ ✵ গুণিয়া শুমার করে হেন্দসা খুলিয়া ॥ ভাল মতে দেখে তবে হিসাব জুড়িয়া ॥ হিসাবেতে সব ভেদ লেয় অন্যমত ॥ তেমনি বাদশার আগে কহেন প্রকৃত ✵ প্রথমে তারীফ করে দোয়া তার পর ॥ সুখে রাজ্য কর শাহা দুনিয়া ভিতর ✵ হিসাবেতে সব ভেদ করিনু মালুম ॥ ঐ মর্দ্দে পাঠাইয়া হইল জুলুম ✵ ভেজিলে হইত এই সওয়ারের তরে ॥ ইহা হৈতে মন্দ হবে বাদশার উপরে ✵ আর এই মর্দ্দ বুঝি খয়বরের নয় ॥ তোমাকে আপন নাম ছাপাইয়া কয় ✵ চারিদিক হৈতে বাদশা হুজুরে তোমার ॥ সীপাই চলিয়া আসে হও হুশিয়ার ✵ জামশেদ তাহাকে কহে শুন নামদার ॥ খয়বরের মুল্লুকেতে আমি তাজদার ✵ আর কত বাদশা আছে আমার তাবেতে ॥ আমার মতন নাহি আছে জাহানেতে ✵ কার সাধ্য মোর সাথে লড়াই করিবে ॥ বল দেখি মন্দ মোর কেমনে হইবে ✵ ইহা শুনি কহিল উজীর কামগার ॥ শুন বাদশা জাহাঁপানা আরজ আমার ✵ আয়ান দানেশমন্দ যা কিছু কহিবে ॥ তাহার কথায় কভু হেলা না করিবে ✵ যে কিছু কহিল তাতে না হও তাজ্জব ॥ কহে যা দানেশমন্দ ঠিক হয় সব বাদশা বলে ঠিক বটে সেই হকিকত ॥ আক্কেল কায়েম আছে তাহার আলবত ✵ কিন্তু সেই যদি কমসম না হইত ॥ সীপাই লইয়া কেন এখানে আসিত ✵ তবে যদি বল লড়িবারে আসিয়াছে ॥ খাওরান কেন তারে খালাস দিয়াছে ✵ আয়ান কহিল তারে শুন জাহাঁদার ॥ খাওরান না আছে মুল্লুকে আপনার তাজ তখত ছাড়িয়া সে হাওয়া হইয়াছে ॥ বুঝি সেই এই মুল্লুকেতে আসিয়াছে ✵ সরমে তোমার কাছে মুখ না দেখায় ॥ এ মরদের হাতে বুঝি শেষে ধরা যায় ✵ এবাত শুনিয়া শাহা গোস্বায় ভরিল ॥ আয়ানকে মালামত করিতে লাগিল ✵

বলে ওহে দুষ্ট কেন মার ফালবদ ॥ ফালবদ মারিলে দেখায় হালবদ ✽ ফালবদ বলে বাদশা গোস্বা না হইবে ॥ আয়ান যে কহে তাহা সকলি শুনিবে ✽ বাদশা সীপাই পরে হুকুম করিল দরবার হইতে দোহে নিকালিয়া দিল ✽ তারপরে সেই রাত গেল গোজারিয়া ॥ বিহানেতে কসমসম আইল ভাগিয়া ✽ উপরেতে সেই কথা লেখা গেছে ভাই ॥ আরবার তাহা লিখিয়া যে কাজ নাই ✽ কসমসম কহে জানো বাদশা জাহাঁগীর ॥ এই লড়াইতে মোর হইল তকসির ✽ ফের যাব সেইখানে সীপাই লইয়া ॥ মারিয়া দুশমনে আমি দিব নিকালিয়া ✽ আর না ভুলিব আমি ভাঞ্জিতে তাহার ॥ বাদশা বলে শুন কসমসম নামদার ✽ নামেতে হুমান জঙ্গী সাহেব সরদার ॥ সীপাই লইয়া সেই যাক লড়িবার ✽ ফের আরবার আমি পাঠাব তোমায় ॥ আরাম করিয়া থাক আপনা ডেরায় ✽ সাজিল হুমান জঙ্গী হুকুমে বাদশার ॥ লইয়া নিশান বান হৈল রাহাদার ✽ সন্ধ্যা সমে সীপাই ছৌলেতে উতারিল ॥ ডেরা খাড়া করিয়া সে ময়দানে রহিল ✽ এখানে হজরত আলী বাদশার আগেতে ॥ বিদায় হইয়া মর্দ্দ চলিল ডেরাতে ✽ কামারে কহিল তুমি থাক হুশিয়ার ॥ সায়াফের কাছে আমি যাই একবার ✽ প্রহর এক রাত যবে গেল গোজারিয়া ॥ জঙ্গলের লেবাস শাহা ওজুদে পিন্দিয়া ✽ দুল২ ঘোড়ার পরে হইয়া সওয়ার ॥ যাইয়া পৌছিল যথা লস্কর বাদশার ✽ মনে২ বলে হুমান আমার শিকার ॥ এমন শিকার কেন ছাড়ি এইবার লস্করের বিচে ঘোড়া দিল ঝাপাইয়া ॥ জুলফিক্কার খানি নিল হাতেতে খুলিয়া ✽ মারিল হায়দরী হাঁক কাঁপিল জমিন ॥ তাহাতে মরিল কত কাফের বেদীন ✽ বেদেরেগ জুলফিক্কার মারিতে লাগিল ॥ কত শির কাফেরের জমিতে পড়িল ✽ দুই তিন হামলা করিয়া পাহালওয়ান ॥ কিনারা হইতে মর্দ্দ নিকালিয়া যান ✽ হুশ হারা হৈয়া যত কাফের সীপাই ॥

আপোষের মধ্যে করে ভীষণ লড়াই * অন্ধকার রাত কেহ নাহি চিনে কারে ॥ ভাইয়ের উপরে ভাই তেগ খিচে মারে * বাপের উপরে বেটা মারে তলওয়ার ॥ বেটার উপরে বাপ চালায় হাতীয়ার * এইরূপে আপোষেতে লড়িতে লাগিল ॥ ওখানে হজরত আলী গড়েতে পৌছিল * কোতওয়াল পুছে তারে তুমি কোন জন ॥ এত রাতে এখানেতে কিসের কারণ হায়দর আমার নাম কহিল জওয়াব ॥ সায়াফেরে খবর গিয়া কহিল সেতাব * আইল হজরত আলী শের ইলাহীর ॥ সেতাবী সায়াফ মর্দ্দ হইল বাহির * কান্দিয়া আলীর পাও চুমিল আসিয়া ॥ আলী শাহা মিলে তার গলায় ধরিয়া * গড়ের বিচেতে গিয়া দুজনে বসিল ॥ হাল হকিকত সব কহিতে লাগিল * আপনা আহওয়াল শাহা করিল বয়ান ॥ সায়াফ আপনা হাল তাহাকে শুনান * দু-জনার আহওয়াল শুনিয়া দু-জন ॥ খোদার শোকর আদা করেন তখন * তারপরে খানা পানি খাইয়া শুইল ॥ বিহান হইতে শাহা সওয়ার হইল * বাদশার লস্করে সব যাইয়া পৌছিল ॥ দেখে সেইরূপ ফের লড়িতে আছিল * ফের এক হাঁক মারে ময়দান উপর ॥ শুনিয়া হুমান জঙ্গী হইল ফাপর * পালাইয়া গেল সবে জঙ্গে ভঙ্গ দিয়া হায়দর আপন ডেরে পৌছিল আসিয়া * বাদশার সরদার হুমান পালাইয়া যায় ॥ জঙ্গের আহওয়াল সব বাদশাকে শুনায় * হুমান বলে গেনু আমি লস্কর লইয়া ॥ রাতকালে ময়দানেতে ছিনু উতারিয়া * রাত কালে গিয়াছিনু এমন সময় ॥ শব্দ এক ভয়ঙ্কর আচম্বিতে হয় * না রহিল হুশ কার সেই আওয়াজেতে অন্ধকারে লড়িতে লাগিনু আপোষেতে * কাটাকাটি করিতে হৈল রাতহানা ॥ কার সাথে কে কেবা লড়ে না পায় ঠিকানা * সেই হালে ফজর হইয়া গেল রাত ॥ লড়িতে আছিল এক দোছরার সাথ * হেন কালে আসে এক ঘোড়ার সওয়ার ॥

সেই মত এক হাঁক মারে আরবার ✱ বেহুশ হইয়া সবে আসে পালাইয়া ॥ হুজুরে আরজ এই করিনু আসিয়া ✱ একথা শুনিয়া হুশ উড়িল বাদশার ॥ কহিতে লাগিল কোথা গেল কামগার ✱ উজীর আইল তবে বাদশার সামনে ॥ কহিল সকল কথা উজীরের সনে ✱ বাদশা বলে শুনহে উজীর নামদার ॥ সীপাই পড়িল মারা চল্লিশ হাজার ✱ না জানি লস্করে কেবা দিল রাতহানা ॥ কে করে এমন কাজ নাহি যায় জানা ✱ উজীর কহিল শুন বাদশা নামদার ॥ এ কথা হেথায় তুমি না কহ জেনহার ✱ বোলাইয়া আন তুমি আয়ানের তরে ॥ শুন কিবা ভেদ আছে ইহার ভিতরে ✱ সেই ঘড়ি আয়ানেরে নিল বোলাইয়া ॥ বসাইল তার তরে আদর করিয়া ✱ কহিতে লাগিল বাদশা শুনহে আয়ান ॥ খুলিয়া আমার আগে কর না বয়ান ✱ হুমানের পরে কেবা রাতহানা দিল ॥ কোন জন এত লোক মারিয়া ডালিল ✱ কে করে এমন কাজ নাহি যায় জানা আয়ান কহিল তবে শুন জাহাঁপানা ✱ আগেতে এসব কথা করিনু জাহির ॥ নিকালিয়া দিলে বাদশা আমার খাতির ✱ সেই মর্দ্দ আছে এই তোমার দরবারে ॥ যদি এর তরে পার হাত করিবারে ✱ তবেত তোমার কাজ ভালাই হইবে ॥ তাজ তখত বাদশাই কায়েম থাকিবে ✱ খয়বরের এই মর্দ্দ কদাচিত নয় ॥ কসমসম নাম তার ছাপাইয়া কয় ✱ না শুনে আমার কথা হবে পেরেশান ॥ বিদায় হইল ইহা কহিয়া আয়ান ✱ কোলবাদ নওশাদ নামে আছিল সরদার ॥ দুই ভাই ছিল তারা এগানা বাদশার ✱ ডাকিয়া দুজনে বাদশা করিল ফরমান ॥ সাথে লও দশ জন চুনেন্দা জাওয়ান ✱ দশ জন ফাঁসিদার সাথে করে লিয়া ডেউড়ীর এক কোণে থাক ছাপাইয়া ✱ আনিব কসমসমে নিকটে ডাকিয়া ॥ যাইবে যখন মর্দ্দ বিদায় হইয়া ✱ দশ জনে দশ ফাঁদ গলায় ফেলিয়া ॥ একেবারে তার তরে লইবে বান্ধিয়া ✱

কোলবাদ নওশাদ গেল ফাঁসিদার লিয়া ॥ দাঁও করে রাহা পরে রহে ছাপাইয়া * তারপরে বাদশা একজনে পাঠাইয়া ॥ হজরত আলীর তরে আনিল ডাকিয়া * বাদশা বলে কসমসম শুনহ খবর ॥ হুমান লড়িতে গেল লইয়া লস্কর * প্রহর এক রাত যবে গেল গোজারিয়া ॥ আচম্বিতে এক হাঁক পৌছিল আসিয়া সেই সমে হুশ হারা তামাম সীপাই ॥ আপোয়েতে রাত ভর করিল লড়াই * মারা গেল চল্লিশ হাজার পাহালওয়ান ॥ যে দুঃখ পাইনু তাতে না হয় বয়ান * কে করে এমন কাজ জানা নাহি যায় ॥ ঠাহরিয়া কিছু আমি না পাই উপায় * আলী হায়দর কহে শুন নামদার ॥ কতেক সীপাই মোরে দেহ আর বার * এবার যাইয়া লিব আপনার দাদ ॥ তবেত বাদশার দেলে হইবেক সাধ * বাদশা বলে এই কাম নেহাত করিব ॥ কাল আমি লস্কর তোমার তরে দিব * এ বলিয়া হজরতেরে করিল বিদায় ॥ পাহালওয়ান উঠিয়া আপন ডেরে যায় * ডেউড়ীর কাছে যবে যাইয়া পৌছিল ॥ হেন কালে দশ ফাঁদ গলায় পড়িল * ফাঁসিদার খেচে চাহে বন্ধ করে তায় ॥ সে দিকেতে আলী শাহা ফিরিয়া না চায় * ফান্দ ছিড়ে গেল তার হুকুমে খোদার ॥ রেশমের ফান্দ কারী না হইল তার * গোস্বা ভরে লস্করেতে পৌছিল যাইয়া ॥ তখনি হুকুম করে কামারে ডাকিয়া * খাড়া২ সীপাই লইয়া আপনার ॥ সায়াফের কাছে যাও গড়ের মাঝার * সেখানে গড়ের বিচে থাক দুই জন ॥ হুশিয়ার হইয়া রাখ সীপাই আপন * হুকুম পাইয়া মর্দ্দ কামার সরদার ॥ লস্কর লইয়া গড়ে হৈল রাহাদার * সায়াফ খবর পেয়ে আসে নিকালিয়া ॥ গড়ের বিচেতে গেল সকলে মিলিয়া খোশালেতে ঐ খানে সকলে রহিল ॥ বাঙ্গালাতে দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

—০ঃ)*(ঃ০—

* হায়দরের সঙ্গে নওশাদের লড়াই ও আর্দ্দশেরকে
ছোলের গড়ে পাঠায় তাহার বয়ান *

পয়ার * ফাঁদ ছিড়ে আলী মর্দ্দ গেল নিকালিয়া ॥ আপন লস্কর দিল গড়েতে ভেজিয়া * কেহ গিয়া জামশেদেরে খবর কহিল ॥ কসমসম জোরওয়ার ধরা নাহি গেল * এখন বাদশার ডরে যায় পালাইয়া ॥ একথা শুনিয়া বাদশা উঠিল কুদিয়া * কোথা গেল বাহাতুর নওশাদ জাওয়ান ॥ সাথে লও বত্রিশ হাজার পাহালওয়ান * দেখ কসমসম কোথা যায় পালাইয়া ॥ সীপাই সকলে 'আন তাহাকে বান্ধিয়া * উজীর কহিল শুন বাদশা নামদার ॥ না যাবে নওশাদ মর্দ্দ সম্মুখে তাহার * বাদশা বলে থাক তুমি না বাড়াও গম ॥ হেলায় হইবে মর্দ্দ তাহার যে সম * শুনিয়া নওশাদ জঙ্গী বান্ধিল কোমর ॥ তীর তলওয়ার বান্ধে কামান খঞ্জর * গড়ের বাহিরে যায় দরওয়াজা খুলিয়া ॥ ময়দানেতে একা আলী আছিল বসিয়া * লস্কর দেখিয়া শাহা বান্ধিয়া হাতীয়ার ॥ কুদিয়া তুলং পরে হইল সওয়ার * নওশাদ কহিল তারে শুন নামদার ॥ কোথা গেল লোক জন সীপাই তোমার * এখান হইতে কেন পালাইয়া যাও ॥ আপনার ভেদ বাত আমাকে বাতাও * আলী শাহা কহে শুন নওশাদ কাফের ॥ কখন ভেড়ার হাতে নাহি ভাগে শের * গড় বিচে আপনা লস্কর ভেজিয়াছি ॥ তোমার কারণে হেথা খাড়া হয়ে আছি * নওশাদ হাঁসিয়া বলে শুন পাহালওয়ান ॥ এ সব কথায় তুমি না করিবে ধেয়ান * মানিয়া আমার কথা চল মেরা সাথ ॥ তকসির করাব মাফ বাদশার সাক্ষাৎ * আর যদি নাহি মান হুকুম আমার ॥ তলওয়ার আমার আর গরদান তোমার * গোস্বা হৈল শাহা মর্দ্দ কথায় তাহার ॥ কহিল শুনরে বে-ঈমান দুরাচার * নাহক আগুন না লাগাও নলবনে ॥ না লড় গিধড় হৈয়া শেরদের সনে * কুফরী তরীক তুমি ছাড় আপনার ॥

গোলাম হৈয়া কর ঈমান কারার * খোদাকে ওয়াহেদ জানো বান্দা হও যদি ॥ জান তন পয়দা কৈল আর নেকী বদী * এই সব বাতে যদি ফিরাইবে শির ॥ কাটিব তোমায় আগে মারিয়া সামশের * শুনিয়া কাফের জ্বলে আগ বরাবর ॥ ঘোড়া কুদাইয়া আইল হায়দর উপর * ডাহিনেতে তেগ নিল বামে নিল ঢাল ॥ হাত উঠাইয়া বলে সামাল২ * বাম হাতে আলী শাহা কজ্জা ধরে তার ॥ মুচরিয়া ছিনে নিল হাতের তলওয়ার * মারিল হাতের ধাক্কা তাহার ছাতিতে ॥ ঘোড়ায় থাকিয়া মর্দ্দ গিরিল মাটিতে * হায়দরে ঘিরিল আসি তামাম লস্কর ॥ বাম হাতে নওশাদের ধরিল কোমর * উঠাইয়া নিল তারে গলে ঝুলাইয়া ॥ লইল ডাহিন হাতে তলওয়ার খুলিয়া হাকিয়া কুদায় ঘোড়া যেন শের নর ॥ মারিতে লাগিল তেগ লস্কর উপর * কাফের লস্কর সব চৌদিক হইতে ॥ ঝাকে২ তীর নেজা লাগিল মারিতে * ঢালের মাফিক মর্দ্দ নওশাদে ঘুমায় যতেক হাতীয়ার লাগে নওশাদের গায় * এইরূপে ঘড়ি চার হইল লড়াই ॥ মারা গেল কত জন লেখা জোখা নাই * লহুতে ময়দান গেল হৈয়া লাল রঙ্গ ॥ পালাইল কাফেরান জঙ্গে দিয়া ভঙ্গ * আলী শাহা গেল এক নহরের ধারে ॥ নওশাদেরে ফেলাইল পানির কিনারে * হয়বতে নওশাদ মর্দ্দ আছিল বেহুশ ॥ মুখে পানি দিয়া তার করাইল হুশ * আলী কহে এবে তুমি হও মুসলমান ॥ তবেত আমার হাতে বাঁচে তেরা জান * তোমার কাফেরী দীন ছাড়হ এখন ॥ নওশাদ কহিল না ছাড়িব কদাচন * তুমি কেন নাহি ছাড় আপন চরিত একথা শুনিয়া শাহা হইল ক্রোধিত * মারিল এমন মুক্কি গরদান উপর ॥ সেই চড়ে বেহুশেতে গিরিল কুফর * সেখানে হইতে শাহা দুল দুল সওয়ার ॥ ছোলের গড়ের দিকে হৈল রাহাদার * ঘড়ি এক বাদে তথায় পৌছিল যাইয়া *

এবে শুন আর কথা কহি বিবরিয়া * নওশাদের বাদশা লড়িতে ভেজিল ॥ হায়দরে ধরিতে তাহাকে পাঠাইল * আছিল সরদার এক নামে আর্দ্দশের ॥ বড় পাহালওয়ান সেই জাওয়ান দেলের বাদশা তাকে এক লাখ আছওয়ার দিয়া ॥ ছৌলের গড়েতে তারে দিল পাঠাইয়া * কহিল দুশমন এই গড়েতে আসিয়া ॥ লইল ছৌলের কেল্লা দখল করিয়া * সীপাই লইয়া তুমি ঐ গড়ে যাও ॥ জালেমের তরে গিয়া মারিয়া হাঁকাও * বাদশার ফরমান পেয়ে সাজে আর্দ্দশের ॥ সাথে লিয়া এক লক্ষ জাওয়ান দেলের * বাদশাহী ঝাণ্ডা উড়ে চান্দের সমান ॥ তোপ গোলা মেকজান বান চন্দ্রবান * দামামা নাকারা কত বাজে ঘন২ ॥ রণ সিঙ্গা বাগু ঘণ্টা বাজে ঠনা ঠন * গর্দ্দ উড়াইয়া করে দুনিয়া আন্ধার ॥ চমকে বিজলী যেন তেগ আবদার * গড়ের নিকটে গিয়া সীপাই পৌছিল ॥ কোতওয়াল সায়াফেরে খবর কহিল * ডঙ্কা বাজাইয়া মর্দ্দ সায়াফ সরদার ॥ ময়দানে সীপাই লিয়া বান্ধিল কাতার * জঙ্গের নাকারা মারে ঝাণ্ডা খাড়া করে ॥ ডাহিন বামেতে খাড়া কৈল থরে থরে * ডাহিনে কামার বামে আবদুল আনসারী ॥ আগে পিছে সীপাই রহিল সারি২ * বিচ খানে খাড়া হৈল সায়াফ দেলের ॥ ওদিকে সাজিল পাহালওয়ান আর্দ্দশের * গমগীন মিনাদ মর্দ্দ ডাহিনে রহিল ॥ মনুচেহের নামে জঙ্গী বামে খাড়া হৈল * মধ্যে ভাগে আর্দ্দশের যেন ফিল মস্ত ॥ গোর্জ্জ মেরে পাহাড়ে করিয়া দেয় পস্ত * দুদিকে লস্কর যদি হইল তৈয়ার ॥ আসমানে উড়িয়া ধূলা হইল আন্ধার বাজনের ঘোর রবে জমিন কাঁপিল ॥ কত লোক হয়বতে হুশ হারাইল * প্রথমে মোমিন এক আনসারী জাওয়ান ॥ ওম্মর আছিল নাম বড় পাহালওয়ান * ঘোড়া কুদাইয়া মর্দ্দ ময়দানে আইল ॥ নেজা হাতে ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিল *

কাফেরের দিক হৈতে নামে জাহাঙ্গীর॥ নেজা হাতে ময়দানেতে হইল বাহির * জাহাঙ্গীর মারে নেজা ওম্মর উপরে॥ ওম্মর করিল রদ হেকমত হুনুরে * ওম্মর মারিল ফের ছাতি তাকাইয়া ঢালের উপরে জঙ্গী লইল প্যাতিয়া * দুইজনে নেজা বাজী করিল বিস্তর॥ আখেরেতে এক নেজা মারিল ওম্মর * ঢালকে কাটিয়া নেজা বুক হইল পার॥ পীঠ দিয়া নিকালিল ফল আবদার * জান দিল জাহাঙ্গীর পড়িয়া জমিনে॥ ওম্মর আপন নেজা খুলে নিল টেনে * মোমিন সীপাই দলে হৈল খোশ দেল॥ কাফেরান একেবারে হইল বেদেল * জাহাঙ্গীর মত কেহ লস্কর ভিতর॥ না ছিল জাওয়ান মর্দ্দ আর জোরওয়ার তার পরে আর এক খয়বরী জাওয়ান॥ ঘোড়া কুদাইয়া আইল লড়িতে ময়দান * হাঁক দিয়া কামারে লাগিল কহিতে॥ জাহাঙ্গীরের দাদ আমি আইনু লইতে * জাহাঙ্গীর মত তোরে করিব বেজান॥ তোমার লহুতে লাল করিব ময়দান * এত বলি মারে নেজা ওম্মর উপরে॥ ওম্মর তাহার নেজা দিল রদ করে * ঘোড়া কুদাইয়া মর্দ্দ ওম্মর সরদার॥ একেবারে ভিড়ে গেল নিকটে তাহার * পাঞ্জরে মারেন তার নেজা ঘুমাইয়া॥ দোছরা প্যাঞ্জর হৈতে গেল নিকালিয়া * উতারিয়া ঘোড়া হইতে শির কাটে তার॥ আর বার ঘোড়া পরে হইল সওয়ার * সীপাই তলব করে মহিম খাতির॥ তাহার আগেতে কেহ না হয় হাজির * হেনকালে কাফেরের সীপাই হইতে॥ নিকালিয়া এক মর্দ্দ আইল লড়িতে * দূর হৈতে মারে তীর কাফের সওয়ার॥ ওম্মরের বুকে লেগে পীঠ হৈল পার * সায়াফের দিকে মুখ করিয়া ওম্মর॥ ডাকিয়া কহিল তারে শুন নামওর * এখানে হজরত আলী আসিবে যখন॥ আমার সালাম তাকে কহিবে তখন * তাহাকে কহিবে যে আমার সালাম॥ নবীর হুজুরে কবে আলায়হেস্‌সাল্লাম *

একথা কহিয়া চক্ষু ঢাকিল আপন ॥ কেয়ামত তক নাহি খুলিবে কখন ✱ তাহাতে মোমিনগণ লাগিল ভাবিতে॥ কাফেরান শাদীয়ানা লাগে বাজাইতে ✱ লস্করের বিচ হৈতে সায়াফ সরদার ॥ ময়দানেতে ঘোড়া কুদাইল আপনার ✱ কহে সেই তীরান্দাজ রহিল কোথায় ॥ এইক্ষণে তীরান্দাজী শিখাব তাহায় একথা কহিতে এক মগরবী সওয়ার ॥ লইয়া কামান তীর হাতে আপনার ✱ শামস্ তাহার নাম ময়দানে আইল ॥ সায়াফের সামনেতে কহিতে লাগিল ✱ সেই তীরান্দাজ আমি তুমি কেন ডাক ॥ তুমিও দেখিতে চাহ খাড়া হৈয়া থাক ✱ শুনিয়া সায়াফ তাকে না দিল জওয়াব ॥ শমশের খেচিয়া তাকে মারিল সেতাব ✱ বাম কান্ধ হৈতে তার ডাহিন পাঞ্জর ॥ কাটিয়া গিরায় তাকে জমিন উপর ✱ তারপরে সেথা হৈতে ঘোড়া কুদাইয়া ॥ কাফের লস্কর বিচে পড়িল যাইয়া ✱ বেদেরেগ মারে তেগ সায়াফ সরদার ॥ সীপাই ঘিরিয়া নিল চৌদিকে তাহার ✱ কামার দেখিয়া তবে লস্কর লইয়া ॥ সায়াফের মদদেতে পৌছিল আসিয়া ✱ দু-দলে সীপাই মিলে গেল এক সাথ ॥ গর্দ্দ উঠাইয়া দিল হৈল যেন রাত ✱ দিন দু-প্রহর যবে গেল গোজারিয়া ॥ ময়দানে লহুর নদী চলিল বহিয়া ✱ থোড়াই মোমিন আর অনেক কাফের ॥ কাফেরান হাতেতে মোমিন হইল জের ✱ আজেজ হইল যদি ভাগিতে লাগিল ॥ সায়াফ দেখিয়া তাহা বিপাক জানিল ✱ লড়াই ছাড়িয়া মর্দ্দ ঘোড়া কুদাইয়া ॥ রাহা ঘিরে খাড়া হৈল কহিল ডাকিয়া ✱ শুন ওহে জঙ্গী লোক সীপাই তামাম ॥ না পালাও দেখ খোদা করে কোন কাম ✱ এইক্ষণে আলী শাহা দুল২ সওয়ার ॥ মদদে ভেজিবে সেই পরওয়ারদেগার ✱ দেলাসা ভরসা কত এইমতে দেয় ॥ কিন্তু তার কথা কেহ কানে নাহি লেয় ✱ আল্লার নিকটে মর্দ্দ করে মোনাজাত ॥ ওহে আল্লা দয়াময় তুমি পাকজাত ✱

আমি বেচারার কিছু শুন ফরিয়াদ॥ কাফেরের হাতে দাও আমাদের দাদ * বা-হুরমাতে রাসুলে আলায়হেস্‌সাল্লাম॥ বা-হুরমাতে ফোরকান যে তোমার কালাম * এইক্ষণে আলীকে পাঠাও মদদেতে॥ রক্ষা কর তুমি আপনার মেহেরেতে * এই দোয়া চাহে মর্দ্দ সায়াফ সরদার॥ দেখে এক গর্দ্দ উড়ে ময়দান মাঝার * গর্দ্দ হৈতে শুনা যায় হাঁক দুলদুলের॥ আসিয়া পৌছিল শাহা ইলাহীর শের * ফেরার দেখিল আলী আপন লস্কর॥ আর্দ্দশের ধায় যেন যায় শের নর * আলীকে দেখিয়া সবে ফেরার লস্কর॥ ফিরিয়া হইল খাড়া ময়দান উপর জুলফিক্কার হাত পরে লইল খুলিয়া॥ আর্দ্দশের আগে গেল ঘোড়া কুদাইয়া * হাঁকিয়া কহিল ওরে শুন আর্দ্দশের॥ জঙ্গল পাইয়া খালি হৈলে এবে শের * গরুরীতে কর মস্তী শের নর সাথ॥ এবার শেরের পাঞ্জা দেখিবে নেহাত * শুনিয়া কাফেরগণ বিষাদ ভাবিয়া॥ কহে এবে কসমসম পৌছিল আসিয়া মরিবে বহুত লোক কেহ না আটিবে॥ আমাদের ফতে আর কভু না হইবে * ঘোড়া কুদাইল শাহা দুল২ সওয়ার॥ জঙ্গের ময়দানে হৈল ঘোর অন্ধকার * বাজিতে লাগিল সিঙ্গা ভেউর করনায়॥ মস্তহালে জঙ্গীলোক হাতীয়ার চালায় * দুলদুলের দাপে জমি কাঁপিতে লাগিল॥ ঘড়ি এক বিচে নদী বহাইয়া দিল * সেকেস্ত পড়িল তবে কাফের উপর॥ রাহা পায় আলী শাহা লস্কর ভিতর * যেখানে সরদার মর্দ্দ ছিল আর্দ্দশের॥ সেখানে পৌছিল গিয়া ইলাহীর শের * কোমরে মারিল তার তেগ আবদার * কাটিয়া জমিনে পড়ে আধা ধর তার॥ আধা ধর রয়ে গেল জিনের উপর * পালাইল কাফেরান হইয়া ফাপর ডেরা তাম্বু আসবাব যে কিছু রহিল॥ মুসলমান সকলেতে লুটিয়া লইল * সায়াফের তরে কহে আলী নামদার॥ আবুজ মাজন সাদ জেন্‌হার খার * কি হইল এরা সবে না জানি খবর॥

আল্লাতালা নেঘাবান আছে তার পর * এখন ছৌলের গড়ে আর না রহিব ॥ কাসেদের ময়দানেতে সীপাই রাখিব * এখানেতে কম হৈল ঘাস আর পানি ॥ আরামে থাকিব সবে যাবে পেরেশানী * এ বলিয়া কুচ করে সেই ময়দানেতে ॥ ডেরা খাড়া করিয়া রহিল সেখানেতে * ওদিকে ফেরারী যত সীপাই বাদশার ॥ জামশেদের আগে গিয়া কহে সমাচার * তোমার হুকুমে বাদশা লড়িবারে যাই ॥ পহেলা দুশমন সাথে হইল লড়াই দুই দলে মোকাবেলা হৈল মহা জঙ্গ ॥ আখেরে ভাগিল তারা জঙ্গে দিয়া ভঙ্গ * তার পরে কসমসম সেখানে আসিয়া ॥ পালাইন্তে ছিল যারা নিল ফিরাইয়া * লড়িল সে কসমসম আমাদের সাথ ॥ কি কহিব বাদশা তার মর্দ্দমীর বাত * মারা গেল আর্দ্দশের হাতেতে তাহার ॥ আখেরে ভাগিনু মোরা হইয়া লাচার * বাদশা শুনে ভাবনায় হইল অস্থির ॥ কামগারে কহে বাদশা শুনহে উজীর * এই দেখ পাহালওয়ান করে কোন কাম ইহাতে কি ভেদ আছে না জানি আঞ্জাম * কেমনে করিব হাত এই পাহালওয়ানে ॥ ইহার ফেকের তুমি কহ মোর সানে * উজীর কহিল শুন আরজ আমার ॥ আসানীতে ধরা যাবে এই নামদার * তামাম খয়বর আছে ফরমাবরদার ॥ আর কত তাজদার আছে তাবেদার * বালাখ বোখারা আর চীন হিন্দুস্থান হুকুমের তাবে তেরা মাগফুর খাকান * বড়২ পাহালওয়ার আছে যত জন ॥ সকলের আগে তুমি পাঠাও লিখন * মদদে আসিবে তারা সীপাই লইয়া ॥ লড়িয়া তাহার সাথে লইবে ধরিয়া * বাদশা শুনিয়া তবে পছন্দ করিল ॥ ফরমান লিখিয়া দেশে২ পাঠাইল * আর কত আপনার আছিল লস্কর ॥ সকলে লইয়া বাদশা বান্ধিল কোমর * শহর ছাড়িয়া তবে নিকালে ময়দান ॥ ডেরা তাম্বু কৈল খাড়া পতাকা নিশান * লস্করের সাজনেতে থাকে জাহাঁদার ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে রচিয়া পয়ার *

* মীর সায়াফ খাওরানকে হায়দরের কাছে লইয়া যায় তাহার বয়ান *

ত্রিপদী • কাসেদের ময়দানেতে, আলী শাহা সেখানেতে, লস্কর লইয়া উতারিল ॥ ঘাস পানি বেশুমার, চারি দিকে ছিল তার, সেই জায়গা পছন্দ হইল * একদিন ফজরেতে, শিকারের গরজেতে, একেলা সায়াফ পাহালওয়ান ॥ হাতীয়ার পোষাক লিয়া, গেল মর্দ্দ নিকালিয়া, ছাড়িয়া সে কোশাদা ময়দান * জঙ্গলের বিচে গিয়া, শিকারের পিছা দিয়া, ঘড়ি এক করিল শিকার ॥ দিন হৈল দু-প্রহর, ধূপের হইল জোর, পেরেশান ঘোড়া ও সওয়ার * চারি তরফেতে চায়, গ্রাম এক দেখা যায়, সেই দিকে ঘোড়া চালাইল ॥ যাইতে রাহের পরে, ডাহিনে নজর করে, জায়গা এক দেখিতে পাইল * বাগানের ধারে গিয়া, ঘোড়া হৈতে উতারিয়া, বান্ধিয়া রাখিল এক গাছে ॥ ভিতরেতে চলে যায়, ছায়াদার গাছ পায়, ফল ফুল প্রচুর রয়েছে * ঠাঁই২ গাছ তলে, পানির নহর চলে, পিয়াসেতে জিউ ঠাণ্ডা হয় ॥ নহরের কিনারায়, জমরুদী ঘাস তায়, সর্ব্বক্ষণ যেন বায়ু বয় * ডালে২ পাকা ফল, করে সদা ঝলমল, দেখে মর্দ্দ হৈল খোশালিত ॥ তামাসা দেখিতে যায়, সে ফল পাড়িয়া খায়, পানি পিয়ে বড় আনন্দিত * হেনকালে একজন, দিল আসি দরশন, ফাটা বস্ত্র গায়েতে উড়িয়া ॥ মলিন বদন তার, রঙ্গ নাহি চেহারার, সায়াফেরে কহে ডাক দিয়া * কোন ওহে মোসাফের, বেগানার বাগানের, কি হিম্মতে ফল তুড়ে খাও ॥ বেগানার চিজ হয়, খাইতে উচিত নয়, ভাল চাহ নিকালিয়া যাও * সায়াফ তাহার তরে, দেখে নিরীক্ষণ করে, চিনিল যে দেখিয়া তাহায় ॥ বাদশা এই খাওরান, হৈয়া মর্দ্দ পেরেশান, ছাপাইয়া মুল্লুকে বেড়ায় * খাড়া হইয়া তার তরে, বসাইল হাত ধরে, নরম জবানে কহে বাত ॥ পুছি বাদশা খাওরান,

কেন হও পেরেশান, এইক্ষণে চল মোর সাথ * আলীর নিকটে গিয়া, তোমাকে পৌছাব লিয়া, বাড়াইব মর্ত্তবা তোমার ॥ তাজ তখত দেলাইব, খুব মতে নেওয়াজিব, বাদশাই কর আপনার * শুনে বাদশা খাওরান, ডরে ডরাইল জান, ভয় পেয়ে কাঁপিতে লাগিল ॥ জেব মধ্যে হাত দিয়া, দশ দানা মতি লিয়া, কান্দিয়া তাহার হাতে দিল * কহে এই মতি লও, আমাকে ছাড়িয়া দাও, পেরেশান না করিবে ভাই ॥ তখত তাজ ছেড়ে দিয়া, বৈরাগীর বেশ লিয়া, দেশে২ ভ্রমিয়ে বেড়াই * এ ভব সংসার পর, ছাপ নাই নাম মোর, জাহের না কর তুমি ভাই ॥ প্রকাশ করিলে এবে, প্রাণে বাঁচা ভার হবে, জানিয়া যে রক্ষা কর তাই * সায়াফ সে মতি লিয়া, কহে ফের হাঁক দিয়া, উঠে চল সঙ্গেতে আমার ॥ কেন হও পেরেশান, থাক হৈয়া মুসলমান, বাদশাই পাবে আরবার * শুনে বলে খাওরান, যদি মোর মার জান, কভু নাহি যাব তেরা সাথ ॥ সায়াফ শুনিয়া তারে, গোস্বায় তলওয়ার মারে, কাটিয়া ফেলিল এক হাত * বেদনা পাইয়া শাহা, কেন্দে কহে আহা২, লাচারিতে সাথে যায় তার ॥ কাটা হাত নিল তুলে, আগে২ যায় চলে, পাছে যায় সায়াফ সরদার * হায়দরের কাছে গিয়া, দিল তারে পৌছাইয়া, আলী শাহা কহে তার সাথে ॥ শুন শাহা খাওরান, হও তুমি মুসলমান, কালেমা পড়িয়া একিদাতে * তাজ আর তখত লিয়া, খয়বরেতে শাহী দিয়া, বাড়াইব মরতবা তোমার ॥ বাদশা হবে খয়বরের, সকলে হইবে জের, পাইবে খেরাজ সবাকার * আর যদি নাহি মান, এখনি হারাবে জান, হাত কিম্বা কাটা যাবে শির ॥ শুনে কথা খাওরানে, মনে২ অনুমানে, দেল বিচে করিয়া ফেকির * যদি হই মুসলমান, পরে না হব পেরেশান, না হইলে হারাইব জান ॥ সেই ভাল মুখে কহি, অন্তরে বৈমুখ রহি, তবে বুঝি পাইব এড়ান ॥ মুখে হব মুসলমান,

খালাস পাইবে জান, কে জানে দেলেতে কিবা আছে॥ এই যুক্ত স্থির করে, কালেমা জবান পরে, পড়ে শাহা হায়দরের কাছে * কাফেরী ছাড়িয়া শাহা, মোনাফেকী নিল রাহা, কমবক্তি ধরিল তাহার * মোনাফেকের মুখ কাল, তাহাতে মুশরেক ভাল, গোত্র মধ্যে থাকিবে সদয় * তবে বাদশা খাওরান, হৈল যবে মুসলমান, আলী শাহা হইল খোশাল॥ মাথা পরে তাজ দিয়া, তখত পরে বসাইয়া, হর বাতে করিল নেহাল * খিমা এক দিল আর, খাওয়াছ খেদমতগার, সকলে রহিল খুশী মন॥ কিন্তু আলী নামদার, মালেকের সমাচার, সাদ আর আবুল মাজন * না পাইয়া মনে ভাবে, কেমনে খবর পাবে, ভাবনায় মনে নাহি সুখ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কয়, এই সে উচিত হয়, সঙ্গী হারা মনে বড় দুঃখ *

—০ঃ * ঃ০—

* আবুল মাজন পঞ্চ রাহা হইতে জুদা হইয়া
রাবনাম গড়ে পৌছে তাহার বয়ান *

পয়ার * হজরত মরতজা শের পরওয়ারদেগার॥ কাসেদের ময়দানেতে থাকে নামদার * এবে শুন আর কথা কহি বিবরিয়া কিরূপেতে আবুল মাজন পৌছিল আসিয়া * পঞ্চ রাহা হৈতে মর্দ্দ আবুল মাজন॥ জুদা হইয়া এক রাহে করিল গমন * দশ দিন জঙ্গল পাহাড় এড়াইয়া॥ বড় এক ময়দানেতে পৌছিল যাইয়া * ঘাস পানী ময়দানেতে বহুত দেখিয়া॥ ডেরা খাড়া করে সবে আরাম লাগিয়া * তারপরে ধূপ যবে গরম হইল॥ পিঁপড়ার পাল আসি সেখানে পৌছিল * বড়২ পিঁপড়া সমান শৃগালের॥ শিয়ালের দুম যেন দুম সকলের * রহিতে না পারে সেথা হইল সওয়ার॥ পিঁপড়ার জুলুমেতে হইল লাচার * আগে যত যায় ততোধিক দেখা পায়॥ ক্লেশেতে কোতওয়ালের ঘোড়া মারা যায় * এক দিন এক রাত এরূপে গোজারিল॥

পিঁপড়ার স্থান হৈতে বাহির হইল ✽ ফাকা মান্দা কয় রোজ আছিল সীপাই ॥ উতরিল মাকুল দেখিয়া এক ঠাঁই ✽ ময়দানেতে ঘাস্ পানি দেখিয়া বিস্তর ॥ সীপাই রাখিল সেই ময়দান উপর একদিন রাত সেথা আরাম করিয়া ॥ তার পরে সেথা হৈতে রওয়ানা হইয়া ✽ পর দিন রবি যবে উদয় হইল ॥ হাস্‌নে বাগান বিচে যাইয়া পৌছিল ✽ সে গড়ের কোতওয়াল পাইল খবর ॥ এখানে আসিয়া এক পৌছিল লস্কর ✽ এ কথায় কোতওয়াল হইল তাজ্জব ॥ বলে আমি দেখিলাম তামাসা আজব ✽ কিছু বেশী কম মোর হৈল আশি সাল ॥ এত দিন এই গড়ে আছি কোতওয়াল ✽ এই রাহে কখন সীপাই না আইল ॥ রাহা হারাইয়া বুঝি এখানে পৌছিল ✽ এই ময়দানের বিচে পিঁপড়ার ডরে ॥ শের নর কখন কদম নাহি ধরে ✽ কেমনে সীপাই এই রাহেতে আইল ॥ এত বলি কোতওয়াল তখনি উঠিল ✽ সাথে নিল আপনার শত আছওয়ার ॥ কোতওয়াল যায় মোলাকাত করিবার ✽ লস্করে পৌছিল যদি মর্দ্দ কোতওয়াল ॥ আবুল মাজন পরে করিল সওয়াল ✽ আইলে কোথা হৈতে যাইবে কোনখানে ॥ কেমনে হইলে পার চিউটির ময়দানে ✽ এমত আফত রাহে আইলে কেমনে ॥ বয়ান করিয়া কহ আমার সামনে ✽ আবুল মাজন কহে শুন কোতওয়াল ॥ মন দিয়া শুন যত আমার আহওয়াল ✽ খয়বরে আমার ঘর ছিনু দুই ভাই ॥ আমাদের ভাবে আছে কতেক সীপাই ✽ বড় ভাই মেরা সাথে ঝগড়া করিরা ॥ কতেক সীপাই লিয়া গেছে নিকালিয়া ✽ শুনেছি গিয়াছেন মাগরেব জমিতে ॥ সে কারণে যাই তার তালাশ করিতে ✽ চিউটির ময়দান মেরা হইল গুজার ॥ মারা গেল কত লোক আর জানওয়ার ✽ হয়রান হইয়া এথা আসিয়া পৌছিনু ॥

এইত আহওয়াল মেরা বয়ান করিনু॥ কোতওয়াল কহে বড় তক্‌লীফ পাইলে॥ আপদে বিপদে বড় কসেল্লা খেচিলে * চল মোর সাথে এই পাহাড় উপর॥ আরাম করহ কিছু গড়ের ভিতর * দুই তিন দিন হেথা কর মেহেরবানী॥ পাইলে আরাম দূর যাবে পেরেশানী * তার পরে যাবে তুমি যেথা জীউ চায়॥ রাজী হৈল আবুল মাজন তাহার কথায় * আগে যায় কোতওয়াল হইয়া সওয়ার॥ আবুল মাজন তার সাথে হৈল রাহাদার * একুশ চুমেন্দা জাওয়ান সাথে লিয়া॥ সেই পাহাড়ের পড়ে চড়িল যাইয়া * এমন বোলন্দ সেই পাহাড় আছিল॥ আশে পাশে শত ক্রোশ নজর পড়িল * সেথা হৈতে গড় বিচে গেল সকলেতে॥ লিয়া গেল কোতওয়াল নিজ মহলেতে * নানা রঙ্গ মেওয়া আর খানা কত মত॥ সুবাসিত মিঠা পানি গোলাপী শরবত * খানা পানি খিলাইয়া করে কোন কাম॥ আনিল সোরাহী আর শারাবের জাম * বেহালা তানপুরা কত বাজিতে লাগিল॥ তামাম মজলিস শুনে মোহিত হইল * সোরাহী হাঁসিয়া কহে সাকীর খাতির॥ শারাব বাঁটিতে কেন করহে তকছির * সাকী বলে সেতারা তানপুরা করে মানা॥ শুনিতে না পাও বুঝি তাদের কান্দনা * কোতওয়াল লিয়া এক শরাবের জাম॥ আবুল মাজনে কহে পিও নেকনাম জাওয়ানে পিয়ালা তার লইল সেতাব॥ আছুদা হইয়া মর্দ্দ পিইল শারাব * ইহার কারণ শুন যত দীনদার॥ আছিল আজার এক পেটেতে তাহার * সেই যে দরদ তার উঠিত যখন॥ শারাব বিনেতে তার না হইত বারণ * শরাব পিইলে চাঙ্গা হইত তখন॥ একবার করিত গিয়া আলীর সদন * আলী শাহা সাজা দিত তখনি তাহারে॥ এমন আদত ছিল আগে হৈতে তারে * যে দিন মেহমানী করে কোতওয়ালের ঘরে॥ সেই মর্দ্দ উপনীত হইল দরবারে * তেকারণে শরাব পিইল নামদার॥

খোদা জানে কেতাবের এই সমাচার ✸ মজলিসে তামাম মস্ত হইল যখন ॥ মস্ত হাল কোতওয়াল আবুল মাজন ✸ বদমস্ত কোতওয়াল মোচে দিয়া হাত ॥ কহিতে লাগিল কথা আবুল মাজন সাথ ✸ শুনহে জাওয়ান তুমি হও শের নর ॥ আমি বুড়া তুমিত জাওয়ান জোরওয়ার ✸ আপনার পাঞ্জা দাও পাঞ্জায় আমার ॥ দুই জনে পাঞ্জাকষা করি একরার ✸ আবুল মাজন কহে আমি তোমার মেহমান ॥ আমাদের আজ তুমি হও মেজমান ✸ আক্কেল পছন্দ কেন করিবে এবাতে ॥ মেজমান হইয়া লড়ে মেহমানের সাথে ✸ কোতওয়াল সেই কথা না মানে তাহার ॥ হাত বাড়াইয়া হাত ধরে বারেবার ✸ বদমস্ত বদহীন বদকার ছিল ॥ তেকারণে বদদস্তী করিতে লাগিল ✸ জাওয়ানীর মস্তী আসে জাওয়ানের শিরে ॥ জানু দিয়া বৈসে হাত ধরিল আখেরে ✸ এমন কুওতে পাঞ্জা তাহার মোচড়ে ॥ আঙ্গুল ছিড়িয়া তার জমিনে যে পড়ে ✸ হাঁক ছাড়ে কোতওয়াল হাতীর সমান ॥ বাম হাতে চাহে ধরে তাহার গরদান ✸ জানু পরে ভর দিয়া জাওয়ান তাহারে ॥ কানের জড়ের কাছে এক মুক্কি মারে ✸ মারা গেল কোতওয়াল মেহমান তার ॥ সীপাই মেজমান পরে মারে তলওয়ার ✸ খালি হাতে আবুল মাজন না ছিল হাতীয়ার ॥ কীল মুক্কি মারে মর্দ্দ উপরে সবার ✸ যার শিরে এক মুক্কি মারে পাহালওয়ান ॥ সেইক্ষণে শির তার হয় খান২ ✸ গোস্বা ভরে ঘুষা মারে যাহার কোমরে ॥ চূর্ণ হইয়া যায় হাড় আটা বরাবরে ✸ গিরে গেল লত লোক আঙ্গিনা ছেহনে ॥ আর মারে সাথে যারা ছিল জনে২ ✸ তার পরে তলওয়ার হাতেতে লইল ॥ সেই গড় হৈতে মর্দ্দ বাহির হইল মারা গেল কাফেরান বাকী পালাইল ॥ আবুল মাজন সেই গড় দখল করিল ✸ খুশী খোশালিতে মর্দ্দ গড় বিচে রয় ॥ মালেকের কথা দোস্ত মোহাম্মদ কয় ✸

• আবুল মাজন মালেককে খালাস করিয়া দুইজনে হায়দরের কাছে পৌছিবার বয়ান •

পয়ার * দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া ॥ সকলে আরাম করে রহিল শুইয়া * আবুল মাজন খাব দেখে সেই রাত ॥ রাসুলুল্লা আসি তারে কহে এই বাত * এ সমে আরাম করা না হয় পছন্দ ॥ এই গড় বিচেতে মালেক আছে বন্ধ * এখন উঠিয়া তুমি কর না তালাশ ॥ জেন্দান হইতে তারে কর না খালাস * স্বপন দেখিয়া মর্দ্দ জাগিয়া উঠিল ॥ মালেকের কারণেতে গমগীন হইল * আপন সীপাই তরে করিল ফরমান ॥ মালেকের তালাশ করহ এই স্থান * ঢুড়িয়া তামাম রাত আবুল মাজন ॥ আর যত সাথে তার ছিল লোক জন * একে২ সব ঠাঁই তালাশ করিল ॥ কোনখানে তাহার নেশান না পাইল * অবশেষে গেল এক বেবাহা জায়গায় ॥ আলীশান ঘর এক দেখিল সেথায় * সেই ঘর বিচে এক কূঙা বড় ছিল ॥ তাহার মুখেতে এক পাথর দেখিল * লাথ মেরে সে পাথর দূরেতে ফেলিল ॥ বাজুতে বান্ধিয়া ফাঁদ কূঙাতে নামিল এক হাতে তেগ আর হাতেতে চেরাগ ॥ কূঙার ভিতরে যায় করিয়া সুরাখ * কূঙার পাঞ্জরে এক গাড়া দেখা পায় ॥ মাথা হেট করে মর্দ্দ সেই রাহে যায় * ঘর এক অন্ধকার সামনে তাহার ॥ বন্ধ আছে পাহালওয়ান শিকলে লোহার * শত মণ বেড়ী তার পায়েতে আছিল ॥ আর শত মণ হাতে গলেতে যে দিল * টেরা হৈয়া বান্ধা আছে যেমন কামান ॥ মলিন হয়েছে মুখ বিমারী সমান * লোহার বন্ধন যত মরিচা ধরিয়া ॥ হাড় মাংস পরে খুব গিয়াছে কষিয়া * জার২ কান্দে মর্দ্দ করে হায়২ বন্ধনের চোটে বুক বিদরিয়া যায় * আন্ধারেতে আলো যবে দেখিতে পাইল ॥ মাথা উঠাইয়া মর্দ্দ কহিতে লাগিল * কে তুমি আইলে মর্দ্দ কিসের কারণ ॥ জানে মারিবার কিবা খুলিতে বন্ধন

কহে আমি আবুল মাজন তোমার ইয়ার ॥ আইলাম তোমাকে খালাস করিবার * একথা শুনিয়া খুশী হইল এমন ॥ ঠাহরিতে নাহি পারে পাইল চেতন * খুশীতে এমন জোর ওজুদে আইল লোহার শিকল সব ভাঙ্গিয়া ফেলিল * গাও মোড়া দিয়া জোর করে পাহালওয়ান ॥ যতেক জিঞ্জির বেড়ী হৈল খান খান * উঠিয়া হইল খাড়া যেন শের নর ॥ আবুল মাজন সাবাসী দেয় তার পর * গলায় ধরিয়া মিলে দোন নামদার ॥ খুশীর কান্দনা দোহে কান্দে জারে জার * সেথা হৈতে গেল সেই কুঙার নিকটে ॥ একে একে রশি ধরে উপরেতে উঠে * তার পর সকলে মহল বিচে যায় ॥ খানা পানি মালেকেরে আপনি খিলায় * আবুল মাজন পুছে বাত মালেকের তরে ॥ কহ বেরাদর এই জুলম কে করে * কেমনে দুশমন তুঝে করিল কয়েদ ॥ কহিবে আমার কাছে সেই সব ভেদ * মালেক শুনিয়া কহে বয়ান করিয়া ॥ একে২ যত হাল গেল গোজারিয়া পঞ্চ রাহা হৈতে জুদা হৈয়া তার পর ॥ যে মতে গণ্ডার হাতে মরিল লস্কর * যে মতে জখম হৈল ওজুদ তাহার ॥ যেরূপেতে গাড়া বিচে আছিল বিমার * যে রূপে স্বপনে নবী ফিরাইল হাত ॥ যেরূপেতে ঘাও ভাল পাইল রাহাত * যেরূপে পৌছিল আসি খয়বর শহর ॥ যেরূপে আশক হইল শাহাজাদী পর * যেই মতে বাদশা তারে নিল বোলাইয়া ॥ যেরূপে রাখিল তারে সরদার করিয়া * যে মতে করিল কুস্তি বাদশার আগেতে ॥ যেরূপেতে সাপুরে গিরায় ময়দানেতে * যেরূপেতে বাদশা তারে বেটী বিয়া দিল ॥ যেরূপেতে শহর জামেতে পাঠাইল * যেরূপেতে না বঞ্চিল মাহেরুন সনে ॥ যেমতে দুশমন বিবী হইল তেকারণে * যেমতে বান্ধিয়া তারে কয়েদ করিল ॥ একে২ সব কথা প্রকাশ করিল * আবুল মাজন কহে তারে শুন পাহালওয়ান ॥ এ গড়ের কোতওয়াল করিল বয়ান *

পৌছিয়াছে আলী শাহা খয়বর শহর ॥ রহিয়াছে কাসেদের ময়দান উপর * সীপাই লইয়া চল সেইখানে যাই ॥ হায়দরের কাছে সব থাকি এক ঠাঁই * পাহালওয়ান বলে আমি শহর জামেতে ॥ একবার সেইখানে যাব প্রথমেতে * দেখি কি কারণে সেই বেওফা আওরত ॥ বেগোনা আমার পরে ডালিল আফত আমার সীপাই যত আছে সেইখানে ॥ পাহালওয়ান আমার তরে কেহ নাহি জানে * একথা কহিয়া মর্দ্দ উঠে সেইক্ষণে ॥ চলিল লস্কর সব আর আবুল মাজনে * শহরের কাছে গিয়া সবে উতারিল ॥ গোল চেহেরার কাছে তবে মালেক চলিল * কহে ওহে বেওফা বজ্জাত দাগাবাজ ॥ শাওহারের হক এই নাহি তোর লাজ * কখন তোমার আমি না করিনু মন্দ ॥ তাহার বদলে তুমি করাইলে বন্ধ * এত বলি গোস্বা হইয়া হুকুম করিল ॥ সেতাবী লোহার বেড়ী মাঙ্গাইয়া নিল * সুবর্ণের পায়জেব রাখিল খুলিয়া ॥ দোন পায়ে সেই বেড়ী দিল চড়াইয়া * কয়েদ করিল এক ঘরের ভিতর ॥ দরওয়াজা করিয়া বন্ধ চলে তার পর * দরবারের তখত পরে বসিল যাইয়া ॥ সকলেতে মোলাকাত করিল আসিয়া * সীপাই সরদার যত হইল হাজির পুছিতে লাগিল সবে মালেক খাতির * এত দিন কোনখানে ছিলে পাহালওয়ান ॥ না দেখি বেকারার ছিল আমাদের জান মালেক কহেন আমি কহিব সকল ॥ গড়ের বাহিরে সবে মোর সঙ্গে চল * উঠিয়া হইল খাড়া এতেক কহিয়া ॥ গড়ের বাহিরে গেল সীপাই লইয়া * আবুল মাজন কাছে গিয়া বসে নামদার কহিতে লাগিল শুন সীপাই আমার * জানহ আমার নাম মালেক ওস্তর ॥ আইনু আলীর সাথে খয়বর শহর * আরবেতে মোহাম্মদ আলায়হেস্‌সাল্লাম ॥ তাহার দামাদ জানো আলী নেক নাম * হায়দর খোদার শের আলমে জাহের ॥ যার হাতে তামাম জাহান আছে জের * আমি সেই রসুলের হই সেফাদার ॥

কহিল সবার কাছে এই সমাচার * এখন তোমরা সবে হও মুসলমান ॥ নহে এই গোর্জ্জ দিয়া উড়াব গরদান * শুনিয়া সীপাই যত কালেমা পড়িল ॥ নেকবক্ত তাহাদের কপালে হইল সেথা হৈতে গেল সবে শহর ভিতর ॥ মালেক বসিল গিয়া তখতের উপর * আবুল মাজন তার সাথে খুশীহালে থাকে ॥ তার পরে কি হইল কহি একে একে * আইল কাসেদ এক লিখন লইয়া ॥ মালেকের হাতে দিল সালাম করিয়া * লিখন খুলিয়া পড়ে মজমুন তাহার ॥ লেখা ছিল তার বিচে এই সমাচার * আমার ফরজন্দ তুমি শুনহে হামান ॥ চক্ষের পুতলি আর ধড়ের পরাণ * আসিয়াছে এক মর্দ্দ আরব্ব হইতে ॥ কতেক লস্কর আসে তাহার সহিতে * ছাপাইয়া ভেদ কহে আমার আগেতে ॥ কসমসম নাম মেরা থাকি খয়বরেতে * শুনিয়াছি নাম তার আলী পাহালওয়ান ॥ যেরূপ মর্দ্দমী তার কি কব বয়ান * কত দিন করিল সে আমার চাকরী ॥ এখন আমার সাথে করে বড়াজুরী * দুই বার মেরা সাথে করিল লড়াই ॥ কোন পাহালওয়ান তার আগে টিকে নাই * ধরিয়া কোমর মর্দ্দ নওশাদের তরে ॥ ঢাল যেন ঘুমাইল মাথার উপরে জঙ্গের ময়দানে মারা গেল আর্দ্দিশের ॥ আর মারা গেল মর্দ্দ হুমান দেলের * তাহার নামের ডরে জঙ্গলের শের ॥ আবাদানী মধ্যে পাও না ধরে দেলের * যেমন সওয়ার ঘোড়া তেমনি বাহার ॥ আর এক তলওয়ার দুই শির যার * তুমিত ফরজন্দ মেরা লিখন পড়িয়া ॥ সেতাবী পৌছিবে আসি সীপাই লইয়া * লিখন পড়িয়া মর্দ্দ খায় পেঁচ তাব ॥ খামোশ থাকিল কিছু না দিল জওয়াব * কাসেদের তরে দিল একথা কহিয়া ॥ কাল তথা যাব আমি সীপাই লইয়া * তার পরে মহলের বিচেতে চলিল ॥ শাহাজাদী যেই ঘরে কয়েদ আছিল * কহিতে লাগিল তবে শুন প্রাণেশ্বরী ॥ কি কারণে এমন হইলা বদখুরী *

শুন কহি নাম মোর মালেক ওস্তর॥ নবীর গোলাম আর আলীর চাকর * আমার ফরমান যদি না কর খেলাফ॥ তোমার তক্ছির সব করে দিব মাফ * একীন করিয়া কহ খোদা এক হয়॥ মোহাম্মদ নবী তার রাসুল নিশ্চয় * একথা শুনিয়া বিবী কান্দিতে লাগিল॥ আপন কামেতে বড় লজ্জিত হইল * কান্দিয়া কহিল আমি করিনু তক্ছির॥ না জানিয়া বন্ধ কৈনু তোমার খাতির * না জানিনু আমি দীন আইন তোমার॥ পেরেশান হইলাম কামে আপনার * এ বলিয়া কালেমা পড়িল চন্দ্রমুখী॥ দেখিয়া মালেক তাহা হৈল বড় সুখী * খালাস করিয়া তারে তখতে বসাইল॥ মুসলমানী যত কাম তারে শিখাইল * কহিল এখানে তুমি করহ বাদশাই॥ লস্কর লইয়া আমি কাসেদেতে যাই * আদল ইনসাফ কর দীনদারী কাম যাহাতে সকল লোক থাকেতো আরাম * তার পরে সীপাইর সামান করিল॥ দোছরা দিনেতে মর্দ্দ রওয়ানা হইল * এখানে আলীকে কেহ কহিল খবর॥ আইল মালেক আবুল মাজন নামওর * খুশীর খবর শুনে খোশাল হইল॥ হাজার দেরেমী এক ঘোড়া তাকে দিল * সেই ঘড়ি ডঙ্কা মেরে হইল সওয়ার॥ আগে বাড়াইয়া লিতে হৈল রাহাদার * দূর হৈতে দুই জনে আলীকে দেখিয়া॥ ঘোড়া হৈতে উতারিয়া চলিল দৌড়িয়া * রেকাব হইতে পাও নেকালে হায়দর॥ মালেক কদম দিল তাহার উপর * রেকাব চুমিল দোন আসিয়া তাহার॥ তারীফ করিল তারে হাজারে হাজার * পাহালওয়ান নিল দোহে ছাতি লাগাইয়া॥ সেথা হৈতে ডেরা বিচে পৌছিল আসিয়া তার পরে পুছাপুছি তামাম আহওয়াল॥ গোজারিয়া ছিল যার পরে যেই হাল * খুশীতে ভরিয়া সবে রাত গোজারিল॥ পয়ারেতে দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

—০ঃ)*(ঃ০—

* মদীনাতে রাসুলুল্লার সঙ্গে জহুদ খোমারের লড়াই হইবার বয়ান *

পয়ার * এখানেতে জামশেদ শাহা করে কোন কাম ॥ দেশ২ হৈতে যত সীপাই তামাম * রাত দিন জমা হয় নিকটে বাদশার ॥ কত রঙ্গ ঝাণ্ডা উড়ে ময়দান মাঝার * চৌদিক হইতে যত শাহাজাদাগণ ॥ আসিতে লাগিল তারা মদদ কারণ লস্করের সাজনেতে ছিল জাহাঁদার ॥ কিছু দিন গোজারিল এমনি প্রকার * এখানে কেচ্ছার কথা মৌকুফ রাখিয়া ॥ রাসুলের কথা এবে কহি বিবরিয়া * আরবে এক নামেতে জহুদ খোমার ॥ থোড়াই লস্কর তাবে আছিল তাহার * বড় দেলাওর সেই ছিল জোরওয়ার ॥ না ছিল কাফের কেহ তার বরাবর * যখন খোদার শের মদীনা ছাড়িয়া ॥ খয়বর জমিনে শাহা গেল নিকালিয়া * মালেকের তরে নবী দিল পাঠাইয়া ॥ মোমিন সীপাই সব গেল সাথে লিয়া * যত মোহাজেরীন আনসারী জাওয়ান ॥ তেগবাজ দেলাওর যত পাহালওয়ান * মদীনা করিয়া খালী গেল নিকালিয়া ॥ জহুদ খোমার এই খবর শুনিয়া মনে২ এই কথা কহে দুরাচার ॥ আলী বাদে কেবা আর মদীনা মাঝার * সেই মর্দ্দ গেল যদি মদীনা ছাড়িয়া ॥ সীপাই লইয়া যাব সেখানে চলিয়া * মক্কা মদীনার খাক দিব উড়াইয়া ॥ যাইয়া নবীর তরে ফেলিব মারিয়া * এই কাম খেয়াল করিয়া সে খোমার ॥ লড়িতে নবীর সাথে হইল তৈয়ার * চল্লিশ হাজার জঙ্গী সীপাই লইয়া ॥ মহা ঘটা করে যায় মদীনা চলিয়া * জিবরীল আইল হেথা নবীর সদন ॥ সালাম আলেক করি কহে বিবরণ * পয়গাম ভেজিল এই পরওয়ারদেগার ॥ লড়িতে তোমার সাথে আইল খোমার * যা আছে সীপাই লিয়া ময়দানেতে যাও ॥ কদাচ আপন দেলে তুমি না ডরাও *

মোজেজার দস্ত বাজু দেহ দেখাইয়া॥ শিরের খোমার তার দেও উতারিয়া ❋ রাসুলুল্লা ইয়ারগণে বোলাইয়া নিল॥ চান্দের সভার মত ঘিরিয়া বসিল ❋ সকলেতে ভাবা গুনা করেন বসিয়া কেমনে কাফের সাথে লড়িব যাইয়া ❋ নিকালিয়া গেল শাহা ইলাহীর শের॥ তার পিছে গেল সব জাওয়ান দেলের ❋ আমাদের পরে এবে মুস্কিল ঘটিবে॥ শহর মদীনা বুঝি বিরান হইবে ❋ সকলেরে দেলাসা করিয়া পায়গম্বর॥ মোবারক জবানেতে করিল উত্তর ❋ শুনহে ইয়ারগণে মদদ খোদার॥ না ডরাও দেল নাহি তোড় আপনার ❋ আমাদের পরে আছে আল্লা নেঘাবান॥ কি করিতে পারিবেক জহুদ শয়তান ❋ হায়দর গিয়াছে যদি খয়বর শহরে॥ ইলাহী মদদগার আমাদের পরে ❋ মোজেজার হাত যদি দেখাই খুলিয়া॥ আসমান জমিন পরে আইসে ঝুকিয়া ❋ চান্দ যদি মোর সাথে মোকাবেলা করে অঙ্গুলির তেগ মারি ছাতির উপরে ❋ আমার তেগের জামা না পিন্ধে গাঁওয়ার॥ তেকারণে তার শিরে চড়িল খোমার ❋ একথা শুনিয়া সবে স্থির করে মন॥ জমা হৈল সেইখানে চারি শত জন না ছিল হাতীয়ার জেরা ওজুদে কাহার॥ আর নাহি ছিল কেহ ঘোড়ার সওয়ার ❋ রাসুলুল্লা বলে কেবা দেয় সরঞ্জাম॥ কে আছে আছহাব বিচে হেন নেকনাম ❋ চারি শত ঘোড়া দিল হজরত ওসমান॥ চারিশত জেরা আর যতেক সামান ❋ তারীফ করিল তার রাসুল খোদার॥ সাবাস হেম্মত তেরা ওসমান দীনদার ❋ ময়দানেতে গেল নবী লইয়া লস্কর॥ মোহাম্মদী ঝাণ্ডা উড়ে চান্দ বরাবর ❋ চারি শত মর্দ্দ লিয়া যায় নামদার॥ ময়দানে হইল খাড়া বান্ধিয়া কাতার ❋ ডাহিনে হৈল খাড়া মোসলেম আকিল॥ বাম দিকে আবদুল্লা জাওয়ান নিকালিল ❋ মধ্যখানে রাসুলুল্লা দীনের সুলতান॥ মাথায় ঝলকে নূর চান্দের সমান ❋ ওদিকে জহুদ আসে ডঙ্কা বাজাইয়া॥ মদীনা আন্ধার করে গর্দ্দ উড়াইয়া

নবীর সীপাই দেখে হাঁসিতে লাগিল ॥ ঠাট্টা করিয়া বড় কহিতে লাগিল ✱ মোহাম্মদ এই ঘড়ি সীপাই লইয়া ॥ লড়িতে আইল বুঝি হেম্মত করিয়া ✱ বুঝি মোর দস্ত বাজু নাহিক দেখিল ॥ তেকারণে মোর সাথে জঙ্গেতে সাজিল ✱ এত বলি ঘোড়া কুদাইয়া বড় জোরে ॥ আসিয়া পৌছিল দুই কাতার ভিতরে ডাকিয়া কহিল তুমি শুন মোহাম্মদ ॥ দেখিব তোমার আজি মর্দ্দমীর হদ ✱ তোমার সীপাইগণে নাহি দেখি সাজ ॥ লড়িতে তাদের সাথে হয় মোর লাজ ✱ এতেক কহিল যদি জহুদ খোমার ॥ গোস্বা দেলে রাসুলুল্লা যান লড়িবার ✱ দোস্ত মোহাম্মদ কহে শুন সর্ব্বজন ॥ মোহাম্মদ মোস্তফার জঙ্গের সাজন ✱

ত্রিপদী ✱ নবী যান ময়দানেতে, গোল হৈল আসমানেতে, জিব্রীল আইল তখন ॥ বেহেশতের সাজ লিয়া, তাহে দিল পরাইয়া, ঠাঁই২ যত আবরণ ✱ মাথায় জড়াও তাজ, সূর্য্য দেখে পায় লাজ, কিবা শোভা সে চান্দ বদন ॥ দুই দিকে জুলফিক্কার, নিশি যেন অন্ধকার, দুই সাজ কাজল বরণ ✱ সবজা রঙ্গ ক্বাবা গায়, আঁখি না ঠাহরে তায়, কে পারে করিতে নিরীক্ষণ ॥ কোমরে পটকা বান্ধে, দেখিয়া ফেরেশতা কান্দে, উকি মারে দেখে তারাগণ ✱ চড়িয়া আরবী ঘোড়া, বেহেস্তের জিন কোড়া বাদশাই লেবাস সমান ॥ নব দুই চান্দ যেন, ঘোড়ার রেকাব হেন, দুই পাও দিলেন আপন ✱ ঘোড়ার পায়ের তলে, মোম মত শিল গলে, চলে সবে করিয়া গর্জ্জন ॥ সবজা রঙ্গ ঘোড়ার পরে, চান্দ যেন জ্যোতি করে, পূর্ণিমার রজনী যেমন ✱ ফেরেস্তা আসমান হৈতে, উতরিল জমিনেতে, আইল গেলমান হুরগণ ॥ অঙ্গের সুবাসে তাঁর, আমোদিত সংসার, মোহ যায় হুর পরীগণ ✱ ফেরেস্তা আপোষে কয়, যদি এই মহোদয়, পূর্ব্বভাগে না হইত সৃজন ॥ স্বর্গ মর্ত্ত দিন রাত, পরী ও আদম জাত,

না সৃজিত এই ত্রিভূবন ✽ রাসুল ময়দানে যায়, শূন্যেতে জিব্রীল ধায়, ভাবিয়া নবীর মদদ কারণ ॥ জহুদ দেখিয়া তায়, তাজ্জব হইয়া যায়, ভাবিতে লাগিল মনে মন ✽ যদি এ মর্দ্দের তরে, ধরি কোনরূপ করে, তারীফ করিবে সর্ব্বজন ॥ নবী জহুদের সাথ, কহেন মিঠা মিঠা বাত, নরম জবানে বিলক্ষন ✽ কহেন শুনহে খোমার, হও তুমি হুশিয়ার, ছেড়ে দাও দেমাগ আপন ॥ খোদায় ওয়াহেদ জানো, আমার হুকুম মানো, মুসলমান হও এইক্ষণ ✽ আইলে তুমি মদীনাতে, লড়িতে আমার সাথে, সীপাই লইয়া কি কারণ ॥ আপন ভালাই চাহ, ঈমান আনিয়া যাহ, তবে তোর সফল জীবন ✽ জহুদ গোস্বায় জ্বলে, সামাল২ বলে, হাতে তেগ উঠায় আপন ॥ জিব্রীল আমীন কয়, শুন নবী দয়াময়, পাই যদি তোমার বচন ✽ যতেক কাফের দল, মেরে করি রসাতল, মারা যায় তোমার দুশমন ॥ নবী বলে শুন ভাই, তাতে কিছু কাজ নাই, আমার রক্ষক নিরাঞ্জন ✽ নবী এই কথা বলে, জহুদ তলওয়ার তুলে, মাথা পরে আনিল যেমন ॥ জহুদ আজেজ হয়, বিনয় করিয়া কয়, নবী মোরে করহ তারণ ✽ রক্ষা কর মোর তরে, তোমার দীনের পরে, ঈমান আনিনু এইক্ষণ ॥ নবী তারে দোয়া করে, হাত নিজে নীচে করে, ফেলে দিল তলওয়ার আপন ✽ রেকাবেতে চুমা দিল, পদ ধূলি মাথে নিল, মুসলমান হৈল শুদ্ধ মনে ॥ তামাম লস্কর তার, সব হৈল দীনদার, রাসুলুল্লা হৈল খুশী মনে ✽ ওসোর জাকাত তার, কতেক হাদিয়া আর, দিল মর্দ্দ নবীর সদন ॥ সাতদিন তার তরে, রাসুল হেদায়েত করে, পরে কৈল দেশেতে গমন ✽ নবী যান মদীনায়, এই কথা হৈল সায়, এবে শুন আর বিবরণ ॥ দোস্ত মোহাম্মদ গায়, ওম্মর উম্মিয়া যায়, খয়বরেতে আলীর সদন ✽

—০ঃ)✽(ঃ০—

* নবীর হুকুমে ওম্মর উম্মিয়া খয়বরে যায় ও জামশেদের সঙ্গে কথা কয় তাহার বয়ান *

পয়ার * শহরেতে গিয়া নবী আলায়হেস্‌সাল্লাম ॥ খোশালে বসিল লিয়া ইয়ার তামাম * খয়বরেতে গেল মর্দ্দ হজরত হায়দর ॥ সেই কথা কহে সবে মজলিস ভিতর * হেনকালে আসে হেথা ওম্মর উম্মিয়া ॥ যাহার খেতাব কহে জোমেরী বলিয়া * সালাম করিয়া বসে নবীর সাক্ষাৎ ॥ রাসুলুল্লা তাহাকে কহেন এই বাত * শুনহে ওম্মর তুমি বড় হুশমন্দ ॥ আমার নিকটে তুমি বড়ই পছন্দ * চাচ্চা মেরা ছিল হামজা তাহার সঙ্গেতে ॥ বহুত ফিরিলে তুমি জাহান বিচেতে * হামজার সাথে বহুত করিয়াছ ফতে ॥ রহিয়াছ বহু দিন তাহার খেদমতে খয়বর জমিনে তুমি গেলে কতবার ॥ কতেক করিলে জঙ্গ সে দেশ মাঝার * এইবার আলী শাহা গেল সে দেশেতে ॥ তোমাকে যাইতে হবে তাহার কাছেতে * কিবা হালে আছে তারা জানিতে খবর ॥ তার সাথে থাক তুমি খয়বর শহর * কদম চুমিয়া বলে ওম্মর উম্মিয়া ॥ ফরমান লইব আমি মাথায় মানিয়া তোমার পায়ের খাক কমিনা গোলাম ॥ এই ঘড়ি যাব আমি করিতে একাম * তোমার জামালে তাজা আছে মেরা জান ॥ বুড়াকালে আরবার হইনু জাওয়ান * সালাম করিয়া তবে হইল বিদায় ॥ আপনার সাজ লিয়া খয়বরেতে যায় * বড় এক লম্বা তাজ রাখিল মাথায় ॥ চামড়ার কাবা এক তুলে পরে গায় * পাথরের লাঠি এক হাতেতে লইল ॥ বগলের তলে এক জাম্বিল বান্ধিল * কাগজের ঢাল এক কাঠের তলওয়ার ॥ লইল কামান এক গুণ হাতীয়ার * বড় এক হাঁক মারে রাহের উপর ॥ রওয়ানা হইল মর্দ্দ খয়বর শহর * এখানে জামশেদ তার পাইল খবর ॥ আইল আলীর কাছে বহুত লস্কর * সরদার তাহার মাঝে এক পাহালওয়ান ॥ বড় জোরওয়ার সেই নবীন জাওয়ান *

নামেতে হামান রুমী দামান্দ তাহার ॥ শহর জামেতে সেই ছিল তাজদার * সেই জাওয়ানের সাথে গেল মিশাইয়া ॥ কাসেদের ময়দানেতে রহিল আসিয়া * একথা শুনিয়া জামশেদ জাহাঁদার ॥ সীপাই সাজীতে তবে কহে আপনার * দেশ২ হৈতে আসে যত পাহালওয়ান ॥ আর কত শাহাজাদা কতেক জাওয়ান * সকলের তরে বাদশা নিল বোলাইয়া * জঙ্গের তদবীর পুছে সবাকে ডাকিয়া * এক দেল হৈয়া কহে যতেক লস্কর ॥ আন্দেশা না কর তুমি দেলের ভিতর * যে দিন জঙ্গের ডঙ্কা ময়দানে বাজিবে ॥ আমাদের বাহাদুরী নজরে দেখিবে * পলকে আলীর তরে লইব বান্ধিয়া ॥ তাহার সীপাই যত দিব হাঁকাইয়া * একথা শুনিয়া বাদশা হইল খোশাল ॥ নেওয়াজিল সকলেরে দিয়া ধন মাল * ওখানে হজরত আলী খীমায় বসিয়া ॥ দেখিল পিয়াদা এক আইসে চলিয়া * নবীর পিয়াদা হবে ঘোড়ার সওয়ার ॥ তেজগাম বরাবর না হবে তাহার দেখিতে২ আসে ওম্মর উম্মিয়া ॥ সালাম করিয়া মিলে গলায় ধরিয়া * একে২ সব সঙ্গে করে মোলাকাত ॥ তার পরে শের আলী পুছে তারে বাত * কহ ভাই রাসুলুল্লা আছেন কেমনেতে আর যত ভাই বন্ধু আছে কিরূপেতে * ওম্মর কহিল নবী আছেন দেলশাদ ॥ কেবল হামেশা করে তোমাকে ইয়াদ * আমাকে পাঠায় নবী নিকটে তোমার ॥ কহিল আলীকে কহ সালাম আমার * যাবত জামশেদ শাহা না আনে ঈমান ॥ লড়িবে তাহার সাথে দিয়া দেল জান * যদি হয় মুসলমান কিম্বা মারা যায় ॥ তার পরে ফিরে তুমি আইস মদীনায় * আল্লাতালা মেহেরবান তোমার উপর ॥ আমিও তোমাকে দোয়া করি নিরন্তর * শুনিয়া হজরত আলী হৈল বড় খোশ ॥ ওজুদে আইল তার কুওতের জোস্ * ফের তায় পুছে বাত কহ মেহেরবান ॥ কয় রোজে আইলে তুমি করনা বয়ান *

কত দূর রাহা হবে মদীনা খয়বর ॥ সাত শত ক্রোশ হবে কহিল ওম্মর * উচা নীচা রাহা এই বড়ই কঠিন ॥ মদীনা ছাড়িনু আমি হৈল তিন দিন * শুনিয়া হজরত আলী তারীফ করিল ॥ আপনা নজদিকে এক খীমা দেখাইল * ডেরাতে আরাম করে থাকিল ওম্মর ॥ রাত গোজারিয়া গেল হইল ফজর * বিহানে উঠিয়া মর্দ্দ করে কোন কাম ॥ আলীর লস্কর সবে দেখিল তামাম * তামাসা দেখিয়া ফিরে ময়দান উপরে ॥ ফিরিতে চলিতে গেল বাদশার লস্করে * দেখিল সেপাই তার নাহিক শুমার * রঙ্গ২ খীমা কত দেখিতে বাহার * যে দিকে নজর করে তাকায় ওম্মর ডেরা তাম্বু বিনে কিছু না আসে নজর * ময়দানেতে ঢেউ উঠে দরিয়া যেমন ॥ হর নিশানের দেখে দোছরা গঠন * খোতন হাবেশ আর রূম তুরুকস্থান ॥ চীন ও মাচীন ছোকলাব পাকিস্তান এই সব বাদশা আইল লইয়া লস্কর ॥ আছিল সত্তর ডেরা ময়দান উপর * সেপাইর গঞ্জেসা দেখে জমি হয় তঙ্গ ॥ হর মুল্লুকের ঘোড়া দেখে নানা রঙ্গ * অনেক ফিরিল মর্দ্দ কেনারা না পায় তাজ্জব হইয়া মর্দ্দ এই দোয়া চায় * নাতাওয়ানন৷ আজীজীর তুমি দস্তগীর ॥ বেশক তোমার নাম রাহিম কাদির * কাফেরের বেশুমার লস্কর উপর ॥ আলীকে গালেব কর পাক পরওয়ার * তার পরে সেথা হৈতে করিল গমন ॥ আগে পাছে চারিদিকে করে নিরক্ষণ * বাদশার খীমার কাছে পৌছিল যাইয়া ॥ কত পাহালওয়ান দেখে চৌদিকে ঘিরিয়া * বড়ই বোলন্দ খীমা আসমান সমান ॥ সজ্জা রঙ্গ হারিরের আছিল নির্ম্মান * সোনা ও রূপার মেখ রেশমের ডোর ॥ জানওয়ারের মূর্ত্তি লেখা তাহার উপর * সপ্ত রঙ্গ জড়ির বিছানা বিছাইয়া ॥ বেলওয়ারী তখত এক তাহাতে রাখিয়া * বসিয়াছে জামশেদ সেই তখত পর ॥ মাথায় কায়ানি তাজ চান্দ বরাবর * যত বাদশাজাদা ছিল সামনে হাজির ॥ জড়ির লেবাস আর কোমরে জিঞ্জির *

তাজ্জব হইল দেখে ওম্মর উম্মিয়া ॥ বে-ডর থীমার মধ্যে গেলেন চলিয়া * খাড়া হৈয়া বলে শুন বাদশা নেকবক্ত ॥ হামেশা কায়েম থাকে এই তাজ তখত * সদাই জাহানে থাকে নাম বাদশার ॥ মন দিয়া শুন কিছু আরজ আমার * ওম্মর উম্মিয়া জান হয় মেরা নাম ॥ আলীর চাকর আর নবীর গোলাম * নওশেরওয়া ছিল ইরানের তাজদার ॥ আমার ডরেতে তার না ছিল কারার * বহুত বাদশার তাজ করিয়াছি চুরি ॥ নিন্দের কালেতে কত গলে দিনু ছুরি * মোচ দাড়ি তাহার ফেলি তারাসিয়া ॥ সাজাইয়া দেই মুখ রঙ্গিন করিয়া * যে কাম মনেতে আমি করি জাহানেতে ॥ হাছেল করিয়া লেই কোন হেকমতে * আজ রাত্রে বাদশা তুমি থাক হুসিয়ার ॥ প্রহরী সকলে যেন থাকে খবরদার * রাতকালে চোরাইয়া লিব এই তাজ ॥ বিহানে উঠিয়া যেন নাহি পাও লাজ * ওম্মরের বাতে বাদশা আগ ররাবর ॥ উঠিয়া হইল খাড়া বলে ধর২ * চারিদিক হৈতে সবে ধরিতে আইল ॥ তীর হেন ছুটিয়া ওম্মর পালাইল দেখিতে না পায় কেহ নেশানি তাহার ॥ হাত পরে হাত বাদশা মারে বার২ * বলে না দেখিনু কভু এমন বে-ডর ॥ কেন কহ হেন কথা আমার গোচর * ওদিকে ওম্মর গেল আলীর সাক্ষাৎ বয়ান করিয়া কহে সেই সব বাত * তার পরে কহে শুন ওহে নামদার ॥ জমাইল সীপাই জামশেদ জাহাঁদার * তাহার হিসাব জানে পরওয়ারদেগার ॥ কেমনে লড়িবে শাহা সঙ্গেতে তাহার * আলী শাহা কহে শুন ওম্মর উম্মিয়া ॥ না তোড় আমার দেল এবাত কহিয়া * পোস্তপানা আমাদের পরওয়ারদেগার ॥ জামশেদের ডর কিছু নাহিক আমার * ওম্মর শুনিয়া বাত তারীফ করিল ॥ লস্কর দেখিতে শাহা তখনি উঠিল আবুল মাজন আর মালেকেরে লিয়া ॥ ওম্মর উম্মিয়া সঙ্গে পাহাড়ে চড়িয়া * নজর করিয়া দেখে ময়দান উপর ॥

কিনারা না দেখা যায় এতেক লস্কর * রঙ্গ২ ঝাণ্ডা আর রঙ্গ২ খীমা ॥ গণনা করিয়া তার কে করিবে সীমা * কত রঙ্গ ঘোড়া আর কত জানওয়ার ॥ মউজ উঠিল যেন দরিয়া উপর * দেখিল হজরত আলী পাহাড় থাকিয়া ॥ মোনাজাত করে মাথা জমিনে রাখিয়া * কাফেরের বে-শুমার লস্কর উপর ॥ ফতে দাও আমাদেরে পাক পরওয়ার * আবুল মাজন আর মালেক দেখিয়া হুশ হারাইয়া তারা গেল ডরাইয়া * হরদম দেলাসা দেয় দু-জনার তরে ॥ সেখান হইতে আসে আপনা লস্করে * দোস্ত মোহাম্মদ কহে করে পদবন্দ ॥ মন দিয়া শুন কিছু ওম্মরের ফন্দ *

—০ঃ)*(ঃ০—

* ওম্মর পহেলা রাত্রে বাদশার তাজ ও তলওয়ার লিয়া যায় তাহার বয়ান *

পয়ার * চোর এক আছে শুন বড় দাগাবাজ ॥ চোরাইয়া লিয়া যায় আসমানের তাজ * আসমানের তারা যত লস্কর তাহার ॥ সকলে হুকুম করে চোর ধরিবার * চোর বাদে ধরা গেল মাহ্‌তাব সুজন ॥ গালে কালি দিয়া তারে করে বিড়ম্বন * যে নাহি বুঝিবে সেই শুন মন দিয়া ॥ দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া * প্রহরের রাত যবে গেল গোজারিয়া ॥ তামাম সীপাই ছিল গাফেল হইয়া * তখন ওম্মর মর্দ্দ কোন কাম করে বুড়া এক বানাইল আপনার তরে * কামানের মত করে ওজুদ আপন ॥ লম্বা দাঁড়ি হাতে আশা হাঁকে ঘন২ * পাথরের মূর্ত্তি এক কান্ধেতে লইয়া ॥ ধীরে২ খীমা হইতে বাহির হইয়া * বাদশার সীপাই দিকে করিল গমন ॥ ঠিক ঠাক যেন এক পূজারী ব্রাহ্মণ * সে রাত্রে প্রহরী ছিল ব্রাহ্মণ সরদার ॥ সীপাই যাহার সাথে চল্লিশ হাজার * যত চৌকিদার বড় ছিল পাহারাদার ॥ তাকীদ করিয়া ছিল বাদশা জাহাঁদার *

সীপাইর কাছে যবে পৌছিল ওম্মর ॥ ব্রাহ্মণ মারিল হাঁক তাঁহার উপর * এত রাত্রে কি কারণে আইলে এখানে ॥ ওম্মর কহিল তবে নরম জবানে * লাতের ইলচী আমি থাকি মন্দিরেতে ॥ লাত মোরে পাঠাইল লস্কর বিচেতে * আজ রাতে ওম্মর উম্মিয়া দাগাবাজ ॥ চুরি করে লয়ে যাবে বাদশার তাজ * তেকারণে লাত মোরে দিল পাঠাইয়া ॥ আসিতে না পায় যেন ওম্মর উম্মিয়া ব্রাহ্মণ শুনিয়া তার পায়েতে পড়িল ॥ সকলে ডাকিয়া এই কথা জানাইল * তাহারে সালাম করি কহিল সকলে ॥ আমাদের ভাগ্যে তুমি হেথায় আইলে * ফিরিয়া যাইবে যবে লাতের সাক্ষাৎ ॥ আমাদের দিক হইতে কহ এই বাত * মেহেরবান হয় লাত আমাদের পর ॥ মহিমেতে ফতে পায় বাদশার লস্কর বুড় বলে না ডরাও দেলে আপনার ॥ অবশ্য হইবে ফতে জামশেদ বাদশার * লাতের আগেতে আমি আরজ করিয়া ॥ ফতে দেলাইব জঙ্গে বাদশার লাগিয়া * শুনিয়া সকলে তারে দণ্ডবত করে ॥ সেথা হৈতে যায় বুড়া লস্কর ভিতরে * বাদশার খীমার চারিদিকে চৌকিদার ॥ খাড়া চৌকি দেয় হাতে খোলা তলওয়ার * বামণ সাজিয়া সেথা যায় সেই পীর ॥ দেলের মাঝার এক করিল ফিকির * ডাকিয়া কহিল শুন যত পাহালওয়ানে ॥ নাহক কছেল্লা খেচ আপনার জানে * লাতের ইলচী আমি শুন সর্ব্বজনে ॥ পাঠাইয়া দিল মোরে প্রহরী কারণে তোমাদের প্রহরীতে আর কাজ নাই ॥ আরামে শুইয়া সবে নিন্দ যাও ভাই * যদি আজ রাত বিচে আইসে ওম্মর ॥ তখনি করিবে লাত আমাকে খবর * আমি তোমাদের তরে দিব জাগাইয়া ॥ শেতাবী তাহার তরে লইবে বান্ধিয়া * এত বলি ঘাড়ে যেই মূরতি আছিল ॥ চক্ষে মুখে চুমা দিয়া জমিনে রাখিল বসিয়া খীমার কাছে চারিদিকে চায় ॥ কখন কুদিয়া উঠে চৌদিকে বেড়ায় * আপোষে সীপাই যত এই বাত কহে ॥

যদি আজ এই বুড়া প্রহরীতে রহে * আর যদি এখানেতে আইসে ওম্মর ॥ মন্দিরে থাকিয়া লাত করিবে খবর * সেই ঘড়ি আমাদেরে দিবে জাগাইয়া ॥ হাতে গলে তার তরে ফেলিব বান্ধিয়া * বিহানে বাদশার আগে করিব হাজির ॥ আমাদের নসিব জোরে আইল এই পীর * এতেক কহিয়া যত প্রহরী আছিল ॥ একে২ ধীরে২ সব ঘুমাইল * প্রহরীরে গাফেল পেয়ে তখনি ওম্মর ॥ সান্ধাইল বাদশার মহল ভিতর * কতেক হাজের যারা ছিল পাহারাদার ॥ আরমান তাহার বিচে আছিল সরদার * নল মধ্যে বেহুশির দারু মিলাইয়া ॥ সকলের নাকে২ দিলেন পুরিয়া * বেহুশ হইল সবে যেন মরা গরু ॥ ওম্মর করিল তবে কারিগিরী শুরু * আধা দাঁড়ি আধা মোচ সবার কামায় ॥ এক দিকে গাল পরে হেঙ্গুল লাগায় * আর দিকে কালি দিয়া করিল এমন ॥ দেখিয়া ডরায় লোক বিকট বরণ * তার পরে যায় যেথা তখত বেলওয়ারী ॥ শামাদানে মোমবাতি জ্বলে সারি২ * পরীর ছুরত দুই লেউণ্ডি বাদশার ॥ তখতের উপরে শুয়ে দুই দিকে তার * জওজা বুরুজেতে যেন সূর্য্যের উদয় ॥ তেমনি সে তখতের উপরে শোভা হয় * ওম্মর ফুকিল দারু নাকে সকলের ॥ তার পরে বেহুশ করে লেউণ্ডি দুজনের কামাইয়া ফেলে চুল ভূরু দুজনার ॥ হেঙ্গুল হরিতালের রং করে ভয়ঙ্কর * এক দিকে লাল রঙ্গ করে গাল পর ॥ আর দিকে জর্দা রঙ্গ দেখে লাগে ডর * পেশানিতে নীল রঙ্গ খেচিল নকির ॥ আর সব কাল করে সর্ব্বাঙ্গ শরীর * বাদশার কোলে দোহে রাখে শোয়াইয়া ॥ মাথার জড়াও তাজ লইল খুলিয়া * হীরা ধার তলওয়ার শিরানায় ছিল ॥ উঠাইয়া লিয়া মর্দ্দ বিদায় হইল * ময়ুরের দুম সূর্য্য হইল উদিত ॥ পালাইল কাল রাত্রি হইয়া লজ্জিত * বিহানেতে যে আপনার লস্করেতে যায় ॥ ফজরে নামাজ সব করিল আদায় * তার পরে ওম্মর উম্মিয়া নেকনাম

আসিয়া আলীর আগে করিল সালাম * তলওয়ার তাজ তার সামনে রাখিল ॥ দেখিয়া হজরত আলী তাহাকে পুছিল * এই দুই চিজ তুমি পাইলে কোথায় ॥ ওম্মর কহেন বাদশা আমাকে দেলায় * দুই লেউণ্ডির তরে বেশ বানাইনু ॥ এই দুই চিজ তার এনাম পাইনু * না করে পছন্দ শাহা ওম্মরের কাম ॥ খল২ করে হাঁসে সীপাই তামাম * আলী কহে দুই চিজ তুমি লেহ ভাই ॥ আমাকে এসব চিজে কোন কাম নাই শুনিয়া ওম্মর সেই চিজ গেল লিয়া ॥ খাজাঞ্চির হাতে লিয়া দিলেক সুপিয়া * ওখানেতে শুইয়া জামশেদ জাহাঁদার ॥ বিহান হইলে যবে হুশ হৈল তার * দেখে দুই দেওজাত রাক্ষস যেমন ॥ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আর বিকট বদন * কোলকোলি শুইয়া তারা দুই জন ছিল ॥ ছুরত দেখিয়া তার বাদশা ডরাইল চমকিয়া উঠে হাঁক মারে নামদার ॥ লেউণ্ডি দুজনে তবে হৈল হুশিয়ার * বাদশা বলে তোমরা কি হও দেওজাত ॥ কে তোমারে আনিয়াছে আমার সাক্ষাৎ * তারা বলে হৈলে কেন পাগল আকার ॥ ফাল করে দেখ মোরা লেউণ্ডি তোমার * বাদশার আওয়াজে যত সরদার আছিল ॥ দৌড়াদৌড়ি করে সবে নিকটে আসিল * জামশেদ বলে একি হৈল আর দায় ॥ এই সব দেওজাত আছিল কোথায় * আরমান কহিল বাদশা নাহি কর ডর ॥ আরমান আমার নাম তোমার চাকর * একথা কহিতে সেথা আইল কামগার ॥ ভয় পেয়ে কামগার চাহে পালাবার * আরমান কহেন তারে ওহে কামগার ॥ তুমিও না চেন মোরে একি সমাচার * শুইয়া আছিনু আমি খীমার ভিতর ॥ শুনিয়া বাদশার হাঁক পাইনু খবর * জানিলাম আসিয়াছে ওম্মর উম্মিায় ॥ তেকারণে ধাওয়া ধাই আইনু দৌড়িয়া * দেও বলে সকলে ডরাও কি কারন ॥ আদম সেই দেওজাত না হয় কখন * বাদশা যদি নাহি চিনে আমার খাতির

তুমিত আমার তরে জানহে উজীর * আধা দাড়ি কি হইল পুছে নামদার॥ আরমান দাড়িতে হাত দেয় আপনার * না দেখিয়া আধা দাড়ি হৈল পেরেশান॥ উজীর তাহাকে বলে শুনহে আরমান * তোমার উপরে লক্ষ্মী হইল বেজার॥ তেকারণে আধা দাড়ি উঠিল তোমার * এইক্ষণে যদি আপনার খুবী চাও॥ ঠাকুরের কাছে গিয়া তকছীর বখশাও * যত পাহালওয়ান শুনে হাঁসিতে লাগিল॥ আরমান শরম পেয়ে বাহির হইল * চৌকিদার গণের দেখিয়া বিড়ম্বন॥ পেট পরে হাত দিয়া হাঁসে সর্ব্বজন * ইতি মধ্যে আইল এক জাওয়ান সুন্দর॥ কালা দাড়ি মুখ পরে রূপ মনোহর * জড়ির লেবাস গায়ে দেখিতে বাহার॥ বগলেতে হেমায়েল তেগ আবদার * বাদশার নিকটে আসি করিল সালাম॥ তার পরে কহে শুন বাদশা নেকনাম * পূজার কারণে গিয়াছিনু মন্দিরেতে॥ ঠাকুর কহেন বাত আমার সঙ্গেতে * কহিল বাদশা আগে করহ জাহির॥ কাল রাত্রে গিয়া ছিল সেই বুড়া পীর * সেই বটে ঐ চোর ওম্মর উম্মিয়া॥ পাথরের মূর্ত্তি এক কান্ধেতে লইয়া * ভোগা দিল যত ছিল চৌকিদারগণ॥ লইয়া বাদশার তাজ করিল গমন * একথা শুনিয়া বাদশা গোস্বায় জ্বলিল॥ প্রহরী লোকের তরে কত গালি দিল * তার পরে দেখে খুব তালাশ করিয়া॥ তাজ আর তেগ লয়ে গেছে চোরাইয়া * বাদশা বলে এই বাতে হৈল বড় লাজ॥ ওম্মর উম্মিয়া এসে চোরাইল তাজ * এতেক লস্কর মাঝে আইল কেমনে॥ কি কামে আছিল এই চৌকিদারগণে * ইহার বদলা দিব কাল বিহানেতে লহু নদী বহাইয়া দিব ময়দানেতে * জাহানে আরবী লোকে করে দিব তঙ্গ॥ আলী হায়দরের তরে দেখাইব জঙ্গ * যদি সেই চোর মোর হাতে ধরা যায়॥ তীর তলওয়ার না মারিয়া তার গায় * আজাব করিয়া তার নিকালিব জান॥

তবে সে ইয়াদগার করিবে জাহান ✽ সেই যে জাওয়ান সেথা খাড়া হৈয়া ছিল॥ শুনিয়া এসব কহিতে লাগিল ✽ কেন বাদশা চোর বল ওম্মরের তরে॥ তার সম আছে কেবা দুনিয়া ভিতরে যদি কোনখানে থেকে শুনে এই বাত॥ গজব তোমার পরে হইবে নেহাত ✽ কি জানি দোছরা বার আসিয়া এখানে॥ মনে যদি করে তবে মারিবে পরাণে ✽ বাদশা মারিল হাঁক তাহার উপর॥ কেন বদ হাওয়াছ করিলে বে-খবর ✽ যদি চোর আরবার আইসে লস্করে॥ পাইবে উচিৎ শাস্তি যাবে যম ঘরে জাওয়ান কহেন বাদশা না হও গরম॥ ওম্মর উম্মিয়া হৈতে না কর শরম ✽ আমি সে ওম্মর মোরে জান হীলাসাজ॥ কাল রাতে ভোগা দিয়া লিয়া গেনু তাজ ✽ আজ রাতে ফের যদি আসি এইখানে॥ নিশ্চয় জানিবে তোমায় মারিব পরাণে ✽ বাদশা শুনিয়া জ্বলে আগুন সমান॥ ধর২ করে যায় যত পাহালওয়ান ✽ হাজার২ লোক ধরিবারে যায়॥ ওম্মর বাদশার আগে পালাইয়া যায় ✽ দোন হাত জুড়ে কহে করিয়া ফিকির॥ মাফ করে দেহ শাহা আমার তকছীর ✽ আর না করিব আমি বেয়াদবী কাম॥ এখানে আসিতে আর না লইব নাম ✽ বাদশা বলে খুব ঘিরে লেও চারি দিকে॥ এখনি ধরিয়া বান্ধ আমার নজদিকে ✽ তখন ওম্মর মর্দ্দ কি কাম করিল॥ ঝোলা হইতে এক মুঠা বালি নিকালিল ✽ বাদশার দাড়ি মুখে দিল ফেলাইয়া॥ সেখান হইতে তবে গেল নিকালিয়া ✽ ঠাহর না পায় কেহ গেল কিরূপেতে॥ তামাম সীপাই দেখে রহে তাজ্জবেতে ✽ আঙ্গুল কাটিল বাদশা দাতে আপনার॥ দাগা দিয়া পালাইল চোর দাগাদার ✽ বাদশা ফের কহে সব লস্করের সাথে॥ খুব হুসিয়ার সবে থাক আজ রাতে ✽ কি জানি সে দাগাবাজ ওম্মর উম্মিয়া॥ আসিয়া আমারে ফের ফেলায় কাটিয়া ✽ ওখানে ওম্মর যায় আলীর সাক্ষাৎ॥

বয়ান করিয়া কহে এই সব বাত * শুনিয়া তাহার কথা কহিল হায়দর ॥ বহুত ফাছাদ কৈলে বাদশার উপর * মোর মনে কহে বাদশা কালি বিহানেতে ॥ এই রাগে অবশ্য আসিবে ময়দানেতে * তামাম ময়দান যাবে লস্কর ভরিয়া ॥ বহুত লড়িবে শাহা গোস্বায় জ্বলিয়া * শের আলী করে তবে জঙ্গের সাজন ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে শুন সর্ব্বজন *

—০ঃ)*(ঃ০—

* দোছরা রাতে ওম্মর উম্মিয়া বাদশাকে যাহা কবুল করায় তাহার বয়ান *

পয়ার * জঙ্গী রূপে রাত যবে পৌছিল আসিয়া ॥ শুইল খাওয়ারী শাহা মাগরেবে যাইয়া * আন্ধার রাত্রেতে মর্দ্দ ওম্মর উম্মিয়া ॥ আপনাকে বহুরূপী রূপেতে সাজাইয়া * বাদশার লস্করেতে ঘুড়িয়া বেড়ায় ॥ প্রহরী সকলে ঘণ্টা নাকারা বাজায় শাহাজাদা ছিল এক ফাররোখ নামেতে ॥ সীপাই লইয়া ত্রিশ হাজার সঙ্গেতে * সে রাতে পাহারা দিতে ছিল নামদার ॥ আন্ধারে জঙ্গীর তরে পায় দেখিবার * হাঁকিয়া কহিল তুমি হও কোন জন ॥ এত রাতে ময়দানেতে কিসের কারণ * জঙ্গী তার সাথে কহে জবান হিন্দিতে ॥ ফাররোখ তাহার কথা না পারে বুঝিতে * আছিল গোলাম এক হুশিয়ার তার ॥ হিন্দি কথা খুব সে পারিত কহিবার * ডাকিয়া তাহার তরে ফাররোখ তখন ॥ কহে এক জঙ্গী আসি আমার সদন * হিন্দি ভাষে কিবা বলে বুঝা নাহি যায় ॥ তুমি জানো হিন্দি কথা পুছহে তাহায় * কি কামেতে আসে হেথা কোন দেশে ঘর ॥ খবর জানিয়া কহ আমার গোচর * গোলাম জঙ্গীরে পুছে হিন্দি জবানেতে ॥ কহ ভাই এখানে আইলে কি কামেতে * কোনখানে ঘর আর কিবা তোর নাম ॥ কহনা আমার কাছে খবর তামাম * জঙ্গী বলে মাগরেবেতে আমার মোকাম ॥

আইনু বাদশার কাছে লইয়া পয়গাম * ছোরখার সাহেব বেটা পয়গাম তাহার ॥ আমাকে ভেজিয়া দিল হুজুরে বাদশার * শুনিয়া ফাররোখ কহে গোলামের তরে ॥ জঙ্গীরে লইয়া যাও খীমার ভিতরে * জায়গা দিয়া খানা পানি খিলাও ইহায় ॥ আজ রাত্রে না যাইব বাদশার ডেরায় * লিয়া গেল সে গোলাম জঙ্গীর খাতির ॥ খানা খিলাইল খুব করিয়া তদবির * ফাররোখ শাহার যত আছিল ইয়ার ॥ সকলে শারাব পিয়ে খীমার মাঝার * ওম্মর জাম্বীল হৈতে নিকালে শক্কর ॥ কতেক রাখিয়া দিল শারাব ভিতর * থোড়া২ হাতে লিয়া লাগে চিবাইতে ॥ আর সকলের তরে কহিল খাইতে * সকলেতে কিছু২ খাইল শক্কর ॥ বেহুশ বেহালে সব মুরদার আকার * উস্তরা লইয়া হাতে ওম্মর উম্মিয়া ॥ সকলের ভুরু দাঁড়ি ফেলে তারাশিয়া * রং দিয়া চেহেরা সবের রঙ্গিন করিল ॥ আলাদা২ সকলেরে সাজাইল * সকলের পায়ে তবে রশি লাগাইয়া ॥ খীমার ছুতুন পরে দিল লটকাইয়া * তার পরে খীমা হইতে বাহির হইল ॥ লস্করের মাঝে গিয়া হাঁকিয়া কহিল * কেবা নিন্দ যাও আর কে আছ হুশিয়ার ॥ তামাম সীপাই সবে হও খবরদার * আমি হই সেই চোর ওম্মর উম্মিয়া ॥ হায়দরের কাছ হতে পৌছিনু আসিয়া * কাটিয়া বাদশার শির আজিকার রাতে ॥ হাজির করিব লিয়া আলীর সাক্ষাতে * দুই লস্করেতে জঙ্গ যাইবে মিটিয়া ॥ জামানার ফাসাদ যাইবে গোজারিয়া * প্রহরী সকলের ভয়েতে উড়িল জান ॥ ধর২ বলে যায় যত পাহালওয়ান * জাগিয়া উঠিল যত ময়দানে লস্কর ॥ কেয়ামত হৈল যেন ময়দান উপর * যে দিকেতে হাঁক ছাড়ে ওম্মর উম্মিয়া সেদিকে ফউজ যায় দৌড়িয়া২ * ডাহিনে আওয়াজ দিয়া বাম দিকে যায় ॥ কুমারের চাক যেন ঘুরিয়া বেড়ায় * কখন ডাহিনে হাঁকে কখন বামেতে ॥ পৌছিতে না পারে কেহ তাহার কাছেতে

বাদশার নিকটে কেহ কহেন খবর ॥ সান্ধাইল লস্করের মাঝেতে ওম্মর * চারি দিকে শুনা যায় আওয়াজ তাহার ॥ কাটিব বাদশার শির কহে বারেবার * একথা শুনিয়া বাদশা দেলে ডরাইয়া ॥ প্রহরীগণের তরে কহেন ডাকিয়া * আমার খীমায় ত্রিশ হাজার জাওয়ান ॥ হুশিয়ার হৈয়া যেন থাক নেঘাবান * ঘোড়া জোড়া লাঙ্গা তেগ ধরিয়া সকলে ॥ ঠাঁই২ মশাল চেরাগ কত জ্বলে * অন্ধকার রাত বিচে নেজা তলওয়ার ॥ মশালের রওশনীতে দেখিতে বাহার * আটা আটি হৈল যদি দেখিল ওম্মর ॥ সীপাইর মত ফের বান্ধিল কোমর * ঘোড়া এক কোনরূপে লইল ধরিরা ॥ সওয়ার হৈল তাহে তলওয়ার লইয়া * প্রহরীগণের সঙ্গে যাইয়া মিলিল ॥ ধর২ সকলেতে কহিতে লাগিল * কোথা হৈতে এই চোর আসিল বালাই ॥ রাতে বুঝি তার চক্ষে নিন্দ আসে নাই * সীপাই তাহার হাতে আজেজ হইল ॥ আমাদের নছিবেতে মুস্কিল ঘটিল * এইমত কহে আর ধীরে২ যায় ॥ আপনার দাও ঘাটে চারি দিকে চায় এক সীপাইর তরে কহে চুপে২ ॥ ঘড়ি এক নিন্দ ভাই যাই কোনরূপে * তবে জান বাঁচে তাই নহে বড় দায় ॥ সীপাই শুনিয়া তবে কহিল তাহায় * আগে আমি নিন্দ যাই তুমি থাক খাড়া ॥ আরাম করিয়া আমি আসি খাড়া২ * তার পরে তুমি গিয়া করিবে আরাম ॥ ওম্মর কহিল তবে যাও নেকনাম * সীপাই চলিয়া গেল আরাম করিতে ॥ ওম্মর উম্মিয়া হেথা চলিতে ফিরিতে * খীমার কোণেতে এক মেখ উখারিয়া ॥ তুরিত খীমার বিচে গেল সান্ধাইয়া * বাদশার কাছে হাজের ছিল যত জন ॥ শারাবের খোমারেতে নিন্দে অচেতন * বেহুশির দারু দিল সকলের তরে ॥ শির দাঁড়ি তারাসিয়া রঙ্গ ঢঙ্গ করে * সেথা হৈতে গেল ফের তখতের উপর ॥

নিন্দের খোমারে বাদশা ছিল বে-খবর * রশি দিয়া হাত পাও বান্ধিল তাহার ॥ হুশ দারু দিল ফের নাকের মাঝার * গরদানে মারিয়া ফের হুশ করাইল ॥ তারপরে বাদশাকে কহিতে লাগিল এখন আমার হাতে হারাইবে জান ॥ তবে যদি সত্য কর আমা বিদ্যমান * খুন বাহা আপনার দেহ যদি মোরে ॥ কারার করহে তবে ছেড়ে যাব তোরে * হাজার মোহর আর আপনার পোষাক ॥ কাল আমি এলে যেন দিবেন বেবাক * কবুল করিল বাদশা জানের দায়েতে ॥ সেইরূপ বান্ধা তারে রাখিল তখতেতে * ভাল২ চিজ যত লইল বাছিয়া ॥ নিকালিয়া গেল মর্দ্দ খীমায় থাকিয়া * প্রহরী সবার বিচে মিলিল যাইয়া ॥ তার পরে সকলে কহেন হাঁক দিয়া * দেখ ভাই বিহানের নিন্দ ভাল নহে ॥ এই সমে সবে যেন হুশিয়ার রহে * আমি গিয়া একবার দেখিয়া বেড়াই ॥ শুইয়া যাহার তরে এই সমে পাই * তাহাকে মারিয়া কোড়া দিব জাগাইয়া ॥ ইহা বলে ধীরে২ গেল নিকালিয়া * আপনার ফউজেতে যাইয়া পৌছিল ॥ ফজরেতে সকলে নামাজ গোজারিল * ওখানে ফাররোখ গেল আপন ডেরায় ॥ আপন লোক জন দেখিতে না পায় * খীমার ভিতরে মর্দ্দ গেল দৌড়াদৌড়ি ॥ দেখে সব দেওজাত পাও পড়ে বেড়ি লটকাইয়া আছে সবে দেওয়ালের সাথে ॥ ফাররোখ দেখিয়া বড় ডরিল দেলেতে * গোলাম লোকের তরে হুকুম করিল ॥ সবার পায়ের রশি খসাইয়া দিল * সকলের হুশ যবে হইল বাহাল ॥ ফাররোখ সবার তরে করিল সওয়াল * কোথা হৈতে আইলে তোমরা দেওজাত ॥ তোমাদের কেবা বান্ধিল ছুতুনের সাথ * তারা বলে মোরা সব তোমার ইয়ার ॥ আমাদেরে দেখে ভর হৈল বাদশার * তকি নামে ছিল এক তাহার বিচেতে ॥ ফাররোখ চিনিল তার বাতের আওয়াজেতে * পানি মাঙ্গাইয়া তার মুখ ধোয়াইল ॥ ফাররোখের দেলে তবে এতবার হইল *

পুছে তোমাদের এই হাল কি কারণ ॥ রাতে আহওয়াল যত কহ বিবরণ * ঐ যে জঙ্গীর তরে দিল পাঠাইয়া ॥ খানা পানি খায় জঙ্গী আছুদা হইয়া * আপনার ঝোলা হৈতে নিকালে শক্কর ॥ খায় আর দেয় সকলের হাত পর * কিছু কিছু আমরাও খাইনু তাহার ॥ তার পরে আর নাহি জানি সমাচার একিন জানিল কথা ফাররোখ শুনিয়া ॥ জঙ্গী রূপে ছিল সেই ওম্মর উম্মিয়া * দৌড়িয়া চলিল শাহা জামশেদের কাছে ॥ না জানি বাদশার কিবা হাল করিয়াছে * খীমার নিকটে জঙ্গী পৌছিল যাইয়া ॥ বাদশার মহলে সবে নিঃশব্দ দেখিয়া * ভিতরে যাইয়া দেখে বাদশার তরে ॥ হাত পাও বান্ধা আছে তখতের উপরে * সকলে হাজের আছে বেহুশে পড়িয়া ॥ সেতাবী বাদশার রশি দিল খসাইয়া * ধীরে২ খীমা বিচে হৈল বড় গোল ॥ তাহাতে হইল এসে হাজের সকল * বাদশা বলে আজ রাতে এসে সেই চোর ॥ নিন্দের কালেতে বান্ধে হাত পাও মোর * কহিল আমায় যদি কাল বিহানেতে ॥ যখন আসিব আমি তোমার আগেতে * হাজার মোহর আর আপন লেবাস ॥ খুন বাহা দেও যদি পাইবে খালাস * নহেত এখনি তেরা কাটিব গরদান ॥ কবুল করিনু আমি হৈয়া পেরেশান বক্ত গুণে আমায় ছাড়িয়া গেল আজি ॥ আশরফী কবুল করি তবে হৈল রাজী * সেই দাগাবাজ বুঝি হবে যাদুকর ॥ বহুত সাবাসি তার হিম্মত উপর * ফাররোখ কহেন হাল বাদশার সামনে ॥ নিশিকালে জঙ্গীরূপে আইলে কেমনে * সভাসদগণে গেল বাদশার আগেতে ॥ মুখ পাখলিয়া বাদশা বসেন তখতেতে আইল সেখানে ফের ওম্মর উম্মিয়া ॥ আপনাকে গোলাম ছুরত বানাইয়া * সালাম করিয়া বাত কহিতে লাগিল ॥ ওম্মর সালাম দিয়া এখানে ভেজিল * ওয়াদা যে করিলে শাহা কৈল সেই বাত ॥ ওয়াদা মাফিক সব দেহ মেরা হাত *

বাদশা তখনি দিতে হুকুম করিল ॥ খাস জোড়া হাজার মোহর তায় দিল * বাদশা বলে কহ গিয়া মনিব হুজুরে ॥ রাত কালে আমাদের খারাবী না করে * ফিরাতে এতেক মাল আমি তায় দিব ॥ এনাম বখশীশ দিয়ে নেহাল করিব * গোলাম লইয়া মাল নিকালিয়া যায় ॥ খয়বরের জঙ্গ দোস্ত মোহাদ গায় *

—০ঃ)*(ঃ০—

* মালেকের হাতে বাহমন মারা যায় ও উম্মিয়া শাদ্দাদকে মারে তাহার বয়ান *

পয়ার * সেই গমে গোস্বায় জামশেদ জাহাঁদার ॥ কোমর বান্ধিয়া হৈল ঘোড়ায় সওয়ার * বাদশার যত খয়বরী পাহালওয়ান ॥ সওয়ার হইয়া সবে চলিল ময়দান * আর যত শাহাজাদা আছিল হাজের ॥ ইরানী হাবাশ আর চীন মাচীনের আপন২ সবে লইয়া লস্কর ॥ করিয়া মুরচাবন্দি ময়দান উপর * লাল কাল কত রং উড়ায় নিশান ॥ দূর হৈতে দেখা যায় ফলের বাগান * শাহান শাহা আপনার সীপাই লইয়া ॥ বিচখানে খাড়া হৈল মুরচা করিয়া * ডাহিন বামেতে যত শাহাজাদাগণ চল্লিশ মুরচাবন্দি করিল গঠন * আড়ে দিকে খাড়া হৈল চল্লিশ কাতার ॥ নজরে না দেখা যায় কিনারা তাহার * হইল ডাহিন দিকে স্পেন্দিয়ার ॥ বামেতে ক্বামুস জঙ্গী সাহেব সরদার * চল্লিশ হাজার লিয়া চুনেন্দা জাওয়ান ॥ বাহমন ফউজ দূরে থাকে নেঘাবান * আর দিকে আলী শাহা ইলাহীর শের ॥ আরব্ব সীপাই সাথে লইয়া দেলের * ময়দান হইল খাড়া মুরচা বান্ধিয়া ॥ হেমায়েল জুলফিক্কার বগলে দাবিয়া * ঝাণ্ডা মোহাম্মদী উড়ে হাওয়ার উপর ॥ ডাহিনে হইল খাড়া মালেক ওস্তর * বাম দিকে আবুল মাজন পাহালওয়ান ॥ কামার সীপাই লয়ে থাকে নেঘাবান * দু-দলে সীপাই সাজী হইল তৈয়ার ॥ হেলিতে লাগিল যেন ঢেউ দরিয়ার *

নেজার ছড়েতে যেন হৈল নলবন ॥ মাঝে২ লাল ঝাণ্ডা আগুন যেমন * জঙ্গের নাকারা ঘণ্টা বাজে ঘোরতর ॥ জান শুদ্ধা হাত পাও কাঁপে থর২ * শিঙ্গার আওয়াজ খুব কাণে লাগে তালি ॥ আসমানে লাগিয়া ধূলা সূর্য্য হৈল কালি * ঘন ঘন নক্কীব পুকারে ময়দানেতে ॥ কোন মর্দ্দ বাহাদুর নিকাল জঙ্গেতে * তার পরে হায়দরের ডাহিন হইতে ॥ নিকালে সওয়ার এক মহিম করিতে * তেজওন্দ তাজী ঘোড়া জানুর বিচেতে ॥ হাওয়া না পৌছিতে পারে তাহার কাছেতে * হেমায়েল তলওয়ার বগলের নীচে ॥ আড়াই গজের ছোরা কোমরের বিচে * ঘোড়ার জিনের পরে লিয়া গোর্জ্জখান ॥ হাতেতে তীরের ঠোসা বাজুতে কামান * জাহাঙ্গীর মালেক আছিল পাহা-ওয়ান ॥ ফীলতন ছিল যেথা রোস্তম দাস্তান * ফাউলাদ আলমাছতন যেন রগ তার ॥ পিন্দিয়া লোহার জেরা গায় আপনার * ঘোড়া কুদাইয়া গেল ময়দান উপর ॥ জাওয়ান করিল কুচ লস্কর ভিতর * কামগার দেখিয়া চিনিল তার তরে কহিতে লাগিল মর্দ্দ আপন লস্করে * এই জাওয়া মর্দ্দ যেই আইল ময়দান ॥ বাদশার দামাদ এই নামেতে হামান * সীপাই শুনিয়া সবে হাঁসিতে লাগিল ॥ শ্বশুর দামাদ সাথে লড়াই হইল * তাহাতে শরম কিছু পায় জাহাঁদার ॥ ঐক্ষণে মুনাদী ফিয়ায় যে বার২ * হামানের শির যে আনিয়া দিবে মোরে বেটী দিয়া দামাদ করিব তার তরে * তাহার জায়গায় হবে সাহেব সরদার ॥ হইবে জানের মত ফরজন্দ আমার * একথা কহিতে মাত্র কতশত জন ॥ জান দিতে রাজী সবে লালচ কারণ আক্কেলে চক্ষু কাণা লালচেতে হয় ॥ নেকনাম বন্ধ করে লালচে নিশ্চয় * বাহমন নামেতে এক খয়বের জাওয়ান ॥ বড় দেলাওর সেই বড় পাহালওয়ান * খয়বরে তাহার সানী না ছিল জোড়া ॥ জেরা হাতীয়ার বেন্ধে কুদাইল ঘোড়া *

সাথে গেল ঝাণ্ডাদার হাজার সীপাই ॥ বাহমন কুদায় ঘোড়া করিয়া বড়াই ❋ সীপাই ফিরিয়া গেল ময়দান হইতে ॥ বাহমন মালেক সাথে লাগিল কহিতে ❋ শরম না হয় তোরে শুনরে হামান ॥ লড়িতে বাদশার সাথে আইলে ময়দান ❋ দামাদ করিলে তোরে বেটী বিয়া দিয়া ॥ তাজ তখত বাদশাহী দিল নেওয়াজিয়া ❋ সকলের পরে তুঝে করিল সরদার ॥ নাফরমান হৈয়া লড় সঙ্গেতে বাদশার ❋ এখন তোমার শির কাটিয়া জোরেতে ॥ হাজির করিব লিয়া বাদশার আগেতে ❋ না জানো আমার নাম বাহমন সরদার ॥ আমার নাম হয় যে স্পিন্দিয়ার হাজার জাওয়ান নহে মোর বরাবর ॥ মোর আগে গিধড়ের মত শের নর ❋ তিন শত মণ গোর্জ্জ ওজন আমার ॥ কার আছে হেন গোর্জ্জ সংসার মাঝার ❋ মালেক শুনিয়া হেঁসে কহে তার তরে ॥ না কর বড়াই এই আমার গোচরে ❋ হামান আমার নাম না কহিবে আর ॥ তুমি কিবা জানো হামান নাম হয় যে আমার ❋ জাহানেতে মালেক ওস্তর মেরা নাম ॥ আলীর চাকর আর নবীর গোলাম ❋ জঙ্গেতে আমার পীঠ কেহ না দেখিল ॥ আমার সামনে তোরে আজলে আনিল ❋ চার শত মণের গোর্জ্জ দেখিয়াছ কার ॥ এই গোর্জ্জে আছে বুঝি আজল তোমার ❋ শুনিয়া বাহমন জ্বলে আগ বরাবর ॥ গোর্জ্জ হাতে লিয়া ছুটে মালেক উপর ❋ মালেক ধরিল ঢাল মারিল বাহমন ॥ আওয়াজ হইল তার ঝনঝনা যেমন ❋ ঢালের উপর হৈতে আগ নিকানিল ॥ দু-দলে সীপাই সবে নজরে দেখিল ❋ আষাঢ়িয়া মেঘ মত গর্জ্জে পাহালওয়ান ॥ মারিল বাহমন পরে বিজলী সমান ❋ বাহমন ঢালের পরে দিল গোর্জ্জ তার ॥ পসিনা হইল কিন্তু ওজুদে তাহার এইরূপে গোর্জ্জবাজী করে দুই জন ॥ মস্তহাল হৈয়া লড়ে দোন ফীলতন ❋ দু-জনার গোর্জ্জের ধমকে জঙ্গলের জানওয়ার ॥

দুম দাবাইয়া ভাগে জঙ্গল ভিতর * তার পরে পাহালওয়ান উঠাইয়া হাত॥ আল্লার দরগায় মর্দ্দ করে মোনাজাত * খোদওন্দ মেহেরবান তুমি পাকজাত॥ ফতেমন্দী দেহ এই কাফেরের সাথ * এ বলিয়া খাড়া হৈল রেকাবের পর॥ দুই তিন কোড়া মারে ঘোড়ার উপর * কাফেরের পাঞ্জরেতে পৌছিল আসিয়া॥ বাহমন উপরে গোর্জ্জ মারিল খেচিয়া * গোর্জ্জের ধমকে প্রাণ গেল যম ঘর॥ সির সান্ধাইয়া গেল সিনার ভিতর * এহাল দেখিয়া বাদশা হইল ফাপর॥ ডাকাইল যত তার খয়বর লস্কর * বাদশা বলে খয়বরেতে বাহমন সমান না ছিল হুনরমন্দ আর পাহালওয়ান * একেলা মারিল তারে মালেক সওয়ার॥ না হইল পীল মস্ত সমান তাহার * একেং সীপাই না পাঠাইবে আর॥ একবারে পাঠাইবে হাজারে হার্জার এবলিয়া জঙ্গী দশ হাজার জাওয়ান॥ মালেকেরে মারিবারে ভেজিল ময়দান * সীপাই দেখিয়া তবে মালেক ওস্তর॥ হাঁকিয়া কুদায় ঘোড়া ময়দান উপর * চারিশত মণি গোর্জ্জ নিল হাত পর॥ আর নিল ফাউলাদী বাজু যেন শের নর * ঘোড়ার দাপটে তাঁর কাঁপিল ময়দান॥ বাদশার সীপাই যত দেখিয়া হয়রান * টিকিতে না পারে কেহ সামনে তাহার॥ মারা গেল কত লোক কে করে শুমার * আখেরে লাচার হয়ে গেল পালাইয়া॥ হয়বতে রহিল বাদশা তামাসা দেখিয়া হাঁকিয়া কহিল মর্দ্দ মালেক সরদার॥ হজরত আলীর তরে শুন নামদার * ঠেকিয়াছে ঘোড়া মেরা লড়াই করিয়া॥ শেতাবী দোছরা ঘোড়া দেহ পাঠাইয়া * আলী শাহা সেই ঘড়ি ঘোড়া পাঠাইল॥ বদল করিয়া মর্দ্দ সওয়ার হইল * বাদশার লস্কর দিকে ঘোড়া কুদাইল॥ কাতারের সামনেতে হাঁকিয়া কহিল জঙ্গী পাহালওয়ান যারা আছ লস্করেতে॥ মোকাবেলা হও এসে আমার আগেতে * কিম্বা যার মরণের হইয়াছে সাধ॥

হইবে আমার নাম তাহাকে ইয়াদ * শাদ্দাদ খয়বরী নামে সরদার বাদশার॥ জঙ্গী পাহালওয়ান তারে কহে জাহাঁদার * কোমর বন্ধিয়া মর্দ্দ চলিল ময়দান॥ ডাহিনেতে তীর আর বামেতে কামান * হেমায়েল দুই তেগ ছিল আপনার॥ পীঠে ঢাল মাথায় লোহার টোপ তার * ঘোড়া কুদাইয়া যায় শাদ্দাদ জওয়ান॥ যেখানেতে আছিল মালেক পাহালওয়ান আসমানেতে হৈল যবে দু প্রহর বেলা॥ শাদ্দাদ মালেক সহ হৈল মোকাবেলা * মালেকের তরে তবে কহিল শাদ্দাদ॥ নাহিক আপন জান করিবে বরবাদ * টিকিতে নারিবে তুমি আমার সামনে॥ জান দিতে ময়দানেতে এলে কি কারণে * মালেক কহিল তুমি না কর বড়াই॥ বড়াই যে করে তার না হয় ভালাই * মর্দ্দ যদি হও মার নেজা ঘুমাইয়া॥ নহেত হাতের নেজা দেহ ফেলাইয়া * গোস্বায় শাদ্দাদ লিয়া ঘোড়াকে দৌড়ান॥ নেজা ঘুমাইয়া আইল বিজলী সমান * মালেক ধরিল নেজা হাঁকিয়া তাহার॥ বাম হাতে ঢাল ধরে বুকে আপনার * দুজনার পরে নেজা মারে দুইজন॥ ঢালের উপরে লেগে বাজে ঝনঝন * আগ নিকালিয়া গেল দুই নেজা দিয়া॥ করিল চল্লিশ ওয়ার গোস্বায় জ্বলিয়া * গরম হৈল ধূপ দোন পাহালওয়ান॥ আর এক জঙ্গী ঘোড়া হইল হয়রান * দুইজনে ঠাঁই২ খাড়া হৈল গিয়া॥ হেনকালে জঙ্গী এক পৌছিল আসিয়া কাল রঙ্গ তামাম ওজুদ ছিল তার॥ তাহাতে লেবাস কাল পিন্দে আপনার * নীলাফার লম্বা তাজ মাথার উপর॥ বড় এক লাঠি ছিল হাতের উপর * বাও ভরে কুদে উঠে জমিন থাকিয়া শাদ্দাদের সামনেতে পৌছিল আসিয়া * চারিদিকে ঘুরে যেন কুমারের চাক॥ লাঠি ঘুরাইয়া ফিরে হাঁকে বড় হাঁক * কখন ডাহিনে যায় কখন বামেতে॥ কখন আগেতে যায় কখন পিছেতে * জমিন হৈতে কুদে উঠে দশ বার হাত॥

শাদ্দাদের ঘাড়ে মারে জোড় এক লাথ ✽ তামাম সীপাই দেখে হাঁসিতে লাগিল ॥ উজীরের তরে বাদশা কহিতে লাগিল কাহার দলের এই জঙ্গী দেওজাত ॥ লাঠিবাজী করে এসে শাদ্দাদের সাথ ✽ উজীর কহিল বাদশা আমিও না জানি ॥ কাহার দলের এই না পাই নেশানি ✽ গোস্বায় শাদ্দাদ জ্বলে আগ বরাবর ॥ হাঁকিয়া কহিল ওরে দেও বে-সহুর ✽ না চেন দুশমন আর দোস্তের খাতির ॥ শমশের মারিয়া তেরা উড়াইব শির ✽ এ বলিয়া তেগ লিয়া ধাইল মারিতে ॥ চাকার সমান জঙ্গী লাগিল ঘুনিতে ✽ ধাইতে২ সে শাদ্দাত জোরওয়ার ॥ টক্কর খাইয়া পড়ে জমিন উপর ✽ কুদিয়া মারিল জঙ্গী লাঠি হাতে লিয়া ॥ ফাটিল তাহার শির জমিনে পড়িল ✽ তার পরে গেল জঙ্গী মালেকের আগে ॥ হিন্দি জবানেতে কথা কহিবার লাগে ✽ কহে ফিরে যাও তুমি ময়দান হইতে ॥ ময়দানে জঙ্গীর সাথে নারিবে লড়িতে ✽ মালেক না বুঝে বাত জঙ্গী যাহা কহে ॥ জওয়াব না দেয় মর্দ্দ খাড়া হৈয়া রহে ✽ শাদ্দাদের হাল দেখে বাদশা নামদার ॥ উজীরের তরে কহে আফসোস হাজার ✽ লাঠিবাজ দেওজাত গাঁওয়ারী করিল ॥ মোফতে এমন মর্দ্দে মারিয়া ডালিল ✽ মারা যদি গেল সে শাদ্দাদ নামদার ॥ মরিবে হামান রুমী হাতেতে ইহার ✽ মালেকের তরে জঙ্গী কহে বার২ ॥ মালেক কুদায় ঘোড়া জঙ্গীর উপর ✽ ঘুড়িতে লাগিল জঙ্গী ময়দান উপর ॥ টক্কর খাইয়া ঘোড়া হইল ফাফর ✽ আজেজ হইয়া মর্দ্দ দাঁড়ায়ে রহিল ॥ ফের জঙ্গী দুই তিন লাঠি লাগাইল ✽ মালেক জানিল এই হবে দেওজাত ॥ বালাজুরী করে দোস্ত দুশমনের সাথ ✽ ঘোড়া কুদাইয়া মর্দ্দ লস্করেতে যায় ॥ দেখিয়া হজরত আলী পুছিল তাহায় ✽ কি কারণে জঙ্গ হইতে আইলে ফিরিয়া ॥

মালেক কহিল তারে বয়ান করিয়া * শুনিয়া তাহার বাত হাঁসিল হায়দর॥ তামাসা দেখিয়া হাঁসে তামাম লস্কর * এখানে ময়দানে জঙ্গী কুদিয়া বেড়ায়॥ শূন্য ভরে বাজী করে তামাসা দেখায় * তারপরে গেল জঙ্গী বাদশার সামনে॥ বলে আমি এখানে আইনু কি কারণে * আমাকে না চেন বুঝি বাদশা নামদার॥ রাতকালে আইনু আমি ডেরায় তোমার * তোমার লাউণ্ডিদের সিঙ্গার করিয়া॥ তোমার মাথার তাজ লিনু চোরাইয়া * আপনার ভাল যদি চাহ নামদার॥ বাদশাই লেবাস দেও ওজুদে আমার * আর এক তাজী ঘোড়া দেহ মেরা তরে॥ নহে আজ রাতে ফের আসিব লস্করে * ঘোড়া ও খেলয়াত বাদশা দিল ঐক্ষণ॥ ওম্মর এনাম পেয়ে চলিল তখন হাঁসিল হজরত আলী উহাকে দেখিয়া॥ মালেকের তরে আনে তখনি ডাকিয়া * গলা ধরাইয়া দোহে দিল মিলাইয়া॥ দুজনার কিনা কালি দিল ফেলাইয়া * সে দিন হইল শেষ সীপাই ফিরিল॥ আপন২ ডেরে আরাম করিল * জামশেদ ফিরিয়া গেল আপন ডেরায়॥ শাদ্দাদ বাহমন জন্য বড় গম খায় * এখানেতে হজরত আলী খীমায় আইল॥ খানা পানি মাঙ্গাইয়া সকলে খাইল * তার পর শাহা মর্দ্দ কহে এই বাত॥ শুনহে ইয়ারগণ যত নেকজাত * রাত গিয়া কাল যবে হইবে ফজর॥ জঙ্গেতে সাজিবে সব কাফের লস্কর * আল্লাকে ইয়াদ আমি করিয়া তখন॥ পাহালওয়ানী দস্তবাজু দেখাব আপন * জঙ্গের হয়বত কাল হবে বড় জোর॥ না হইবেক তেয়ছা ইসলাম লস্কর * কদাচ আল্লার নাম কেহ না ভুলিবে॥ কাফের লস্কর হইতে কেহ না ডরিবে * আদব করিয়া সবে করিল সালাম॥ তার পরে সকলেতে করিল আরাম * উঠিয়া ওম্মর মর্দ্দ বান্ধিল কোমর॥ সেতাবী চলিয়া গেল খয়বর লস্কর * পহেলা হইল পার মক্কার সীমায়॥ বাদশার খীমার কাছে যাইয়া দাঁড়ায় *

জামশেদ বসিয়া আছে তখতের উপর ॥ শাহাজাদাগণ বৈসে তাহার গোচর * বাদশা বলে বক্ত মেরা বুঝি টুটিয়াছে ॥ তেকারণে এমন আফত আসিয়াছে * ভালাই করিনু আমি হামানের পরে ॥ এখন আমার সাথে বালাজুরী করে * আর সে আরবী চোর বড় দাগাদার ॥ দাগা দিয়া তাজ শাহী লইল আমার * যা ইচ্ছা সে করে এসে লস্করে আমার ॥ মরিল শাদ্দাদ মর্দ্দ হাতেতে তাহার * না হৈত সে চোর যদি নাহি ছিল ডর ॥ কিছু না করিত তবে হামান হায়দর * হেন কালে খাড়া হৈল ওম্মর উম্মিয়া ॥ কহিল বাদশার তরে সামনে আসিয়া কেন শাহা চোর বল আমার কারণ ॥ তোমাকে আসিয়া বুঝি ধরিল মরণ * থাক আজি কাল যবে হইবে ফজর ॥ মারিবে গরদান তেরা হজরত হায়দর * কান্দিবে তোমার তরে লস্কর তোমার ॥ না বাঁচিবে কেহ তেরা খয়বরী সরদার * একথা শুনিয়া বাদশা লাগিল কাঁপিতে ॥ ধর২ করি সবে চলিল ধরিতে কোন দিকে গেল কেহ না পায় দেখিতে ॥ সেইখানে ছিল কিন্তু নারে ঠাহরিতে * তখনি রাখিল দশ হাজার জাওয়ান ॥ লাঙ্গা তেগ খীমার চৌদিকে নেঘাবান * এই কথা সকলেতে করে মোকরর ॥ যে কহিবে কথা আজি সেইত ওম্মর * নিঃশব্দ হইয়া সবে রহে চৌকি দিতে ॥ না পারে শুইতে আর না পারে বসিতে * ওম্মর উম্মিয়া দেখে ফিরিয়া চলিল ॥ আপনা লস্করে গিয়া আরাম করিল * দোস্ত মোহাম্মদ কহে কেতাব দেখিয়া ॥ খোদার হুকুমে রাত গেল পোহাইয়া *

—০ঃ)*(ঃ০—

• এই লড়াইয়ে রাসুলুল্লার (দঃ) আওয়াজ খয়বরে পৌছে তাহার বয়ান *

পয়ার * বিহানে উঠিয়া সবে বান্ধিল কোমর ॥ সাজিতে লাগিল সবে দু-দলে লস্কর * দু-দিক হইতে দুই মেঘের সমান ॥

ঘটা ঘোর সাজনেতে যত পাহালওয়ান * ময়দানে হৈল খাড়া দু-দলের ফউজ ॥ হেলিতে লাগিল যেন দরিয়ার মউজ * রণবাদ্য ঘোরতর বাজিতে লাগিল ॥ কানে তালা লাগে হেন ধুম উঠাইল ধূলায় আন্ধার হৈল মেঘের আকার ॥ চান্দের সমান ঝাণ্ডা ছিল নমুদার * ঘোড়ার দাপটে আর সীপাইর সোরে ॥ কেয়ামত হৈল যেন ময়দান উপরে * সাজিয়া হৈল খাড়া দু-দলের লস্কর ॥ পহেলাতে কে আইল ময়দান উপর * জাহাঙ্গীর মালেক ওস্তর পাহালওয়ান ॥ ঘোড়া কুদাইয়া মর্দ্দ নিকালে ময়দান * ঘোড়াকে জওলান দিয়া ডাহিন বামেতে ॥ তার পরে হাঁকিয়া কহিল ময়দানেতে * শুন ওরে কাফের দাগাদার বে-ঈমান ॥ মরিবার সাধ যার নিকাল ময়দান * মালেকের দিকে বাদশা দেখে তাকাইয়া ॥ শির সিনা দস্তবাজু দেখে নিরক্ষিয়া * আফসোস করিয়া বাদশা উজীরে ডাকিল ॥ আঁখে আসু নিকালিয়া কহিতে লাগিল * খাতা করিয়াছি আমি আপন কামেতে ॥ কে জানে এমন হবে মোর নছিবেতে * হামানের তরে আমি করিনু পছন্দ বেটী বিয়া দিয়া তারে করিনু ফরজন্দ * এখন আমার সাথে করে মোকাবেলা ॥ লড়িতে আমার সাথে আইল একেলা ॥ চলিয়া গিয়াছে বুঝি নছিব আমার ॥ তাইতো আইল বালা দেশের মাঝার * আর নাহি পাই কিছু ভাইয়ের খবর ॥ বাঁচিয়াছে কিম্বা মরে গেল নিজ ঘর * খয়বর মুল্লুকে তার না মিলে নিশান এইসব বাতে মেরা দেল পেরেশান * উজীর দেলাসা তারে দিল বহুতর ॥ তারপরে কহে শুন বাদশা নামদার * একে একে সীপাই না লড়াও নামদার ॥ একেবারে ভেজে দেহ কতেক হাজার * বাদশা পছন্দ করে উজীরের বাতে ॥ পঞ্চাশ হাজার ফউজ ভেজে এক সাথে * মালেক দেখিল যদি এতেক লস্কর ॥ ঘোড়া হৈতে উতারিয়া জমিন উপর * রেকাব লাগাম খুব দেখিল ঘোড়ার ॥ দোরস্ত আছিল ফের হইল সওয়ার *

তার পরে ঘোড়া কুদাইল পাহালওয়ান ॥ চারিদিকে ঘিরে তায় তামাম জাওয়ান * চারি শত মণের গোর্জ্জ নিল হাত পরে ॥ বেদেরেগ গোর্জ্জ মারে কাফের উপরে * একেবারে গর্দ্দ উড়ে হইল আন্ধার ॥ দুই হাতে মারে গোর্জ্জ মালেক সরদার * আবুল মাজন তাহা দেখে ঘোড়া কুদাইয়া ॥ মালেকের কাছে যায় মদদ লাগিয়া * বাদশা ফের পঞ্চাশ হাজার পাহালওয়ান ॥ আবুল মাজন পরে দিল ভেজিয়া ময়দান * ঘিরে নিল চারি দিকে আবুল মাজন তারে ॥ মারে তেগ পাহালওয়ান কাফের উপরে * নেজা গোর্জ্জ তেগ আর চৌদিক হইতে ॥ কাফের তাহার পরে লাগিল মারিতে * সায়াফ দেখিল যদি এমন লড়াই ॥ চলিল লইয়া সাথে তামাম সাপাই * ডঙ্কা বাজাইয়া মর্দ্দ উড়াইল গর্দ্দ ॥ সাথে দশ হাজার জাওয়ান শের মর্দ্দ * বাদশার হুকুমে ফের পঞ্চাশ হাজার ॥ তফাতে ঘিরিল আসি চৌদিক তাহার * তীর নেজা তাহার যে লাগিল চলিতে ভেউর করনাল সিঙ্গা লাগিল বাজিতে * তার পরে সাথে নিল হাজার জাওয়ান ॥ চলিল কামার মর্দ্দ মহিম ময়দান * দরিয়ার মত জমি হেলিতে লাগিল ॥ রাত বরাবর দিন আন্ধার হইল * পঞ্চাশ হাজার ফের দিল তার পরে ॥ হইল আজীম জঙ্গ ময়দান উপরে * এমত হয়বত জোর হইল জঙ্গের ॥ দুম দাবাইয়া ভাগে জঙ্গলের শের * দু-দিকে লস্কর যদি মিলে গেল জঙ্গে ॥ ময়দান হইল লাল লহুর তরঙ্গে * খাড়া হৈয়া দেখে শের হায়দরে কাররার ॥ ময়দান হইয়া গেল ঘোর অন্ধকার * ওজুদে হায়দরী জোস আইল তাহার ॥ বদন হইল তঙ্গ সাজওয়াল তার * গোস্বা ভরে দোন বাজু গেল পাকড়িয়া ॥ মুঠোর উপরে পাঞ্জা কসিল আটিয়া * লাল হৈয়া গেল আঁখ লহু বরাবর ॥ বাহির হইল কফ মুখের উপর * ঘোড়া কুদাইয়া শাহা দুলদুল সওয়ার ॥ আরবী লস্কর সাথে পঞ্চাশ হাজার *

সেইরূপ জোরওার পঞ্চাশ হাজার ॥ হায়দরের সামনেতে ভেজে একেবার * মোকাবেলা হৈল যদি আসিয়া কাফের ॥ হাঁকিল হায়দরী হাঁক ইলাহীর শের * পঞ্চাশ হাজার তাতে কাফের মরিল ॥ হাঁকিল দুল২ ঘোড়া জমিন কাঁপিল * আর কত বেহুশ হইয়া যায় পড়ে ॥ বেহুশিতে মোমিন সীপাই সব লড়ে * মরদানা হজরত আলী ঘোড়ায় সওয়ার ॥ দোন হাতে বেদেরেগ মারে জুলফিক্কার * যে দিকে হায়দর শাহা উলটিয়া যায় ॥ কাতার ছাড়িয়া যত কাফের পালায় * মেঘ যেন তলওয়ারে লহু বরষায় ময়দানে লহুর নদী বয়ে চলে যায় * এক দিকে মালেক ওস্তর পাহালওয়ান ॥ ময়দানেতে বহাইল লহুর তুফান * আর দিকে আবুল মাজন জাওয়ান দেলের ॥ শিকারের পিছে ধায় যেন নর শের * এক দিকে আমীর সায়াফ পাহালওয়ান ॥ মরদমীর দাদ দেয় মহিম ময়দান * আর দিকে কামার সওয়ার দেলাওর ॥ মস্ত হাতী ফিরে যেন ময়দান উপর * মারে তেগ সবে যত আরব জাওয়ান ॥ দেখিয়া তাদের চোট কাফের হয়রান * তীর তলওয়ার নেজা বরষে এমনি ॥ শ্রাবণে মেঘের পানি বরষে যেমনি * রাত বরাবর দিন হৈল আন্ধার ॥ তলওয়ারের চোটে জান নিকালে সবার * এইরূপে ময়দানে হইল বড় জঙ্গ ॥ কাটা লাশ তরে ঘোড়ার যাওয়া হৈল তঙ্গ * দিন দুই প্রহর এয়ছা গেল গোজারিয়া ॥ জঙ্গের বাজার গেল গরম হইয়া * তারপরে শুন এক তাজ্জবের বাত ॥ শক না করিবে কেহ এবাতে নেহাত মদীনাতে রাসুলুল্লা আলায়হেস্সাল্লাম ॥ জোহরের সমে লিয়া আছহাব তামাম * নামাজ পড়িতে ছিলেন মসজিদ ভিতর ॥ হেনকালে জিব্রাইল আনিল খবর * খয়বরের বিচে আজ হয় বড় জঙ্গ ॥ তোমার আছহাব লড়ে কাফেরের সঙ্গ * তামাসা দেখিতে চড় মসজিদ উপর ॥ কিবা হাল হয় আজি খয়বর শহর * মসজিদের ছাদ পরে রাসুল চড়িল ॥ জিব্রীল নবীর চক্ষে পর ঘসে দিল *

চক্ষেতে যে ছিল পরদা ছাফ হয়ে যায়॥ খয়বর জমিন তক দেখিবারে পায় * এতেক লস্কর নবী দেখে ময়দানেতে॥ চান্দ সূর্য্য রাহা ভুলে তাহার বিচেতে * লহুর দরিয়া বহে ময়দান উপর॥ কত মুরদা ভেসে যায় লহুর ভিতর * দেখেন হজরত হায়দর জোরওয়ার॥ মস্তহালে মারে তেগ কাফের উপর * লাখে লাখে চৌদিক হইতে কাফেরানে॥ আসিয়া ঘিরিয়া লেয় আলী পাহালওয়ানে * জোরেতে তলওয়ার মারে শের ইলাহীর॥ এক চোটে কাটা যায় দশ বিশ শির * এক দিকে লড়ে মর্দ্দ মালেক ওস্তর॥ মস্তহালে ঘোড়া পরে যেন শের নর * আর দিকে আবুল মাজন সাহেব সরদার॥ ঘোড়া জোড়া লাল রং হইয়াছে তার * আর দিকে জাওয়া মর্দ্দ আমীর সায়াফ॥ এক ওয়ারে তিন চার জনে করে সাফ * আর দিকে মারে তেগ কামার জাওয়ান॥ ঝড়েতে গিরান যেন কলার বাগান * জানবাজী করে সবে যতেক মোমিন॥ দরিয়ার মত হৈল খয়বর জমিন * দেখিয়া হজরত নবী খুশীতে ভরিল॥ সাবাস২ বলি হাঁকিয়া কহিল * সাবাস২ যত দীনদারগণ॥ যতেক কাফেরগণে কর নিপাতন * কাফেরান হইতে কেহ না করিবে ডর॥ আল্লার মদদ আছে তোমাদের পর * রাসুলের হাঁক শুনে যতেক মোমিন॥ এই কথা সকলেতে জানিল একিন * সেই সমে রাসুলুল্লা খয়বরে আইল॥ খুশীতে ভরিয়া সবে হাঁসিয়া উঠিল * গায়েতে আইল জোস নেজা করে খাড়া॥ বিষম কাফের পরে দিল এক তারা * একবারে হামলা করে যতেক মোমিন॥ হয়বতে কাঁপিয়া গেল যতেক বেদীন * তরঙ্গ তরঙ্গ হৈল তীরের আওয়াজ॥ চড় চড় করে যত জাওয়ানের সাজ * চকচকে তেগ নেজা ঝিক্ মিক্ করে॥ আজল তাকিয়া খাড়া থাকে শূন্য ভরে * এমনি লস্করের জোস উঠিল ময়দানে॥ ইজরাইল আপন দামান লয় টেনে *

এমত হইল যদি কাজা ও কদর॥ জঙ্গের তামাসা দেখে করিয়া নজর * লড়িতে২ দিন হইল আখের॥ আফতাব পৌছিল বিচে সেই ময়দানের * আপন কিস্তির পরে হইয়া সওয়ার॥ লহুর দরিয়া চাহে পার হইবার * বিচখানে গিয়া কিস্তি ডুবিল তাহার তামাম জাহান তাতে হইল আন্ধার * দুদলে সীপাই যত গেল বাহুড়িয়া॥ আরাম খাতেরে সবে চলিল ফিরিয়া * জখমী সকলে নিল ভরিয়া আম্বারী॥ ময়দানেতে কত শত করে আহাজারী * তারপরে গেল সবে আপনা ডেরায়॥ হাতীয়ার পোযাক রেখে খানা পানী খায় * বকৃশিকে পুছিল শাহা দুল২ সওয়ার॥ কত লোক মারা গেল সীপাই আমার * শুমার করিয়া বকসি আরজ করিল॥ ছয় হাজার সাত শত শহীদ হইল * আফসোস করে শাহা আর যত জন॥ ওম্মর উম্মিয়া মর্দ্দ আইল তখন * আসিয়া আলী আগে কহে সমাচার॥ দুই লক্ষ মারা গেল লস্কর বাদশার * খোসাল হইল শাহা শুনে এই বাত॥ শহীদ লোকের তরে গাড়ে রাতারাত ওখানে কি করিল জামশেদ জাহাঁদার॥ বকসির খবরে বাদশা হয়ে বেকারার * উজীর আমীরগণে নিল বোলাইয়া॥ পেরেশান হালে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া * না জানি কি আছে এবে নছিবে আমার॥ এক জঙ্গে দুই লক্ষ মরিল সওয়ার * আমার গুমান ছিল আলীর উপর॥ ময়দানেতে না আটিবে আমা বরাবর * এ বয়সে বহুত করিনু আমি জঙ্গ॥ লড়িয়াছি বড়২ বাহদুর সঙ্গ * এমন দেলের আমি না দেখি কখন॥ না শুনিনু জাওয়া মর্দ্দ দেলের এমন * কি করি মছলত আর ফেকের ইহার॥ কি হেকমতে জের হয় দুস্মন আমার * উজীর কহেন বাদশা কর এই কাম॥ হায়দরের আগে তুমি পাঠাও পয়গাম * এই কথা কহ তারে শুন নামদার॥ জখমী হইল কত সরদার আমার * তিন দিন জঙ্গ আমি করিতে না চাই॥

তার পরে ফের শুরু হইবে লড়াই * তার পরে জমা কর যতেক সওয়ার ॥ চীন মাচীনের আর হিন্দ বাংলার * রূম তুরকিস্তান আর যতেক দেশের ॥ আর যত শাহাজাদা হর মূল্লুকের * পরামর্শ করে সবে হৈয়া এক সাথ ॥ সকলের মন ঠিক হয়ে এক বাত * সেই কামে তোমার নেহাত হবে ফতে জালিম ভাগিয়া যাবে তোমার হয়বতে * বাদশা বলে এই কাম নেহাত তোমার ॥ কাল গিয়া আলীকে জানাও সমাচার এই কথা সত্য করে সকলে শুনিল ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে ওম্মর চলিল *

—০ঃ)*(ঃ০—

• তেছরা রাত্রে ওম্মর উম্মিয়া দারার দাঁড়ি
মোচ মোড়ায় তাহার বয়ান *

পয়ার * জাহানের ঘর পরে সাদ আসমানের ॥ তাহাতে হইল যবে সিয়াহী জাহের * মাহ্তাব এইরূপে লটকাইয়া দিল ॥ কিঞ্চিৎ সিয়াহী তার রওশন হইল * ওম্মর উম্মিয়া যায় বাদশার লস্করে ॥ আপনার আয়ারী পোষাক সাজ করে * প্রহরী কামুস জঙ্গী খাড়া চৌকিদার ॥ সীপাহী তাহার সাথে চল্লিশ হাজার * ওম্মরে দেখিয়া হাঁক মারিল কামুস ॥ কে তুমি আইলে কেন কাহার জাসুস * রাতকালে একেলা ফিরিছ কি কারণ ॥ তুমি বুঝি সেই চোর বাদশার দুশমন * ওম্মর বলেন তুমি কেন কর সোর ॥ যে কামেতে গিয়াছিনু শুন সে খবর * নামেতে ফরহাদ জঙ্গী জানো মোর তরে ॥ এইক্ষণে গিয়াছিনু আলীর লস্করে * বাদশা আমার তরে কহিল ডাকিয়া ॥ লস্করেতে আছে কিনা ওম্মর উম্মিয়া * তাকিদ দেখিয়া আসি এসে কহ সমাচার ॥ গিয়াছিনু তাহার শুমার করিবার * শুনিয়া কামুস জঙ্গী ডরে ডরাইল ॥ ঘোড়া হৈতে উতারিয়া সালাম করিল *

কেননা ফরহাদ জঙ্গী এগানা বাদশার ॥ বড় জবরদস্ত মর্দ্দ সাহেব সরদার * কামুস আজেজী করে লাগিল কহিতে ॥ রাতকালে তোমারে না পারিনু চিনিতে * বল তায় ক্ষতি নাই শুন বেরাদর না জানিয়া কহিয়াছি উপরে আমার * কামুস পুছিল তারে শুন বেরাদর ॥ কোথা আছে ওম্মর উম্মিরা দাগাদার * বলে আমি শুনিলাম এমনি খবর ॥ চৌকি পার হয়ে গেল সীপাই ভিতর * পাছে২ তার আমি যাই শীঘ্র করি ॥ কি জানি বাদশার আগে করে বালাজুরী * এবলিয়া লস্করের ভিতরে চলিল ॥ আপনাকে তুরকী সীপাই বানাইল * এদিকে ওদিকে ফিরে তালাশ করিয়া ॥ বাদশার খীমার কাছে পৌছিল যাইয়া * সে রাতে নামেতে দারা যেন আর্দ্দওয়ান ॥ বাদশার হুকুমেতে ছিল নেঘাবান * যাইয়া দারার আগে করিল সালাম ॥ পুছিল তাহাকে দারা কহ নেকনাম * কি কারণে আসিয়াছ কোনখানে ঘর ॥ শুনিয়া তাহার বাত কহিল ওম্মর * ভেজিল খাকান চীন আমাকে এখানে ॥ খয়বরের হকিকত শুনিয়াছি কানে * কোথা হইতে আসিয়াছে বহুত লস্কর ॥ বালাজুরী করে আজ বাদশার উপর * বাদশাকে মদদ যদি হয়ত দরকার ॥ মদদেতে সীপাই পাঠাই আপনার * পুছিল তাহাকে দারা কি নাম তোমার * তামারতাশ চীনা নাম বলে আপনার * দারা বলে মোবারক শুন নেকনাম ॥ আমার খীমায় আজি করহ বিশ্রাম * সাথে লিয়া যাব কাল বাদশার সামনে ॥ নেহাল করার খুব তোমার কারণে * তাজীম করিয়া তারে খানা খিলাইল ॥ আছুদা হইয়া তথা শুইয়া রহিল * শুইয়া পড়িল দারা তখতে আপনার ॥ খাড়া চৌকি দেয় কত সীপাই তাহার * যখন হইল দারা নিন্দে অচেতন ॥ উস্তুরা লইয়া হাতে ওম্মর তখন * দাঁড়ি মোচ তামাম দারার মোড়াইয়া ॥ আবরূ উপরে তার নীল রং দিয়া * কপালে তিলক ফোঁটা লাগায় তাহার ॥

পউটন মলিল মুখে দেখিতে বাহার ✽ তার পরে তাজ খুলে লইল তাহার॥ জড়াও কোমরবন্দ আর তলওয়ার ✽ আর ভাল চিজ যাহা পছন্দ হইল॥ এসব লইয়া মর্দ্দ বাহিরে চলিল ✽ আপন লস্কর বিচে পৌছিল যাইয়া॥ হেন সমে গেল রাত ফজর হইয়া ✽ উঠিল হজরত আলী ইয়ার তামাম॥ নামাজ আদায় করে ফিরিল সালাম ✽ দোস্ত মোহাম্মদ কহে শুন সর্ব্বজন॥ কামগার আইসে তবে আলীর সদন ✽

—০ঃ)✽(ঃ০—

• কামগার উজীর মুসলমান হয় ও বাদশা আইন রবা ঠাকুরের নিকট হজরত আলীকে মারিবার প্রার্থনা করে ✽

পয়ার • ফজরেতে কামগার বাদশার উজীর॥ হজরত আলীর আগে হইল হাজির ✽ আলীর হুকুমে রাহা দিল তার তরে॥ তার পরে গেল মর্দ্দ দরবার ভিতরে ✽ ঘোড়া হৈতে উতারিয়া ডেরা বিচে যায়॥ বসে আছে শাহা মর্দ্দ দেখিবারে পায় ✽ লাল রঙ্গ চেহেরা চান্দের বরাবর॥ কালা রঙ্গ গের্দ্দা দাঁড়ি মুখের উপর ✽ আসনে বসিয়া আছে হজরত হায়দর॥ শির সিনা দাস্ত বাজু যেন শের নর ✽ একদিকে বসিয়া মালেক পাহালওয়ান॥ আর দিকে আব্দুল মাজন নবীন জাওয়ান ✽ দেখিয়া হয়বতনাক হৈল কামগার॥ আপনার দেলে ফের করিল কারার ✽ সালাম করিয়া মর্দ্দ কদম চুমিল॥ খাতের করিয়া তারে আলী বসাইল ✽ পুছিল হজরত আলী কহ কামগার॥ কি জন্যেতে আসিয়াছ নিকটে আমার ✽ কামগার কহে তবে শুন পাহালওয়ান॥ বাদশা আমার তরে করিল ফরমান ✽ কহিবে আলীর কাছে আমার পয়গাম॥ জঙ্গেতে হইল খাস্তা সীপাই তামাম ✽ মহিমে পড়িল মারা বাহমন সরদার॥ মরিল শাদ্দাদ আর জঙ্গী স্পেন্দিয়ার ✽ দুই তিন দিন আমি না চাহি লড়িতে॥ সীপাই সকলে চাহে আরাম করিতে ✽

তারপরে ফের শুরু হইবে লড়াই ॥ বাদশা আমার তরে কহিল এছাই ❃ আলী শাহা বলে বাদশা করেছে এ ফন্দ ॥ একথা আমার আগে না হয় পছন্দ ❃ দু-দলে সীপাই আছে লড়িতে তৈয়ার ॥ হেন সমে নাহি চাই আরাম দরকার ❃ সীপাই ঘোড়ার পরে করিয়াছে জিন ॥ কেমনে আরাম করি দুই তিন দিন ❃ তবে যদি বাদশা চাহে করিতে আরাম ॥ না করিবা পেস দস্তি শুন নেকনাম ❃ মুরদাগণ পরে বাদশা না করে কান্দন ॥ কান্দিবে জিন্দার পরে উচিৎ এখন ❃ তবে কামগার কহে শুন পাহালওয়ান মোলাজেম এই কথা করিলে বয়ান ❃ বাদশা উপরে ফতে হইবে তোমার ॥ তোমার দখল হবে মুল্লুক বাদশার ❃ আজ এই কমিনা গোলাম নেওয়াজিয়া ॥ আপনি কওল দেহ মেহের করিয়া ❃ আমার খান্দান পরে না দিবে আজার ॥ আরজ করিনু এই হুজুরে তোমার ❃ আলী বলে যদি তুমি হও মুসলমান ॥ জান মাল হৈতে তুমি পাইবে আমান ❃ সেইক্ষনে কামগার হৈল মুসলমান ॥ কুফরী ছাড়িয়া মর্দ্দ আনিল ঈমান ❃ উঠিয়া হজরত আলী তাজীম করিল ॥ গলাগলি করে তারে বিদায় করিল ❃ লস্করের বিচে সবে পৌছিল উজীর ॥ দেখিয়া পুছিল দারা তাহার খাতির ❃ কোথা গিয়াছিলে তুমি উজীর বাদশার তখনি জওয়াব তারে দিল কামগার ❃ শুনহে দারা আমি যে আলীর লস্করে ॥ গিয়াছিনু কোন কথা কহিবার তরে ❃ জ্বলিয়া উঠিল দারা একথা শুনিয়া ॥ মরদে আওরত কহ কিসের লাগিয়া মুখে হাঁসি কর বুঝি আমার উপর ॥ দারা পাহালওয়ান আমি না জানো খবর ❃ উজীর কহিল যদি দারা তেরা নাম ॥ মরদ হৈয়া তবে কেন করিলে একাম ❃ নারী বেশ কেন কৈলে জানানার মত ॥ দাঁড়ি মুড়াইলে কেন কহ হকিকত ❃ হাত ফিরাইয়া দারা মুখের উপর ॥ দাঁড়ি মোচ না দেখিয়া হইল ফাপর ❃ খাড়া২ তখনি আয়না মাঙ্গাইল ॥ দেখিয়া আপন মুখ লজ্জিত হইল ❃

দারা বলে কে করিল এ হাল আমার ॥ বুঝিতে না পারি কিছু তার সমাচার ✱ কাল রাত্রে আইল তুরকী একজন ॥ খাকান চীনের ভেজা আমার সদন ✱ খানা খিলাইয়া তারে রাখিনু ডেরায় ॥ রাতকালে গেল কোথা না দেখি তাহায় ✱ উজীর কহিল সেই ওম্মর উম্মিয়া ॥ গেল সেই তোমার ছুরত বানাইয়া সরমেন্দা হইল দারা একথা শুনিয়া ॥ উজীর বাদশার আগে পৌছিল যাইয়া ✱ হাঁসিতে হাঁসিতে সেথা গেল কামগার ॥ বাদশা বলে হাঁস কেন কহ সমাচার ✱ উজীর দারার হাল করিল বয়ান ॥ দরবার সমেত সবে হাঁসিয়া হয়রান ✱ বাদশা বলে সেই চোর না পেয়ে আমাকে ॥ আজ রাতে এই হাল করিল দারাকে ✱ এইক্ষণে যাব আমি আইন রবায় ॥ তবে সে ঠাকুর হবে সদয় আমায় ✱ এত বলি সাথে লিয়া দশ বিশ জন ॥ সেইক্ষণে মন্দিরেতে করিল গমন ✱ জোড় হাতে দেবতার সম্মুখে যাইয়া ॥ ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গলে বস্ত্র দিয়া ✱ বলে প্রভূ দয়াময় তুমি সর্ব্বমূল ॥ একেত অনন্ত তুমি, তুমি অর্দ্ধমূল ✱ আলীর ভয়েতে মোর নিন্দ নাহি হয় ॥ কৃপা করে মোর পরে হইয়া সদয় ✱ লড়িতে তাহার সাথে সাধ্য নাহি মোর ॥ জাহানে নাহিক কেহ আলী বরাবর ✱ তাহাতে অস্থির হৈনু উম্মিয়ার হাতে ॥ আটিতে না পারে কেহ সেই চোর সাথে জনম অবধি আমি পূজিনু তোমায় ॥ বুড়াকালে হেন দুঃখ ঘটিল আমায় ✱ কৃপা কর প্রভূ মুঝে করাও তারণ ॥ আলীকে আমার হাতে করাও বন্ধন ✱ এমন আজিজী যবে কৈল জাহাঁগীর ॥ কুব্বায় থাকিয়া কহে শয়তান বেপীর ✱ শুন২ বাদশা তুমি না করিবে গম ॥ তোমার উপরে মোর হইল রহম ✱ কাল বিহানেতে যবে ময়দানে যাইবে ॥ আলী শাহা মহিমেতে ওফাত পাইবে বাদশা শুনিয়া দেলে হইল তরঙ্গ ॥ গায়ে তার জামা জোড়া হয়ে গেল তঙ্গ ✱ সেতাবী চলিয়া গেল আপন লস্কর ॥

সকলে কহিল এই খুশীর খবর * ওদিকে চলিয়া গেল ওম্মর উম্মিয়া ॥ হজরত আলীকে সব কহেন যাইয়া * শাহার জরীর তাজ সামনে রাখিল ॥ আলী সাহা সেই তাজ তাহায় বখশীল ওম্মর ফাঁড়িয়া তাজ নিকালে জাওহার ॥ একেক সরদার দিল একেক গাওহার * হায়দর বলে শুন ওহে মেহেরবান ॥ চাচা মেরা আমীর হাম্‌জা বড় পাহালওয়ান * ফিরিলে তাহার সাথে তামাম জাহান ॥ দুই চারি কথা তার করিয়া বয়ান * খোশ হাল হবে দেল সে সব শুনিয়া ॥ ওম্মর করিল শুরু সেখানে বসিয়া * ওম্মর হাজার কথা বলে বিবরিয়া ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে শুন মন দিয়া *

—০ঃ)*(ঃ০—

* মালেক ও আবুল মাজন ছৌলের গড়ে যায় এবং বাদশা দারাকে তাহাদের সঙ্গে লড়িতে পাঠায় *

পয়ার * মালেক আরজ করে আলীর সামনে ॥ শুন পাহালওয়ান এই লয় মোর মনে * বন্ধ আছে আজিকার দিনেতে লড়াই ॥ ছৌলের গড়েতে আমি ফিরিবারে যাই * আলী বলে যাও যেথা খাহেশ তোমার ॥ কিন্তু কাফেরান হৈতে থাকিবে হুশিয়ার * আবুল মাজন কহে শুন পাহালওয়ান ॥ তোমার দুশমন আছে যত কাফেরান * একেলা উচিৎ নহে যেতে সেখানেতে ॥ যদি বল যাই আমি তোমার সঙ্গেতে * ভাল ভাল বলিয়া মালেক দিল সায় ॥ মালেকের সঙ্গে মর্দ্দ আবুল মাজন যায় * আর কত সওয়ার লইয়া ফের সাথে ॥ কাহারও হাতীয়ার জেরা না ছিল গায়েতে * খাওরান এই কথা জানিতে পারিল ॥ তাকীদ বাদশার আগে খবর ভেজিল * আবুল মাজন আর মালেক সরদার ॥ ছৌলের গড়েতে গেল বেগর হাতীয়ার * সীপাই ভেজিয়া দেহ তাহাদের পর ॥ নেহাত যাইবে ধরা দোন নামওর * ধরা যদি যায় সেই দুই জোরওয়ার ॥

নেহাত আলীর তবে টুটিবে কোমর * খবর শুনিয়া বাদশা কোন কাম করে॥ সীপাই তৈয়ার করে ভেজিবার তরে * সরদার হইল দারা শের আর্দ্দওয়ান॥ বড় জবরদস্ত আর বড় পাহালওয়ান * না বাজায় ডঙ্কা খাড়া না করে নিশান॥ সেতাব পৌছিল গিয়া ছৌলের ময়দান * ছাপায় সীপাই সব পাহাড়ের আড়ে॥ দুই তিন দীদবান রাখিল পাহাড়ে * কহিল মালেক যবে এখানে আসিবে॥ ত্বরা করি আমাকে খবর জানাইবে * দীদবান রহে গিয়া পাহাড় উপর॥ পাহাড়ের আড়ে রহে তামাম লস্কর * ওদিকে মালেক যায় ছৌলের মাঝার॥ গোলচেহেরা বিবীর সঙ্গে করিতে দীদার * মালেকে দেখিয়া বিবী হৈল বড় বাদ॥ দীনদারী খেদমতে ছিল বড় সাদ * আছুদা হইল সে মালেক নামদার॥ ফিরিতে এরাদা যবে হইল তাহার * কান্দিয়া কহিল বিবী মালেকের তরে॥ আমার উম্মেদ এই দেলের ভিতরে * বাপের দরদে আমি আছি পেরেশান॥ তোমায় আরজ করি শুন পাহালওয়ান * পৌছাও আলীর তরে দুরূদ ও সালাম॥ আমার জবানী তারে কহ নেকনাম * বাদশাকে লড়াই বিচে যদি হাতে পাও॥ জান শুদ্ধা তাহাকে না মারিয়া ফেলাও * কোশেষ করিবে মুসলমান করিবারে॥ কি জানি নসিব ইয়ারী যদি হয় তারে * আখেরেতে বাদশা যদি হয় মুসলমান॥ আমার মুস্কিল যত হইবে আসান * মালেক কহেন খোশ থাক বিবীজান॥ একথা আলীর আগে করিব বয়ান * এতেক কহিয়া মর্দ্দ বাহির হইল॥ আবুল মাজন সাথে লিয়া তখনি চলিল * দীদবান গিয়া দিল দারাকে খবর॥ বাহির হইল দারা লইয়া লস্কর * নাকারা বাজাইয়া সবে কাতার বান্ধিল॥ ভেউর করনাল সিঙ্গা বাজিতে লাগিল * দূরে থেকে দেখিল মালেক নামদার॥ আবুল মাজন তরে কহে দেখহ ইয়ার * দাগা দিয়া কাফেরান ভেজিল সীপাই॥

জেরা হাতীয়ার আমাদের গায়ে নাই ✱ কিবা করে খোদাতালা করিম কাহ্হার ॥ কিবা বাজী খেলে কহ এই দুরাচার ✱ কহে আবুল মাজন মর্দ্দ শুন ওহে ভাই ॥ এ সময়ে ভাবিলে ফায়দা কিছু নাই ✱ চল দুশমনের পরে হামলা করিয়া ॥ দু-চারি জনের লই হাতীয়ার ছিনিয়া ✱ দু-এক হাতীয়ার যদি আসে হাত পরে ॥ তার পরে দেখা চাই আল্লা কিবা করে ✱ এত বলি দুইজন ঘোড়া কুদাইল ॥ কাফের লস্কর আগে আসিয়া পৌছিল দুই সীপাইর তরে পটকান মারিয়া ॥ তেগ নেজা তাহাদের লইল কাড়িয়া ✱ হাতীয়ার পাইয়া হাতে দুই জোরওয়ার ॥ হাঁকিয়া কুদায় ঘোড়া যেন শের নর ✱ কাটা শির গড়াগড়ি যায় জমিনেতে ॥ লহুর বিচেতে ধর লাগিল ভাসিতে ✱ খোদার কুদরতে সেথা ওম্মর উম্মিয়া ॥ কোনখান হৈতে সেথা পৌছিল আসিয়া ✱ দেখিল মালেক আবুল মাজন নামদার ॥ ঘোড়া জোড়া লাল রং হয়েছে দোহার ✱ আর সাথে ছিল যেই সব জোরওয়ার ॥ শহীদ হইয়া গেল পঞ্চাশ হাজার ✱ আহওয়াল দেখিয়া মর্দ্দ জানিল বিপাক ॥ কুদিয়া পায়ের পরে মারে এক হাঁক ✱ সেতাবী যাইয়া দিল আলীকে খবর ॥ এই হাল আবুল মাজন মালেক উপর ✱ মদদ করনা শাহা সেতাব যাইয়া নহে দু-জনার আশা দেহনা ছাড়িয়া ✱ শুনিয়া হজরত শাহা বান্ধিল কোমর ॥ গোস্বা ভরে চড়ে মর্দ্দ ঘোড়ার উপর ✱ সায়াফের তরে বলে থাক হুশিয়ার ॥ আমার জায়গায় তুমি রহিবে সরদার ✱ তার পরে গোস্বা ভরে দুল২ কুদায় ॥ আগুন সমান ঘোড়া দাপটেতে যায় ✱ যাইয়া পৌছিল সেই ময়দান উপর ॥ গোস্বায় ওজুদ তার কাঁপে থর২ ✱ মারিল হায়দরী হাঁক ইলাহীর শের ॥ ঝনঝনা পড়িল যেন বুঝিল কাফের ✱ হাঁক দিয়া কহে তারা হয় কোন ছার ॥ দাগাবাজী করে এসে উপরে আমার ✱ মারিব যাহাকে আমি এই জুলফিক্কার ॥

শির হৈতে পাও তক কাটিব তাহার ✽ হরিণ হইয়া আসে জঙ্গলে বাঘের ॥ আবার আসিলে জঙ্গে না যাইবে ফের ✽ এত বলি জুলফিক্কার লইল তুলিয়া ॥ খাড়া হৈল রেকাবের পদে ভর দিয়া ✽ যেখানে আছিল দারা দেখিয়া নিশান ॥ ঘোড়া কুদাইয়া সেথা যায় পাহালওয়ান ✽ দু-দলের পাও তলে জমিন কাঁপিল ॥ হয়বতেতে কত লোক জমিনে পড়িল ✽ বাম দিকে খালি তার ডাহিনে দুশমন ॥ কোমরে মারিল তেগ বিজলী যেমন ✽ কাটিয়া পড়িল দারা খিরা বরাবর ॥ চুতড় দু-পাও রহে জিনের উপর ✽ সরদার মরিল যদি ভাগিল লস্কর ॥ দুই ক্রোশ গেল পিছে তিন শের নর ✽ তার পরে ফিরে আসে আপন ডেরায় ॥ খয়বরের জঙ্গ দোস্ত মোহাম্মদ কয় ✽

✽ খাওরানকে হজরত আলী গরুর চামড়ায় বন্ধ করে,
কামুস ও সায়বান মারা যায় এবং আয়ান
খালাস হয় তাহার বয়ান ✽

পয়ার ✽ খানা পানি খেয়ে সবে আছুদা হইল ॥ তারপর আলী শাহা কহিতে লাগিল ✽ মালেক ছোলের গড়ে গেল ফিরিবার ॥ কেমনে জানিল বাদশা এই সমাচার ✽ কেমনে শুনিল বাদশা ইহার খবর ॥ না জানিয়া কিরূপেতে ভেজিল লস্কর ✽ ওম্মর উম্মিয়া বলে এ কাম আমার ॥ খাড়া২ আনি আমি এই সমাচার ✽ হাবশী গোলাম মত ছুরত ধরিয়া ॥ খাওরান ছিল যেথা পৌছিল যাইয়া ✽ সামনে হইল খাড়া করিয়া সালাম ॥ কহে আনিয়াছি এক বাদশার পয়গাম ✽ আমাকে পয়গাম বাদশা ভেজিল এমত ॥ ভাই হৈয়া কি কারণ কর আদাওত ✽ আমাকে কহিবে তুমি ভেজিতে লস্কর ॥ ফের কেন দিলে তুমি আলীকে খবর ✽ দারা নামে শাহাজাদা বেনে আর্দ্দওয়ান ॥ কতেক সীপাই তার হইল নোকসান ✽ এক মাতা হৈতে আছি আমরা দু-ভাই ॥

এ কাম তোমাকে যে উচিৎ ছিল নাই * জাহানে ভাইয়ের জারী করে সর্ব্বজন॥ তুমি কেন ভাই হয়ে করিলে এমন * কথা শুনে খাওরান উঠে চমকিয়া॥ কহিতে লাগিল বড় মিনতি করিয়া * এবাতে আমার কিছু না আছে তকছির॥ খবর না দিনু আমি আলীর খাতির * ওম্মর উম্মিয়া দিল আলীকে খবর॥ নাহক বদনাম কর আমার উপর * তারপরে লেখে খত আপনার হাতে আদাওতি না করিনু আমি তেরা সাথে * তোমার ভালাই জন্য দুশমনে তোমার॥ বিষ খিলাইয়া আমি করিব সংহার * আলীকে জহর দিয়া ফেলিব মারিয়া॥ আন্দেশা না কর তুমি তাঁহার লাগিয়া * লিখন করিয়া বন্ধ দিল তার হাতে॥ কহিতে লাগিল ফের ওম্মরের সাথে * খবরদার এই লেখা কারে না দেখাও॥ খাড়া২ জামশেদের নিকটে পৌছাও * সালাম করিয়া মর্দ্দ ওম্মর উম্মিয়া॥ লেখন লইয়া হাতে চলে নিকালিয়া * হায়দরের হাতে দিল সেতাবী যাইয়া॥ পড়িল হজরত আলী লেখন খুলিয়া * মনে২ পড়ে শাহা হইল খামোস॥ গোস্বায় ভরিয়া গেল লহু করে জোস * খাওরানে আনিতে ভেজিল দশ জন॥ খাওরানের আগে তারা গেল ঐক্ষণ * কহিল হজরত আলী ডাকিল তোমারে॥ কি জানি কি আসিয়াছে দেলের মাঝারে * খাওরান শুনে হৈল সেতাব সওয়ার॥ জামানার গর্দ্দেশে না ছিল খবরদার * হায়দরের নিকটেতে সেতাবী আইল মুখেতে আলাপ তার দেলে বদী ছিল * সেই যে লিখন শাহা দিল তার হাতে॥ কহিতে লাগিল কথা খাওরানের সাথে * কার এই লেখা নামা দেখনা খুলিয়া॥ কি আছে ইহার মাঝে শুনাও পড়িয়া * আপনা হাতের লেখা দেখে খাওরান॥ মনে বলে আজ বুঝি হইল নিদান * চেহেরা হইল কালা মুখে নাহি বাক॥ হায়দর তাহার পরে মারে এক হাঁক * বলে ওরে দাগাবাজ শয়তান বজ্জাত॥ করিয়াছি কতেক ভালাই তেরা সাথ *

তাজ তক্ত হৈতে তুমি জুদা হয়ে ছিলে॥ ছাপাইয়া দেশে২ কতেক ফিরিলে * ফের তাজ তক্ত তুঝে দিনু নেওয়াজিয়া দাগাবাজী কর মেরা নজদিকে থাকিয়া * তখনি যে কাঁচা খাল গরুর মাঙ্গায়॥ সেই যে চামড়ার মধ্যে ভরিল তাহায় * সীপাইর চলাচল যেই রাহে ছিল॥ সেই রাহা বিচে তায় ফেলিয়া রাখিল * তারপরে ফরমাইল ডঙ্কা বাজাইতে॥ আরবী সীপাই যত লাগিল সাজিতে * নাকারার সোর আর দামামার ধূম॥ জমিন আসমানে গিয়া দিল এক চুম * বাজনের তালে ঘোড়া নাচিতে লাগিল॥ শের নর পাহালওয়ান হাঁকিতে লাগিল * গর্দ্দ উড়ে কালা রং হইল আসমান॥ সিন্ধুরিয়া মেঘ যেন উড়িল নিশান * বিচখানে ময়দানের ইলাহীর শের হইল ডাহিন দিকে মালেক দেলের * আবুল মাজন বামে পিছেতে কামার॥ সায়াফ চৌদিকে ফিরে যেন শের নর * ওদিকে জামশেদ খাড়া করিল নিশান॥ চৌদিকে তাহার বড়২ পাহালওয়ান * পিছেতে পিয়াদা আর আগেতে সরদার॥ মাথায় চমকে তাজ সূর্য্যের আকার * এ দুই সীপাইর সাজ হইল যখন॥ দুই দরিয়ার মউজ উঠিল যেমন * দুই লস্করের মধ্যে দুই আছওয়ার॥ পহেলা কুদায় ঘোড়া ময়দান মাঝার * জঙ্গী আবুল মাজন নবীন জাওয়ান॥ আলীর চেহেরা মর্দ্দের বড় পাহালওয়ান * মাদওয়ান তাজী পরে হইয়া সওয়ার॥ ওজুদে লোহার জেরা বান্ধে আপনার * হেমায়েল দুই তেগ পীঠ পরে ঢাল॥ হাতেতে দারাজ নেজা দোন আঁখি লাল * আরবী জবানে এক গজল গাইয়া॥ শুনায় সবার তরে আওয়াজ করিয়া * শের জঙ্গী দেলাওর আমি ময়দানের॥ কে আটে আমার মত খয়বর দেশের * যদি গোর্জ্জ মারি আমি পাহাড় উপর॥ চুর হয়ে যায় সেই ধূলা বরাবর * পাষাণ উপরে যদি আমি মারি নেজা॥ ধমকে পাথর হয়ে যায় রেজা২ *

হাত পরে লই যদি তেগ আবদার ॥ বিজলী লুকায় গিয়া মেঘের মাঝার ✽ আমার তীরের ভয়ে আসমানে বাহরাম ॥ থর২ কাঁপে তার না আছে আরাম ✽ খঞ্জর আয়না রঙ্গ দেখিয়া আমার ॥ জামশেদ শাহার দেল হয় জার২ ✽ এই মত কয়ে ফিরে নেজা ঘুমাইয়া ॥ খয়বরী জাওয়ান এক আসে নিকালিয়া ✽ শাহার এগানা নাম কামুস তাহার ॥ বড় পহালওয়ান মর্দ্দ যেন স্পেন্দিয়ার ✽ সফেদ তাজীর পরে সওয়ার হইয়া ॥ হাজার সওয়ার সাথে পৌছিল আসিয়া ✽ নিশান বরদার সাথে লইয়া লস্কর ॥ পৌছিল কামুছ জঙ্গী ময়দান উপর ✽ হাঁকিয়া কামুস বলে শুনরে নাদান ॥ এতেক বড়াই কর হৈয়া পাহালওয়ান ✽ না জান কামুস জঙ্গী হয় মেরা নাম ॥ তোমার উপরে সেই আজলে পয়গাম ✽ না জান আমার মাতা বহিন বাদশার ॥ খয়বরেতে আছে কেবা সমান আমার ✽ কি মতেতে মোকাবেলা করিবে আমার ॥ আমার জঙ্গেতে তোর নাহিক নিস্তার ✽ ফিরে যাও নহে মারা যাইবে এক্ষণে ॥ কান্দিবে রেকাব ঘোড়া তোমার মরণে ✽ তারপর দুই জঙ্গী নেজা লিয়া হাতে ॥ ধরিল দুজনে নেজা দোহার সিনাতে ✽ ছাতি বাচাইয়া ঢাল দুজনে ধরিল ॥ আজদাহা সাপের মত গর্জ্জিতে লাগিল ॥ নেজা ঢালেতে এমন বাজিতে লাগিল ॥ ঢালের উপরে আগ উঠিতে লাগিল ✽ এমন গরম হৈল দুই পাহালওান ॥ ঘোড়ার পায়ের তলে কাঁপিল ময়দান ✽ আবুল মাজন পাহালওয়ান আরবী জাওয়ায়ান ॥ আখেরেতে তাজী ঘোড়া করিল জাওলান ✽ মারিল ফাউলাদী নেজা ছাতিতে তাহার ॥ একেবারে পীঠ দিয়া হয়ে গেল পার ✽ উঠাইয়া নিল তারে নেজার শিরেতে ॥ তিলেক ছাড়িলে পরে গিরে জমিনেতে ✽ দেখিয়া হজরত আলী তারীফ করিল ॥ হাঁক দিয়া আবুল মাজনে কহিতে লাগিল ✽ হাজার তারীফ তেরা মা বাপ উপরে ॥ হাজার তারীফ তেরা হেকমত হুনরে ✽

হাজার তারীফ তেরা দস্তবাজু পর ॥ মেহেরবান থাকে আল্লা তোমার উপর ✽ তারীফ শুনিয়া জোস হইল তাহার ॥ তারিখ তলব মর্দ্দ করে বার বার ✽ ওখানে জামশেদ শাহা কামুসে দেখিয়া ॥ আহা জারি করে সদা কান্দিয়া২ ✽ কহিল নসিব বুঝি টুটিল আমার ॥ মারা গেল পাহালওয়ান কামুস সরদার ✽ যাহার সমান কেহ খয়বরে না ছিল ॥ হেলায় আসিয়া তারে আরব্বী মারিল ✽ এই দাদ লিতে আমি বান্ধিব কোমর ॥ লড়িতে যাইব আমি ময়দান উপর ✽ দুশমনে মারিব কিম্বা আপনি মরিব এখনি আলীর সাথে লড়িতে যাইব ✽ কাতার দেখিয়া সবে যতেক সরদার ॥ কহিতে লাগিল সবে নিকটে বাদশার ✽ শুন বাদশা দেলে না হইবে পেরেশান ॥ তোমার লস্করে বড়২ পাহালওয়ান মুল্লুক২ হৈতে আনিব লস্কর ॥ জাহান করিব তঙ্গ আরব্বী উপর বাদশা বলে আমার লস্করে কেবা আছে ॥ এই ঘড়ি যায় সেই আরব্বীর কাছে ✽ এই জাওয়ানেরে যদি পারে সে বান্ধিতে ॥ যে মুল্লুক চাহে তারে রাজী আছি দিতে ✽ খয়বরে আছিল এক নামেতে সায়বান ॥ সাজিয়া হইল খাড়া যাইতে ময়দান ✽ সাজওয়াল বান্ধিয়া যায় যেন শের নর ॥ তুলিল লোহার টোপ মাথার উপর ✽ হেমায়েল তলওয়ার নেজা লিয়া হাতে ॥ মোকাবেলা করে গিয়া আবুল মাজন সাথে ✽ সায়বান মারিল নেজা কোমরে তাহার ॥ টুটিল কোমরবন্দ নেজা হৈল পার ✽ ওজুদের পরে কিছু না হৈল আজার ॥ আবুল মাজন ঘুমাইল নেজা আপনার ✽ হলকুম উপরে তার মারে পাহালওয়ান ॥ গরদানের জোড়া সব হৈল খান২ ✽ মরিল সায়বান মর্দ্দ জমিনে পড়িয়া ॥ আর এক পাহালওয়ান আইল নিকালিয়া ✽ সেইরূপ ছাতি তার ফাঁড়িল নেজায় ॥ এইরূপে কত শত জন মারা যায় জামশেদ দেখিয়া হাল করিল ফরমান ॥ একেবারে হাজার২ পাহালওয়ান ✽ ময়দানে ঘিরিয়া মার এই আরব্বীরে ॥

বান্ধিয়া আনহ কিবা মার তেগ তীরে * সীপাই হুকুম পেয়ে চলিল হাজার ॥ পঙ্গপাল ছোটে যেন বলে মার২ * সীপাই দেখিয়া মর্দ্দ ঘোড়া কুদাইল ॥ এতেক লস্কর দেখে ভয় না করিল বেশুমার নেজা তেগ চলিতে লাগিল ॥ আসমানে উড়িয়া গর্দ্দ আন্ধার হইল * দেখিয়া কুদায় ঘোড়া আপনি হায়দর ॥ গোস্বায় মারিল হাঁক বেদীন উপর * আওয়াজ শুনিয়া কত মোমিন কাফের ॥ চালাতে লাগিল তেগ ইলাহীর শের * যে দিকে চালায় নেজা আলী শের নর ॥ দাপটে হটিয়া যায় তামাম লস্কর তামাম লস্কর বাদশা লিয়া আপনার ॥ ময়দানে আইল শাহা হইয়া সওয়ার * ওদিকে আলীর যত ছিল ইয়ারগণ ॥ একেবারে ময়দানেতে পড়িল তখন * বাজনের শব্দে কাঁপে পাহাড় ময়দান দেও পরী দূরে ভাগে বাঁচাইয়া জান * একদিকে মালেক ওস্তর জোরওয়ার ॥ গোর্জ্জেতে পাহাড় করে জমি বরাবর * অন্য দিকে আবুল মাজন জাওয়ান দেলের ॥ তলওয়ারে জেগরবন্দ নিকালে শিরের * দুই মুল্লুকের যত আছিল লস্কর ॥ একেবারে মিলে গেল ময়দান উপর * সনাসন তীর চলে নেজার ঠনাঠনি তলওয়ারে চমকে গোর্জ্জে নিকালে যে অগ্নি * সঙ্গিন খঞ্জর বাজে ঢালের উপরে ॥ রঙ্গ২ শব্দ হয় ময়দান উপরে * চিল্লান আওয়াজ আর কামানের ডাক ॥ ঘোড়া পরে কোড়া মারে তড়াক্২ * ঘোড়ার দাপটে জমি কাঁপিতে লাগিল ॥ কাটা ধড় লহু বিচে ভাসিয়া চলিল * লহুর দরিয়া বহে ময়দান মাঝার ॥ আকাশ উপরে গেল ফোয়ারা তাহার * আসমানে দামন রঙ্গীন হৈল তায় ॥ আফতাব এহাল দেখে পালাইয়া যায় * রাত হৈয়া গেল তবু দু-দলে লস্কর ॥ সেই মত জঙ্গ করে ময়দান উপর * না বাজে বাহুড়ি ডঙ্কা না ফিরে নিশান ॥ মস্তহালে মারে তেগ যত পাহালওয়ান * চমকে ছেতারা হেন কামান খঞ্জর ॥ কার পরে মারে কেবা না জানে খবর * বেটায় বাপের পরে মারে তলওয়ার

ভাইয়ের উপরে ভাই চালায় ওয়ার * এইহালে সেই রাত গেল গোজারিয়া ॥ না হৈল আজেজ কেহ না যায় ভাগিয়া * দোছরা দিনেতে ফের তেমনি লড়াই ॥ কাহার উপরে কেহ ফতে পায় নাই * তার পরে ওম্মর উম্মিয়া নেকজাত ॥ আলীর সাক্ষাতে গিয়া কহে এই বাত * জামশেদের সীপাইর নাহিক শুমার ॥ মারা যায় ফের আসে হাজার২ * কি জানি মোমিন লোক হয় বা হালাক ॥ তবে আমাদের পরে হইবে বিপাক * আলী বলেন না ডরাও আল্লা নেঘাবান ॥ বান্দার উপরে সেই আছে মেহেরবান যেখানেতে দেখা যায় নিশান বাদশার ॥ সেইখানে সান্ধাইব আমি একবার * এবলিয়া শের আলী দুল২ সওয়ার ॥ হায়দরী আওয়াজ এক মারে নামদার * ধমকে পাহাড় জমি কাঁপিতে লাগিল ॥ লাখে২ পাহালওয়ান হুশ হারাইল * বিষম মুরচাবন্দি ডাহিন বামেতে ॥ সান্ধাইয়া গেল শাহা তাহার বিচেতে * যে দিকে ফিরায় ঘোড়া শের ইলাহীর ॥ হাজার২ পরে কাফেরের শির চারিদিক হৈতে তীর নেজা আর তেগ ॥ সকলে আলীর পরে মারে বেদেরেগ * দু-হাতে হায়দর আলী মারে জুলফিক্কার ॥ লহুর তুফান চলে ময়দান মাঝার * কাটা লাশ ময়দানেতে ঢেরি হয়ে যায় ॥ দুল২ তাহার বিচে পথ নাহি পায় * এইমতে তিন দিন রাত গোজারিল ॥ সকলের দস্তবাজু আজেজ হইল সাম হৈতে বাহুড়িয়া চলিল লস্কর ॥ জখম হইয়াছিল ওজুদ উপর খাস্তা তন লবে জান ফিরিয়া আইল ॥ আপন২ ডেরে আসিয়া পৌছিল * ফরমাইল আলী পানি গরম করিতে ॥ ধীরে২ সকলের হাত পরে দিতে * পাইয়া গরম পানি ছুটিল আজার তার পরে বান্ধাইল জখম সবার * ওজু গোছল করে খাইয়া পিইয়া ॥ কহিতে লাগিল শাহা সকলে ডাকিয়া * আদম অবধি এই দুনিয়া ভিতর ॥ একস্থানে কে দেখিল এতেক লস্কর * কখন এমন জঙ্গ না করিনু আমি ॥ খুব বাহাদুরী করে যতেক ইসলামী

আলাতালা জোর দেয় তোমাদের তরে ॥ জান বাজী কর সবে দীনের উপরে * তবে শাহা বকসিকে পুছিল ডাকিয়া ॥ কতেক মোমিন গেল শহীদ হইয়া * আরজ জানায় বকসি শুন জাহাঙ্গীর কেমনে শুনাব আমি খবর গমির * তের হাজারের পরে দুইশত আর ॥ শহীদ হইয়া গেল মোমিন সওয়ার * শুনিয়া হজরত আলী দেলগীর হইল ॥ শহীদানে দফন করিতে ফরমাইল * ওখানে জামশেদ শাহা ডেরা বিচে যায় ॥ খানা পানি এক সাথে সকলেতে খায় * তারপরে বকসিকে সামনে ডাকিয়া ॥ সীপাইর হাল পুছে পেরেশান হইয়া * আরজ করিল সবে শুন জাহাঁদার কেমনে কহিব শাহা নিকটে তোমার * চার লাখ হৈতে কিছু হইবে উপর ॥ মারা গেল এত লোক তোমার লস্কর * হুশহারা হৈল শাহা একথা শুনিয়া ॥ আহা মেরে তখত হতে পড়ে উছলিয়া ঘড়ি এক বাদে ফের উঠিয়া বসিল ॥ সে সময় কামগার আসিয়া পৌছিল * বাদশা কহিল তায় শুন কামগার ॥ এই মহিমেতে আমি হইনু লাচার * চিন্তা করিয়া কহ কি উপায় ইহার ॥ একবার হুশ বুদ্ধি গিয়াছে আমার * দোয়া করে কহে সে উজীর কামগার হামেশা তখতের পরে থাক জাহাঁদার * বন্দখানা দিলে আপে আয়ানের তরে ॥ বেগর তকছিরে বন্ধ জাছে মৰ্দ্দ ঘরে * তাহাকে খালাস কর বাদশা নামদার ॥ নেহাত ফেকের কিছু করিবে ইহার * বাদশা বলে আন তারে করিয়া খালাস ॥ পিন্দাইয়া আন তায় আমার লেবাস * হুকুম পাইয়া গেল দশ বারো জন বাদশাই খেলাত খাস করিয়া পিন্দন * ঘোড়ার উপরে মৰ্দ্দ সওয়ার হইয়া ॥ বাদশার হুজুরে তবে পৌছিল আসিয়া * বাদশা উঠিল তায় তাজিম করিয়া ॥ বসাইল আয়ানেরে হাত পাকড়িয়া * আদাব সালাম করে বসিল আয়ান ॥ ওজর চাহিয়া শাহা করিল বয়ান * দেলাসা করিয়া মৰ্দ্দ বাদশার খাতির ॥ সেতাবী দরবার হইতে হইল বাহির * লোক মুখে শুনিল আয়ান নামদার ॥

সোপারসি কামগার করিল তোমার ✽ সে রাতে বাদশার উজীর কামগার ॥ আয়ানের মোলাকাত ঘায় করিবার ✽ গলা ধরা ধরি দোহে মিলিয়া জুলিয়া ॥ এক ঠাঁই বসিলেন খোশাল হইয়া ✽ আয়ান কহিল ভাই শুন কামগার ॥ শুনিয়াছি.যত ভালাই করিলে আমার ✽ কামগার কহে ফের শুনহে নজ্জুম ॥ যখন তোমাকে বাদশা করিল জুলুম ✽ বেকারার ছিনু আমি তোমার কারণ ॥ তোমার লাগিয়া মন কান্দে সর্ব্বক্ষণ ✽ কিন্তু চোগলের ডরে নিকটে তোমার ॥ আসিতে না পারিনু সাক্ষাৎ করিবার ✽ এখন দেখনা তুমি কেতাব খুলিয়া ॥ ভালরূপে দেখ খুব হিসাব করিয়া ✽ এ দুই লস্কর মধ্যে ফতে হবে কার ॥ আলীর হইবে ফতে কিম্বা এ বাদশার ✽ কেমন আঞ্জাম হাল হইবে বাদশার ॥ গুণে পড়ে দেহ মোরে এই সমাচার ✽ আয়ান কহিল এতে হবে হায়দরের ॥ জামশেদের বাদশাই হইল আখের ✽ যদি আসে সীপাই তামাম জাহানের ॥ একিন জানিবে ফতে হবে হায়দরের ✽ কামগার বলে তবে শুনহে আয়ান ॥ তবে কেন আমরা না হই মুসলমান ✽ আয়ান কহিল যবে উপরে আমার ॥ জুলুম করিল বাদশা শুন নামদার ✽ সেই দিন হৈতে আমি আনিনু ঈমান ॥ কেমনে কহিব ঝুট হৈয়া মুসলমান ✽ পাইয়া তাহার ভেদ কহে কামগার ॥ আমিতো যাইয়া দীন মানিনু তাহার ✽ তবে দুই জন খুশী হইয়া দোহায় দোয়া সালাম করে যে হইল বিদায় ✽ দোছরা দিনেতে শাহা তখতেতে বসিল ॥ আমীর উজীরগণ হাজের হইল ✽ বাদশা বলে কাল যবে নাকারা বাজিবে ॥ দু-দলে সীপাই সবে জঙ্গেতে সাজিবে ✽ লইয়া তলয়ার তীর খঞ্জর কামান ॥ লড়িবে আলীর সাথে যাইয়া ময়দান ✽ যার নসিবেতে যাহা থাকে গোজারিবে ॥ তাহার হইবে কিবা আমার হইবে ✽

শুনিয়া বাদশার বাত যতেক সরদার॥ জোড় হাতে রহে সবে সামনে বাদশার * এমন খেয়াল শাহা না কর দেলেতে॥ হায়দরের আগে না যাবে ময়দানেতে * বড় পাহালওয়ান মর্দ্দ যেন শের নর॥ এক ঘোড়া আছে তার হাওয়া বরাবর * আর এক তেগ আছে দুই শির যার॥ লড়িতে তাহার সাথে যোগ্যতা কাহার * যদি ঢাল পরে মারে সেই তেগ দিয়া॥ সওয়ার ঘোড়ার সাথে দেয় নিকালিয়া * জমিন কাঁপিছে যার ঘোড়ার দাপটে॥ জান দিতে যাবে কেন তাহার নিকটে * কেহ বলে সেই মর্দ্দ হবে যাদুকর॥ তেকারণে কেহ তার নহে বরাবর বাদশা বলে সেই যদি হয় যাদুকর॥ আমার মুল্লুকে আছে যাদুর লস্কর * যাদুর ফউজ আমি করিয়া তৈয়ার॥ লড়িব তাহার সাথে এই যুক্তি সার * যাদুকর দিয়া যাদুকরে হাঁকাইব॥ লোহাকে ফাউলাদ দিয়া সেকস্ত করিব * দোস্ত মোহাম্মদ কহে এই যুক্তি সার॥ এবারে হইবে ফতে না ভাবিও আর *

——০ঃ(*)ঃ০——

খয়বরের জঙ্গনামা

তেছরা জেলদ

* জামশেদ শাহা যাদুগীরদিগকে তলব করে *

পয়ার * হাজার২ হাম্‌দ্‌ শোকর খোদার ॥ দোছরা জেল্‌দ পুথি হইল আমার * ফের তেছরাতে শুরু করিনু এখন ॥ আল্লার ভরসা করি মনেতে আপন * খোদাওন্দ জাহান মালেক সকলের ॥ মেহেরেতে এই পুথি করিবে আখের * সাহেব মুরব্বী যত তাদের দোয়ায় ॥ ফজল করম মোরে করিবে খোদায় এখন কেচ্ছার কথা শুন মন দিয়া ॥ কেতাব উতার কহি বাংলা করিয়া * খয়বর জমিনে এক ছিল যাদুকর ॥ আছিল তাহার তাবে যাদুর লস্কর * নামেতে সাহওয়াল মর্দ্দ বড় যাদুকর ॥ কত মত ছিল তার যাদু বহুতর * সেই ঘড়ি লেখা এক করিল তৈয়ার লিখিল তাহার বিচে এই সমাচার * শুনহে সাহওয়াল তুমি বড় নামদার ॥ আমার মুল্লুকে তুমি সাহেব সরদার * আরব হইতে এক আইল লস্কর ॥ সেফাদার ফউজের নামেতে হায়দর * জাহানে মশহুর নাম আলী পাহালওয়ান ॥ সে মরদের বাহাদুরী কি কব বয়ান * করিল আমার সাথে বহুত লড়াই ॥ খয়বরেতে কেহ তার বরাবর নাই * মারিল সীপাই কত কে করে শুমার ॥ মারা গেল তার হাতে কতেক সরদার * জেন্দেগী আমার পরে হৈয়াছে কঠিন ॥ ছিনাইয়া লেয় বুঝি খয়বর জমিন * ভাবে বুঝি সেই মর্দ্দ হবে যাদুকর ॥ তোমার নিকটে আছে বহুত লস্কর * সামান যাদুর যত সাথে করে লিয়া খাড়া২ ময়দানেতে পৌছিবে আসিয়া * আমার হুকুম হৈতে শির না ফিরাও ॥ একবার যাদুগরী আলীকে দেখাও * নামা

এক লিখে দিল হাতে কাসেদের ॥ হাস্‌নে বলে যায় সেই সাথে বাতাসের * মজলিস ভাঙ্গিয়া বাদশা করিল আরাম ॥ চৌকি হৈল বাদশার উজীর নেকনাম * সেতাব আলীর কাছে গেল কামগার ॥ সালাম করিয়া হাত চুমিল তাহার * উজীর কহিল শুন বাদশা নেকনাম ॥ যাদুকরের কাছে শাহা ভেজিল পয়গাম নামেতে সাহওয়াল মুজি বড় যাদুকর ॥ বাবলের যাদু নহে তার বরাবর * আপন হেকমত জোরে আকাশের পরে ॥ গরদেশ হৈতে তায় রাখে বন্ধ করে * দরিয়ার পানি হৈতে আগুন উঠায় ধুনা রুই মত সেই পাহাড় উড়ায় * কি জানি তোমার পরে ঘটায় আফত ॥ সে কারণে ভয় করি শুনহে হজরত * আলী শাহা বলে সেই কাদের সোবহান ॥ হরহালে আমা পরে আছে মেহেরবান * শতেক সাহওয়াল এসে কি করিতে পারে উজীর শুনিয়া করে তারীফ তাহারে * বিদায় লইয়া গেল ঘরে আপনার ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে রচিয়া পয়ার *

* ওম্মর উম্মিয়া তেলেছমাতী মন্দির জ্বালায় তাহার বয়ান *

পয়ার * সেই রাতে ওম্মর উম্মিয়া নেকজাত ॥ কোমর বান্ধিয়া হায় উজীরের সাথ * মন্দির নিকটে যদি যাইয়া পৌছিল হেকমত হুনরে তার দরওয়াজা খুলিল * ভিতরে যাইয়া দেখে করিয়া নজর ॥ পাথরের কুণ্ডা এক অতি উচ্চতর * বানাইল সোলায়মান দেওয়ের জেন্দান ॥ আগেতে হইছে লেখা যাহার বয়ান * বেলওয়ারী চান্দ এক কুব্বার উপর ॥ তেলেছমাত বানাইয়া রাখে পায়গম্বর * সূর্য্যের ঝলকে সেই ঝলমল করে ॥ চমকে তাহার পরে চক্ষু না ঠাহরে * সেই দেও কাফেরান রাহা ভুলাইল ॥ চারি দিকে সকলে মন্দির বানাইল * শত২ মূর্ত্তি সোনা রূপার গড়িয়া ॥ হীরা মতি জমরূদ তাহাতে জড়িয়া * সেই মন্দিরেতে এনে রাখে সারি২ ॥ দণ্ডবৎ করে সবে অন্যায় বিচারি * তামাসা দেখিয়া ফিরে ওম্মর উম্মিয়া ॥

কোন এক মন্দিরেতে দেখে তাকাইয়া * বুড়া এক ব্রাহ্মণ বসিয়া যোগী পাটে ॥ জাহান্নামী দাগ ছিল তাহার ললাটে * আসমান হৈতে বেশী বয়স তাহার ॥ ইবলীসের পীর ছিল সেই দুরাচার * কালা রং তাজ এক আছিল মাথায় ॥ লাল রং জামা এক ছিল তার গায় * ওম্মর দেখিয়া তায় কুদিয়া চলিল দাঁড়ি আর গলা তার চাপিয়া ধরিল * পাছাড়িয়া জমি পরে ছাতিতে বসিল * ভাঙ্গিতে তাহার মাথা পাথর লইল * বুড়া বলে তুমি কেবা শুন ওহে ভাই ॥ কি কারণে জান লেও দোষ কিছু নাই * বে-গোনা আমায় যদি মারিয়া ফেলিবে ॥ আমার ঠাকুরগণে তোমাকে মারিবে * ওম্মর উম্মিয়া কহে নাম আপনার ॥ বধিব তোমাকে আজ মন্দির মাঝার * তোমার ঠাকুরগণে কহ ডাক দিয়া ॥ ছাড়াইয়া লয় সবে তোমাকে আসিয়া * এ বলিয়া কান ছেদে রশি লাগাইয়া ॥ লিয়া ফিরে তার তরে টানিয়া২ * কুব্বার দরওয়াজা কাছে তারে লিয়া যায় ফরিয়াদ করিয়া বুড়া সেখানে চিল্লায় * ওম্মর উম্মিয়া মারে আমার পরাণ ॥ আমার রক্ষক তুমি হও মেহেরবান * বড় হাঁক মারে দেও কুব্বায় থাকিয়া ॥ হয়বতে কহিল শুন ওম্মর উম্মিয়া ভাল চাহ এইক্ষণে বুড়াকে ছাড়িয়া ॥ মন্দির হইতে তুমি যাও নিকালিয়া * আর যদি নাহি শুন বচন আমার ॥ এখনি তোমার তরে করিব সংহার * ওম্মর উম্মিয়া বলে দেও বদকার ॥ তোমার হাঁকেতে ভয় নাহিক আমার * মহিম সকলে ফতে হইবে যখন ॥ আলীকে এখানে আমি আনিব তখন * ভাঙ্গিয়া ফেলিব কুব্বা করে মিসমার ॥ হায়দরের হাতে জান যাইবে তোমার * চুপ হইয়া থাকে দেও একথা শুনিয়া ॥ ওম্মর লইয়া যায় বুড়াকে টানিয়া * দোন পাও বান্ধে তার রশি লাগাইয়া ॥ উলটা করিয়া তায় দিল লটকাইয়া * আর সেই মূৰ্ত্তিগণ সোনা ও রূপার ॥ খারাবী করিয়া ফেলে কুণ্ডার মাঝার

মন্দিরের চিজ যত দিল জ্বালাইয়া ॥ সেই ঘড়ি গেল মর্দ্দ বাহির হইয়া ✽ এ দিকে ওম্মর যায় লস্করে চলিয়া ॥ ওবিকে জামশেদ আসে সওয়ার হইয়া ✽ সাথে লিয়া আপনার ইয়ার বাসিগণে মন্দিরেতে যায় ঠাকুরের দরশনে ✽ সামনে হইল খাড়া ওম্মর উম্মিয়া ॥ কহিল জামশেদ শাহে শুন মন দিয়া ✽ আমি কাল গিয়াছিনু মন্দির মাঝার ॥ ঠাট বাট যত কিছু দেখিনু তাহার ✽ তোমাদের খোদা যত আছিল মূরতি ॥ কূণ্ডাতে ফেলিনু সব করিয়া দুর্গতি ✽ কুব্বায় দেওয়ের দাগা করিনু মালুম ॥ বুড়া ব্রাহ্মণের পরে করিয়া জুলুম ✽ টাঙ্গাউয়া দিনু এক ছুতুনের সাথ এখন তোমার শাহা চাহে মোলাকাত ✽ মন্দিরের মাঝে আগ দিনু লাগাইয়া ॥ এইক্ষণে যাই আমি লস্করে ফিরিয়া ✽ থর থর কাঁপে শাহা শুনে এয়ছা বাত ॥ ধর২ করে যায় জন পাঁচ সাত হাওয়ায় মিশিয়া গেল ওম্মর উম্মিয়া ॥ সকলে বাদশার কাছে আইল ফিরিয়া ✽ সবে বলে দুশমনের ঝুট বাত পর ॥ কেমনে বিশ্বাস হবে কহ নামওর ✽ লাতের সম্মুখে গিয়া ওম্মর উম্মিয়া এত বেয়াদবী করে আইল ফিরিয়া ✽ এ কথা না লয় কভু আমাদের মনে ॥ বাদশা বলে ঠিক কথা চল এইক্ষণে ✽ সেখান হইতে গেল মন্দিরের কাছে ॥ দেখে মন্দিরের দ্বার জ্বলিয়া গিয়াছে ✽ ছাদ এমারত সব রহিয়াছে পড়ি ॥ আর দিকে ব্রাহ্মণের পায়ে দেখে দড়ি ✽ বেতাব হইল বাদশা এহাল দেখিয়া কুব্বার নিকটে যায় কান্দিয়া২ ✽ গলায় কাপড় দিয়া করে দণ্ডবৎ বলে আমি চির দিন তোমার ভকত ✽ কি দোষ পাইয়া মুঝে বৈমুখ হইয়া ॥ ওম্মরের তরে দিলে রাহা দেখাইয়া ✽ যখন কহিল শাহা এমন বিনয় ॥ কুব্বায় থাকিয়া দেও দুরাচার কয় ✽ দূর হৈয়া যাও তুমি এখান হইতে ॥ আর না আসিবে হেথা আরজ করিতে ✽ আলী শাহা ফতে পাবে তোমার উপরে ॥ ছারখার হবে তুমি আমার কহরে ✽ শাহী তাজ যাবে তেরা

হইয়া বরবাদ॥ আর না করিবে তাজ তখতের ইয়াদ * সঙ্কট জানিল বাদশা একথা শুনিয়া॥ কান্দিয়া ভিজায় মাটী করুণা চাহিয়া * জনম কাটানু আমি তোমারে পূজিয়া॥ কি দোষে আমার তরে দেও হাঁকাইয়া * অঝর নয়নে শাহা করে হাহাকার॥ ঘড়ি এক বাদে ফের কহে দুরাচার * যাও২ দোষ ক্ষমা করিনু তোমার॥ নৈরাশ না হও কেহ দরগায় আমার * খয়বর ময়দানে মারা যাবে তেরা হাতে॥ কাল গিয়া লড়াই করিবে তার সাথে * ওম্মর ফকীর যবে দ্বারেতে আইল॥ তাহার উপরে দয়া আমার হইল * দেলাসা পাইয়া শাহা মাথা উঠাইয়া॥ লস্করে ফিরিয়া যায় খোশাল হইয়া * সকলে শুনায় এই খুশীর খবর॥ কাল মোর ফতে হবে আলীর উপর * দোস্ত মোহাম্মদ কহে ঠিক২ ঠিক॥ কাফেরান দীন কাণা ধিক২ ধিক *

• ওম্ময় উম্মিয়া জামশেদকে বান্ধে তাহার বয়ান •

পয়ার * দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া॥ কোমর বান্ধিয়া চলে ওম্মর উম্মিয়া * খয়বরের লস্করেতে যাইয়া পৌছিল॥ কোনরূপে যাইবারে রাহা না পাইল * তার পরে ছলা এক করিল জাহির॥ আপন ওজুদে পেন্দে সাজ সীপাইর কোমর বান্ধিয়া এক তেগ লিয়া হাতে॥ ঘড়ি একে চৌকিদার সকলের সাথে * জোব্বার মধ্যে হাত দেয় ঘন ঘন॥ কিস্‌মিস্ নিকালে দেয় মুখেতে আপন * ঘন২ মুখ নাড়ে এই কথা কয়॥ ইহাকে খাইলে তাই নিন্দ নাহি হয় * সবে বলে আমাদেরে দেও কিছু তবে॥ দুই এক করিয়া ওম্মর দিল সবে * বেহুশের দারু তাতে আছিল সামেল॥ খাইয়া বেহুশ সবে হইল গাফেল প্রহরী হইল খালী দেখিয়া ওম্মর॥ সেতাব চলিয়া গেল লস্কর ভিতর * যেখানে আছিল খীমা জামশেদ বাদশার॥ বহুত খুশীতে গেল নিকটে তাহার * সেখানে পাহারা খাছ কেহ নাহি ছিল॥ দুই এক খুটা তার ওখাড়িয়া দিল * সেই রাহা দিয়া

গেল খীমার ভিতর ॥ জামশেদ শুইয়া ছিল পালঙ্গ উপর * নাকে দারু দিয়া তাকে বেহুশ করিল ॥ হাত আর পাও তার কসিয়া বান্ধিল * বিছানা সমেত তারে রাখে লেপটিয়া ॥ বাহির হইল কোন ভাল চিজ লিয়া * ফজর হইল রাত পৌছিল লস্করে ॥ নামাজ ওযীফা পড়ে ফারাগত করে * হজরত আলীর সাথে করে মোলাকাত ॥ বসিয়াছে আলী শাহা শিরে দিয়া হাত * গমগীন দেখিয়া তারে পুছিল ওম্মর ॥ কি কারণে পেরেশান কহ নামওর * কহিল হজরত আলী শুন মেহেরবান কাল লড়াইর সমে মহিম ময়দান * দুলদুলের নাল এক পড়েছে খসিয়া ॥ কেমনে সওয়ার হয় সেই ঘোড়া লিয়া * একথা শুনিয়া তারে কহিল ওম্মর ॥ কাল দেখিয়াছি আমি ময়দান উপর * লোহার টুক্‌রা এক নালের ছুরত ॥ সেই নাল দুলদুলের হইবে আলবত * এত বলি গেল চলে ওম্মর উম্মিয়া ঢুরিয়া তখনি তারে আনে উঠাইয়া * আলীর সামনে গিয়া কহিল ওম্মর ॥ বড় ভারি আড়াই মণের বরাবর * আলী বলে আছিল আড়াই মণ বটে ॥ কিন্তু ক্ষয় হৈল তার আধ মণ ঘটে জোস্ত মোহাম্মদ কহে আমি মানি নাহি ॥ তুমি যদি নাহি মানো তার চারা কি *

* জামশেদ বাদশা খালাস ও জঙ্গের সাজন *

পয়ার * রাতের আমল গেল বদল হইয়া ॥ রওশনীতে চারিদিকে হইল ছাইয়া * আপনার পর খেচে নিল আজাজীল ॥ জমরূদী পর খুলে আইল জিব্রীল * উজীর আমীর আর শাহাজাদাগণ ॥ লেবাস পোষাক লিয়া আপন২ * জামশেদ শাহার সম্মুখে জমা হয় তখতে বার দিয়ে শাহা এন্তেজার রয় * হইল অনেক দেরী না হৈল বাহির ॥ নাহি হয় কোন ভেদ কাহাকে জাহির * আছিল কামুস জঙ্গী আর স্পেন্দিয়ার ॥ খীমার ভিতরে যায় তালাশে বাদশার * দেখে বাদশার তখত আছে উলটিয়া ॥ তখত ও

বিছানা যত আছে লেপটিয়া * না দেখে বাদশার তরে ভিতরে খীমার ॥ কান্দিয়া কামুস জঙ্গী করে সোরসার * হায়২ কি আফত ঘটিল আসিয়া ॥ বাদশাকে লইয়া গেল ওম্মর উম্মিয়া * দড়বড়ি গেল সবে খীমার ভিতর ॥ কি হইল কোথা গেল না মেলে খবর কেহ গিয়া বিছানার পালট খুলিল ॥ বান্ধা ছিল বাদশা তাতে বাহির হইল * হাত পাও হৈতে দিল খুলিয়া বন্ধন ॥ বাহাল হইল হুশ পাইয়া চেতন * মাজেরা শুনিয়া বাদশা হইল তাজ্জব রাতকালে কে করিল এমন গজব * তখনি বাদশার তরে কহে কামগার ॥ ওম্মর উম্মিয়া করে এই কারবার * আফসোস করিয়া মারে হাত পরে তালি ॥ চৌকিদারগণে কত দিল গালাগালি সেইঘড়ি গোস্বা দেলে হুকুম করিল ॥ জঙ্গের সীপাই যত সাজিতে লাগিল * জঙ্গী ঘোড়া পরে শাহা হইল সওয়ার ॥ ডাহিনে কোলবাদ জঙ্গী সাহেব সর্দার * বামদিকে বাহমন আর স্পেন্দিয়ার হাওয়ায় উড়ায় ঝাণ্ডা হাজার২ * ওদিকে হজরত আলী দুলদুলে সওয়ার ॥ ময়দানে হইল খাড়া বান্ধিয়া কাতার * ডাহিনেতে মালেক ওস্তর বাহাদুর ॥ গোর্জ্জের ধমকে সে পাহাড় করে চুর আবুল মাজন নামে যেন শের নর ॥ সীপাইর চারিদিকে বেড়ায় ওম্মর * মোহাম্মদী ঝাণ্ডা উড়ে চান্দের সমান ॥ যাহার ছায়ার নীচে তামাম জাহান * ভেউর করনাল সিঙ্গা বাজে ঘন২ ॥ হয় যেন আষাঢ়িয়া মেঘের গর্জ্জন * বাজনের ধূমে জমি কাঁপিতে লাগিল ॥ সানাইর তালে ঘোড়া নাচিতে লাগিল * গর্দ্দ উড়ে আসমান হৈল কালা রঙ্গ ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে খয়বরের জঙ্গ *

* জামশেদের সাথে হজরত আলীর লড়িবার বয়ান *

পয়ার * দু-দিকে কাতার সবে হইল তৈয়ার ॥ নকিবান পুকারিয়া কহে বার বার * কোন দেলাওর আজি করে দেলাওয়ারী ॥ কোন মর্দ্দ বাহাদুর করে বাহাদুরী * ইসলাম

লস্কর হতে পহেলা সওয়ার॥ লড়িতে কুদায় ঘোড়া ময়দান মাঝার ✽ সব্জা রঙ্গ ঘোড়া পরে নেজা হাতে লিয়া॥ হেমায়েল তলওয়ার কোমরে বান্ধিয়া ✽ নিকালিয়া আবুল মাজন যেন ফীলতন॥ মাথায় ফোলাদী টুপী ওজুদ রওশন ✽ ঘোড়া কুদাইয়া ফিরে নেজা ঘুমাইয়া॥ ময়দানেতে পাহালওয়ান গজল গাইয়া বাদশার লস্করের ডাহিন দিকেতে॥ আছিল কোলবাদ জঙ্গী আগে কাতারেতে ✽ হাতে নেজা পীঠে ঢাল আইল ময়দান॥ হাকিয়া কহিতে লাগে শুনহে জাওয়ান ✽ নওশাদ নামেতে মেরা ছিল বেরাদর॥ যে দিন ময়দানে তারে মারিল হায়দর ✽ সেদিন হইতে নাই আমাকে আরাম॥ বিষ হেন জানি আমি আরব্বীর নাম ✽ ভাইয়ের কীনার পরে বান্ধিনু কোমর॥ দেখিব তোমাকে আজি ময়দান উপর ✽ আবুল মাজন বলে ছাড় ভাইয়ের খেয়াল॥ বাঁচিতে তোমার জান হইল জঞ্জাল ✽ ডাকিছে তোমার ভাই দোজখে থাকিয়া॥ সেতাবী তোমাকে আমি দেই পৌছাইয়া ✽ ভাই২ করে কেন করিছ ক্রন্দন॥ কান্দিবে তোমার তবে বহিনী এখন ✽ শুনিয়া কাফের জ্বলে আগ বরাবর॥ মারিল ফউলাদী নেজা তাঁহার উপর ✽ রদ করে দিল নেজা আবুল মাজন॥ মারিল আপন নেজা বিজলী যেমন ছয়২ বার মারে এক পরে আর॥ মারে কিন্তু চোট কারী না হৈল কাহার ✽ আখেরেতে আবুল মাজন নামওর॥ এক নেজা মারে তার ছাতির উপর ✽ পীঠ দিয়া ফল তার বাহির হইল॥ জিন হৈতে উঠাইয়া জমিনে ফেলিল ✽ ফরখার নামেতে এক খয়বরী জাওয়ান॥ বাদশার লস্করে ছিল বড় পাহালওয়ান ✽ ফীল মস্তহাল যেন আইল ময়দান॥ কহিতে লাগিল শুন আরবী জাওয়ান ✽ মারা গেল বাহাদুর জাওয়ান বুলবাদ॥ এখন তোমায় মেরে লিব আমি দাদ ✽ আবুল মাজন তারে না দিল জওয়াব॥ ঘোড়া কুদাইয়া হামলা করিল সেতাব॥ মারিল

আতশী নেজা চক্ষু পরে তার ॥ মগজ ফাঁড়িয়া মাথা হৈয়া গেল পার ✽ মারা গেল ফের আর দোছরা আইল ॥ সেই মতে সেতাব আপন জান দিল ✽ এইমত আবুল মাজন করে একে২ মারিল কাফেরগণে সত্তর জনাকে ✽ বাদশা দেখিয়া জ্বলে আগ বরাবর ॥ জঙ্গের হাতীয়ার বান্ধে ওজুদ উপর ✽ হীরা ধার তলওয়ার নেজা আবদার ॥ বান্ধিয়া ঘোড়ার পরে হইল সওয়ার আগে২ যায় তার হাজার জাওয়ান ॥ লাল কাল জরদা রং হাজার নিশান ✽ চলিল খাকান চীন ধরিয়া রেকাব ॥ লাগাম ধরিয়া যায় আফরাসিয়াব ✽ শাহান শাহার ঝাণ্ডা উড়ে চান্দের সমান যেন নয়া দুলা যায় ইলাহীর শান ✽ ময়দানে পৌছিয়ে বাদশা করিল রওশন ॥ ফেরাইয়া দিল যত লস্কর নিশান ✽ ময়দানেতে আবুল মাজন খাড়া হৈয়া ছিল ॥ হাঁকিয়া তাহার তরে কহিতে লাগিল ✽ বাদশা বলে শুন ওহে আরব্বী জাওয়ান ॥ এইক্ষণে যাও তুমি ছাড়িয়া ময়দান ✽ খয়বরের মুল্লুকেতে আমি তাজদার লড়িতে শরম হবে সঙ্গেতে তোমার ✽ কোনখানে আছে সেই আলী পাহালওয়ান ॥ হয়রান যাহার হাতে তামাম জাহান ✽ তাহাকে আমার কাছে দেহ পাঠাইয়া ॥ লড়ুক আমার সাথে ময়দানে আসিয়া ✽ নসিবে যাহার যাহা হইবে তাহাই ॥ কি কারণে মারা যায় দু-দলে সীপাই ✽ আবুল মাজন বলে তাহা না কহ এমন ॥ ভেড়িয়া ভেড়ীর জোট না হয় কখন ✽ ব্রাহ্মণ হইয়া চান্দে হাত না বাড়াও ॥ আসমানের মুখ পরে ধূলা না উড়াও আপন আন্দাজে লেও তারীফ আপন ॥ ফক্করী করিলে মারা যাইবে এখন ✽ বাদশা তারে বারে২ কহে সেই বাত ॥ লড়াই করিব আমি হায়দরের সাথ ✽ লস্করে থাকিয়া দেখে হজরত হায়দর ॥ বাদশা রহিল খাড়া ময়দান উপর ✽ সবব মালুম শাহা করিল তাহার ॥ ঘোড়া কুদাইয়া গেল ময়দান মাঝার আবুল মাজনে কহে তুমি ফিরে যাও ॥ আপনার লস্করের

তরতীব করাও * বাদশা যদি তেজ হইল উপরে আমার ॥ চোস্ত ঢিলা না হইল আমার তলওয়ার * একথা কহিয়া গেল বাদশার সামনে ॥ কহিল তলব শাহা কর কি কারণে * দোজাহানে যদি তুমি নেকবখতী চাও ॥ কুফরী হইতে দেল আপন ফিরাও * ছাড় সে বাতেল দীন আইন তোমার ॥ এক দেলে কর শাহা জবানে কাল্লার * খোদায় ওয়াহেদ বিনে আর কেহ নয় ॥ মোহাম্মদ নবী তার রাসুল নিশ্চয় * একথা আমার যদি শুন নামদার ॥ তাজ শাহী কায়েম যে থাকিবে তোমার * ঝগড়া ফাছাদ তবে আর কিছু নাই ॥ তুমি শাহী কর আমি মদীনাতে যাই * জওয়াব কহিল শাহা শুন শের মর্দ্দ ॥ জঙ্গের ময়দানে উড়ে মহিমের গর্দ্দ * দু-দলে সীপাই খাড়া ময়দান উপর মর্দ্দ হৈয়া হেন কথা কেন বল আর * ময়দানে তলওয়ারের সওয়াল জওয়াব ॥ একথা কহিয়া হামলা করিল সেতাব * ডাহিনে তলওয়ার আর বাম হাতে ঢাল ॥ হাঁকিয়া মারিল বলে সামাল২ * শির বাঁচাইতে আলী শাহা ঢাল ধরে ॥ আগুন উঠিয়া গেল ঢালের উপরে * গরম২ শাহা দুলদুল সওয়ার ॥ বাদশার ঢালের পরে মারে জুলফিক্কার * বাদশা তার সাথে লড়ে জীউ জান দিয়া ॥ ধীরে২ ধূপ গেল নরম হইয়া * ফের তারে কহে শাহা শুন তাজদার ॥ কুফরী ছাড়িয়া কর ঈমান একরার * খুশীহালে শাহী কর তখতেতে বসিয়া ॥ মদীনাতে যাই আমি সীপাই লইয়া * দুনিয়াতে নেকনামী থাকিবে তোমার ॥ আখেরে করিবে সুখ বেহেশ্তে মাঝার * বাদশা বলে ছাড় তুমি আপনার দীন ॥ এখতেয়ার কর তুমি আমার আইন * এক খোদা তোমার আর মম চারি শত ॥ আমার উপরে সবে করিবে রহমত * শুনিয়া খোদার শের গোস্বায় জ্বলিল ॥ ঘোড়া কুদাইয়া তার নিকটে আইল * পাহালওয়ানী বাজু শাহা খুলে আপনার ॥ মাথায় উপরে তুলে তেগ জুলফিক্কার *

শির বাঁচাইতে ঢাল বাদশা ধরিল ॥ চীনের ফউলাদ ঢাল সেই যে আছিল * বিজলী সমান তেগ মারিল হায়দর ॥ আগুন উঠিয়া গেল ঢালের উপর * কাটা গেল ঢাল তার সাজওয়াল লোহার বাজুর উপরে তেগ বসিল শাহার * লহুতে ওজুদ তার হয়ে গেল লাল ॥ জমিনেতে ছিড়ে পড়ে ঘোড়ার আয়াল * পালাইয়া যায় শাহা জখমী হইয়া ॥ হজরত না যায় তার পিছে খেদাড়িয়া দুশমন ভাগিত যদি সম্মুখ হইতে ॥ কদাচিত না যাইত তাহার পিছেতে * জার২ কান্দে সবে আহাজারী করে ॥ বাদশা বলে ঘায়ে দারু দাও শীঘ্র করে * দড়বড়ি ঘাও বন্ধন করিল বাদশার ॥ তারপরে কহে বাদশা শুন সমাচার * তাজ তখত আর নাহি থাকিবে আমার ॥ এ মর্দ্দের হাতে আমি হইনু লাচার * তামাম জাহান যদি লড়ে এক সাথ ॥ তবু এই মর্দ্দ কার না হইবে হাত তার পরে গোস্বা ভরে করিল ফরমান ॥ তামাম সীপাই গিয়া মহিম ময়দান * একেবারে আরব্বীরে মারিয়া গিরাও ॥ আপনার বাহাদুরী সকলে দেখাও * আলীকে ধরিয়া বেন্ধে আন মেরা কাছে ॥ লাত মোরে এমনি আদেশ করিয়াছে * হুকুম পাইয়া যত লস্কর বাদশার ॥ পঙ্গপাল ছুটে যেন ময়দান মাঝার * আসমানে উড়িয়া গর্দ্দ আন্ধার হইল ॥ ঘোড়ার দাপটে জমি কাঁপিতে লাগিল * চমকে সেতারা যেন তেগ আবদার ॥ নাকারা মেঘের মত করে হুহুঙ্কার * জঙ্গের বাজনা বাজে যেন ঘোরতর কেয়ামত হৈল যেন ময়দান উপর * দেখিয়া খোদার শের ঘোড়া কুদাইল ॥ হাঁকিয়া হায়দরী হাঁক মারিতে লাগিল * হাঁকের আওয়াজে তার যত কাফেরান ॥ বেহুশ হইয়া কেহ হারায় পরাণ কেহ বা কাপিয়া গেল আওয়াজের জোরে ॥ সর্ব্বাঙ্গ শরীর কার টলমল করে * বেদেরেগ জুলফিক্কার মারে পাহালওয়ান ॥ ঘড়ি একে বহাইল লহুর তুফান * এহাল দেখিয়া সবে আরব্বী লস্কর ॥ একেবারে পড়ে এসে কাফের উপর * এক দিক হৈতে

মালেক পাহালওয়ান ॥ গোর্জ্জ হাতে লিয়া যেন শাম নুরিমান আর দিক হৈতে সেই আবুলমাজন ॥ তেগ আবদার হাতে বিজলী যেমন ✽ আর দিক হৈতে সায়াফ নামদার ॥ নেজা হাতে লিয়া যেন আসে স্পেন্দিয়ার ✽ কামার তাহার কাছে যেন শের নর হাতেতে কামান তীর কোমরে খঞ্জর ✽ আর যত মোহাজের আনছানী জাওয়ান ॥ তামাম আরবী সাজে আরব সমান ✽ এমন হাতীয়ার বাজ যত বাহাদুর ॥ মহা মারে কাফেরানে করে দিল চুর এতেক তলওয়ার চলে ময়দান উপর ॥ আসমান ধরিল ঢাল মুখ বরাবর ✽ বিষম তীরের ডরে যত তারাগণ ॥ চক্ষু মুখ ঢেকে নিল আপন২ ✽ ময়দানেতে পোলাদিনে যার ডর করি ॥ চক্ষু ঢেকে পালাইল খোরশেদ খাওয়ারী ✽ রাত হৈল মানা কৈল সে দিন লড়াই ॥ আরাম করিতে গেল তামাম সীপাই ✽ খানাপানি খেয়ে সবে হৈল খোশালিত ॥ ওম্মর উম্মিয়া আনে খবর তুরিত ✽ রাত পোহাইয়া গেল হইল ফজর ॥ আসিবে সাহওয়াল যাদু লইয়া লস্কর ✽ আলী শাহা কহে শুন ওম্মর ইয়ার ॥ ভাবনা না কর তুমি ফজলে খোদার ✽ খোদার মেহের আছে আমাদের পর ॥ কি করিতে পারিবেক সেই যাদুকর ✽ তামাম লস্করে তুমি কহ এই কথা ॥ কদাচ খোদার নাম না ভূলে সর্ব্বদা ✽ খবর করিয়া দিল তামাম লস্করে ॥ সকলে খোদার নাম লইবে অন্তরে ✽ ওদিকে জামশেদ শাহা মন্দিরেতে যায় লাতের নিকটে গিয়া আরজ জানায় ✽ আমার মদদ তুমি পূজি সর্ব্বক্ষণ ॥ ভাড়াইলে তুমি মুঝে কিসের কারণ ✽ আমার হইবে ফতে করিয়া আদেশ ॥ আলীকে আমার পরে ফতে দিবে শেষ শাহার শুনিয়া জারী দেও দুরাচার ॥ ভঙ্গিমা করিয়া কহে নিকটে বাদশার ✽ নেকবান্দা তুমি মোর শুন নেকনাম ॥ এই আজমায়েস যে তোমায় করিলাম ✽ এবার পাইবে ফতে আলীর উপর ॥ তার সাথে লড় গিয়া হইয়া বে-ডর ✽ একথা কহিল যদি দেও

দুরাচার ॥ প্রণাম করিল বাদশা খোশাল হাজার * লস্করে ফিরিয়া আইল খোশালিত মনে ॥ খয়বরের জঙ্গ দোস্ত মোহাম্মদ ভনে *

* সাহওয়াল যাদুকরের পৌছিবার বয়ান *

পয়ার * রাত গোজারিয়া যবে হইল ফজর ॥ পৌছিল সাহওয়াল যাদু লইয়া লস্কর * আগু বাড়াইয়া তারে আনে জাহাঁদার ॥ তাজীমেতে বসায় সামনে আপনার * বাদশা বলে শুনহ সাহওয়াল সরদার ॥ এই হাল মছিবত দেখনা আমার * আরব হইতে এক আইল লস্কর ॥ সরদার তাহার মাঝে নামেতে হায়দর * সে মরদের বাহাদুরি না হয় বয়ান ॥ গোলাম তাহার কাছে শাম নূরিমান * যে হাল করিল মেরা কি কহিব আর ॥ তাজ তখত টিকে বুঝি না থাকে আমার * জঙ্গের ময়দানে তুমি যাও একবার ॥ তামাম ময়দান দেখ মুরদার আকার * শতং তাজদার খয়বর দেশের ॥ লড়িয়া ময়দানে দিল আপনার শির সীপাই মারিল তার কে করে শুমার ॥ বলহ উপায় এবে কি করি তাহার * কেহ বলে সেইমর্দ্দ হবে যাদুকর ॥ তেকারণে ভেজিয়াছি তোমাকে খবর * যেরূপেতে ফতে হয় তদবীর করাও ॥ একবার যাদুগিরী আলীকে শিখাও * কহিল সাহওয়াল মুজী শুন জাহাঁদার বাদশাহী সালামতে থাকিবে তোমার * যে হয় ফিকির আমি করিব এখন ॥ জান লইয়া পালাইবে তোমার দুশমন * বাদশা আশ্বাস পেয়ে হইল খোশাল ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে শুনহে সাহওয়াল * তছল্লী দেলাও বুঝি এখানে আসিয়া ॥ খালি হাতে ফিরে যাবে দেশের লাগিয়া *

* সাদ আক্কাস কয়েদ হয় তাহার বয়ান *

ত্রিপদী * শুন সবে দীনদার, আগেকার সমাচার, এই কথা মৌকুফ রহিল ॥ পঞ্চরাহা হৈতে যবে, লস্কর যাইয়া সবে, পাঁচ জুদা হইয়াছিল * চারিজন ক্রমেং, পৌছিল খয়বর ভূমে, লেখা গেল সে সব বয়ান ॥ পৌছিলেক সাদ আর, আমীর জেনহার খার,

এক সঙ্গে দোন পাহালওয়ান * লস্কয় লইয়া সঙ্গে, চলে যায় রাগ রঙ্গে, সামনেতে দুই রাহা পায় ॥ একদিকে সে রাহেতে, যায় হাস্‌নে জমাদেতে, আর রাহে খয়বরেতে যায় * দেখহে খোদার শান, সে রাহা ভুলিয়া যান, যায় হাস্‌নে জমাদের রাহে ॥ অনেক তক্‌লীফ তাতে, সীপাই লস্কর সাথে, সে গড়ে পৌছিল এক মাহে ইহুদী জহুদ এক, দেলে বদী মুখে নেক, সেই গড়ে করিত বাদশাই জঙ্গীর সওয়ার তার, নেজাবাজ জেরাদার, ছিল বিশ হাজার সীপাই * ময়দানেতে গর্দ্দ উড়ে, দেখিল বুরুজে চড়ে, সেতাবী ভেজিল একজন ॥ দেখ গিয়া ময়দানেতে, এতেক সীপাই সাথে, কোথা হইতে আইল কোনজন * তাগুন তাহার নাম, করে কোতওয়ালী কাম, সেইমর্দ্দ ময়দানেতে যায় ॥ ওদিক লস্কর তবে ময়দানে উতারে সবে, ডেরা তাম্বু তৈয়ার করায় * তাগুন পুছিল বাত, শুন সবে নেকজাত, কোথা হৈতে এলে কোথা যাও কি নাম কোথায় ঘর, কহ মোর বরাবর, রাস্ত বাত জবানে শুনাও জওয়াব কহিল সাদ, শুন ওহে নেকজাত, আরবেতে আমাদের ঘর যাই খয়বরের দেশে, রাহা ভূলে হেথা এসে, বড় কষ্ট পাইল লস্কর তোমার সঙ্গেতে ভাই, ঝগড়া ফাছাদ নাই, আজ রাতে রহিব এখানে ॥ ফজর হইলে পরে, হেথা হৈতে কুচ করে, যাইব খয়বর দেশ পানে * কোটাল ফিরিয়া যায়, একথা কহিল তায়, জহুদ ভাবিল মনে মন ॥ শুনা ছিল নাম তার, দেলে ভাবে আপনার, এরা বুঝি হইবে দুশমন * কোন ছলে মোর তরে, ধরিয়া বাহির করে, আগে করি তাহার তদবীর ॥ খাবার সামানা যত, আনে কত শত২, দাগা দিতে করিল ফিকির * মেহমানী তৈয়ার করে, রাখিল আপন ঘরে, তার পরে চলিল ময়দানে ॥ লিয়া বলে সওদাগর, সঙ্গে২ আপনার, গেল সাদ আছিল যেখানে * হাজার জাওয়ান লিয়া, এক স্থানে ছাপাইয়া, রাখিল জহুদ বে-ঈমান ॥ তারপরে কত জাত, নিয়ামত ভাতে ভাত, কতরঙ্গ করিল সামান

সালাম তস্‌লীম করে, মিলিল গলায় ধরে, তারপরে কহে এই বাত ॥ শুন ওহে পাহালওয়ান, হৈলে বড় পেরেশান, এইক্ষণে চল মেরা সাথ * আমার বচন ধর, মেহমানী কবুল কর, খুব মতে করিব খেদমত ॥ এক হপ্তা এক সাথে, থাকি সবে দিন রাতে, দূরে যাবে মনের কুলফত * মান্দেগী ছুটিয়া যাবে, আছুদা হইয়া সবে ভেজে দিব খয়বর জমিনে ॥ যাইবে পরম রঙ্গে, রাহাদার দিব সঙ্গে সাথে২ যাবে রাহা চিনে * শুনিয়া আক্কাস সাদ, মনে২ হৈয়া সাধ জিয়াফত কবুল করিল ॥ আমীর সায়াফ আর, দশজন লিয়া তার জহুদের সঙ্গেতে চলিল * গড়েতে পৌছিল গিয়া, জহুদ সবারে লিয়া, বসাইল করিয়া তাজীম ॥ খাবার সামানা কত, আনে নানা নিয়ামত, খিলাইল তামাম খাদিম * তার পরে দাগাবাজ, জহুদ সে হীলা সাজ, সীপাইকে ইশারা করিল ॥ ইশারা পাইয়া তার, ছিল যত ফাঁসিদার, কুদে২ বাহির হইল * শও ফান্দ ফেলাইয়া, দু-জনে বান্ধিয়া লিয়া, কয়েদ রাখিল জেন্দানেতে ॥ জহুদ তাহার পরে, লস্করে ফরমান করে, এই ঘড়ি চল ময়দানেতে * তামাম সীপাই সাজে, জঙ্গের তবল বাজে, জহুদ চলিল আগে২ ॥ দেল আফরোজ দেখে হাল, সবে হৈল বদ ফাল, লস্করেতে কহিবারে লাগে * শুনহে সীপাইগণ, করে দেখ নিরীক্ষণ, কি কারণে আইল লস্কর ॥ না জানি কেমন কাজ, কে করিল দাগাবাজ, কে করিল সাদের উপর * এ বলিয়া সাজ লিয়া, ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া, সীপাইর করিল তৈয়ারী ॥ ওদিকে জহুদ এল, মোকাবেলা খাড়া হৈল, কাতার বান্ধিল সারি২ * জহুদ হাঁকিয়া কয়, তোমার নাহিক ভয়, মোকাবেলা কর কি কারণ ॥ মারা গেল সাদ আর, যতেক ইয়ার তার, তোমাদের ধরিল মরণ * শাহাজাদী শুনে বাত, বুকেতে মারিল হাঁত, ঘোড়া হইতে পড়িল জমিনে ॥ ঘড়ি এক বাদে তার, হুশ হৈল আর বার, সওয়ার হইল ফের জিনে

আপনা মনের দুঃখে, আহাজারী করে মুখে, হাতে লিয়া তেগ আবদার ॥ দুশমন উপরে মারে, জহুদ ঘিরিল তারে, চারি দিকে করে মার২ ✽ মোমিন সীপাই যবে, শাহাজাদা সঙ্গে সবে, লড়ে বড় করিয়া কোশেষ ॥ জহুদের অনেক ছিল, টিকিবারে না পারিল, সকলে ভাগিল অবশেষ ✽ শাহাজাদী কতমতে, দেলাসা দেয় শতে২, তবু নাহি ফিরিল সীপাই ॥ আরজ করিয়া কয়, ওহে আল্লা দয়াময়, তুমি বিনে আর কেহ নাই ✽ খছম পড়িল মারা, হইলাম বুদ্ধি হারা, আলী শাহা না পায় খবর ॥ আপনার মেহেরেতে, রাসুলের তোফায়লেতে, মদদ ভেজিবে মেরা পর ✽ আল্লাতালা তারপরে, মেহের নজর করে, খালেদেরে মদদে পাঠায় ॥ কেমনে খালেদ এল, কেবা তারে পাঠাইল, কবিকারে বিরচিয়া গায় ✽

✽ রাসুলুল্লা খালেদকে তেগ আনিতে পাঠায় ✽

ত্রিপদী ✽ এক রাতে নূর নবী, যেন প্রজ্জ্বলিত রবি, পালঙ্গে শুইয়া নিন্দ যায় ॥ চাচা নবী রাসুলের, হাম্‌জা খোদার শের, স্বপনেতে আসিয়া জানায় ✽ তুমিত চাচার জান, দেল মেরা পেরেশান, আছে তেরা জমিন উপর ॥ কর মেরা এক কাম, হামেশা তোমার নাম, থাকিবেক জাহান ভিতর ✽ এক ঢাল তলওয়ার, আছে মোর ইয়াদগার, খয়বরের হাস্‌নে জমাদেতে ॥ কাহাকে ভেজিয়া দেও, তেগ মাঙ্গাইয়া লেও, রাখ তুমি আপন কামেতে ✽ দেখিয়া এমন খাব, খায় নবী পেচতাব, কাহাকে না কহিল এবাত ॥ কেতাবে এমন লেখে, পর রাতে ফের দেখে, দেখে ফের তার পর রাত ✽ ডাকিয়া আছহাবগণ, কহে সব বিবরণ, সকলে শুনিয়া ধন্দ রহে ॥ নবী বলে কোন মর্দ্দ, আছে হেন শের গর্দ্দ, এতেক কছেলা দুঃখ সহে ✽ যায় হাস্‌নে জমাদেতে, জহুদের জেহাদেতে, আনে সেই ঢাল তলওয়ার ॥ আমি তারে দিব দোয়া, গোণা তার যাবে ধোয়া, বাড়িবেক মরতবা তাহার ✽ ওলীদার বেটা এক, নামেতে খালেদ নেক

দেলাওর জাওয়া পাহালওয়ান ॥ কবুল করিয়া বাত, লস্কর লইয়া সাথ, আর কত জঙ্গের সামান * নবীর ফরমান পেয়ে, খালেদ চলিল ধেয়ে, কত দিন রাহেতে চলিল ॥ হাস্‌নে জমাদ পায়, একথা হইল সায়, দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

* খালেদ হাস্‌নে জমাদেতে পৌছিয়া লড়াই করে এবং ফতে পায় তাহার বয়ান *

পয়ার * শাহাজাদী দোয়া মাঙ্গে খোদার দরগায় ॥ ইলাহী মেহেরবান হইল তাহায় * ময়দানেতে গর্দ্দ উড়ে দেখিতে পাইল ॥ আল্লার দরগায় বিবী শোকর ভেজিল * বিবী বলে মদদ ভেজিল মেরা পর ॥ নহে কি কারণে হেথা পৌছিল লস্কর * ঘড়ি এক বাদে দেখা পাইল নিশান ॥ মুসলমানী ঝান্দা উড়ে চান্দের সমান * সীপাইর আগে২ এক পাহালওয়ান ॥ বড় দেলাওর মর্দ্দ রাসুলের খান * ওলীদার বেটা সে খালেদ বাহাদুর বড় পাহালওয়ান আর আছহাব মশহুর * বাদশার ঘোড়ার পরে হইয়া সওয়ার ॥ কোমরে তলওয়ার হাতে নেজা আবদার হাজার জাওয়ান সাথে যেন শের নর ॥ আসিয়া পৌছিল সেই ময়দান উপর * সাদ আক্কাসের ঝাণ্ডা দেখে তাকাইয়া ॥ মনেং২ এই কথা কহে বিবরিয়া * আসিয়াছে সাদ বুঝি করিতে লড়াই কি হইল কোথায় গেল দেখিতে না পাই * হাঁকিয়া কহিল শুন জহুদের জাত ॥ নিকালিয়া মোকাবেলা কর মেরা সাথ * খালেদ আমার নাম না শুনিলে কানে ॥ তোমাদের মউতে আনিল এইখানে * খালেদের নাম বিবী শুনিল যখন ॥ কান্দিয়া তাহার আগে কহে বিবরণ * তামাম আহওয়াল বিবী করিল বয়ান ॥ শুনিয়া খালেদ বড় হৈল পেরেশান * হুকুম ইয়াদ করে খোদা রাসুলের ॥ জুলুম করিল যারা উপরে সাদের * যদি না সাদের হাল করি তাহাদের ॥ কদাচিত বেটা আমি নহি ওলীদের * তোমাদের হাতে যদি মারা গেল সাদ ॥ এইক্ষণে খালেদ লইবে তার দাদ *

তার পরে হামলা করে যেন শের নর ॥ মারে তেগ নেজা আর কামান খঞ্জর * বেদেরেগ মারে তেগ আরবী লস্কর ॥ জাহান হইল তঙ্গ জহুদ উপর * ভাগেল সীপাই যত আইল ফিরিয়া ॥ জহুদের সাথে লড়ে জীউ জান দিয়া * মস্ত হাতী হাঁকে যেন খালেদ ময়দানে ॥ সেই হাঁক গেল সাদ আক্কাসের কানে * জেনহার খারের তরে কহে ওহে ভাই ॥ খালেদের হাঁক আমি শুনিবারে পাই * ওজুদে আইল জোস গাও মুচাড়িয়া ॥ লোহার শিকল বেড়ি ফেলিল ভাঙ্গিয়া * সেতাবী উঠিয়া গেল ইয়ারের পাশ ॥ বন্ধন হইতে তারে করিল খালাস * দুইজন ময়দানেতে গেল নিকালিয়া ॥ শোকর করিল বিবী সাদকে দেখিয়া * সেই ঘড়ি ঘোড়া পরে হইয়া সওয়ার ॥ জহুদের কাছে গেল বলে মার২ যেখানে আছিল খাড়া জহুদ সরদার ॥ ঘোড়া কুদাইয়া গেল নিকটে তাহার * গরদান উপরে মারে খেচিয়া শামশীর ॥ দশ গজ দূরে গিয়া পড়ে তার শির * জহুদ পড়িল মারা সীপাই তাহার ॥ আমান চাহিল সবে হইয়া লাচার * মুসলমান হৈতে কহে তাহাদের তরে ॥ কেহ না আইল তারা দীনের উপরে * আখেরে পড়িল মারা কতেক ময়দানে ॥ কেহ২ পালাইয়া গেল কোনখানে সে গড় হইল ফতে লুটা গেল মাল ॥ ইসলাম সীপাই সবে হইল নেহাল * তার পরে খালেদের কাছে গেল সাদ ॥ সালাম আলেক কহে মোবারকবাদ * গলায় ধরিয়া দোন মিলিয়া জুলিয়া আপন২ হাল কহে বিবরিয়া * সাদ কহে মোস্তফার হুজুরে আমার ॥ সালাম কহিবে ভাই হাজারে হাজার * খালেদ কহেন সাদ শুন নেকনাম ॥ আলীকে কহিবে মেরা হাজার সালাম * দু-জনার কাছে দোহে হইয়া বিদায় ॥ খয়বরের দিকে সাদ নিকালিয়া যায় * লইয়া হাম্‌জার ঢাল আর তলওয়ার ॥ মদীনাতে খালেদ হইল রাহাদার * দোস্ত মোহাম্মদ কহে শুন সর্ব্বজন ॥ খয়বরেতে সাহওয়াল যাদুর বিবরণ *

* সাহওয়াল যাদুকর ও ওম্মরের মাজেরা *

পয়ার * ওখানে সাহওয়াল যাদু পৌছিল যখন ॥ ওম্মর খবর দিল আলীর সদন * আইল সাহওয়াল মুজী বড় যাদুকর হাজার২ সাথে যাদুর লস্কর * তখন হায়দর আলী লস্করে থাকিয়া ॥ সকলে কহেন এক তাকীদ করিয়া * সকলে উঠিবে যবে কাল ফজরেতে ॥ কোমর বান্ধিয়া সবে যাবে ময়দানেতে কদাচ খোদার নাম কেহ না ভুলিবে ॥ আপন২ মুখে বিসমিল্লা পড়িবে * যাদু টোনা কিছু তবে না হবে আছর ॥ খোদার মেহের আছে আমাদের পর * সীপাই ফরমান তার কবুল করিল ॥ আপন২ ডেরে শুইয়া রহিল * সেই রাতে ওম্মর উম্মিয়া ॥ নেকনাম ॥ আপনার ছেলার লইয়া সরঞ্জাম * খয়বরের লস্করেতে পৌছিল যাইয়া ॥ প্রহরী হইল পার ফিকির করিয়া * বাদশার খীমার কাছে যায় ধীরে২ ॥ প্রহরীগণের সঙ্গে চারি দিকে ফিরে ঘড়িএক বাদে এক খুটা উখাড়িয়া ॥ খীমার ভিতর গিয়া দেখে তাকাইয়া * তখত পরে বসিয়া জামশেদ জাহাঁদার ॥ আছিল সাহওয়াল মুজী ডাহিনে বাদশার * কামগার সামনেতে বাদশার উজীর ॥ আর কত শাহাজাদা সামনে হাজির * বাদশা বলে শুন সাহওয়াল নামদার ॥ তখত তাজ আর নাহি থাকিবে আমার নসিবের দোষে বালা আইল দেশেতে ॥ না জানি কি হাল মোর হইবে পরেতে * একেলা হইলে আলী নাহি ছিল ডর ॥ যদি না হইত সেই ইয়ার ওম্মর * রাতকালে এসে করে এত বিড়ম্বন ॥ কোন রাতে তার হাতে হইবে মরণ * কেমনেতে আসে যায় নাহি যায় জানা ॥ কি করি ভাবিয়া কিছু না পাই ঠিকানা * বন্দবস্ত তার সাথে করিয়া এয়ছাই ॥ সেই রাতে আমাকে তক্‌লীফ দিত নাই * হাজার মোহর দেই এক২ রাতে ॥ তেকারনে এতদিন বাঁচি তার হাতে * সাহওয়াল দেলাসা দেয় শুন জাহাঁদার ॥ ওম্মরের ভয় আর নাহিক তোমার * এমন নজরবন্দী মন্তর করিব ॥

কত মত হয়বত তারে দেখাইব * ডরেতে ওম্মর তেরা কাছে না আসিবে॥ সারারাত আরামেতে শুইয়া রহিবে * বাদশা খোশাল হৈল একথা শুনিয়া॥ চলিল সাহওয়াল পাপী বিদায় হইয়া * তখন ওম্মর চলে পিছে২ তার॥ যাদুকর গেল চলে ডেরে আপনার * যাইয়া বসিল গিয়া তখতের উপর॥ ছাপাইয়া একখানে থাকিয়া ওম্মর * সাহওয়ালের সাগরেদ আছিল দুইজন॥ ইবলীসের গুরু তারা বড়ই দুর্জ্জন * হামির তাহার কাছে দম নাহি মারে॥ বোলাইয়া সাহওয়াল কহিল দোহারে * আজ রাতে বাদশার খীমার কাছে গিয়া॥ যাদুগিরী কর দোন কোমর বান্ধিয়া * বাঘ ভাল অজাগর মন্তরে করিবে॥ ডরেতে ওম্মর তবে যাইতে নারিবে * সে দোন পাইল যদি ফরমান তাহার॥ কোমর বান্ধিয়া যায় যাদু করিবার * তার পর সাহওয়াল শুয়ে নিদ্রা যায়॥ ওম্মর উম্মিয়া তাহা নজরে তাকায় * দম টানে যাদুগীর নিশ্বাস ছাড়িয়া আগুন বাহির হয় নাক মুখ দিয়া * ওম্মর দেখিয়া তাহা তাজ্জব হইল॥ বিসমিল্লা পড়িয়া মর্দ্দ তাহাতে ফুকিল * আগুন হইল রদ কোন কাম করে॥ বেহুশের দারু সে নাকের কাছে ধরে * বেহুশ হইল সাহওয়াল দাগাবাজ॥ ওম্মর উম্মিয়া তবে করে তারে সাজ দাঁড়ি মোচ মুড়াইয়া মুখে রঙ্গ দিয়া॥ হেঙ্গুল হরিতাল দোন গালেতে মলিয়া * তার পরে হাত পাও সমস্ত বান্ধিয়া॥ ছুতুনের সাথে তারে দিল লটকাইয়া * সেথা হৈতে ওম্মর বাহির হৈয়া যায়॥ সে দোন সাগরেদ তরে ঢুড়িয়া বেড়ায় * এক ঠাঁই দেখে সেই দোন দাগাবাজ॥ আসন করিয়া করে যাদুগীর সাজ * ফুক ফাক মন্তর যে ফুকে দুইজন॥ চক্ষু মুদে হুহুঙ্কার ছাড়ে ঘন২ * কুদিয়া ওম্মর ধরে দু-জনার ঘাড়ে॥ সামটিয়া দুই জনে জমিনে পাছাড়ে * বাহু বলে দুইজনে বান্ধিয়া ফেলিল॥ আড়াই গজের ছোড়া হাতেতে লইল * কহে হারামজাদ যাদু সামাল জবান॥ নহে ছোরা মারিয়া করিব খান২ * খামোশ হইয়া হেথা থাকিবে

পড়িয়া ॥ না মানিলে এই ঘাড় ফেলিব কাটিয়া * কবুল করিল বাত জানের ডরেতে ॥ ওম্মর চলিল তবে লস্কর বিচেতে * সেই রাতে পাহারা ছিল যে স্পেন্দিয়ার ॥ সীপাই তাহার সঙ্গে চল্লিশ হাজার * সীপাইর মত সাজ ওজুদে করিয়া ॥ চৌকিদার হয়ে ফিরে ওম্মর উম্মিয়া * বড় এক লাঠি লিয়া ঘুড়িয়া বেড়ায় ॥ ধীরে২ সেই দু-জনার কাছেতে যায় * মারিতে লাগিল লাঠি কসিয়া২ ॥ আর কহে এই কথা খুব চিল্লাইয়া * ধরা গেল সেই চোর ওম্মর ইয়ার ॥ তার সাথে আর দুই সাগরেদ তাহার * সবে বলে কি কহিলে কহ আরবার ॥ আফত বালাই দূর হউক তোমার * যদি ইহা ঠিক হয় যাহা পুছি কহ ॥ সফল জিন্দেগী তার খুশীহালে রহ ময়দানে হৈল গোল দেখে স্পেন্দিয়ার ॥ দৌড়াদৌড়ি গিয়া পুছে এই সমাচার * সবে কহে ধরা গেল ওম্মর উম্মিয়া ॥ এখন থাকিবে সবে আরামে শুইয়া * স্পেন্দিয়ার গেল যদি ওম্মরের পাশ ॥ পীঠে ঠোকা দিয়ে কহে সাবাস২ * আজ রাতে তেরা হাতে ঘুচিল বালাই ॥ কেমনে ধরিলে তুমি কহ ওহে ভাই * ওম্মর কহেন আমি ছিনু চৌকি দিতে ॥ আন্ধারেতে দুইজন পাইনু দেখিতে আপোষেতে চুপে২ কহে এই বাত ॥ মতলব হাছেল যাতে হয় আজ রাত * যে ছুরতে কাটা যায় শির জামশেদের ॥ তবেত লড়াই আর না হইবে ফের * ওম্মর উম্মিয়া আর সাগরেদ তাহার ফাঁসি লাগাইয়া দিনু গলে দোহাকার * ধরা গেল দাগাবাজ ফেলিনু বান্ধিয়া ॥ আপন নজ্জুমে তুমি দেখ নিরক্ষীয়া * কোড়া হাতে লিয়া গেল যথা স্পেন্দিয়ার ॥ মারিতে লাগিল কোড়া শিরে দু-জনার * কান্দিয়া ফরিয়াদ করে তারা দুইজন ॥ ওম্মর উম্মিরা মোরা নহি কদাচন * সাহওয়াল ভেজিয়া দিল আমাদের তরে রাহা বন্ধ করিবারে লস্কর ভিতরে * এক মর্দ্দ ওম্মর উম্মিয়া হীলা সাজ ॥ আমাদেরে ধরিয়া করিল এই কাজ * সাহওয়ালের সাগরেদ আমরা দুইজন ॥ অবিচারে আমাদেরে মার কি কারণ

স্পেন্দিয়ার বলে তবে ওরে দাগাবাজ ॥ ফেরেব আমার কাছে না করিও আজ ✽ খালাসের আশা তুমি দেহনা ছাড়িয়া ॥ যা হবার হইয়াছে রহ চুপ হৈয়া ✽ সেই খড়ি রেশমের ফাঁসি মাঙ্গাইল ॥ হাত পা গলার সাথে জড়িয়া বান্ধিল ✽ তার পরে ফের কোড়া লাগে মারিবার ॥ চাবুকের ঘায় দোহে করে হাঁহাকার এই ধূমধামে বড় জুলুম হইল ॥ রাত কালে সোরসার ময়দানে উঠিল ✽ বাদশা শুনে ডরাইয়া পুছে সমাচার ॥ এত গোল হয় কেন উম্মিয়া দাগাদার ✽ সে কারণে এত গোল হয় ময়দানেতে বাদশা বলে তুমি বুঝি কহ স্বপনেতে ✽ খাদেম আরজ করে শুন জাহাঁদার ॥ সঠিক খবর নহে স্বপন মাঝার ✽ বাদশা কহে লস্করের মাঝে তুমি যাও ॥ খুশীর খবর এনে আমাকে শুনাও দৌড়াদৌড়ি গেল তবে খাদেম বাদশার ॥ যেখানে লস্কর বিচে হয় সোরসার ✽ এ কারণে পুছি ভাই কহত খবর ॥ কি কারনে এত গোল ময়দান উপর ✽ সে কহিল পড়িল ধরা ওম্মর উম্মিয়া খাদেম শুনিয়া কহে বাদশাকে যাইয়া ✽ বাদশা শুনে বাগ২ খোশাল হইল ॥ হাজির করিতে তবে হুকুম করিল ✽ স্পেন্দিয়ার কহে তবে ওম্মরের তরে ॥ এদের খাতিরে তুমি লিয়া চল ধরে গলায় লাগায়ে রশি ওম্মর উম্মিয়া ॥ হাতে রশি বেন্ধে লিয়া যায় যে টানিয়া ✽ হুজ্জুম চলিল সঙ্গে তামাম লস্কর ॥ কেয়ামত হৈল যেন ময়দান উপর ✽ বাদশার সামনে লিয়া হাজির করিল ॥ দেখিয়া বাদশা তবে হাঁসিতে লাগিল ✽ কেমনে হৈল ভঙ্গ তোমার চাতুরি দাগা দিয়া মোর তাজ করে ছিলে চুরি ✽ বার২ কত বার খারাবি করিলে ॥ তাহার উচিৎ ফল এখন পাইলে ✽ এখন বাঁছিয়া কোথা যাবে আরবার ॥ মারিব তোমাকে আমি করিয়া প্রহার ✽ ওম্মরের তরে শাহা হুকুম করিল ॥ হাত পিছে দিয়া তাতে রশি লাগাইল ✽ ছুতুনের সাথে দুয়ে রাখিল বান্ধিয়া ॥ দাঁড়ি মোচ চেরাগেতে দিল জ্বালাইয়া ✽ লাঠি মারিবারে কয় ওম্মরের তরে

পিঁপড়ার স্থান হৈতে বাহির হইল * ফাকা মান্দা কয় রোজ আছিল সীপাই ॥ উতরিল মাকুল দেখিয়া এক ঠাঁই * ময়দানেতে ঘাস পানি দেখিয়া বিস্তর ॥ সীপাই রাখিল সেই ময়দান উপর একদিন রাত সেথা আরাম করিয়া ॥ তার পরে সেথা হৈতে রওয়ানা হইয়া * পর দিন রবি যবে উদয় হইল ॥ হাস্‌নে বাগান বিচে যাইয়া পৌছিল * সে গড়ের কোতওয়াল পাইল খবর ॥ এখানে আসিয়া এক পৌছিল লস্কর * এ কথায় কোতওয়াল হইল তাজ্জব ॥ বলে আমি দেখিলাম তামাসা আজব * কিছু বেশী কম মোর হৈল আশি সাল ॥ এত দিন এই গড়ে আছি কোতওয়াল * এই রাহে কখন সীপাই না আইল ॥ রাহা হারাইয়া বুঝি এখানে পৌছিল * এই ময়দানের বিচে পিঁপড়ার ডরে ॥ শের নর কখন কদম নাহি ধরে * কেমনে সীপাই এই রাহেতে আইল ॥ এত বলি কোতওয়াল তখনি উঠিল * সাথে নিল আপনার শত আছওয়ার ॥ কোতওয়াল যায় মোলাকাত করিবার * লস্করে পৌছিল যদি মর্দ্দ কোতওয়াল ॥ আবুল মাজন পরে করিল সওয়াল * আইলে কোথা হৈতে যাইবে কোনখানে ॥ কেমনে হইলে পার চিউটির ময়দানে * এমত আফত রাহে আইলে কেমনে ॥ বয়ান করিয়া কহ আমার সামনে * আবুল মাজন কহে শুন কোতওয়াল ॥ মন দিয়া শুন যত আমার আহওয়াল * খয়বরে আমার ঘর ছিনু দুই ভাই ॥ আমাদের তাবে আছে কতেক সীপাই * বড় ভাই মেরা সাথে ঝগড়া করিরা ॥ কতেক সীপাই লিয়া গেছে নিকালিয়া * শুনেছি গিয়াছেন মাগরেব জমিতে ॥ সে কারণে যাই তার তালাশ করিতে * চিউটির ময়দান মেরা হইল গুজার ॥ মারা গেল কত লোক আর জানওয়ার * হয়রান হইয়া এথা আসিয়া পৌছিনু ॥

এইত আহওয়াল মেরা বয়ান করিনু ॥ কোতওয়াল কহে বড় তক্‌লীফ পাইলে ॥ আপদে বিপদে বড় কসেল্লা খেচিলে * চল মোর সাথে এই পাহাড় উপর ॥ আরাম করহ কিছু গড়ের ভিতর * দুই তিন দিন হেথা কর মেহেরবানী ॥ পাইলে আরাম দূর যাবে পেরেশানী * তার পরে যাবে তুমি যেথা জীউ চায় ॥ রাজী হৈল আবুল মাজন তাহার কথায় * আগে যায় কোতওয়াল হইয়া সওয়ার ॥ আবুল মাজন তার সাথে হৈল রাহাদার * একুশ চুমেন্দা জাওয়ান সাথে লিয়া ॥ সেই পাহাড়ের পড়ে চড়িল যাইয়া * এমন বোলন্দ সেই পাহাড় আছিল ॥ আশে পাশে শত ক্রোশ নজর পড়িল * সেথা হৈতে গড় বিচে গেল সকলেতে ॥ লিয়া গেল কোতওয়াল নিজ মহলেতে * নানা রঙ্গ মেওয়া আর খানা কত মত ॥ সুবাসিত মিঠা পানি গোলাপী শরবত * খানা পানি খিলাইয়া করে কোন কাম ॥ আনিল সোরাহী আর শারাবের জাম * বেহালা তানপুরা কত বাজিতে লাগিল ॥ তামাম মজলিস শুনে মোহিত হইল * সোরাহী হাঁসিয়া কহে সাকীর খাতির ॥ শারাব বাঁটিতে কেন করহে তকছির * সাকী বলে সেতারা তানপুরা করে মানা ॥ শুনিতে না পাও বুঝি তাদের কান্দনা * কোতওয়াল লিয়া এক শরাবের জাম ॥ আবুল মাজনে কহে পিও নেকনাম জাওয়ানে পিয়ালা তার লইল সেতাব ॥ আছুদা হইয়া মর্দ্দ পিইল শারাব * ইহার কারণ শুন যত দীনদার ॥ আছিল আজার এক পেটেতে তাহার * সেই যে দরদ তার উঠিত যখন ॥ শারাব বিনেতে তার না হইত বারণ * শরাব পিইলে চাঙ্গা হইত তখন ॥ একবার করিত গিয়া আলীর সদন * আলী শাহা সাজা দিত তখনি তাহারে ॥ এমন আদত ছিল আগে হৈতে তারে * যে দিন মেহমানী করে কোতওয়ালের ঘরে ॥ সেই মর্দ্দ উপনীত হইল দরবারে * তেকারনে শরাব পিইল নামদার ॥

খোদা জানে কেতাবের এই সমাচার * মজলিসে তামাম মস্ত হইল যখন ॥ মস্ত হাল কোতওয়াল আবুল মাজন * বদমস্ত কোতওয়াল মোচে দিয়া হাত ॥ কহিতে লাগিল কথা আবুল মাজন সাথ * শুনহে জাওয়ান তুমি হও শের নর ॥ আমি বুড়া তুমিত জাওয়ান জোরওয়ার * আপনার পাঞ্জা দাও পাঞ্জায় আমার ॥ দুই জনে পাঞ্জাকষা করি একরার * আবুল মাজন কহে আমি তোমার মেহমান ॥ আমাদের আজ তুমি হও মেজমান * আক্কেল পছন্দ কেন করিবে এবাতে ॥ মেজমান হইয়া লড়ে মেহমানের সাথে * কোতওয়াল সেই কথা না মানে তাহার ॥ হাত বাড়াইয়া হাত ধরে বারেবার * বদমস্ত বদহীন বদকার ছিল ॥ তেকারণে বদদস্তী করিতে লাগিল * জাওয়ানীর মস্তী আসে জাওয়ানের শিরে ॥ জানু দিয়া বৈসে হাত ধরিল আখেরে * এমন কুওতে পাঞ্জা তাহার মোচড়ে ॥ আঙ্গুল ছিড়িয়া তার জমিনে যে পড়ে * হাঁক ছাড়ে কোতওয়াল হাতীর সমান ॥ বাম হাতে চাহে ধরে তাহার গরদান * জানু পরে ভর দিয়া জাওয়ান তাহারে ॥ কানের জড়ের কাছে এক মুক্কি মারে * মারা গেল কোতওয়াল মেহমান তার ॥ সীপাই মেজমান পরে মারে তলওয়ার * খালি হাতে আবুল মাজন না ছিল হাতীয়ার ॥ কীল মুক্কি মারে মর্দ্দ উপরে সবার * যার শিরে এক মুক্কি মারে পাহালওয়ান ॥ সেইক্ষণে শির তার হয় খান২ * গোস্বা ভরে ঘুষা মারে যাহার কোমরে ॥ চূর্ণ হইয়া যায় হাড় আটা বরাবরে * গিরে গেল লত লোক আঙ্গিনা ছেহনে ॥ আর মারে সাথে যারা ছিল জনে২ * তার পরে তলওয়ার হাতেতে লইল ॥ সেই গড় হৈতে মর্দ্দ বাহির হইল মারা গেল কাফেরান বাকী পালাইল ॥ আবুল মাজন সেই গড় দখল করিল * খুশী খোশালিতে মর্দ্দ গড় বিচে রয় ॥ মালেকের কথা দোস্ত মোহাম্মদ কয় *

* আবুল মাজন মালেককে খালাস করিয়া দুইজনে হায়দরের কাছে পৌছিবার বয়ান *

পয়ার * দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া ॥ সকলে আরাম করে রহিল শুইয়া * আবুল মাজন খাব দেখে সেই রাত ॥ রাসুলুল্লা আসি তারে কহে এই বাত * এ সময়ে আরাম করা না হয় পছন্দ ॥ এই গড় বিচেতে মালেক আছে বন্ধ * এখন উঠিয়া তুমি কর না তালাশ ॥ জেন্দান হইতে তারে কর না খালাস * স্বপন দেখিয়া মর্দ্দ জাগিয়া উঠিল ॥ মালেকের কারণেতে গমগীন হইল * আপন সীপাই তরে করিল ফরমান ॥ মালেকের তালাশ করহ এই স্থান * ঢুড়িয়া তামাম রাত আবুল মাজন ॥ আর যত সাথে তার ছিল লোক জন * একে২ সব ঠাঁই তালাশ করিল ॥ কোনখানে তাহার নেশান না পাইল * অবশেষে গেল এক বেবাহা জায়গায় ॥ আলীশান ঘর এক দেখিল সেথায় * সেই ঘর বিচে এক কূওা বড় ছিল ॥ তাহার মুখেতে এক পাথর দেখিল * লাথ মেরে সে পাথর দূরেতে ফেলিল ॥ বাজুতে বান্ধিয়া ফাঁদ কূওাতে নামিল এক হাতে তেগ আর হাতেতে চেরাগ ॥ কূওার ভিতরে যায় করিয়া সুরাখ * কূওার পাঞ্জরে এক গাড়া দেখা পায় ॥ মাথা হেট করে মর্দ্দ সেই রাহে যায় * ঘর এক অন্ধকার সামনে তাহার ॥ বন্ধ আছে পাহালওয়ান শিকলে লোহার * শত মণ বেড়ী তার পায়েতে আছিল ॥ আর শত মণ হাতে গলেতে যে দিল * টেরা হৈয়া বান্ধা আছে যেমন কামান ॥ মলিন হয়েছে মুখ বিমারী সমান * লোহার বন্ধন যত মরিচা ধরিয়া ॥ হাড় মাংস পরে খুব গিয়াছে কষিয়া * জার২ কান্দে মর্দ্দ করে হায়২ বন্ধনের চোটে বুক বিদরিয়া যায় * আন্ধারেতে আলো যবে দেখিতে পাইল ॥ মাথা উঠাইয়া মর্দ্দ কহিতে লাগিল * কে তুমি আইলে মর্দ্দ কিসের কারণ ॥ জানে মারিবার কিবা খুলিতে বন্ধন

কহে আমি আবুল মাজন তোমার ইয়ার ॥ আইলাম তোমাকে খালাস করিবার * একথা শুনিয়া খুশী হইল এমন ॥ ঠাহরিতে নাহি পারে পাইল চেতন * খুশীতে এমন জোর ওজুদে আইল লোহার শিকল সব ভাঙ্গিয়া ফেলিল * গাও মোড়া দিয়া জোর করে পাহালওয়ান ॥ যতেক জিঞ্জির বেড়ী হৈল খান খান * উঠিয়া হইল খাড়া যেন শের নর ॥ আবুল মাজন সাবাসী দেয় তার পর * গলায় ধরিয়া মিলে দোন নামদার ॥ খুশীর কান্দনা দোহে কান্দে জারে জার * সেথা হৈতে গেল সেই কূঙার নিকটে ॥ একে একে রশি ধরে উপরেতে উঠে * তার পর সকলে মহল বিচে যায় ॥ খানা পানি মালেকেরে আপনি খিলায় * আবুল মাজন পুছে বাত মালেকের তরে ॥ কহ বেরাদর এই জুলম কে করে * কেমনে দুশমন তুঝে করিল কয়েদ ॥ কহিবে আমার কাছে সেই সব ভেদ * মালেক শুনিয়া কহে বয়ান করিয়া ॥ একে২ যত হাল গেল গোজারিয়া পঞ্চ রাহা হৈতে জুদা হৈয়া তার পর ॥ যে মতে গণ্ডার হাতে মরিল লস্কর * যে মতে জখম হৈল ওজুদ তাহার ॥ যেরূপেতে গাড়া বিচে আছিল বিমার * যে রূপে স্বপনে নবী ফিরাইল হাত ॥ যেরূপেতে ঘাও ভাল পাইল রাহাত * যেরূপে পৌছিল আসি খয়বর শহর ॥ যেরূপে আশক হইল শাহাজাদী পর * যেই মতে বাদশা তারে নিল বোলাইয়া ॥ যেরূপে রাখিল তারে সরদার করিয়া * যে মতে করিল কুস্তি বাদশার আগেতে ॥ যেরূপেতে সাপুরে গিরায় ময়দানেতে * যেরূপেতে বাদশা তারে বেটী বিয়া দিল ॥ যেরূপেতে শহর জামেতে পাঠাইল * যেরূপেতে না বক্সিস মাহেরুন সনে ॥ যেমতে দুশমন বিবী হইল তেকারণে * যেমতে বান্ধিয়া তারে কয়েদ করিল ॥ একে২ সব কথা প্রকাশ করিল * আবুল মাজন কহে তারে শুন পাহালওয়ান ॥ এ গড়ের কোতওয়াল করিল বয়ান *

পৌঁছিয়াছে আলী শাহা খয়বর শহর ॥ রহিয়াছে কাসেদের ময়দান উপর ✽ সীপাই লইয়া চল সেইখানে যাই ॥ হায়দরের কাছে সব থাকি এক ঠাঁই ✽ পাহালওয়ান বলে আমি শহর জামেতে ॥ একবার সেইখানে যাব প্রথমেতে ✽ দেখি কি কারনে সেই বেওফা আওরত ॥ বেগোনা আমার পরে ডালিল আফত আমার সীপাই যত আছে সেইখানে ॥ পাহালওয়ান আমার তরে কেহ নাহি জানে ✽ একথা কহিয়া মর্দ্দ উঠে সেইক্ষণে ॥ চলিল লস্কর সব আর আবুল মাজনে ✽ শহরের কাছে গিয়া সবে উতারিল ॥ গোল চেহেরার কাছে তবে মালেক চলিল ✽ কহে ওহে বেওফা বজ্জাত দাগাবাজ ॥ শাওহারের হক এই নাহি তোর লাজ ✽ কখন তোমার আমি না করিনু মন্দ ॥ তাহার বদলে তুমি করাইলে বন্ধ ✽ এত বলি গোস্বা হইয়া হুকুম করিল ॥ সেতাবী লোহার বেড়ী মাঙ্গাইয়া নিল ✽ সুবর্ণের পায়জেব রাখিল খুলিয়া ॥ দোন পায়ে সেই বেড়ী দিল চড়াইয়া ✽ কয়েদ করিল এক ঘরের ভিতর ॥ দরওয়াজা করিয়া বন্ধ চলে তার পর ✽ দরবারের তখত পরে বসিল যাইয়া ॥ সকলেতে মোলাকাত করিল আসিয়া ✽ সীপাই সরদার যত হইল হাজির পুছিতে লাগিল সবে মালেক খাতির ✽ এত দিন কোনখানে ছিলে পাহালওয়ান ॥ না দেখি বেকারার ছিল আমাদের জান মালেক কহেন আমি কহিব সকল ॥ গড়ের বাহিরে সবে মোর সঙ্গে চল ✽ উঠিয়া হইল খাড়া এতেক কহিয়া ॥ গড়ের বাহিরে গেল সীপাই লইয়া ✽ আবুল মাজন কাছে গিয়া বসে নামদার কহিতে লাগিল শুন সীপাই আমার ✽ জানহ আমার নাম মালেক ওস্তর ॥ আইনু আলীর সাথে খয়বর শহর ✽ আরবেতে মোহাম্মদ আলায়হেস্‌সাল্লাম ॥ তাহার দামাদ্দ জানো আলী নেক নাম ✽ হায়দর খোদার শের আলমে জাহের ॥ যার হাতে তামাম জাহান আছে জের ✽ আমি সেই রাসুলের হই সেফাদার ॥

কহিল সবার কাছে এই সমাচার * এখন তোমরা সবে হও মুসলমান ॥ নহে এই গোর্জ্জ দিয়া উড়াব গরদান * শুনিয়া সীপাই যত কালেমা পড়িল ॥ নেকবক্ত তাহাদের কপালে হইল সেথা হৈতে গেল সবে শহর ভিতর ॥ মালেক বসিল গিয়া তখতের উপর * আবুল মাজন তার সাথে খুশীহালে থাকে ॥ তার পরে কি হইল কহি একে একে * আইল কাসেদ এক লিখন লইয়া ॥ মালেকের হাতে দিল সালাম করিয়া * লিখন খুলিয়া পড়ে মজমুন তাহার ॥ লেখা ছিল তার বিচে এই সমাচার * আমার ফরজন্দ তুমি শুনহে হামান ॥ চক্ষের পুতলি আর ধড়ের পরাণ * আসিয়াছে এক মর্দ্দ আরব্ব হইতে ॥ কতেক লস্কর আসে তাহার সহিতে * ছাপাইয়া ভেদ কহে আমার আগেতে ॥ কসমসম নাম মেরা থাকি খয়বরেতে * শুনিয়াছি নাম তার আলী পাহালওয়ান ॥ যেরূপ মর্দ্দমী তার কি কব বয়ান * কত দিন করিল সে আমার চাকরী ॥ এখন আমার সাথে করে বড়াজুরী * দুই বার মেরা সাথে করিল লড়াই ॥ কোন পাহালওয়ান তার আগে টিকে নাই * ধরিয়া কোমর মর্দ্দ নওশাদের তরে ॥ ঢাল যেন ঘুমাইল মাথার উপরে জঙ্গের ময়দানে মারা গেল আর্দ্দিশের ॥ আর মারা গেল মর্দ্দ হুমান দেলের * তাহার নামের ডরে জঙ্গলের শের ॥ আবাদানী মধ্যে পাও না ধরে দেলের * যেমন সওয়ার ঘোড়া তেমনি বাহার ॥ আর এক তলওয়ার দুই শির যার * তুমিত ফরজন্দ মেরা লিখন পড়িয়া ॥ সেতাবী পৌছিবে আসি সীপাই লইয়া * লিখন পড়িয়া মর্দ্দ খায় পেঁচ তাব ॥ খামোশ থাকিল কিছু না দিল জওয়াব * কাসেদের তরে দিল একথা কহিয়া ॥ কাল তথা যাব আমি সীপাই লইয়া * তার পরে মহলের বিচেতে চলিল ॥ শাহাজাদী যেই ঘরে কয়েদ আছিল * কহিতে লাগিল তবে শুন প্রাণেশ্বরী ॥ কি কারণে এমন হইলা বদখুরী *

শুন কহি নাম মোর মালেক ওস্তর॥ নবীর গোলাম আর আলীর চাকর * আমার ফরমান যদি না কর খেলাফ॥ তোমার তক্‌ছির সব করে দিব মাফ * একীন করিয়া কহ খোদা এক হয়॥ মোহাম্মদ নবী তার রাসুল নিশ্চয় * একথা শুনিয়া বিবী কান্দিতে লাগিল॥ আপন কামেতে বড় লজ্জিত হইল * কান্দিয়া কহিল আমি করিনু তক্‌ছির॥ না জানিয়া বন্ধ কৈনু তোমার খাতির * না জানিনু আমি দীন আইন তোমার॥ পেরেশান হইলাম কামে আপনার * এ বলিয়া কালেমা পড়িল চন্দ্রমুখী॥ দেখিয়া মালেক তাহা হৈল বড় সুখী * খালাস করিয়া তারে তখতে বসাইল॥ মুসলমানী যত কাম তারে শিখাইল * কহিল এখানে তুমি করহ বাদশাই॥ লস্কর লইয়া আমি কাসেদেতে যাই * আদল ইনসাফ কর দীনদারী কাম যাহাতে সকল লোক থাকেতো আরাম * তার পরে সীপাইর সামান করিল॥ দোছরা দিনেতে মর্দ্দ রওয়ানা হইল * এখানে আলীকে কেহ কহিল খবর॥ আইল মালেক আবুল মাজন নামওর * খুশীর খবর শুনে খোশাল হইল॥ হাজার দেরেমী এক ঘোড়া তাকে দিল * সেই ঘড়ি ডঙ্কা মেরে হইল সওয়ার॥ আগে বাড়াইয়া লিতে হৈল রাহাদার * দূর হৈতে দুই জনে আলীকে দেখিয়া॥ ঘোড়া হৈতে উতারিয়া চলিল দৌড়িয়া * রেকাব হইতে পাও নেকালে হায়দর॥ মালেক কদম দিল তাহার উপর * রেকাব চুমিল দোন আসিয়া তাহার॥ তারীফ করিল তারে হাজারে হাজার * পাহালওয়ান নিল দোহে ছাতি লাগাইয়া॥ সেথা হৈতে ডেরা বিচে পৌছিল আসিয়া তার পরে পুছাপুছি তামাম আহওয়াল॥ গোজারিয়া ছিল যার পরে যেই হাল * খুশীতে ভরিয়া সবে রাত গোজারিল॥ পয়ারেতে দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিল *

—০ঃ)*(ঃ০—

পৌছিল যাইয়া সবে হাস্‌নে রিব বিচে * আজেজ হইল ঘোড়া যেই চলে যায় ॥ ওজুদের পরে কারি জখম তাহায় * পিয়াদা হইয়া মর্দ্দ খাড়া হইয়া রহে ॥ শতেক লহুর ধারা জখমেতে বহে জান হৈতে একবার হাত উঠাইল ॥ থর২ করে মর্দ্দ কাঁপিতে লাগিল * দোস্ত মোহাম্মদ কহে শুন মন দিয়া ॥ কিরূপেতে আবুল মাজন পৌছিল আসিয়া *

* আবুল মাজন মালেকের তালাশে গিয়া উজীরজাদীর সঙ্গে মোলাকাত করে তাহার বয়ান *

ত্রিপদী * হায়দরের আগে হৈতে, মালেকের তালাশেতে, আবুল মাজন করিল গমন ॥ এক দিন রাত্র যায়, মালেকেরে নাহি পায়, কোনখানে করিয়া ভ্রমন * দোছরা দিনেতে তবে, দু-প্রহর হৈল যবে, দেখে এক বাগান সুন্দর ॥ ফল ফুলে সুশোভন, দেখিয়া জুড়ায় মন, পানির হাউজ মনোহর * কত গাছ ছায়াদার, কিনারাতে ছিল তার, জমরূদী বিছানা তাহাতে সেই বাগে আবুল মাজন, হৈল গিয়া উপসন, গাছ তলে দাঁড়ায় হাওয়াতে * হাওয়া তায় ঠাণ্ডা ছিল, বহুত আরাম পাইল, খুলে সাজ যা ছিল গায়েতে ॥ গাছতলে ঘোড়া বেন্ধে, কোমরে রুমাল বান্ধে, রাখে সাজ গাছের নীচেতে * হাউজের কিনারায়, গোসল করিতে যায়, উতারিল হাউজের বিচে ॥ হেনকালে দেখে এক, পরীজাত একাএক, পৌছিল সে দরক্তের নীচে * আকাশের চন্দ্র হেন, উপনীত হৈল যেন, রূপে আলো হইল বাগান ॥ কি কব রূপের ছটা, যেন বিজলীর ঘটা, রূপ যেন সূর্য্যের সমান * আবুল মাজন দেখে তারে, ঠাহরিতে নাহি পারে, পরী কিম্বা আদমের জাত ॥ খোদার ছেফত করে, নীচেতে নজর ধরে, এই কথা কহে তার সাথ * কেবা তুমি ও সুন্দরী, আদম কি হও পরী, আপনার মতলব জানাও ॥ কহ আপনার নাম,

আর কি তোমার কাম, পথ ছোড়ে তফাতে দাঁড়াও * তবে সেই বিবী তায়, সামনে আসিয়া কয়, শুনহে জাওয়ান সুন্দর ॥ আদমের মধ্যে আমি, তুমিত আমার স্বামী, গোলআন্দাম নাম জানো মোর * উজীর যে বাদশার, নাম তার কামগার, হই আমি তাহার কুমারী ॥ আইনু আশক হৈয়া, অধৈর্য্য পরাণ লৈয়া মোলাকাত করিতে তোমারি * আমার আহওয়াল শুন, লাগাইয়া নিজ মন, আজ রাতে রাসুল খোদার ॥ জড়াও তখতের পরে, পাও মোবারক ধরে, ওতনের নিকটে আমার * সে জামাল চমৎকার, ছিল সব অন্ধকার, সুবাসিত মাকান আমোদিত ॥ এসে মোর শিরানাতে, মোবারক জবানেতে, কহে কথা আমার সহিত * শুনহে উজীরজাদী, তোমায় দেলাব শাদী, আবুল মাজন জাওয়ানের সাথে ॥ তোমার বাগিচা বিচে, সে জাওয়ান আসিয়াছে, যাও তুমি তাহার সাক্ষাতে * আমার বচন ধর, কুফরী তরীক ছাড়, এইখানে হও মুসলমান ॥ নবীর ফরমান পরে দেল মুখ এক করে, স্বপনেতে আনিনু ঈমান * চুমিয়া কদম তার, কান্দি আমি জার২, নিদ্রা ভঙ্গ হইল আমার ॥ সাথে আম্বরের বাস, তালাশিনু আশ পাশ, ফের দেখা না হৈল তাঁহার রাত গেল গোজারিয়া, অধৈর্য্য হইল হিয়া, সেই কথা কহিয়া মনেতে ॥ রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে, ফিরিতে আইনু বাগানেতে * পাইনু তোমার দেখা, ছিল কপালের লেখা এবে শুন বচন আমার ॥ চল২ মোর সঙ্গে, থাকিবে পরম রঙ্গে, করি কিছু খেদমত তোমার * আবুল মাজন এত শুনে, খুশী হৈল মনে২, কহে ওহে গোলআন্দাম ॥ পিছেতে দুশমন আর, সঙ্গি ছাড়া হয় ইয়ার, কিরূপেতে করিব আরাম * সবর করিয়া রহ, কারে ভেদ নাহি কহ, পুরাহবে মতলব তোমার ॥ তুমি গিয়া থাক ঘরে, যখন খোদায় করে, ফের দেখা পাইবে আমার এত বলে চড়ে ঘোড়া, লইয়া সামান কোড়া, চন্দ্রমুখী কান্দে

জারে জার ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কয়, যে জন আশক হয়, না ভূলে মাশুকে আপন *

* আবুল মাজন যাদুর বাগানে বেহুশ হয় তাহার বয়ান *

পয়ার * মালেকের তালাশেতে যায় আবুল মাজন ॥ মহা রাগে কতদূরে করিল গমন * সামনে আইল তার ওম্মর উম্মিয়া হাওয়ার মেছাল মর্দ্দ পৌছিল আসিয়া * আবুল মাজন পুছে তারে কহে ওহে ইয়ার ॥ কোথা হইতে আইলে কহ সে সমাচার ওম্মর উম্মিয়া বলে কি কহিব হাল ॥ মালেকের পরে বুঝি ঘটিল জঞ্জাল * হাস্‌নে বেল কিনারায় মালেকের তরে ॥ ঘিরিয়াছে কাফেরান যাদুর লস্করে * ঘায়েল হইল ঘোড়া আর পাহালওয়ান নাকের উপরে তার আসিয়াছে জান * তামাম ওজুদ দিয়া লহু বয়ে যায় ॥ হেন মুছিবত আজি করিল খোদায় * হায়দরে আনিতে আমি যাই এইক্ষণ ॥ শুনিয়া তাহার তরে কহে আবুল মাজন * এখান হইতে ফিরে চল মোর সাথ ॥ মারিয়া মুজীরে আজি করিব নিপাত * হায়দরের তরে আর না কর হয়রান ॥ এখনি আমার সাথে চল মেহেরবান * ওম্মর ফিরিয়া তবে চলে তার সঙ্গে ॥ যেখানে মালেক খাস্তা হৈয়া ছিল জঙ্গে * হায়দরের নাম লিয়া চলিল দু-জন ॥ শুনিয়া কাঁপিয়া গেল কাফের কুজন বেদেরেগ তলওয়ার মারিতে লাগিল ॥ শুনিয়া আলীর নাম কাফের ভাগিল * কাফের ভাগিল যদি ইহারা ফিরিয়া ॥ মালেক পড়িয়া যেথা পৌছিল আসিয়া * হাত পাও শির সিনা দেখে তাকাইয়া ॥ জখমে লহুর ধারা পড়িছে বহিয়া * দোহেতে মাতম করে উপরে তাহার ॥ আফসোস করিয়া কত কান্দে জার২ * আবুল মাজন তবে ওম্মরেরে কয় ॥ কান্দিলে এখন কিছু ফায়দা নাহি হয় * ইহার তদবীর কিছু কহ বেরাদর ॥ ফিকির করিয়া কিছু কহিল ওম্মর * নিকটেতে গাড়া এক আছে এ ময়দানে ॥ ইহাকে লইয়া চল যাই সেইখানে * বান্ধিব জখম তার কাপড় ফাঁড়িয়া ॥

নাহক এখানে কেন রহিব বসিয়া * ইহা বলে দুইজনে উটাইয়া তায়॥ দোহে মিলে সেই গাড়ে তারে লিয়া যায় * জখম বান্ধেন তার ফাড়িয়া দাস্তার॥ দু-জনে বসিয়া কান্দে শিরানে তাহার * ঘড়ি এক বাদে আবুল মাজন পাহালওয়ান॥ দারুর কারণে মর্দ্দ চলিল ময়দান * থোড়া দূরে দেখে এক বাগান সুন্দর॥ ছায়াদার গাছ তাতে ছিল বহুতর * ডালে২ পাকা সেফ ঝকমক করে॥ আবুল মাজন গেল বাগান ভিতরে * হাত বাড়াইয়া ছিড়ে এক সেফ তার॥ নাকে দিতে খুসবুই পাইল বাহার * মনে বলে গোটা কত সেফ লিয়া যাব॥ খাস্তা ইয়ারের তরে যাইয়া সোঙ্গাব সেফের বাসেতে হয়ে যাবে হুশিয়ার॥ এ বলিয়া দিল সেফ মুখে আপনার * চিবাইয়া খাইতে বেহুশ হয়ে পড়ে॥ পড়িয়া রহিল যেন কলা গাছ ঝড়ে * যাদুর বাগান সেই ছিল তেলেছমাত॥ ফল ফুল যাদুতে করিল দেওজাত * ফল যত ছিল তার দারু বেহুশির॥ বেহুশ হইল মর্দ্দ ইহার খাতির * দোস্ত মোহাম্মদ কহে ঘটিল আফত॥ মুস্কিলে আছান আল্লা করেন আলবত *

* সাদ ও জেনৃহার খার পৌছিবার বয়ান *

পয়ার * ওখানে হজরত শাহা দুল২ সওয়ার॥ একদিন লস্কর সাজায়ে আপনার * জঙ্গের তরঙ্গ ডঙ্কা বাজে ঘন ঘন॥ ভেউর শানাই ঘণ্টা বাজে ঠন২ * সাজিল আরব্বী যত জাওয়ান দেলের মস্তহালে ময়দানেতে যেন শের নর * জামশেদের ছাওনি আছিল যেখানেতে॥ একেবারে আসিয়া পড়িল সকলেতে * শত২ শির কাঠা গড়াগড়ি যায়॥ বিপাক দেখিয়া যত কাফের পালায় * গড়ের ভিতর যদি পৌছিল কাফের॥ সেতাবী করিল বন্ধ দরওয়াজা গড়ের * লইয়া পাথর তীর বুরুজেতে চড়ে॥ নীচ হৈতে মোমিন সীপাইগণ লড়ে * উপরে থাকিয়া লড়ে বাদশা জাহাঁদার॥ ঘিরিয়া রহিল গড় মোমিন সওয়ার * সেতাবী গড়ের বিচে মালেক পড়িয়া ওম্মর নিকটে তার আছেন বসিয়া * যাদুগণ পাইল যদি এমন খবর

মালেক পড়িয়া আছে গাড়ার ভিতর ❋ তবে দশ হাজার যাদুর আছওয়ার ॥ আসিয়া ঘিরিল সব চৌদিকে গাড়ার ❋ ওম্মর উম্মিয়া যদি সীপাই দেখিল ॥ মালেকের জন্য বড় দেলে দর্দ্দ পাইল ❋ লস্করের মোকাবেলা করিতে না পারে ॥ আর না ভাগিতে পারে ছাড়িয়া তাহারে ❋ লাচার হইয়া সেই গাড়ার দুয়ারে ॥ খাড়া হৈয়া মুজীরে পাথর তুলে মারে ❋ কাফের সকলে মারে তেগ আর তীর ॥ ওম্মর তাকত ভর না করে তকছীর ❋ আখেরে আজেজ হয়ে করে মোনাজাত ॥ ওহে আল্লা পরওয়ারদেগার পাকজাত ❋ আজেজ বেচারাদের তুমি দস্তগীর ॥ বেশক তোমার নাম করিম কাদির ❋ এই আজিজের দোয়া কবুল করিয়া ॥ মদদ ভেজিয়া দেহ গায়েব থাকিয়া ❋ এইমতে দোয়া যদি করিল ওম্মর দুরূদ ভেজিল ফের মোস্তফার পর ❋ দেখে এক ঝাণ্ডা সেই ময়দানে উড়িল ॥ সাদ আক্কাসের ঝাণ্ডা দেখিতে পাইল ❋ খুশীতে মারিল হাঁক ওম্মর উম্মিয়া ॥ আওয়াজ সাদের কানে পৌছিল আসিয়া ❋ মনে বলে হবে এই অবশ্য উম্মিয়া ॥ রহিয়াছে কাফেরান ইহাকে ঘিরিয়া ❋ লস্করে হুকুম করে ঘির চারি দিকে ॥ ঘোড়া কুদাইয়া গেল গাড়ার নজদিকে ❋ মারে তেগ বেদেরেগ সাদ পাহালওয়ান ॥ ঘোড়ার দাপটে তার ভাগে যাদুগণ ❋ ওম্মরের সাথে সাদ করে মোলাকাত ॥ গলায় ধরিয়া মিলে দোন নেকজাত ওম্মর আহওয়াল যত করিল বয়ান ॥ শুনিয়া আফসোস করে সাদ পাহালওয়ান ❋ মালেকের তরে দেখে কান্দে জারে জার ॥ তারপরে কহে শুন ওম্মর ইয়ার ❋ সেতাবী যাইয়া দেহ আলীকে খবর ॥ মালেক পড়িয়া আছে গাড়ার ভিতর ❋ আবুল মাজন গেল গায়েব হইয়া ॥ কি হুকুম করে তাহা আইস শুনিয়া ❋ যাবত ফিরিয়া তুমি না আসিবে ভাই ॥ ইহাকে ছাড়িয়া কোনখানে যাব নাই ❋ চলিল হাওয়ার মত ওম্মর উম্মিয়া ॥ সেতাবী খবর দিল আলীকে যাইয়া ❋ গমগীন হইল শাহা এহাল শুনিয়া ॥

কামারের তরে কহে সেতাবী ডাকিয়া ✽ মোস্তফার চাদর সিন্দুক বিচে আছে ॥ এই ঘড়ি নিকালিয়া আন মোর কাছে ✽ খাড়া২ কামার আনিল সে চাদর ॥ ওম্মরের হাত পরে দিলেন হায়দর কহিল লইয়া যাও নবীর চাদর ॥ পিন্দাইয়া দেও খাস্তা ওজুদ উপর সেতাবী হইবে ভাল হুকুমে খোদার ॥ ওম্মর উম্মিয়া নিল হাতে আপনার ✽ রওয়ানা হইল তবে ওম্মর উম্মিয়া ॥ সাদ আক্কাসের কাছে পৌছিল যাইয়া ✽ সুপিল সাদের হাতে নবীর চাদর ॥ তাতে ঢাকে মালেকের সকল শরীর ✽ তখনি হইল ভাল ওজুদের ঘাও ॥ সাদা২ যেমন আছিল তার গাও ✽ চক্ষু খুলে পাহালওয়ান তাকিতে লাগিল ॥ এক ঘড়ি বাদে ফের উঠিয়া বসিল ✽ মিলিল সাদের সহ ধরিয়া গলায় ॥ ওম্মর উম্মিয়া সবে আহওয়াল জানায় সাদ বলে যাই এবে যেখানে হায়দর ॥ মালেক কহিল তবে শুন বেরাদর ✽ আপন সীপাই তুমি লিয়া চলে যাও ॥ হায়দরের কাছে গিয়া খবর জানাও ✽ আমি যাব আবুল মাজনে করিতে তালাশ দুই এক দিনে আমি ঢুড়ি আশ পাশ ✽ যাবত তাহার নাহি পাই মোলাকাত ॥ লস্করেতে না যাইব কহিনু নেহাত ✽ দেলেতে বুঝিল সাদ না শুনিবে বাত ॥ আপনা গোলাম আম্বরকে দিল তার সাথ ✽ মালেকের তরে সাদ করিয়া বিদায় ॥ আলাও লস্কর লিয়া খয়বরেতে যায় ✽ দুই তিন দিন চলে রাহার উপর ॥ পৌছিল যাইয়া সবে যেখানে হায়দর ✽ পিয়াদা হইল সাদ জেন্‌হার খার আলী শাহা গলা ধরে মিলে দু-জনার ✽ তামাম আহওয়াল সাদ করিল বয়ান ॥ যেরূপেতে এড়াইল রাহা বিয়াবান ✽ যেমনে জহুদগণে করিল মক্কর ॥ যেরূপে কয়েদ হইল গড়ের ভিতর ✽ যেমনে খালেদ তার মদদে আইল ॥ একে২ সব হাল বয়ান করিল ✽ আলী শাহে তামাম আহওয়াল শুনাইল ॥ তারপরে খানা পানি খাইয়া শুইল ✽ দোস্ত মোহাম্মদ কহে পুথি বিরচিয়া কি হইল আবুল মাজন শুন মন দিয়া ✽

* আবুল মাজন ও ফিরোজ বক্তের বয়ান *

পয়ার * সাহওয়াল যাত্নর এক আছিল দামাদ ॥ নেকবক্ত নেকনাম আর পাকজাত * বাদশা আছিল সে ফিরোজ বক্ত নাম জাওয়া মর্দ্দ মোবারক আর নেকনাম * তার তাবে ছিল. ত্রিশ হাজার জাওয়ান ॥ জেরাপোষ তীরান্দাজ যত পাহালওয়ান * সাথে করে লইয়া বিবীকে আপনার ॥ গিয়াছিল শ্বশুরের করিতে দীদার * সাহওয়ালের বেটী তার পরীদক্ত নাম ॥ পরীকে জিনিয়া রূপ গুণে অনুপম * দুই তিন দিন বাদে হইয়া বিদায় ॥ সীপাই লইয়া সঙ্গে ঘরে ফিরে যায় * সেই রাহে তাহাদের হইল গোজার ॥ সে গাড়াতে আছিল মালেক জোরওয়ার * দেখিয়া উত্তম জায়গা করেন মোকাম ॥ গাড়ার ভিতরে রহে দোন নেকনাম * চৌদিকে সীপাই সবে আরাম করিল ॥ শিকার করিতে বাদশা আপনি চলিল * ঘড়ি এক বাদে তার বিবী নিকালিল ॥ এদিকে ওদিকে বিবী ফিরিতে লাগিল * চলিতে ফিরিতে গেল সেই বাগানেতে ॥ আবুল মাজন পড়িয়া আছিল যেখানেতে * দেখিল পড়িয়া এক জাওয়ান সুন্দর ॥ কালো রঙ্গ গের্দ্দা দাঁড়ি মুখের উপর * ঝকমক করে রূপ চান্দের আকার ॥ বারিক কোমর অতি দেখিতে বাহার * ছুরত দেখিয়া বিবী হইল হয়রান ॥ খাদেম জনের তরে করিল ফরমান * এখান হইতে এই জাওয়ানের তরে ॥ লিয়া চল সবে সেই গাড়ার ভিতরে * পরীদক্ত গেল সেই গাড়ার ভিতরে ॥ জাওয়ানেরে লিয়া গেল যতেক চাকরে * বিবী কহে ইহার দুশমন কেহ আছে ॥ সেই তবে জাওয়ানেরে মারিয়া গিয়াছে * ফেরেস্তা আদম কিবা হয় পরীজাত ॥ হাজার আফসোস যদি না থাকে হায়াত * এই কহা শুনা বিবী করে এখানেতে ॥ যাত্নর সওয়ার কত সেই ময়দানেতে ভিরিতে২ আসে পরীদক্ত পাশ ॥ জাওয়ানে দেখিয়া সবে ছাড়িল নিশ্বাস * সবে কহে এইত জাওয়ান শের নর ॥ মারেন ময়দানে

যত যাদুর লস্কর ❋ আমাদের পরে বাদ করে এ জাওয়ান ॥ তামাম সীপাই আছে ইহাতে হয়রান ❋ ইহাকে দেহ না তুমি আমাদের হাতে ॥ পরীদক্ত শুনে কহে তাহাদের সাথে ❋ সে আশা হইবে নাহি কহ যেই বাত ॥ ভয় না করিল এ জাওয়ান মেরা সাথ ❋ বে-তকছিরে দিব কেন দুস্মনে সুপিয়া ॥ এখান হইতে সবে যাহনা চলিয়া ❋ এই কথা বার্ত্তায় আছিল সকলেতে ॥ শিকার করিয়া বাদশা পৌছিল গড়েতে ❋ গোলমাল শুনিয়া পুছিল সকলেরে মালুম যে হৈল হাল বাদশার তরে ❋ গড়েতে যাইয়া দেখে জাওয়ানের মুখ ॥ দরদ পাইয়া শাহা মনে ভাবে দুঃখ ❋ তবে বাদশা বলে সব যাদুর লস্করে ॥ অবিচারে আমি এই জাওয়ানের তরে ❋ হাতে দিব দুশমনের না হয় পছন্দ ॥ তামাম জাহান মোরে কহিবেক মন্দ ❋ এখন ফিরিয়া তোমরা যাও সকলেতে ॥ বেহুশ জাওয়ানে যবে আসিবে হুশেতে ❋ তাকত বাহাল তার হইবে যখন ॥ তোমাদের হাতে দিব তাহাকে তখন ❋ তাহার কথায় সব নৈরাশ হইল ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে ফিরিয়া চলিল ❋

• খাওরান হজরত আলীকে জহর দেয় তাহার বয়ান ❋

পয়ার ❋ এবে শুন আর কথা কহি বিবরিয়া ॥ আলী শাহা জামশেদের গড় ঘিরে লিয়া ❋ রোজ২ জঙ্গ করে কাফেরের সাথ খাওরান করে কিবা শুন সেই বাত ❋ গরুর চামেতে বন্ধ ছিল খাওরান ॥ এইমতে কতদিন হইল গোজরান ❋ জামশেদের এক গোলাম যে আছিল ॥ ফিরিতে খাওরান পাশ আসিয়া পৌছিল খাওরান কান্দিয়া তবে করে তার তরে ॥ দেখ ভাই হায়দর এহাল মোর করে ❋ বান্ধিয়া গরুর চাম ওজূদ উপর ॥ ঘায়েতে সর্ব্বাঙ্গ মোর হৈল জ্বর২ ❋ যদি মোর এক কাম পার করিবার ॥ বহুত আসান হয় উপরে আমার ❋ বাদশা তোমার তরে বাদশাই দিবে ॥ সবার উপরে তুমি সরদারী করিবে ❋ আমিও তোমার তরে দিব কত মাল ॥ বসিয়া খাইবে তুমি জীবে যত কাল ❋

এই যে আংটি আছে হাতেতে আমার ॥ দশ লাখ হৈতে বেশী কিম্মত ইহার * নাগিনার বিচে আছে আলমাস ইহাতে ॥ সেই যে আলমাস আছে জহর তাহাতে * যদি কোনমতে পার করিয়া সন্ধান ॥ খিলাইতে হায়দরে শুন মেহেরবান * দু-লস্কর পায় জঙ্গ হইতে খালাস ॥ মরতবা হইবে তেরা জামশেদের পাশ * আর এই আংটি যে বখশীব তোমাকে ॥ এ বলিয়া আংটি খুলিয়া দিল তাকে * গোলাম আংটি লিয়া দড়বড়ি যায় ॥ দূর হইতে হায়দরের খীমায় তাকায় * জঙ্গেতে গিয়াছে যত মোমিন লস্কর ॥ ফোরছত পাইয়া গেল খীমার ভিতর * পিয়ালা ভরা সরবত দেখিয়া গোলাম ॥ সেতাবী আপন কাম করিল তামাম * সরবতে জহর দিয়া গেল পালাইয়া ॥ জামশেদের কাছে তবে পৌছিল যাইয়া গোলাম কহেন শুন বাদশা জাহাঁদার ॥ গোলামে মতলব পুরা করিল তোমার * আলীর সরবতে আমি দিয়াছি জহর ॥ ঘড়িএক বাদে মারা যাইবে হায়দর * বাদশা বলে কি কহিলে কহ আরবার আইস আঁখের তুমি পুতলি আমার * সত্য যদি হয় তুমি কহ এই বাত ॥ বেশুমার দিব তোরে এনাম খেলাত * আর আধা বাদশাই বখশীব তোমায় ॥ ইজ্জত বাড়াব তেরা যেমন জোয়ায় এই কথা শুনিয়া উজীর কামগার ॥ গমগীন হইয়া গেল ডেরে আপনার * সেই গোলামের তরে নিল বোলাইয়া ॥ উজীর পুছিল তারে নিরালা করিয়া * তেমনি গোলাম ফের করিল বয়ান শুনিয়া উজীর বড় হৈল পেরেশান * আপনার গোলামেরে ইশারা করিল ॥ তলওয়ার মারিয়া তার শির উড়াইল * সেতাবী ভেজিল এক সওয়ারের তরে ॥ হায়দরকে সরবত খাইতে মানা করে * ওখানে হজরত আলী শের ইলাহীর ॥ জঙ্গে ক্ষান্ত দিয়া গেল আরাম খাতির * ধূপে পেরেশান হৈয়া ছিল নামদার ॥ ফরমাইল পানি ও সরবত আনিবার * সরবত পিয়ালা যবে সামনে আনিল

সেতাবীতে শাহা মর্দ্দ মুখেতে ধরিল * হেনকালে দেখে এক কুদরত আল্লার ॥ লাঠি হৈতে নিকালিয়া তেগ আবদার * পিয়ালা উপরে গিয়া মারে তলওয়ার ॥ কাটিয়া পিয়ালা পড়ে খিরার আকার * হায়দর তাহা দেখে তাজ্জব হইল ॥ ইহাতে কি ভেদ আছে ভাবিতে লাগিল * মাজেজার তেগ এই নবী রাসুলের ॥ আলবত্তা ইহার ভেদ হইবে জাহের * হেনকালে উজীরের পৌছিল সওয়ার ॥ না পিও সরবত বলে হাঁকে বার২ জহর দিয়াছে তাতে দুশমন তোমার ॥ তার পরে মাজেরা সে কহিল সওয়ার * খাওরান জামশেদের গোলামের হাতে ॥ দিয়াছিল জহর সরবত পিয়ালাতে * সেই গোলামের তরে ভেজে কামগার ॥ খাওরান ফন্দ করিছে বারেবার * হায়দর শুনিয়া হাল গোস্বায় জ্বলিল ॥ সেই ঘড়ি খাওরানে সামনে আনিল * কহে ওহে মোনাফেক দুষ্ট দাগাবাজ ॥ কয়েদ থাকিয়া কর এই সব কাজ * ঐ ঘড়ি ময়দানেতে শূলি খাড়া করে ॥ উঠাইয়া দিল তারে শূলির উপরে * এই হালে মারা গেল বাদশা খাওরান ॥ জামানার দাগাবাজী দেখ মুসলমান * এই যে দুনিয়া এক রমণী সুন্দর ॥ রোজ২ করে এক নূতন সওহর * রাত ভর হাঁসি খুশী করে তার সাথ ॥ বিহানে উঠিয়া তার ঘাড়ে মারে লাথ * এমন যাহার দোস্ত মাশুক উপর ॥ না লাগাও দেল কভু শুন বেরাদর * এখানে বসিয়া মর্দ্দ মনে২ ভাবে ॥ এখন হজরত আলী মরিয়া যাইবে * কোথা গেল মোবারক গোলাম আমার কেহ বলে ডাকিয়া লিয়াছে কামগার * আর জনে ভেজে বাদশা গোলাম ডাকিতে ॥ বাদশার গোলাম কোথা লাগিল পুছিতে * কামগার বলে তার মারিনু গরদান ॥ করিয়াছি আমি তার উচিত যেমন * বাদশাকে খবর গিয়া কহিল সে জন ॥ তোমার উজীর তার মারিল গরদান * বাদশা শুনিয়া বাত আগ বরাবরে ॥ সেতাবী তলব করে উজীরের তরে *

সওয়ার হৈয়া তবে চলে কামগার ॥ কি দিব জওয়াব মনে ভাবে আপনার * সালাম করিয়া বলে বাদশার আগে ॥ বাদশা তারে মালামত করিবারে লাগে * কি কারণে যার তুমি গোলামের তরে আমার আদব ডর না রাখ অন্তরে * উজীর কহিল শুন বাদশা নেকনাম ॥ জহরের কথা যবে কহিল গোলাম * বহুত খোশাল আমি হইনু দেলেতে ॥ বোলাইয়া লিনু তারে আপন ডেরাতে সাবাসি দিয়া কহি যে শুনরে গোলাম ॥ ঠিক যদি করে থাক তুমি এই কাম * এনাম বখশেশ আমি দিব নেওয়াজিয়া ॥ ঝুট হৈলে শির তেরা ফেলিব কাটিয়া * গোলামকে রাখিয়া নিকটে আপনার ॥ জানিতে আলীর হাল ভেজি যে সওয়ার * কোথা সে জহর আর কোথা সে সরবত ॥ বসিয়াছে আলী শাহা ছহি সালামত * মারিতে কহিনু ছড়ি উপরে তাহার ॥ তবে সে ছড়ির ঘায় হৈল বেকারার * কবুল করিল মুজী আপনার মুখে ঝুট কয়েছিনু আমি বাদশার সম্মুখে * তেকারণে মারিয়াছি গোলাম তোমার ॥ সে কি করে দাগাবাজ সামনে বাদশার * এমনি জাওয়াব যদি কহে কামগার ॥ তবে আর একজন উজীর বাদশার * কহিল ফেরেব বাত কামগার কয় ॥ উজির আয়ান দোন মুসলমান হয় * খয়বর দেশের মধ্যে এই দুইজন ॥ একিন জানিবে শাহা তোমার দুশমন * থর থর কাঁপে বাদশা একথা শুনিয়া ॥ দু-জনারে বন্ধখানায় দিল যে সুপিয়া * দোস্ত মোহাম্মদ কয় শুন নামদার ॥ কিরূপে হায়দর পড়ে কুঙার মাঝার *

* হজরত আলী কূঙায় পড়িবার বয়ান *

পয়ার * পর দিনেতে বাদশা তখতে দিল বার ॥ আরকান দৌলত সবে ভরিয়া দরবার * বাদশা কহে শুন মোর যতেক সরদার ॥ বাদশাই হইতে দেল উঠিল আমার * তাজ তখত সালামত না রবে আমার ॥ এই আরব্বীর হাতে হইনু লাচার এখন তদবীর কিছু নাহি লাগে দেলে ॥ যদি হয় বল কিছু কাহার

আক্কেলে * বাদশা কহিল যদি এমন বচন ॥ তাহাদের মধ্যে বুড়া ছিল একজন * উঠিল সালাম করে বাদশার সামনে ॥ শুন শাহা এক কথা আছে মোর মনে * আগে জামানাতে এক ছিল পাহালওয়ান ॥ দেলাওর ফীলতন রোস্তম দাস্তান * শামনূরিমার বেটা ছিল জাল নাম যার ॥ তার বেটা আছে রোস্তম জোরওয়ার কায়কোবাদ কাউস খোসরু জাহাঁদার ॥ তাহাদের জামানে ছিল সাহেব সর্দ্দার * পোস্তপানা ছিল যত ইরানী শাহের ॥ স্পেন্দিয়ার মর্দ্দ ফের হইল জাহের * গোস্তাস্প বাপ যায় ফেরেব করিয়া ॥ রোস্তমকে বান্ধিবারে দিল পাঠাইয়া * তবে সেই দুই রুইতন স্পেন্দিয়ারে ॥ জাবলেতে চলিল রোস্তমে বান্ধিবারে * লড়িল বহুত জোরে হুকুমে রাজার ॥ রুইতন সিনা তার কৈল ছারখার খাইল দো-ফলা তার বাজ রোস্তমীর ॥ গোস্তাস্প এইবাত করিল তকছীব * বাপের লইতে দাদ বাহমন কমজাত ॥ কাবুলের বাদশাকে আনিল সাক্ষাৎ * তার সাথে পরামর্শ এই মত করে রোস্তমকে গিরাও তুমি কুঙার ভিতরে * জাবলের বাদশাই তোরে দিব বখশিয়া ॥ কাবুলেতে যায় মুজী কবুল করিয়া * জালের আছিল এক বান্দীর ফরজন্দ ॥ সেগাদ তাহার নাম মর্দ্দ না পছন্দ * কাবুলের শাহা তবে নিল বোলাইয়া ॥ সেই পরামর্শ করে তাহাকে লইয়া * কুঙা খোদাইয়া মুজী শিকার গৃহেতে ॥ সেগাদে ভেজিয়া দিল রোস্তমে আনিতে * শিকারের বাহানা করিল দাগাদার ॥ রাজার হুকুমে গেল রোস্তম সরদার * পড়িল কূঙার বিচে শিকার গাহেতে ॥ মারা গেল ফীলতন এই ফেরেবেতে * সেই কথা বলি আমি শুন জাহাঁদার ॥ রাহের উপরে কূঙা করনা তৈয়ার * ঘাস পাতা দিয়া ঢাক মুখ সে কূঙার সেতাবী আলীর আগে ভেজ আছওয়ার * মুসলমান হবে বলে আন বোলাইয়া ॥ আলবত্তা মরিবে সেই কুঙাতে পড়িয়া * এই কথা কহে যবে সেই দুরাচার ॥ তখত হৈতে উতরিল

বাদশা জাহাঁদার * মাথা মুখে চুমা তার দিল বারেবার ॥ হাজার তারীফ করে তদবীরে তাহার * বাদশার হুকুমে সেই রাতের মাঝার ॥ বিষম গহেরা কূণ্ডা করিল তৈয়ার * খোদা মাটী যত তার ফেলিল দূরেতে ॥ তিন নেজা খাড়া করে কুণ্ডার বিচেতে তারপরে ফজরে উঠিয়া জাহাঁদার ॥ সেতাবী আলী কাছে ভেজিল সওয়ার * সওয়ার যাইয়া বলে শুন নামদার ॥ হুজুরে পায়গাম ভেজে বাদশা জাহাঁদার * করিয়া কদম রাঙ্গা আপনি আপনি ॥ সকলেতে মুসলমান হইবে এখনি * লড়াই ঝগড়া কিছু কাজ নাহি আর ॥ লস্কর সমেত আইস শহর মাঝার * খোশাল হইল আলী এবাত শুনিয়া ॥ যাইতে তৈয়ার হৈল লস্কর সাজিয়া * সাদ পাহালওয়ান আর সায়াফ সরদার ॥ কামার সাজিল মীর জেনহার খার * নেজা গোর্জ্জ তেগ তীর সকলে লইয়া ॥ শহরের কিনারাতে পৌছিল আসিয়া * আগে২ শাহা মর্দ্দ দুল২ সওয়ার পিছেতে সীপাই আর তামাম সরদার * যেখানে আছিল কূণ্ডা সেইখানে যায় ॥ সামনে দুল২ ঘোড়া পাও না বাড়ায় * পাইয়া মাটীর বয় হাঁকিয়া উঠিল ॥ হায়দর তাহার পরে ঝিরকি মারিল কূদিয়া উঠিল ঘোড়া লাফ মেরে তায় ॥ হায়দর সহিত গিয়া পড়িল কূণ্ডায় * কুণ্ডায় পড়িল গিয়া মোরতজা খোদার ॥ ইসলাম লস্কর সবে করে হাহাকার * সাদ পাহালওয়ান আর সায়াফ সরদার কামার সরদার মীর জেনহার খার * আঁখে আছু মুখে আহা কান্দে জারে জার ॥ হায়দরের তরে করে আফসোস হাজার * এই সমাচার যবে পায় কাফেরান ॥ খুশীতে ভরিয়া খাড়া করিল নিশান * গড় হৈতে ফের সবে হইল বাহির ॥ মোমিন লস্কর পরে মারে তেগ তীর * তবেত আব্বাস সাদ জাওয়া পাহালওয়ান আর যত সরদার সীপাই মুসলমান * সুপিল আপন জান খোদার রাহেতে ॥ মর্দ্দমীর দাদ নিল সেই ময়দানেতে * কাফের উপরে হামলা করিল এমন ॥ যেন হয় আষাঢ়িয়া মেঘের গর্জ্জন

মারে তেগ বেদেরেগ সাদ পাহালওয়ান ॥ ঘোড়ার দাপটে তার কাফের হয়রান * মস্তহালে নেজা মারে কাফের সরদার ॥ জান দিয়া লড়ে মীর জেনহার খার * কামার চালায় তীর কাফের উপর জান বাজি করে যত মোমিন লস্কর * এখানে হায়দর পড়ে কুঙার বিচেতে ॥ সেতাবী হইল খাড়া ঘোড়ার জিনেতে * আপন হাটুর পরে হাত ঠেক দিয়া ॥ দুলদুলের জিন হৈতে উঠিল কুদিয়া * পিছেতে দুল২ ঘোড়া উঠিল কুদিয়া ॥ আল্লাতালা সালামতে নিল বাঁচাইয়া * দেখিয়া আলীর তরে যতেক লস্কর ॥ খোদার দরগায় করে হাজার শোকর * খুশীতে ভরিয়া সবে হাঁকিয়া উঠিল ॥ একেবারে কাফেরানে মহামার দিল * বিপাক দেখিয়া যত কুফর পালায় ॥ দরওয়াজা করিয়া বন্ধ শহরেতে যায় * পূর্ণিত আশায় বাদশা নৈরাশ হইল ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে প্রমাদ ঘটিল *

* হজরত আলী খয়বরের গড় ফতে করে ও জামশেদ বাদশা পালাইয়া যায় তাহার বয়ান *

পয়ার * দোছরা দিনেতে শাহা দুল২ সওয়ার ॥ তামাম সীপাই লিয়া হইল তৈয়ার * একেবারে পৌছে গিয়া দরওয়াজা উপর ॥ ঘিরিল বাদশার গড় ইসলাম লস্কর * বুরুজ উপরে চড়ে যত কাফেরান ॥ লইয়া পাথর ইট জঙ্গের সামান * বিষম পাথর সবে করে বরিষণ ॥ নিকটে যাইতে নারে মুসলমানগণ * নীচে থেকে মারে তীর যতেক মোমিন ॥ শির উঠাইতে নারে কাফের বেদীন * এমত দেখিল যবে হায়দরে কার্‌রার ॥ উতারিল দুল২ হইতে আপনার * জেরার দামনবন্দ বান্ধিল কোমরে ॥ এক হাতে তেগ আর হাতে ঢাল ধরে * একেবারে পৌছে গিয়া দরওয়াজার পর ॥ হাজার পাথর গিরে ঢালের উপর * তা বাদে হজরত আলী অতি জোরওয়ার ॥ ধরিল জিঞ্জির যত হাতে আপনার * হাঁকিয়া দরওয়াজা তার নিল উখাড়িয়া ॥ উলটিয়া একেবারে দিল ফেলাইয়া * দরওয়াজা খুলিল যদি তামাম লস্কর

একেবারে সান্ধাইল গড়ের ভিতর ✱ ইসলামের তেগ তলে পড়িল কাফের ॥ ঘোড়ার পায়ের তলে শির বেদীনের ✱ জামশেদের কাছে কেহ কহিল খবর ॥ গারত হইল তেরা খয়বর শহর ✱ শহরে আইল আলী দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া ॥ শহরের লস্কর গেল কাতল হইয়া ✱ বাদশার উড়িল হুশ একথা শুনিয়া ॥ খাদেম সীপাই কত সাথে করে লিয়া ✱ দোছরা দরওয়াজা দিয়া পালাইয়া যায় বাল বাচ্চা তেগ দিয়া জানকে বাঁচায় ✱ বাওরা হইয়া বাদশা গেল পালাইয়া ॥ হায়দর বসিল তার তখতেতে যাইয়া ✱ বাদশার মহলেতে যত বেগমাত ॥ হাজের হইল সবে আলীর সাক্ষাৎ আলী শাহা তাহাদের রাখিল হুরমত ॥ বাদশার মহল আদি না করে গারত ✱ সকলে আলীর আগে হৈল মুসলমান ॥ শাহার লস্কর যত আনিল ঈমান ✱ বেগমাত বিচেতে প্রধান যেই ছিল আসিয়া আলীর কাছে আরজ করিল ✱ সিন্দুক আমার এক আছিল ঘরেতে ॥ বেবাহা জাওহর ছিল তাহার বিচেতে ✱ লাল ইয়াকুতের হীরা জাওহেরাতে ॥ তারা যেন বুরুজেতে ভরা ছিল তাতে ✱ সেই ঘরে কূওা এক বিষম গহেরা ॥ না জানিয়া ছিনু আমি তাহার মাজেরা ✱ কোন২ দিন ধূয়া সেই কুওা দিয়া ॥ বাহির হইত আমি তাজ্জব দেখিয়া ✱ আচম্বিতে এক দিন সেই কুওা হইতে॥ উঠিল আজদাহা এক ঘরের নিচেতে ✱ বিষম ডাঙ্গর আর বিকৃত আকার ॥ লিয়া গেল মুখে করে সিন্দুক আমার ✱ হাজার আফসোস মোর হইল দেলেতে ॥ সে মাল থাকিত যদি আমার হাতেতে ✱ ভেজিয়া দিতাম আমি মদীনা শহর ॥ খেদমতে. ফাতেমা জোহরা বরাবর ✱ আলী কহে যদি করে পরওয়ারদেগার নিকালিয়া লিব আমি সিন্দুক তোমার ✱ দেখাইয়া দেও কুওা চল মেরা সাথ ॥ এত বলি খাড়া হৈল আলী নেকজাত ✱ কহিল আক্কাস সাদ শুন পাহালওয়ান ॥ ফরজ করিল আল্লা বাঁচাইতে জান ✱ না যাও কুওার বিচে শুন নামদার ॥ এমন গাওয়ারী নহে

উচিৎ তোমার * কি জানি মক্কর করে আওরতের জাত ॥ না কর এমন কাম রাখ মোর বাত * আলী কহে ওয়াদা মোর না কর খেলাফ ॥ বদফাল হৈতে তুমি দেল কর সাফ * রেশমের ফাঁসি এক হাতেতে বান্ধিয়া ॥ গহেরা কুণ্ডার বিচে গেলেন নামিয়া * জমিনে ঠেকিল পাও চক্ষু খুলে চায় ॥ কোসাদা ময়দান এক নদী দেখা পায় * সেই দরিয়ার কুলে ওজু বানাইয়া ॥ দোয়া মাঙ্গে দোগানা নামাজ গোজারিয়া * ওহে আল্লা পাকজাত তুমি মদদগার ॥ সব হালে পোস্তপানা উপরে আমার * বাহুরমতে তওরাত ইঞ্জিল ও জাবুর ॥ বাহুরমতে মূসা ইসা আর কহতুর বাহুরমতে মোস্তফা ও কালাম তোমার ॥ এই দরিয়ার পরে কর মুঝে পার * যখন এমনি দোয়া হায়দর করিল ॥ দরিয়া হৈতে এক মর্দ্দ নিকালিল * সবুজ লেবাস পিন্দা ওজুদ উপর ॥ নূরানী সফেদ দাঁড়ি ছিল মুখ পর * সালাম আলেক করে ধরে তার হাত ॥ হাত ধরে আলী শাহা গেলেন তার সাথ * দরিয়া করিল পার পাইল কিনার ॥ পীর বলে নাম জান খেজের আমার * সামনে পাহাড় দেখ করিয়া নজর ॥ পাইবে সিন্দুক সেই পাহাড় উপর * হায়দর চড়িল সেই পাহাড়েতে গিয়া ॥ সামনে কতেক দেও আছিল বসিয়া তাহাদের বিচে এক আছিল আওরত ॥ তাহার ওজুদে লাল ইয়াকুত তাবত * থরে২ জেওরাত তারে সাজাইয়া ॥ সকলে বসিয়া আছে তাহাকে ঘিরিয়া * দেখিয়া মারিল হাঁক ইলাহীর শের কত দেও মরে সে ধমকে আওয়াজের * আর কত দেওজাত গেল পালাইয়া ॥ সেই যে আওরত যারে ছিল সাজাইয়া * সেথা এক কুণ্ডা ছিল পড়িল তাহায় ॥ পৌছিল হজরত আলী তার কিনারায় উঠিল বিষম ধূয়া সেই কুণ্ডা দিয়া ॥ সেইত পাহাড় গেল আন্ধার হইয়া সেই ঘড়ি আজদাহা হইল বাহির ॥ হইল সত্তর গজ তাহার শরীর গর্জ্জিয়া করিল হামলা আলীর উপর ॥ জুলফিক্কার তারপরে মারিল হায়দর * এক চোটে আজদাহা হৈল দুইখান ॥ পাহাড় চুইয়া

পড়ে লহুর তুফান ✽ আছিল দোছরা কুঁওা কিনারে তাহার ॥
বান্ধা আছে এক শের কিনারে উহার ✽ হাত পাও চার পাঞ্জা আর
গরদানেতে ॥ লোহার শিকলে বান্ধা বিষম বান্ধাতে ✽ আলীকে
দেখিয়া সেই কহে এ কালাম ॥ খোদার শেরের পরে আমার সালাম
আমার হালের পরে মেহের করিয়া ॥ বন্ধন হইতে দেহ খালাস
করিয়া ✽ মেহের করিয়া যদি ছাড়াও আমারে ॥ এইক্ষণে এনে
দিব সিন্দুক তোমারে ✽ আলী বলে যদি তুমি হও মুসলমান ॥
এখনি বন্ধন হইতে পাইবে এড়ান ✽ দেও বলে আগে হৈতে
আমি মুসলমান ॥ খোদার ওয়াহেদ জানি নবী সোলায়মান ✽
আলী বলে তুঝে বুঝি না আছে খবর ॥ তখত সোলায়মানী গেল
হাওয়ার উপর ✽ নবী মোহাম্মদ এবে খোদার রাসুল ॥ এইক্ষণে
তার দীন করনা কবুল ✽ দেও বলে সোলায়মান হইবে বেজার
কেমনে দেখাব মুখ নিকটে তাহার ✽ তবে যদি হও তুমি আমার
জামিন ॥ মোহাম্মদী দীনে তবে হইব মোমিন ✽ জামিন হইল
তার আলী পাহালওয়ান ॥ এক দেলে দেও তবে আনিল ঈমান
হায়দর খুলিল তবে বন্ধন তাহার ॥ পুছিল তাহার তরে কি নাম
তোমার ✽ দেও বলে জানো নাম উমায়াক আমার ॥ আছিল
আফরীত দেও সবার সরদার ✽ তাহার উজীর আমি ছিনু সে
কালেতে ॥ নবীর দুস্মনি দেও রাখিত দেলেতে ✽ সারকাশ করিত
যে অফরীত নাদান ॥ ভাই দু-জনাকে বন্ধ করে সোলায়মান ✽
রাখিল তাহার তরে আইন রবাতে ॥ আমাকে কয়েদ কৈল এই
পাহাড়েতে ✽ এ বলিয়া গেল দেও কুঁওার বিচেতে ॥ উঠিল হাজার
দেও সেখান হইতে ✽ আলীকে ঘিরিয়া সবে কহে এই বাত ॥
কি কাম করিলে তুমি উমায়াকের সাথ ✽ উমায়াক তাহার নাম
তুমি জানো নাই ॥ বন্দী হইতে দিলেন কেন তাহাকে রেহাই
আমাদের জানের দুশমন সেই হয় ॥ তাহার বদলে তোরে

মারিব নিশ্চয় ✽ খুলে নিল শাহা মর্দ্দ তেগ জুলফিক্কার ॥ হাঁকিয়া হায়দরী হাঁক বলে মার২ ✽ ঘড়িএকে কত দেও পড়ে তেগ তলে বিপাক দেখিয়া তবে ভাগিল সকলে ✽ আইল উমায়াক দেও সিন্দুক লইয়া ॥ আলীকে সুপিয়া গেল বিদায় হইয়া ✽ হায়দর সিন্দুক লিয়া যায় ত্বরাত্বরি ॥ খেজের দরিয়া পার করে শীঘ্র করি কুণ্ডার নিকটে গিয়া হাঁকিল হায়দর ॥ ফান্দ হাতে খাড়া ছিল যেখানে কামার ✽ উঠিল হজরত আলী ফান্দ পাকড়িয়া ॥ বাদশার বেগমে দিল সিন্দুক সুপিয়া ✽ একথা হইল সোর শহর ভিতর ॥ সিন্দুক আনিল গিয়া হজরত হায়দর ✽ সাবাস২ বলে আওরত মরদ ॥ এখানে সাবাস বলে দোস্ত মোহাম্মদ ✽

• আবুল মাজনের হুশ হইবার বয়ান •

পয়ার • যাদুর বাগান হৈতে আবুল মাজনে লিয়া ॥ পরীদক্ত গাড়া বিচে রাখে ছাপাইয়া ✽ তিন দিন বাদে হুশ হইল তাহার ॥ চক্ষু খুলে দেখে পানি চাহে খাইবার ✽ সেতাবী ফিরোজ শাহা সরবত বানায় ॥ নিজ হাতে দুই তিন পিয়ালা পিলায় ✽ তারপরে আবুল মাজন পুছিল তাহাকে ॥ বাগান হইতে কেবা আনিলে আমাকে ✽ তোমরা কে হও মুঝে কহ নামদার ॥ কহিল ফিরোজ শাহা জওয়াব তাহার ✽ তামাম আহওয়াল তার দিল শুনাইয়া কতরঙ্গ খানা তারে দিল খিলাইয়া ✽ এক হপ্তা বাদে তার তাকত হইল ॥ তবে এক দিন বাদশা মজলিস করিল ✽ আপনি ফিরোজ শাহা লয়ে ইয়ারগণ ॥ করেন পিয়ালাবাজী মজলিসে আপন ✽ বেলওয়ারী পিয়ালা শারাব লাল রঙ্গ ॥ ইয়াকুতের দানা যেন দেখিতে সুরঙ্গ ✽ শারাবের মস্তিতে সকলে মত্ত হয় ॥ আচা পঁচা গপ কথা সকলেতে কয় ✽ মস্তহাল আবুল মাজন খাইয়া শারাব বাহাদুরী মনে তার পড়িল সেতাব ✽ ফিরোজ শাহার তরে কহিল জাওয়ান ॥ শুন শাহা মোর পরে হয়ে মেহেরবান ✽ বহুতি মর্দ্দমী করে বাঁচাইলে জান ॥ এইক্ষণে আর এক করিবে এহসান

এক ঘোড়া দেহ আর এক তলওয়ার ॥ আর এক জেরা আর তামাম হাতীয়ার ✽ বাদশা বখশীল তারে ঘোড়া তলওয়ার ॥ হাতীয়ার বান্ধিয়া মর্দ্দ হইল সওয়ার ✽ বাদশা পছন্দ করে দেখে তার শান॥ এই বটে বাহাদুরী মহিম ময়দান ✽ হুকুম করিল বাদশা কুচ করিবার ॥ সাজিয়া চলিল যত লস্কর তাহার ✽ সেথা হৈতে ছিল যথা সাহওয়ালের ঘর ॥ যাইয়া গড়িল ডেরা ময়দান উপর যাদুর লস্করগণে কহিল খবর ॥ এখন চলিয়া যাও ময়দান উপর ধরে লও আপনার দুস্মনের তরে ॥ যে কথা কওল আছে আমার উপরে ✽ শুনে যত যাদুকর আছিল লস্করে ॥ একেবারে সেজে আসে ময়দান উপরে ✽ আবুল মাজন ময়দানেতে ঘোড়ার সওয়ার ঘিরিল তামাম যাদু চৌদিকে তাহার ✽ মারে তেগ আবুল মাজন জাওয়ান দেলের ॥ গড়াগড়ি যায় যত শির কাফেরের ✽ আটিতে না পারে যাদু নিকটে তাহার ॥ পালাইয়া গেল সবে গড়ের মাঝার জাওয়ান ফিরিয়া আসে নিকটে বাদশার ॥ করিল ফিরোজ শাহা তারীফ তাহার ✽ সেই সমে মুর্ত্তি এক দেখিতে সুন্দর ॥ জড়াও জাওহর তার ওজুদ উপর ✽ আগে হতে পূজা শাহা করিত তাহার সামনে আনিল তারে পূজা করিবার ✽ আবুল মাজনে বাদশা আনে বোলাইয়া ॥ তাহার সামনে মূর্ত্তি রাখে দাঁড়াইয়া ✽ বাদশা বলে শুনহে জাওয়ান নামদার ॥ পূজা কর তুমি এই ঠাকুর আমার যদি তুমি পূজা কর দেবতার তরে ॥ তোমাকে বসাব আমি তখতের উপরে ✽ বেটী বিয়া দিব আর সুপিব বাদশাই ॥ তুমি বাদে ফরজন্দ আমার কেহ নাই ✽ জাওয়ান শুনিয়া বাত হইল বেজার ॥ কহিল বাদশার তরে শুন নামদার ✽ আক্কেল ওকুফ কিছু নাহিক তোমার ॥ মূর্ত্তিকে খোদা কেন কহ অবিচার ✽ গড়িয়া আপন হাতে পূজা কর তারে ॥ ফেলাইলে শক্তি যার নাই উঠিবারে ✽ তাহাকে পূজিলে কিবা হইবে ভালাই ॥ খোদা বিনে পুজিবার যোগ্য কেহ নাই ✽ এ বলিয়া মূর্ত্তির দুই পাও যে ধরি ॥

জমিনেতে কাছাড়িয়া ভাঙ্গে চুর্ণ করি * মনে২ গোস্বা বাদশা হৈল তার পর ॥ বাহির না করে কিছু জবান উপর * হুকুম করিল বাদশা শরাব আনিতে॥ রবাব তানপুরা কত লাগিল বাজিতে * বাজনার আওয়াজেতে শারাবের ঘোর॥ হারায়ে আক্কেল হুশ সবে হৈল ভোর * আবুল মাজন শারাবেতে হইল বেহুশ ॥ মনে২ হাসে বাদশা হয়ে বড় খোশ * হুকুম করিল বান্ধ জাওয়ানের তরে॥ আমার খোদার তরে বে-আবরু করে * হাত পাও বান্ধে তার জিঞ্জিরে লোহার॥ কয়েদ করিল লিয়া জেন্দান মাঝার * বেহুশের ফাছাদেতে হৈল এই কাম॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে শারাম হারাম

* মালেক আবুল মাজনকে খালাস করে তাহার বয়ান *

পয়ার * ওদিকে মালেক সরদার জাওয়া পাহালওয়ান॥ আবুল মাজনে তালাশিয়া ফিরে বিয়াবান * তামাম খয়বর জমি ঢুঁড়িয়া২ ॥ হাস্‌নে-বেন নিকটেতে পৌছিল যাইয়া * যেখানে শাহা ফিরোজ উতারিয়া ছিল ॥ সেই ময়দানেতে গিয়া মালেক পৌছিল ছায়াদার গাছ এক ছিল ময়দানেতে॥ বসিল গাছের তলে আরাম করিতে * ফিরোজ বসিয়া ছিল খীমার ভিতর ॥ একা এক তার পরে পড়িল নজর * বোলাইতে ভেজিল সীপাই একজন॥ আইল মালেক ডেরে বাদশার সদন * কি কাজে আইলে হেথা কোন দেশে ঘর॥ কি নাম আপন সত্য কহ তৎপর * মালেক বলিল শুন বাদশা নামদার॥ বর্ব্বরে মোকাম নাম সোরাকা আমার * লইয়া সীপাই আমি মুল্লুক হইতে ॥ এসেছিনু জামশেদের মদদ করিতে ভাগিল জামশেদ শাহা বাওরা হইয়া ॥ এদিক ওদিক গেল সীপাই ভাগিয়া * এখানে পৌছিনু আমি হয়ে পেরেশান ॥ আহওয়াল এইত মোর করিনু বয়ান * শুনিয়া ফিরোজ শাহা খাতের করিল সেই ঘড়ি খানা পিনা তাহে খিলাইল * তার পরে কহে বাদশা শুনহে জাওয়ান ॥ ময়দানের বিচে এক যাদুর বাগান * তাহার বিচেতে এক জাওয়ান সুন্দর ॥ সিনা দস্তবা'জু তার যেন শের নর

বেহুশে পড়িয়া সেই বাগানেতে ছিল ॥ পরীদক্ত বিবী তায় তুলিয়া আনিল * যাদুর সীপাই তাহে ধরিতে আইল ॥ পরীদক্ত বিবী তার জান বাঁচাইল * আক্কেল ওকুফ বড় জাওয়ান সুন্দর ॥ কিন্তু নাহি আসে আমার দীন পর * নাম তার আবুল মাজন আলীর সরদার এখানে না হবে কেহ সমান তাহার * মালেক হইল খুশী পাইয়া খবর ॥ বলে সে জাওয়ানে আন আমার গোচর * আমিও তাহারে কিছু করি নছিহত ॥ আমার কথায় সে মানিবে আলবত জাওয়ানে আনিতে বাদশা ভেজে দশ জনে ॥ জেন্দান হইতে আনে মালেককে সামনে * হাত পাও বান্ধা ছিল লোহার শিকলে মালেক বেগানা ভাবে তার সঙ্গে বলে * নরম জবানে বলে শুন পাহালওয়ান ॥ কেন না কবুল কর বাদশার ফরমান * না কর বাদশার তুমি হুকুম ওদুল ॥ করনা তাহার দীন আইন কবুল * ফলিবে নছিব তোর পাইবে বাদশাই ॥ বেটী বিয়া দিয়া তুঝে করিবে জামাই * জাওয়ান কহিল মুঝে না কহ জেনহার ॥ কভু না মানিব দীন আইন বাদশার * মালেক বাদশাকে বলে শুন নামদার ॥ বড়ই সারকাশ এই জাওয়ান গাঁওয়ার * কয়েদ করিয়া রাখ বিচে জেন্দানের ॥ সেকেস্ত হইলে দীন মানিবে বোতের বাদশার হুকুমে ফের জেন্দানে সুপিল ॥ তার পরে শারাবের পিয়ালা আনিল * নাচ বাজা রাগ রঙ্গ শারাব কাবাব ॥ সেতারা তানপুরা বাজে মৃদঙ্গ রবাব * বাদশা ফিরোজ ভক্ত লিয়া এক জাম ॥ মালেকের তরে কহে পিও নেকনাম * মালেক কহিল পেটে আজার আমার ॥ শারাব পিইলে আমি হইব বিমার * বাদশা শারাব খায় খোশাল হইয়া ॥ ঘড়িএক বাদে গেল মজলেস ভাঙ্গিয়া জাগা দিল মালেকেরে খীমার ভিতর ॥ তামাম সীপাই সবে নিন্দে হৈল ঘোর * আধা রাত গোজারিলে মালেক ওস্তর ॥ গোর্জ্জ হাতে লিয়া মর্দ্দ বান্ধিল কোমর * সীপাইর মাঝে যত ফেরে চৌকিদার ॥ মালেক তাদের সঙ্গে লাগে ফিরিবার * সে খীমাতে

আবুল মাজন কয়েদ আছিল॥ সুরাখ করিয়া তার বিচে সান্ধাইল আবুল মাজন দেখে যদি মালেকের তরে॥ খুশীতে ভরিয়া গেল দেলের ভিতরে ✽ এয়ছা জোরে গা মোড়া দিল পাহালওয়ান॥ লোহার শিকল বেড়ি হৈল খান২ ✽ হাতে লিয়া দুই জন তেগ আবদার॥ বাদশার লস্কর পরে কহে মার২ ✽ বেদেরেগ মারে তেগ দোন পাহালওয়ান॥ ঘড়ি একে বহাইল লহুর তুফান ✽ কেয়ামত হৈল যেন ময়দান উপর॥ নিন্দেতে আছিল বাদশা পাইল খবর ✽ বন্দি হৈতে আবুল মাজন খালাস পাইয়া॥ মালেক ওস্তর সঙ্গে মিলিল যাইয়া ✽ মারিল সীপাই কত কে করে শুমার॥ একথা শুনিয়া বাদশা হইল সওয়ার ✽ তেগ তলওয়ার তীর বান্ধে আপনার॥ পীঠে ঢাল হাতে লিয়া নেজা আবদার ✽ মোকাবেলা করে গিয়া আবুল মাজন সাথ॥ গালি দিয়া তার তরে কহে এই বাত ✽ যতেক করিনু আমি তোমার ভালাই॥ তাহার বদলে আজি করিলে বুরাই ✽ এ বলিয়া মারে নেজা আবুল মাজন পর আবুল মাজন তার ধরিল কোমর ✽ ঘোড়া হৈতে উঠাইয়া জমিনে রাখিল॥ হাতমুরা দিয়া তারে বান্ধিয়া ফেলিল ✽ পরীদক্ত পায় যদি এই সমাচার॥ কান্দিতে২ গেল সামনে বাদশার ✽ আবুল মাজনে কহে ওহে মর্দ্দ না পছন্দ॥ বেগানা বাদশার তরে কেন কর বন্ধ করিয়াছি যত আমি ভালাই তোমার॥ তাহার বদলে কর খারাবী আমার ✽ আবুল মাজন শুনে বাত সরমেন্দা হইল॥ বাদশার বন্ধন যত খসাইয়া দিল ✽ আবুল মাজন কহে বাদশা হও মুসলমান বাদশা কহে কদাচন না আনিব ঈমান ✽ আর তেরা সাথে এই করিনু কারার॥ না করিব বদি আমি কখন তোমার ✽ আছিল ওম্মেদ এই দেলের ভিতর॥ তাজ শাহী দিব তেরা শিরের উপর বেটী দিয়া করিতাম আপন ফরজন্দ॥ কিন্তু না করিল ইয়ারি বক্ত না পছন্দ ✽ এ বলিয়া কুচ করে লস্কর লইয়া॥ রওয়ানা হইল শাহা ডঙ্কা বাজাইয়া ✽ তখন মালেক কহে শুন ওহে ভাই॥

এথা হৈতে সাহওয়ালের মাকানেতে যাই ❋ লইব আপন দাদ শমশের মারিয়া ॥ এ কহিয়া যায় দোন ঘোড়া উঠাইয়া ❋ কত দূর গিয়া পিছে করিল নজর ॥ গর্দ্দ উড়াইয়া এক পৌছিল লস্কর ফিরোজ শাহার ঝাণ্ডা পাইল দেখিতে ॥ মালেক কহিল বাদশা আইল লড়িতে ❋ নজদিকে আসিয়া যদি পৌছিল লস্কর ॥ হাঁকিয়া কহিল তবে মালেক ওস্তর ❋ কেন শাহা বেওফাই কর আরবার লড়িতে আইলে ফের পিছেতে আমার ❋ দেল আর মুখ তেরা নহে মোয়াকেফ ॥ ঝুট ওয়াদা করে ছিলে যেন মোনাফেক ❋ বাদশা কহে না আইনু লড়িবার তরে ॥ ঠিক ওয়াদা আছে মোর দেলের ভিতরে ❋ এখন আইনু আমি হৈতে মুসলমান ॥ কালেমা পড়াও মোরে আনিনু ঈমান ❋ দু-জনে শুনিয়া খুশী হইল বিস্তর পরীদক্ত বাদশা আর তামাম লস্কর ❋ কালেমা পড়িয়া সবে হৈল মুসলমান ॥ দোস্ত মোহাম্মদ কহে পাইল আমান ❋

• সাহওয়াল যাদুকর মারিবার বয়ান ❋

পয়ার • বাদশা ফিরোজ বক্ত আনিল ঈমান ॥ পরীদক্ত বিবী তার হৈল মুসলমান ❋ পাইল সাহওয়াল যাদু এই সমাচার ॥ দেলে২ যুক্তি করে সেই দুরাচার ❋ গড় হৈতে নিকালিয়া যায় ময়দানেতে॥ মালেক ফিরোজ শাহা ছিল যেখানেতে ❋ সকলের সাথ এসে করে মোলাকাত ॥ তার পরে দাগাবাজ কহে এই বাত করিব মেহমানদারী তোমাদের তরে ॥ করিব কদম রঞ্জ চল মোর ঘরে ❋ দুই তিন দিন থাক করিয়া আরাম ॥ তার পরে যাবে যেথা থাকে তেরা কাম ❋ শুনিয়া ফিরোজ শাহা কবুল করিল ॥ লস্কর সমেত তার শহরে চলিল ❋ আবুল মাজন আর মালেক সরদার ॥ দু-জনে চলিল সঙ্গে ফিরোজ শাহার ❋ গড়েতে সাহওয়াল যাদু করে ধুমধাম ॥ বানাইল মেহমানদারীর সরঞ্জাম কত রঙ্গ রুটি আর কত রঙ্গ খানা ॥ কত রঙ্গ মেওয়া যাহা পছন্দ শাহানা ❋ জরির বিছানা পরে বিছাইয়া মুক্ত ॥ তারপরে বিছাইল

সুবর্ণের তখত * এক তখতে বসিল ফিরোজ জাহাঁদার ॥ দোছরা তখতের পরে মালেক সরদার * তেছরা তখতের পরে বসে আবুল মাজন ॥ খাবার সামান যত আনিল তখন * হালুয়া জহরদার দিল পিয়ালাতে ॥ পহেলা আনিল তিন জনের সাক্ষাতে আবুল মাজন খাইবারে এরাদা করিল ॥ মালেক তাহার তরে খাইতে না দিল * সাহওয়ালের তরে কহে মালেক সদরদার ॥ হইল সন্দেহ কিছু দেলেতে আমার * যদি তোমা দেলে বদি না থাকে এখন ॥ পহেলা হালুয়া তুমি করনা ভক্ষণ * শুনিয়া যাদুর রঙ্গ গেল বিগড়িয়া ॥ লাচারে হালুয়া নিল মুখেতে ডালিয়া * হালুয়া খাইবা মাত্র কলেজা তাহার ॥ জান নিকালিয়া গেল মরে দুরাচার ওজুদ ফুলিয়া গেল ফাটে সেইঘড়ি ॥ বন্দ২ খুলিয়া রহিল সেই পরি তার পরে সাহওয়ালের তামাম লস্কর ॥ মুসলমান হৈল সবে মালেক গোচর * সেখান হইতে মর্দ্দ মালেক সরদার ॥ বাদশা ফিরোজ সাথে হৈল রাহাদার * পরীদক্ত বিবী আর আবুল মাজন তামাম সীপাই সাথে চলে চারিজন * দুই দিন বাদে গেল খয়বর শহর ॥ যেখানে খোদার শের হজরত হায়দর * সকলে মিলিয়া খুশী আনন্দেতে রহে ॥ কেতাব দেখিয়া দোস্ত মোহাম্মদ কহে *

* হজরত আলীর আইন রবা তুড়িবার বয়ান *

পয়ার * দোছরা দিনেতে শাহা দুলদুলে সওয়ার ॥ তুরিতে আইন রবা হইল তৈয়ার * সরদার লোকের তরে সাথে করে লিয়া ॥ মন্দিরের কাছে শাহা পৌছিল যাইয়া * কুব্বায় থাকিয়া সেই দেও দুরাচার ॥ হাঁকিয়া আলীর তরে কহে সমাচার * শুন ওহে নেক বান্দা পিয়ারা আমার ॥ তামাম খয়বর দিনু হাতেতে তোমার * কি কারণে আসিয়াছ ফের এ ময়দানে ॥ আমার বন্দেগী তুমি করহ এক্ষণে * গোস্বায় হায়দর তারে কহিল হাঁকিয়া ॥ শুনরে আফরিদী দেও কান লাগাইয়া * তোমাকে এ হালে বন্ধ রাখে সোলায়মান ॥ ওস্মিয়া আমার কাছে করিল বয়ান *

যদি মোর সখা থাকে পরওয়ারদেগার ॥ এ মন্দির ভাঙ্গিয়া করিব ছারখার * এতবলি তথা হৈতে আইল ফিরিয়া ॥ দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া * রাতকালে আলী শাহা করে মোনাজাত ওহে আল্লা পাকজাত কাজীওল হাজাত * জাহের বাতেন হাল মালুম তোমাকে ॥ এই মন্দিরেতে ফতে দিবেন আমাকে * এইমত আলী শাহা মোনাজাত করে ॥ ওখানে জিব্রীল আসে নবীর গোচরে * মদীনাতে জিব্রীল আলায়হেস্‌সাল্লাম ॥ আসিয়া নবীর তরে করিল সালাম * তারপরে কহে শাহা দীনের সুলতান খয়বর করিল ফতে আলী পাহালওয়ান * তেলেছমাত আছে এক সেই শহরেতে ॥ বানাইল সোলায়মান আগে জামানাতে দেও এক আছে সেই জেন্দান ভিতর ॥ তাহাকে তুড়িতে চাহে হজরত হায়দর * কোনমতে তেলেছমাত তোড়া নাহি যায় ॥ হায়দর মদদ চাহে খোদার দরগায় * খোদার হুকুম হৈল তোমার উপর ॥ লিখন ভেজিয়া দেহ খয়বর শহর * সুরা ইন্না ফাতেহা লিখিয়া বিচে তার ॥ আর লিখ লিখনেতে এই সমাচার * পহেলা মোনাদী দেয় শহর ভিতর ॥ আওরত মরদ সবে হয় দিগান্তর * তারপরে সেই খত তীরেতে বান্ধিয়া ॥ মন্দিরের কুব্বা পয়ে মারে তাকাইয়া * তোড়া যাবে তেলেছমাত হুকুমে খোদার ॥ মন্দির ভাঙ্গিয়া যাবে হয়ে ছারখার * নবী বলে রাহা দূর আর বিয়াবান খত লিয়া যাবে কেবা কহ মেহেরবান * জিব্রীল বলে আমি দিব পৌছাইয়া ॥ লিখন লিখিল নবী এতেক শুনিয়া * জিব্রীল লেখা লিয়া তিলেকের পর ॥ উপনীত হৈল গিয়া যেখানে হায়দর * ওখানে শুইয়া ছিল হজরত হায়দর ॥ খাবেতে কহিল তারে নবী পায়গাম্বর * লেহ এই সুরা তুমি বান্ধ তীর পর ॥ বিসমিল্লা বলিয়া মার কুব্বার উপর * তেলেছমাত তোড়া যাবে হুকুমে আল্লার ॥ জিব্রীল লিখন রাখে ছাতি পরে তার * নিদ্রা ভঙ্গ হৈল শাহা

পাইল চেতন ॥ বহুত কান্দিল শাহা নবীর কারণ * রাত গোজায়িয়া শাহা দুলং সওয়ার ॥ মোনাদী ফেরায়ে দিল শহর মাঝার * তামাম শহরী লোক হৈল দিগান্তর ॥ লইয়া কার্মান তীর চলিল হায়দর * বান্ধিল তীরের তরে নবীর লিখন ॥ কুব্বার উপরে তীর মারে ততক্ষণ * যখন লাগিল তীর তেলেছমাত পর ॥ ধমকে কাঁপিয়া গেল খয়বর শহর * হইল বিষম সোর মহা ঘোরতর ॥ ভাঙ্গিয়া পড়িল কুব্বা জমিন উপর * দোছরা দিনেতে ফের গেল সেখানেতে॥ দেখে তেলেছমাত ভেঙ্গে পড়ে জমিনেতে দেখিতে পাইল এক সিন্দুক লোহার ॥ খুশীতে এরাদা করে তাহা খুলিবার * গায়েবী আওয়াজ এক আইল কানেতে॥ আফরিদী কয়েদ আছে ইহার বিচেতে * নবী সোলায়মান তারে কয়েদ করিল ॥ তাহার জেন্দান তুমি কদাচ না খুল * ফিরিয়া চলিল তবে আলী পাহালওয়ান ॥ দোস্ত মোহাম্মদ বলে কেতাব বয়ান

* হায়দর খয়বর আবাদ করিয়া মদীনায় যাইবার বয়ান *

পয়ার * খয়বর জমিন হৈল আলীর দখল ॥ ইসলাম হইল যত খয়বরী সকল * তার পরে আলী শাহা করে কোন কাম ॥ আবাদ করিল সেই শহর তামাম * প্রসঙ্গের তরে শাহা নিল বোলাইয়া ॥ তোমার চাচার তখতে তুমি বৈস গিয়া * শাহী মোবারক তুঝে খয়বর দেশের ॥ আদল ইনসাফ খুব কর রায়তের বাদশার উজীর যে আছিল কামগায় ॥ শহর জমাতে তারে করে অজদার * প্রসঙ্গ হইল বাদশা উজীর আয়ান ॥ আলী শাহা আয়ানের বাড়াইল মান * গোল চেহেরা বিবীকে আনিয়া খয়বরেতে ॥ শাদী দেলাইল তার মালেক সঙ্গেতে * উজীরের বেটী নাম ছিল গোলআন্দাম॥ আবুলমাজন সাথে তার হৈল শাদী কাম * দেলআফরোজ আর সাদ হৈয়া ছিল শাদী ॥ সকলের পরে দিল মোবারকবাদী * বাদশা ফিরোজ বক্ত হইয়া বিদায়॥ পরীদক্ত বিবী সঙ্গে নিজ ঘরে যায় * বাদশার বেগম গিয়া

মোলাকাত করে ॥ সামানা করেন দিতে হজরত হায়দরে * জওহরের সিন্দুক যে তার কাছে ছিল ॥ আলীর সামনে তাহা নজর ধরিল * তাহা বাদে আলী শাহা লইয়া লস্কর ॥ পহেলা সরদার তার মালেক ওস্তর * আবুল মাজন পাহালওয়ান সাদ নামদার আমীর সায়াফ মীর জেনহার খার * সকলে লইয়া সঙ্গে রওয়ানা হইল ॥ মদীনার রাহা লিয়া যাইতে লাগিল * কত দিন পরে মীর জেনহার খার ॥ বিদায় হইয়া যায় ঘরে আপনার * তাহা বাদে সায়াফের দেশেতে পৌছিল ॥ রোখছত লইয়া সেহ বিদায় হইল আরব্বী সীপাই লইয়া হজরত হায়দর ॥ কত দিন পরে গেল মদীনা শহর * রাসুলের পদে সবে করিল সালাম ॥ গলায় ধরিয়া মিলে নবী নেকনাম * তামাম মাজেরা সবে বয়ান করিল ॥ আপন২ হাল সবে শুনাইল * তামাম কেতাবে আছে সেইমত হাল ॥ আবার লিখিতে হইলে বিষম জঞ্জাল * নবীর পায়েতে আর আছহাব তামাম ॥ সকলের পরে মোর দুরূদ সালাম * খোদার শোকর পুথি হইল আঞ্জাম ॥ আমীন২ বল মোনিন তামাম আল্লাতালা এই পুথি কবুল করিয়া ॥ স্বদেশ বিদেশে দেয় প্রকাশ করিয়া * আর এই পুস্তকের কোন এবারতে ॥ খোদাতালা পার করে দেয় আকবতে * কবিকার আর মাতা পিতায় তাহার ॥ আকবতে ত্বরাইয়া করে দেয় পার * আর কবিকারের ওস্তাদ পীর যারা ॥ আখেরেতে খোদার মকবুল হয় তারা * আর যাহাদের নামে করিনু কেতাব ॥ লিখিতেছি তামাদের নাম যে সেতাব * তাহাদের পরে আল্লা করে মেহেরবানী ॥ এনায়েত করে ছায়াদাত দোজাহানী * সকলের সামেলেতে মোর ভাল হয় ॥ কবিকার সকলের দেই পরিচয় * দিনাজপুর জেলায় পোড়শা মোকাম ॥ জনাব চৌধুরী শাহা মোহাম্মদ গোলাম * বঙ্গদেশ বাসিন্দার রাজ্য অধিকার ॥ রবির প্রতাব যিনি প্রতাব তাহার * রাজ কার্য্য করে মর্দ্দ সুখ্যাতির সাথে ॥ তিরাশিতে গিয়া হজ্জ করেন মক্কাতে *

তাঁহার সন্তান তিন সুকৃত সুজন ॥ সুচরিত্র বিলক্ষণ খুব রাজগণ
বড় কমরুদ্দিন চান্দ ইসলামের ॥ তাহার দুশমন যেন চন্দ্র দিবসের
মোহাম্মদ খলিল মেঝ দোস্ত রাসুলের ॥ বৈরিতান বৈরী যেন দীন
ইসলামের ❋ ছোট নূর মোহাম্মদ রাসুলের নূর ॥ রাসুলের নূর
হৈতে কেহ নহে দূর ❋ তামাম ফকীরী ভেদ তিন কথা পরে ॥
জাত ছেফাত জান আর এছম উপরে ❋ আর তিন জায়গা যে
প্রধান যাহাদের ॥ বড়ই বরকত ওয়ালা তাজ ইসলামের ❋ মক্কা
মওাজ্জামা আর মদীনা শরীফ ॥ আকছার মসজেদ আর কোরানে
তারীফ ❋ এ তিনের হুরমতে সে তিন সহোদর ॥ সর্ব্বদা আরামে
থাকে দুনিয়া ভিতর ❋ তার পরে উপযুক্ত শাহা মোজাফের ॥
ছোট সহোদর এক জাহানে জাহের ❋ দান ধর্ম্ম বিদ্যা বুদ্ধি নাহি
তার সম ॥ হিম্মত হাতেম মত জোরেতে রোস্তম ❋ ইনসাফেতে
নওশেরওয়া আছিল যেমন ॥ মোহাম্মদ শরীফ নাম বিখ্যাত ভূবন
ইসলামের জোর বাজু দুর্ব্বলের বল ॥ গরীব মিছকীনদের আমাদের
স্থল ❋ ছায়াদার বৃক্ষ আর হয় ফলদার ॥ তেমনিত গুণ পায় প্রকাশ
তাহার ❋ পাঁচ পুত্র তার তরে দিয়াছে খোদায় ॥ পাঁচ আঙ্গুলেতে
যেন হাত শোভা পায় ❋ মোজাফ্‌ফার হোসেন নামে বড় হুশিয়ার
বক্তের তাইদ সদা উপরে তাহার ❋ রূপে চন্দ্র প্রতাপেতে সূর্য্যের
আকার ॥ হিম্মতে বাহরাম জের দুশমন তাহার ❋ বুদ্ধে বৃহস্পতি
জ্ঞানে মস্তরি যেমন ॥ জোহরার তাছিরেতে থাকে রঙ্গ মন ❋
তার ছোট সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ নাম ॥ দেলেরী হিম্মত সাথ করে
কাজ কাম ❋ তার ছোট হাজী মোহাম্মদ রেয়াজ ॥ নেকনামে
করে বাগ বেহেস্তের সাজ ❋ তার ছোট আবদুর রহিম নাম-যার
এলেম হেলেমে খুব বান্দা সে খোদার ❋ সব ছোট খোদা বখ্‌শ
বড়ই সুজন ॥ খোদাতালা দিল এই পুত্র পাঁচজন ❋ কৈল যারা
পাঁচ কাম হুকুমে খোদার ॥ ইসলামের রেজা যাবে কহ দীনদার
আর পাচ কালেমা যে ঈমানের সাজ ॥ তার পরে পাঁচ ওয়াক্ত

ফরজ নামার * আর পাঁচজন আদা করে পাঞ্জগানা ॥ সালামতে রহে সদা পাঁচজনা * আল্লাতালা এসব চীজের হুরমতে ॥ পাঁচ জনে রাখে সদা ছহি সালামতে * এসব সাগরেদ হয় আমার পিতার ॥ সতত থাকেন সবে রাজ্য অধীকার * তার পর উক্ত শাহা মৌছুফ দুয়ের ॥ আপনা চাচারা ভাই হয় তাহাদের * ইজ্জতুল্লা নামে যেই অতি বুদ্ধি তার ॥ জিয়ারত করে সেই বয়তুল্লার ঘর * করিম রহিম সেই সবার উপর ॥ আপনা রহমত জারী রাখে সদান্তর * তারপরে আর এক সাহেব হিম্মত ॥ সেহ গেল মক্কায় করিতে জিয়ারত * সমিরুদ্দিন নাম তার অতি বিচক্ষণ ছহি সালামতে থাকে যাবত জীবন * করিম রহিম আপনার মেহেরেতে ॥ এ সকল সালামত রাখে জাহানেতে * আর যত হয় বংশে সন্তান তাদের ॥ আল্লা বাড়াইবে নছল সন্তানের * আর এক জন বড় সুজন সুকাম ॥ মৌলবী সে মোহাম্মদ আকরাম তার নাম * এক ওস্তাদের মোরা সাগরেদ দুইজন ॥ কিন্তু আমি মূর্খ সেই অতি বিচক্ষণ * এলেম হেলেম কাজ কামে বে-নজির রূপে গুণে অপরূপ সুবুদ্ধি সুধীর * আর এক ভাগ্যবান সাহেব তাজীম ॥ নেকবক্ত নাম তার মোহাম্মদ আজীম * নেকের সন্তান এক আর নেকনাম ॥ আল্লাতালা ভালা করে তাহার আঞ্জাম * ফের এক জ্ঞানময় আর নেকনাম ॥ মুরব্বী জনাব শাহা হাফিজুদ্দিন নাম * এক পুত্র জমিরুদ্দিন নামেতে তাহার ॥ সর্ব্বদা খোশাল থাকে মেহের খোদার * তাহার ভাতিজা রহিমুদ্দিন কসিমুদ্দিন ছোট স'হাদর নাম তার গিয়াসুদ্দিন * এই যে পুস্তক সেই রচনা করিল ॥ সর্ব্বক্ষণে সকলের কুশল মাঙ্গিল * আর এক সাহেব মুরব্বী নেকনাম ॥ হাজিয়ল হোরমায়েন মোহাম্মদ নাম * মোহাম্মদ হানিফ বড় সন্তান তাহার ॥ ইসমাইল আবদুল লতিফ ছোট তার ইলাহী ফজল করে তাদের উপর ॥ সর্ব্বক্ষণ খোশ থাকে দুনিয়া ভিতর * উপরোক্ত চৌধুরী জনাব মজকুরান ॥ দুইভাই তাহাদের

ভগিনী সন্তান * হাজিয়ল হোরমায়েন শাহা আবতুল করিম ॥ দোজাহানে ভাল করে করিম রহিম * নেকবক্ত নেককার আর নেকনাম ॥ নেকের সন্তান নেক, নেক পরিণাম * আর হাজী কুদরতুল্লা সাহেব তৌফিক ॥ মুসাফের ছায়েলের সর্ব্বদা রফিক কি কহিব ছেফত আর হিম্মত তাহার ॥ কলমে না লেখা যায় যত গুণ তার * শূন্য ঘরে বাস করে তুই সাহেবান ॥ একজন সূর্য্যোদয় চন্দ্রের সমান * উক্ত গ্রামে আর একজন দয়াবান ॥ বিদ্যা বুদ্ধি পরে কভু না করে গোমান * সুবিতুল্লা নামের খাস বান্দা সে খোদার তুনিয়া ও আকবতে ভাল হয় তাহার * তার ছোট ভাই বাকাউল্লা নাম যার ॥ সুখেতে বন্দেখী করে তুনিয়া মাঝার * আর এক ছেয়াফ রাজ বড় মেহেরবান ॥ জ্ঞান বুদ্ধি বে-নজির সুবুদ্ধি সুজ্ঞান হবিবুল্লা নাম তার খোদার হবিব ॥ আল্লাতালা ভাল করে তাহার নসিব * আর জানো মতিউল্লা পিয়ায়া খোদার ॥ দোজাহানে খোদাওন্দ ভাল করে তার * এই সব সাহেবান মজকুরাগণ ॥ পুস্তকের মধ্যে যাহা হইল গণন * সকলে একত্রে বড় মেহের করিয়া ॥ এই পুস্তকের তরে দিল প্রকাশিয়া * চন্দ্র সূর্য্য যে অবধি থাকিবে আসমানে ॥ আল্লাতালা সকলেরে রাখিবে আসানে * লকলের সঙ্গে করে আমার ভালাই ॥ আমীন২ কহ দীনদার ভাই কবিকারে জঙ্গনামা বিরচিয়া গায় ॥ পুস্তকের তেছরা জেলদ হৈল সায় * বারো শত চৌরাশি সালে মাহে শওয়ালের ॥ পাঁচিশা তারিখে পুথি হইল আখের * তুই সালে পুস্তক রচনা হৈল সায় খোদার শোকর হাম্‌দ্ কহা নাহি যায় *

সূচী পত্র

সূচী পত্র

* সূচী পত্র সমাপ্ত *

মুদ্রাকর—এম, অজিজুর রহমান চৌধুরী, হামিদিয়া প্রেস
৫০ নং হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা।